বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৬ সংখ্যা-০৬ জুন - ২০২৩

Blacksmiths busy inside their little shop, complete with a forge and bellows, at Joragate Mor of Khulna city. With Eid-ul-Azha due to be celebrated at the end of this month, Muslims are preparing the metal tools required for the associated animal slaughter ritual such as breaking and boning knives and meat cleavers. The bigger tools are selling for Tk 500 a kilogramme while smaller ones around Tk 100 to Tk 300. Blacksmiths also provide the service of sharpening dull blades. The photo was taken on Sunday.

PHOTO: HABIBUR RAHMAN

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১,৪১০২০২৮২,৪১০২০২৮৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ - ৫৭
শ্রম বাজার	৫৮ - ৮৬
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৮৭ - ১০৯
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১১০ - ১২০
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২১ - ১৩১
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৩২ - ১৩৩
ফাইল ডকুমেন্ট	১৩৪-১৩৫

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০২৩

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে ডলারের দাম আরো বাড়ল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রেমিট্যান্স আয়ে ডলারের দাম আরো ৫০ পয়সা বেড়েছে। আর রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম বেড়েছে এক টাকা। নতুন এ দাম আজ বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।

রেমিট্যান্স আয়ের ক্ষেত্রে এখন প্রতি ডলারে মিলবে ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা। এর আগে রেমিট্যান্স আয়ে প্রতি ডলারের বিপরীতে পাওয়া যেত ১০৮ টাকা। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে আজ থেকে প্রতি ডলারে মিলবে ১০৭ টাকা। আগে রপ্তানি আয়ে প্রতি ডলারে পাওয়া যেত ১০৬ টাকা।

গতকাল বুধবার ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন এবিবি ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাফেদা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত বছরের মার্চ থেকে দেশে ডলার-সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এ অবস্থা তৈরি হয়। সংকট মোকাবিলায় শুরুতে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণ করত বাংলাদেশ ব্যাংক।

তবে এতে সংকট কমার পরিবর্তে আরো বেড়ে যায়। গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম নির্ধারণের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ায়। দায়িত্ব দেওয়া হয় এবিবি ও বাফেদার ওপর। এরপর থেকে এ দুই সংগঠন মিলে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় এবং আমদানি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করছে।

এদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ওপর সম্প্রতি প্রকাশিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক হালনাগাদ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ডলার-সংকট সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক বলেছে, ঐতিহাসিকভাবে ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলারের দামের ব্যবধান ছিল ২ শতাংশের মতো। তবে ২০২২ সালের আগস্টে এই ব্যবধান ১২ শতাংশে পৌঁছে যায়। এখন এই ব্যবধান কার্যত ১৮ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার পর ডলারের দাম স্থিতিশীল হলেও দামের পার্থক্য খুব বেশি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলারের দামের এই ব্যবধানের কারণে রেমিট্যান্স আয় কমছে, ফলে কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও। সে জন্য ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলারের দরের ব্যবধান না কমলে রেমিট্যান্স আয় বাড়বে না। এতে ডলার-সংকটও কাটবে না বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১ জুন ২০২৩
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন

——আবুল বারাকাত

যুগান্তর প্রতিবেদন

বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি আবুল বারাকাত। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'জাতীয় বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অংশীদারত্ব, বাজেট ভাবনা ও মনিটরিং' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন। অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এএলআরডি) উদ্যোগে এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের সহযোগিতায় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল বারাকাত।

তিনি বলেন, জাতীয় বাজেট যথেষ্ট কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে, যদি বাজেটের মূল লক্ষ্য হয় বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন। করোনার পর দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। গত দুই-তিন বছরে ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। নতুন এই দরিদ্ররা আছেন পারিবারিক কৃষিতে, গ্রামীণ নারী সমাজে, আদিবাসী সমাজে, শহর-নগরের বস্তি ও স্বল্প আয়ের বাসস্থলে এবং দেশের বিভিন্ন দরিদ্র পকেটে।

আবুল বারাকাত বলেন, আসন্ন বাজেট ৭ লাখ ৬৪ হাজর কোটি টাকার হতে পারে। সে হিসেবে আমাদের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪৪ হাজার ৯৫১ টাকা। এই টাকাটা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ, অবহেলিত মানুষের

বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বৈষম্য হ্রাস

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কাছে পৌঁছাতে হবে। দেশে গ্রামীণ নারীর সংখ্যা ৪১ শতাংশ। কিন্তু এই নারীরা বাজেটে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ বরাদ্দ পান। এটা চরম বাজেট বৈষম্য। আদিবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ ১ দশমিক ৪২ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি। কৃষি, ভূমি, জলা সংস্কার হলে ৮২ শতাংশ মানুষ সুবিধা পাবে। তাই এ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পারিবারিক কৃষিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এটি স্বীকৃতি পেলে কৃষি অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

কালো টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যে পরিমাণ কালো টাকা আছে, তার ২ শতাংশও যদি উদ্ধার হয়, তাহলে তা ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা হবে। তাই কালো টাকা উদ্ধারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

সেমিনারে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, আইএমএফের শর্ত পূরণ করে কীভাবে বাজেট প্রণয়ন করা যায়, মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটিই হয়তো এবার বিবেচ্য হবে। বাজেট প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। কিন্তু হ্যাঁ-না ভোট ছাড়া বাজেট নিয়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের আর তেমন কিছুই করার থাকে না। বৈষম্য কমিয়ে আনার বিষয়টি বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। গ্রামীণ নারী, আদিবাসীসহ প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত বিভিন্ন কমিউনিটিকে চিহ্নিত করে বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা উচিত। ভবিষ্যতে বাজেটে যাতে তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে, সে জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন, মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান, নিজেরা করির চেয়ারপারসন খুশী কবির, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিক উজ জামান, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল প্রমুখ।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জুন ১, ২০২৩।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে চার কোম্পানির লভ্যাংশ জমা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে ৭ কোটি ৩ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিয়েছে চারটি কোম্পানি। লভ্যাংশ জমাদানকারী কোম্পানি চারটি হলো কাজী ফার্মস লিমিটেড, ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি রেনাটা লিমিটেড, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সঙ্গে গতকাল কোম্পানি চারটির প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করে নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে তাদের গত অর্থবছরের লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন।

কাজী ফার্মস লিমিটেডের চিফ অ্যাডভাইজার কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল কাজী ফার্মস ও কাজী মিডিয়া লিমিটেডের লভ্যাংশ মোট ১ কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৮৭২ টাকার চেক, রেনাটা লিমিটেডের পক্ষে চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মোস্তফা আলীম আওলাদ তাদের কোম্পানির লভ্যাংশ ৩ কোটি ৬ লাখ ১৩ হাজার ৩৪১ টাকার চেক, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির পক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আজম আলী ১ কোটি ৬০ লাখ ৫ হাজার ৩৯৭ টাকার চেক এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের পক্ষে সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মো. ছামিউল ইসলাম তাদের লভ্যাংশ ৯০ লাখ ১৮ হাজার ৭৯০ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. মহিদুর রহমান, কাজী ফার্মস লিমিটেডের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান, রেনাটা লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার স্বপন কুমার সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির কোম্পানি সচিব মো. আব্দুস সালাম খান এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

এ পর্যন্ত তহবিলে জমার পরিমাণ ৮৪৬ কোটি টাকা। দেশী-বিদেশী এবং বহুজাতিক মিলিয়ে ৩৩৭টি কোম্পানি শ্রম আইন অনুযায়ী বছর শেষে লাভের ৫ ভাগের এক-দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে নিয়মিত জমা দিচ্ছে।

DHAKA THURSDAY JUNE 1, 2023
JAISHTHA 18, 1430 BS
The Daily Star

BGMEA, H&M join hands to reduce carbon emission by 30%

STAR BUSINESS REPORT

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and H&M Group entered into a deal yesterday to attempt a transition towards a circular and climate neutral garment industry in Bangladesh by reducing carbon emissions by 30 per cent.

Helena Helmersson, CEO of the fashion retailer, and Faruque Hassan, president of the BGMEA, inked the memorandum of understanding (MoU) in Dhaka on developing and implementing a strategic roadmap, according to a BGMEA statement.

"We need to collaborate and take joint responsibility of our industry... we will be able to accelerate the well-needed change of the industry and together tackle shared challenges," said Helmersson.

"I hope this collaboration will add pace to our journey toward sustainability," said Hassan.

"This partnership also reflects the strong commitment of Bangladesh's apparel industry to grow in a sustainable manner to have positive impacts on the industry, the economy and climate," he said.

"This partnership reflects the strong commitment of Bangladesh's apparel industry to grow in a sustainable manner," said Faruque Hassan, president of BGMEA

Bangladesh produced 169.06 million tonnes of greenhouse gases (GHGs) emission in 2021 and it will be 409.41 million tonnes by 2030, according to data from Nationally Determined Contributions (NDCs)

The global fashion industry emitted about 2.1 billion tonnes of GHG, which is equivalent to about 4 per cent of total global GHG emission, said a study by McKinsey in 2018. The fashion industry has to reduce its GHG emissions by 1.1 billion tonnes of carbon equivalent by 2030. Bangladesh's national contribution to global GHG emission is 0.45 per cent.

"The collaboration between H&M Group and the BGMEA will play an important role in accelerating the green growth of the RMG industry in Bangladesh," said Alexandra Berg von Linde, Swedish ambassador to Bangladesh, who attended the event.

The government of Sweden and the Swedish embassy in Dhaka would like to see the garment industry of Bangladesh continue its progress in the area of sustainability in the coming days, and will extend cooperation to accelerate the green growth of the industry, Linde said.

From H&M Group, Ziaur Rahman, Faisal Rabbi, Yosef El Natour, Karin Lind and Adam Karlsson were present at the MoU signing ceremony.

The event was also attended by BGMEA vice-presidents Shahidullah Azim and Miran Ali, directors Shehrin Salam Oishee, Inamul Haq Khan and Neela Hosna Ara and Chair of BGMEA Standing Committee on Foreign Mission Cell Shams Mahmud.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২০ জৈ
৩ জুন ২০২৩

কালিয়াকৈরে নিখোঁজ শ্রমিকের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ

'শ্রমিক সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী আত্মগোপন'

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এমএসএ স্পিনিং লিমিটেড নামে একটি সুতা তৈরির কারখানার নিখোঁজ হওয়া শ্রমিক আমীন খানের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে কালিয়াকৈর থানা সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে আমীন খান তার কর্মস্থল এমএসএ স্পিনিং লি. কারখানায় যান। এরপর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঐ শ্রমিক নিখোঁজের খবরে বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। তাদের অভিযোগ, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জেরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাকে গুম করেছে। শ্রমিক আমীন খান নওগাঁর আত্রাই থানার আহসানগঞ্জ গ্রামের আশরাফ খানের ছেলে আমীন খান। তিনি স্থানীয় এমএসএ স্পিনিং লিমিটেড সুতা তৈরির কারখানার এসি প্লান্টের সিনিয়র অপারেটর।

কালিয়াকৈর থানার পুলিশ প্রযুক্তির সহায়তায় আমিন খানের সন্ধান পায়। জানা গেছে, শ্রমিক আমিন খান গুম বা নিখোঁজ হননি। তিনি শ্রমিক সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী আত্মগোপন করেছেন। তিনি বর্তমানে সুস্থ এবং সুরক্ষিত অবস্থায় ঢাকার আশপাশে অবস্থান করছেন। আমিন খান তার স্ত্রী সুমনার সঙ্গে ফোনে কথা বলে এমনটাই জানিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২০ জ্যৈ
৩ জুন ২০২৩

প্রস্তাবিত বাজেটে তৈরি পোশাক খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা খুঁজে পাইনি

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেছেন, 'আমরা রপ্তানিমুখী বস্ত্র ও তৈরি পোশাকখাতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা খুঁজে পাইনি। বিশেষ করে আমরা উৎসে কর কমানোর প্রস্তাব না করে ২০২১-২২ অর্থবছরের যেটি ছিল, অর্থাৎ ০.৫০ শতাংশ করার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। কারণ এমনিতেই কোভিডের কারণে পোশাকশিল্পে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পুষিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছি, তার ওপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে একদিকে বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে, খুচরা বিক্রয় চাহিদা কমে এসেছে, অন্যদিকে জ্বালানি তেলসহ সব কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির ফলে আমাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাজেট বক্তব্যে অন্য বছরের মতো রপ্তানি খাতগুলোর জন্য প্রণোদনা বাবদ অর্থ বরাদ্দের কোনো ঘোষণা আসেনি।' গতকাল শুক্রবার বিকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের একটি মিলনায়তনে প্রস্তাবিত বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, 'আমরা নগদ সহায়তার ওপর আরোপকৃত ১০ শতাংশ কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলাম, যেহেতু নগদ সহায়তা কোনো ব্যবসায়িক আয় নয়, তাই নগদ সহায়তার অর্থকে করের আওতার বাইরে রাখাই যুক্তিসংগত। আমরা মনে করি, এই সংকটময় সময়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হবে।' তিনি বলেন, 'প্রস্তাবিত বাজেটে ১৩টি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূসক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। আমরা মনে করি, এর ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সেই সঙ্গে আমরা দাবি করব যেন আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে আনা হয়। পাশাপাশি এলএনজি ও এলপিজির আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছি। এটি করা হলে একদিকে আমাদের শিল্পে উৎপাদন খরচ কমবে, আমাদের প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়বে, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেটি অর্জন সহজ হবে।' সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বাজেটে আরো কিছু বিষয়ের ওপর প্রস্তাব করা হয় এবং সে প্রস্তাবগুলো পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়।

বণিকবার্তা শনিবার, জুন ৩, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ২০, ১৪৩০

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি

বাজেটে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাজেটে রফতানিমুখী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রস্তাবিত বাজেট প্রতিক্রিয়ায় গতকাল এ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান।

তিনি বলেন, 'আমরা উৎসে কর কমানোর প্রস্তাব না করে ২০২১-২২ অর্থবছরের যেটি ছিল, অর্থাৎ শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছিলাম। কারণ এমনিতেই কভিডের কারণে আমাদের শিল্পে যে ক্ষতি হয়েছে সেটি, পুষিয়ে নিতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তার ওপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে একদিকে বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে, খুচরা বিক্রয় চাহিদা কমে এসেছে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলসহ সব কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির ফলে আমাদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আমাদের রফতানি আয় কমতে শুরু করেছে। তবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল, সেটিও এ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে ইউনিট ভ্যালু বেড়ে যাওয়ায় কারণে হয়েছে।'

> আমরা সরকারকে নন-কটন খাতে বিনিয়োগ ও রফতানি উৎসাহিত করতে এবং প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে নন-কটন পোশাক রফতানির ওপর ১০ শতাংশ হারে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিলাম, যা বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি
>
> — বিজিএমইএ সভাপতি

ফারুক হাসান বলেন, 'বাজেট বক্তব্যে অন্যান্য বছরের মতো রফতানি খাতগুলোর জন্য প্রণোদনা বাবদ অর্থ বরাদ্দের কোনো ঘোষণা আসেনি। যেখানে আমাদের বেশকিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল। আমাদের সামনে বিষয়টি এখনো অজানা রয়ে গেছে। আমরা দাবি করব যেন আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে আনা হয়। পাশাপাশি এলএনজি ও এলপিজির আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছি।' তার মতে, এটি করা হলে একদিকে আমাদের শিল্পে উৎপাদন খরচ কমবে, আমাদের প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়বে। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেটি অর্জন সহজ হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিষয়কে আমলে নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটি করে না। ফলে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক কোনো পরিস্থিতির কারণে ইউরোপে রফতানি বাজারে কোনো প্রভাব পড়বে না। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতিও দেশটিতে রফতানির ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না।'

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'লক্ষণীয় বিষয় হলো বর্তমান সংকটকালীন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যখন কিনা সাম্প্রতিক রফতানি আয়, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের নিম্নমুখী, তখন সরকার আগামী অর্থবছরে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঘোষণা দিয়েছে, যা এ কঠিন সময়ে জাতির মনে আশার সঞ্চার করেছে। শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছাড়া জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। আর জিডিপির প্রায় ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ আসে শিল্প খাত থেকে, যা ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। শিল্পের সব সুযোগ ও সম্ভাবনা কাজে লাগানো গেলে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।'

ফারুক হাসান জানান, প্রস্তাবিত বাজেটে ১৩টি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূসক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। আমরা মনে করি এর ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন, 'আমরা সরকারকে নন-কটন খাতে বিনিয়োগ ও রফতানি উৎসাহিত করতে এবং প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে নন-কটন পোশাক রফতানির ওপর ১০ শতাংশ (রফতানি মূল্যের) হারে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিলাম, যা বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি। এ ব্যাপারে আবারো সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাশাপাশি নন-কটন বস্ত্র ও পোশাক খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য একটি বিশেষ স্কিম গ্রহণের সুপারিশ করছি। এর মাধ্যমে আমাদের ২০২৯ পরবর্তী সময়ে 'দুই-ধাপ উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিপালন করে জিএসপি প্লাসের জন্য প্রস্তুত হতে পারব।'

সময়ের আলো রোববার। ১১ জুন ২০২৩।

গাজীপুরের ৯ হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক পেল 'সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা'

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গাজীপুর জেলার ৭টি পোশাক কারখানার সর্বনিম্ন বেতনভুক্ত ৯ হাজার ৭১৭ জন গার্মেন্টস শ্রমিককে গত বছর 'সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' দিয়েছিল বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি। মাইক্রো-ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে বছরে মাথাপিছু ৪৮৭ টাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের সিজারিয়ানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্ত পোশাক শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল 'সাউথ এশিয়ান জার্নাল অব সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ইকোনমিক্স'-এ প্রকাশ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার দুপুরে বারডেম অডিটোরিয়ামে এই গবেষণা সংক্রান্ত ফলাফল প্রকাশের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান, সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, এনএইচএনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. এম এ সামাদ, এনএইচএনের কেন্দ্র পরিচালক ডা. বিশ্বজিৎ ভৌমিক, ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট খন্দকার রাশেদুল হাসান, নিউ এশিয়া গ্রুপের পরিচালক গাউস মোহাম্মদ এবং গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত চিকিৎসক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির 'নিয়োগকর্তা-স্পন্সরড হেলথ ইন্স্যুরেন্স (ইএসএইচআই) স্কিম'- যা বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাইক্রো ইন্স্যুরেন্সের একটি নতুন মডেল।

NEW AGE THURSDAY, JUNE 1, 2023,

Plastic pollution goes unabated in Bangladesh

Rashad Ahamad

PLASTIC pollution in all of its forms has persisted across the country over the years despite official commitments to curb it, posing a serious threat to human and animal health.

Green activists said that environmental pollution from plastic was gradually increasing as laws and policies had hardly been implemented.

Bangladesh Environmental Lawyers Association chief executive Syeda Rizwana Hasan said that whenever the reduction of plastic use was discussed, business people came up with recycling theories.

'But plastic recycling is not the solution. Recycling is hazardous and not economically efficient,' she said, adding that Bangladesh should stop single-use plastic and polythene without rethinking.

She said that there were many alternatives to plastic, ranging from jute to paper, cloth, grass, and soil. If the government banned plastic, they would thrive as businesses.

Green activists believed that plastic pollution was skyrocketing in Bangladesh due mainly to the illegal use of polythene and uncontrolled single-use plastic.

They said that Bangladesh had taken many praiseworthy initiatives to combat plastic pollution, but all failed due to a lack of proper implementation.

In 1992, Bangladesh banned polythene bags to stop plastic pollution. Despite the ban, polythene bags are now readily available across the country.

The World Bank Group, in its latest report unveiled in December 2021, found that plastic use was increasing rapidly, as was pollution.

In the past 15 years, Bangladesh's annual per capita plastic consumption in urban areas has tripled to 9.0 kg in 2020 from 3.0 kg in 2005. Consumption of low-density polyethene increased fivefold in 2020 compared to 2005, according to the WB report.

Mismanaged plastic waste pollutes cities, the countryside, rivers, and canals. They clog drains, causing urban flooding, said the report.

Plastic is a material that degrades slowly into tiny particles (called micro-plastics), posing a significant risk to humans, marine life, and ecosystems.

The general secretary of Bangladesh Poribesh Andolon, Sharif Jamil, said that although the laws and regulations relating to plastic pollution control were created considering the need, they were seldom put into practice.

'The government must involve people, take collective measures, take inclusive plans, and involve cross-cutting ministries to implement them,' he said.

Amid the reality, the second session of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment, started on Monday at UNESCO headquarters in Paris.

In February 2022, nations agreed in principle on the need for a legally binding UN treaty to end plastic pollution around the world.

The Paris meeting, which runs until June 2, is the second of five sessions in the process in which a Bangladesh delegation is also participating.

Around 100 million tonnes of plastic are dumped into the oceans every year worldwide, according to the United Nations. Scientists have found large amounts of micro-plastic in the intestines of deep-dwelling ocean mammals such as whales.

A World Bank report said that some 977,000 tonnes of plastic were consumed in Bangladesh in 2020 and only 31 per cent of them were recycled. The most mismanaged plastic waste is single-use plastics like shopping bags, packs, and wrappers.

According to another study by the Environment and Social Development Organization, annually 87,000 tonnes of single-use plastics, including plastic bags, bottles, cups, plates, and straws, are thrown away in Bangladesh.

Single-use plastic products include drinking straws, cotton buds, food packaging, food containers, bottles, plates, plastic cutlery, and plastic bags.

To combat pollution, the government framed the Solid Waste Management Rules 2021, but they were not implemented.

In 2021, Bangladesh adopted a plan of action to free the coast from single-use plastic that included 40 upazilas in 12 districts and Chattogram city, following a High Court order.

People in the areas told New Age on Wednesday that they did not see any change before and after the road map was declared by the government as part of the implementation of the HC directive.

In January 2020, the High Court directed the government to ban single-use plastic products in coastal areas and hotels and motels in the next year following a writ petition jointly filed by 11 rights organisations, including BELA, seeking the necessary order.

The court also ordered the government to strictly enforce the polythene ban across the country through proper monitoring.

Environment, Forest and Climate Change deputy minister Habibun Nahar said that the government was doing its job by framing laws, rules, and road maps/ but what could be done if the people ignored them and violated them?

'People must obey the law. Otherwise, it is not possible to control plastic pollution,' she said.

Green activists said that plastic was not just a domestic issue, as the country's river system contains trans-boundary plastics as well.

The head of the UN Environment Programme, Inger Andersen, told the delegates in Paris on May 29 that throwaway plastic culture was 'gushing pollution galore, choking our ecosystems, warming the climate, and damaging our health' and that the most vulnerable were the hardest hit.

'Only elimination, reduction of, a full lifecycle approach, transparency and a just transition, only those can bring success because the truth is that we cannot recycle our way out of this mess,' she told delegates to loud applause.

She said that current commitments would only reduce plastic pollution by 8 per cent by 2040.

Bangladesh recently declared not to allow single-use plastic in districts and in the world's largest mangrove forest, Sundarbans, which is home to some of the world's rarest creatures, including the Royal Bengal tiger and the Irrawaddy dolphin.

Some 200,000 tourists visit each year, according to government figures, on top of seasonal visits by fishermen and wild honey harvesters, who depend on the ecosystem's bounty.

Part of the Sundarbans was designated a World Heritage site by UNESCO in 1997.

Officials said that there was no implication of the declaration anywhere else.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ
৪ জুন ২০২৩

চট্টগ্রামে গ্যাস-সংকটে নতুন শিল্পকারখানা চালু হচ্ছে না

পুরোনোগুলোতেও উৎপাদন ব্যাহত

■ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে গ্যাসের বেশি চাহিদাপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সার কারখানায় বছরের অধিকাংশ সময় উৎপাদন বন্ধ থাকে। বকেয়া, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও রাইজার স্থানান্তর না দিয়ে দুই শতাধিক আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পে পুনঃসংযোগ বন্ধ রয়েছে। তারা বকেয়াসহ অন্যান্য ফি পরিশোধ করেও সংযোগ পাচ্ছে না। আবার শিল্পের নতুন শতাধিক সংযোগের আবেদন জমা আছে। বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়ায় শিল্পে নতুন সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এতে নতুন এসব শিল্পকারখানা চালু করা যাচ্ছে না। গ্যাস সংযোগের অনুমোদন নিয়ে নানা শর্তের মধ্যে আটকা পড়েছে।

চট্টগ্রামে এলএনজি সরবরাহ দেওয়া হয়। বর্তমানে মহেষখালী ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে সরবরাহও বেড়েছে। কিন্তু চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হচ্ছে না। চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে এলএনজি দেশের অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম শিল্প এলাকা। এখানে হাজারো ভারী ও হাল্কা শিল্পকারখানা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিল্পে গ্যাস সংযোগ দিতে বোর্ড সভায় অনুমোদন নিতে হয়।

বর্তমানে শতাধিক শিল্পে সংযোগের আবেদন জমা রয়েছে। কিন্তু শিল্পে নতুন সংযোগ অনুমোদন নিয়ে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এতে নতুন বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানি সূত্র জানায়, চট্টগ্রামে বর্তমানে চালু থাকা সকল প্রকারের গ্রাহকের জন্য গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এই পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ দিলে মোটামুটি চাহিদা মেটানো যায়। কিন্তু এই চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। একেক সময় সংকট সৃষ্টির পর সরবরাহ কমে যায়। লাইনে গ্যাসের চাপ কম থাকলে ভারী শিল্পকারখানাগুলোর উৎপাদন চালু রাখা যায় না। এতে মেশিনের ওপর চাপ পড়ে। বিশেষ করে রি-রোলিং মিল, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সারকারখানাসহ ভারী শিল্প কারখানা গ্যাস-সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মোখা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ প্রায় দুই দিন বন্ধ থাকে। ২০১৮ সালে এলএনজি সরবরাহ চালু হওয়ার পর থেকে চট্টগ্রামে শুধু এলএনজি সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে। এলএনজি সরবরাহ সংকটে পড়লেও জাতীয় গ্রিড থেকে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মহেষখালীর মাতারবাড়ী এলাকায় ভাসমান দুটি এলএনজি টার্মিনাল চালু হওয়ার পর ৯৪০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে। তার থেকে চট্টগ্রামে ৩১৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে। বাকি গ্যাস জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য স্থানে সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।

কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানি সূত্র জানায়, বর্তমানে চট্টগ্রামে আবাসিক ও শিল্পকারখানাসহ গ্যাসের অনুমোদিত লোডের পরিমাণ প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু অনুমোদিত লোড কোনো সময় পাওয়া যায়নি। অতীতে সর্বোচ্চ ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি বরাদ্দ মিলেনি। এতে প্রায় সময় বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সারকারখানার মধ্যে কোনো কোনো ইউনিট উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে। এলএনজি সরবরাহ চালু হওয়ার সময় বলা হয়েছিল, চট্টগ্রামে গ্যাসের চাহিদা মেটানোর পর অবশিষ্ট গ্যাস বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এখন সেই সিদ্ধান্ত চরমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে।

চট্টগ্রামে ১০টি বাল্ক (বৃহৎ গ্যাস ব্যবহারী শিল্প) গ্রাহক রয়েছে। তার মধ্যে শিকলবাহায় ১৫০ মেগাওয়াট ও রাউজানে ২১০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। প্রায় ৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান সিইউএফএল সারকারখানাও বন্ধ রয়েছে।

বিজিএমইএ প্রথম সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, আমরা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ চাই। আমাদেরগুলো রপ্তানিমুখী শিল্প। চট্টগ্রামের গ্যাস সরবরাহ জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। যাতে এলএনজি সমস্যায় পড়লে গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত না হয়।

কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানিতে সব মিলিয়ে ৬ লাখ ২ হাজার ৩৭৫টি গ্যাস সংযোগ রয়েছে। তার মধ্যে আবাসিক সংযোগ রয়েছে ৫ লাখ ৯৮ হাজার, শিল্প ১ হাজার ১৮১টি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ২০১টি, বাণিজ্যিক ২ হাজার ৯১১টি ও সিএনজি ৭০টি। সম্প্রতি সড়ক সম্প্রসারণসহ নানা কারণে প্রায় শতাধিক বাণিজ্যিক সংযোগ (হোটেল, রেস্টুরেন্ট, আবাসিক) বন্ধ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান অন্য জায়গায় গিয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালু করেছে। কিন্তু তাদের নতুন জায়গায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে রাইজার স্থানান্তর দেওয়া হচ্ছে না। বৈধ সংযোগও স্থানান্তর না দেওয়ায় এসব গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া প্রায় ২৫ হাজার আবাসিক সংযোগের ডিমান্ড নোটের টাকা জমা নিয়েও গত ১০ বছর যাবৎ সংযোগ পাচ্ছে না। তাদের জমা নেওয়া টাকাও ফেরত দিচ্ছে না কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানি।

DHAKA FRIDAY JUNE 9, 2023
JAISHTHA 26, 1430 BS
The Daily Star

Our workers in Maldives deserve better

RMMRU survey reveals cases of poor pay, abuse and discrimination

While the sufferings of Bangladeshi migrant workers abroad are nothing new, a recent study by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) has revealed a picture of hardship for those in the Maldives. Of the 120 current and 250 returnee migrants surveyed by RMMRU, 36 percent reported not being paid for overtime work. Documented workers earn an average monthly income of Tk 37,066 while undocumented ones earn Tk 25,650 – which might come as a surprise to those with a rosy vision of overseas earnings. On top of this, workers faced discrimination and abuse in multiple forms. For instance, around 38 percent of respondents said their employers had taken away their passports, while about half of both undocumented and documented workers faced workplace discrimination. Perhaps the most dehumanising treatment that they reported is physical or verbal abuse, which at least 18 percent of respondents suffered at one point.

Unfortunately, Maldives is not an exception – the plight of low-skilled Bangladeshi workers is quite similar in other destination countries, including Middle East, too. Wage theft, withholding of passports, discrimination, abuse of various kinds, and even threats of deaths are vulnerabilities that workers must contend with on a regular basis. Such injustices taking place in other countries may pose a challenge for us to address them. However, the onus is still on the government to ensure that our workers abroad are not abused or exploited. These people often have to pay a hefty sum to intermediaries (who make up an insidiously corrupt system) to get jobs there. Once there, they often work for inhumane hours for a relatively small amount, and then send whatever they can save back home. Through this uncompromising process, they give a boost to our economy.

It is, therefore, crucial that the government takes better care of our migrant workers, including those in the Maldives. It must ensure regular collaboration with the authorities of destination countries to ensure full compliance of labour rights, so that our workers can be protected from abuse and exploitation.

সময়ের আলো শনিবার। ৩ জুন ২০২৩।

বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ফারুক হাসান

পোশাক খাতে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাইনি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেছেন, প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা রফতানিমুখী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা খুঁজে পাইনি। বিশেষ করে আমরা উৎসে কর কমানোর প্রস্তাব না করে ২০২১-২২ অর্থবছরের যেটি ছিল, অর্থাৎ ০.৫০ শতাংশ করার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। অথচ বাজেটে উৎসে কর কমানোর বিষয়ে কোনো কথা বলেননি অর্থমন্ত্রী।

গতকাল শুক্রবার বিজিএমইএর প্রস্তাবিত বাজেট বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি ফারুক হাসান এ কথা জানান। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আজিজ গ্রুপের কনফারেন্স রুমে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এ সময় বিজিএমইএর সহ-সভাপতি শহিদুল্লাহ আজিমসহ পোশাক শিল্প উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। ফারুক হাসান বলেন, এমনিতেই কোভিডের কারণে আমাদের শিল্পে যে ক্ষতি হয়ে গেছে সেটি পুষিয়ে নিতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি, তার ওপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে একদিকে বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে, খুচরা বিক্রয় চাহিদা কমে এসেছে, অন্যদিকে জ্বালানি তেলসহ সব কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে আমাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রফতানি আয় কমতে শুরু করেছে। তবে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আমাদের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল সেটিও এই উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে ইউনিট ভ্যালু বেড়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে।

বাজেট বক্তব্যে অন্যান্য বছরের মতো রফতানি খাতগুলোর জন্য প্রণোদনা বাবদ অর্থ বরাদ্দের কোনো ঘোষণা আসেনি। যেখানে আমাদের বেশি কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ছিল, সেখানে আমাদের সামনে বিষয়টি এখন অজানা রয়ে গেছে। তবে আমি মনে করি, বাজেট প্রস্তাবনায় বিষয়গুলো উল্লেখ না থাকলেও বিস্তারিত কাঠামোতে এগুলো সন্নিবেশিত আছে। কারণ এই মুহূর্তে আমাদের রফতানি খাতগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

নগদ সহায়তার ওপর ১০ শতাংশ কর প্রত্যাহার দাবি

উৎসে কর ০.৫০ শতাংশ করার দাবি

আমরা একটি অভূতপূর্ব বৈশ্বিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এই অবস্থায় কীভাবে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে পারি, সেটিই হবে আমাদের কৌশল। আমি আপনাদের এর আগেও বলেছিলাম যে, ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮.০৬ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে বর্তমানে ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। সে সময়টিতে কিন্তু আমাদের রফতানি বেড়েছে, রফতানি ২০২০-২১ সালে ৩১.৪৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। অর্থাৎ ওই এক বছরে রফতানি বেড়েছে ১১.১৫ বিলিয়ন ডলার, আর চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে রফতানি বেড়েছে ৩.২২ বিলিয়ন ডলার, যদিও শেষের ২ মাসে রফতানি কমে এসেছে। আরও পরিষ্কার করে বললে হিসাবটি দাঁড়ায়, আগস্ট ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২৩ এই ২১ মাসে আমাদের রফতানি আগের ২১ মাসের তুলনায় ১৪.৭৩ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে, তার পরও একই সময়ে আমাদের রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে চলে এসেছে। সংকট আরও ঘনীভূত করেছে রেমিট্যান্স প্রবাহের ঘাটতি।

ফারুক হাসান বলেন, প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পোশাক রফতানিতে নগদ সহায়তার ওপর ১০ শতাংশ কর প্রত্যাহার চাচ্ছি আমরা। বাজেট পাশের আগে যেন আমাদের দাবিগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পোশাক খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা খুবই জরুরি। পোশাক শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিকে বেগবান করে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। চলমান সংকটময় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উৎসে কর ২০২১-২২ অর্থবছরের মতো শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ ধার্য করার দাবি জানাচ্ছি। এটি আগামী ৫ বছর পর্যন্ত কার্যকর করার জন্য পুনরায় সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলেন, নগদ সহায়তার ওপর আরোপ করা ১০ শতাংশ কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। যেহেতু নগদ সহায়তা কোনো ব্যবসায়িক আয় নয়, তাই নগদ সহায়তার অর্থকে করের আওতার বাইরে রাখাই যুক্তিসংগত। আমরা মনে করি, এ সংকটময় সময়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হবে।

ফারুক হাসান বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে রফতানিমুখী শিল্পের জন্য ইতিবাচক দিক রয়েছে। আমদানি ও রফতানিতে ব্যবহৃত কন্টেইনারের আমদানি করভার কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃত্রিম আঁশের তৈরি কাটা ফেব্রিক্স ও নষ্ট টুকরা (এক মিটারের বেশি দীর্ঘ নয়), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের কাছে নমুনা হিসেবে বিনামূল্যে সরবরাহ করা ফেব্রিক্স (তিন বর্গমিটারের নিচের আকৃতির) এবং ট্যাপস অ্যান্ড ব্রাইডসের উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। শনিবার। ৩ জুন ২০২৩

কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

বিষাক্ত বর্জ্যে নদীতে মাছের মড়ক

নদীদূষণ কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না। শিল্প-কারখানার কিছু মালিক দেশের আইনকানুনের কোনো তোয়াক্কা করেন না। নীতি-নৈতিকতা, বিবেক বা দায়িত্ববোধের পরিচয়ও তাঁরা দেন না। গতকাল শুক্রবার কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ফুলজোড় নদীতে দুটি কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ফেলায় নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে গেছে। এ কারণে নদীর প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মাছসহ সব জলজ প্রাণী মরে গেছে। নদীতে গোসল করার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষজন। পানি খেয়ে মারা যাচ্ছে গবাদি পশু।

জানা যায়, দুই শতাধিক মৎস্য চাষি ফুলজোড় নদীর রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা থেকে নলকা পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার অংশে খাঁচা পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেন। মৎস্য চাষিদের মতে, এখানে দুই হাজারের বেশি খাঁচা ছিল এবং প্রতি খাঁচায় ৩০ থেকে ৪০ মণ করে মাছ ছিল। তাঁদের অভিযোগ, চার দিন আগে নদীর উজানে বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত মজুমদার ফুড প্রডাক্টস এবং এসআর কেমিক্যাল কারখানার বর্জ্য অতিরিক্ত পরিমাণে নদীতে ফেলায় পানি বিষাক্ত হয়ে নীল রং ধারণ করে এবং ২৫ কিলোমিটার এলাকায় সব মাছ মরে যায়। শুধু মাছ নয়, অন্যান্য জলজ প্রাণীও মরে ভেসে উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে কিছুদিন নদীর পানি ব্যবহার না করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মৎস্য চাষিদের দাবি, তাঁদের প্রায় ১৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অনেকে ঋণের অর্থে মাছ চাষ করেছিলেন। তাঁরা এখন পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষিরা গত বুধবার অভিযুক্ত দুটি কারখানার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। সিরাজগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা ফুলজোড় নদী থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার প্রমাণও মিলেছে। তিনি জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে অবগত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

নদী রক্ষায় দেশে অনেক আইন রয়েছে। উচ্চ আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করেছেন। নদী রক্ষায় কমিশন রয়েছে। দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনেরও দায়িত্ব রয়েছে। তার পরও নদীর ওপর অত্যাচারের কোনো কমতি নেই। নদীর পার দখল করে স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। বাঁধ দিয়ে প্রবাহ বন্ধ করা হচ্ছে। কঠিন বর্জ্য ফেলে ভরাট করা হচ্ছে। অবৈধ বালু উত্তোলন করে নদীভাঙন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ফেলে নদীর পানি বিষাক্ত করা হচ্ছে। তাহলে এত আইন ও এত সংস্থার নজরদারি কোথায়? আমরা চাই, ফুলজোড় নদীর দূষণের বিষয়টি তদন্ত করে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক।

www.thefinancialexpress.com.bd
www.fe-bd.com /feb
Tuesday, June 6, 2023

Fire detection, alarm system

RMG safety concern still writ large

MONIRA MUNNI

Life-threatening safety concerns are still haunting the garment units inspected by the then western retailers' platform, Accord, as only a fraction has installed fire-detection and alarm system.

Over 80 per cent of the identified safety flaws have been fixed in the last decade, only 27.25 per cent out of 1,700 factories installed fire detection and alarm system until April 2023.

A monthly progress report of the RMG Sustainability Council (RSC) has disclosed these developments.

Some 22.40 per cent completed installation of the fire suppression system until April 2023.

The Accord, a platform of global unions and over 200 EU-based apparel buyers, was launched immediately after the Rana Plaza collapse in 2013, to inspect fire, electrical and structural integrity of local factories.

It inspected some 1,700 factories and monitored initial remediation that prescribed with a timeframe until handover of all activities to the RSC, which has representations from factory owners, in June 2020.

Data shows completion rates of common fire-related remediation items like design approval of fire suppression system, and fire detection and alarm system are 86 per cent and 89.65 per cent respectively.

Meanwhile, 96-per cent factories have removed lockable collapsible gates and 89 per cent have adequate egress lighting in fire exits.

When asked, RSC chief safety officer George Faller cited a number of reasons behind this sloth in the installation of detection and alarm systems.

On the technical side, the building code required these systems but there was little enforcement in the past, he said, explaining that an industry to design and supply these systems did not develop.

Then a new code, which took years for development and caused controversy due to proposed relaxation of the requirement for having to install automatic fire and detection systems, was finally introduced in 2020.

"Accord/RSC never relaxed the requirement to install them, which caused uncertainty for years over the need for them," added Mr Faller.

On the technical side, these are complex systems with many parts, all of which need to be adequately certified.

Alarm and detection systems do not show as 'corrected' until the detailed design has been approved (89.65 per cent approved), checked on site to see that all components agree with the approved design and then the systems are physically tested for performance by engineers.

"It's a rigorous process that both consultants and factory technical personnel are still learning to implement adequately," he observed.

Talking to the FE, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) vice-president Mohammad Shahidullah Azim disagreed with the findings.

He claimed over 50 per cent of the factories have installed the systems, saying that data shows slow progress as it needs to complete all the related designs to be fixed for getting completion certificate.

A recent Centre for Policy Dialogue (CPD) study shows the Bangladeshi RMG industry benefiting from the improvements made in the area of occupational health and safety in the aftermath of the Rana Plaza disaster, particularly during the tenure of Accord and Alliance.

"However, concern remains for the RMG industry as recently a small increase in accidents and the number of worker deaths in workplace accidents could be observed in the period after Accord handed over the implementation of its programme in Bangladesh to RSC."

The CPD found an increase in the number of accidents that occurred in the RMG industry in the period of recent three years (May 2018-April 2021) compared to the previous three years (May 2015-April 2018).

The slight increase in RMG accidents is also reported by government agencies.

Citing data from BFSCD (2022), the CPD said the number of workplace accidents in the export-oriented RMG units increased to 180 in 2021, which was 177 in 2020.

However, as per media monitoring by the Clean Clothes Campaign, the number of publicly reported workplace accidents has declined to 26 in 2022 compared to 2021's 33 reported accidents in the industry.

As per the data of Safety and Rights Bangladesh (2022), total workplace deaths in the RMG industry in 2017 and 2018 were 15 and 10 respectively.

In the next two years, in 2019 and 2020, the numbers reduced to only two and one respectively.

However, the number jumped to 13 in 2021.

The comparison of the number of workers killed has showed a somewhat deteriorating scenario of the industry's safety status in recent times.

According to the CPD, it is unclear what played a key role in increasing the number of deaths in workplace accidents in the industry.

However, observations and studies are indicative of deterioration in the safety inspection functionality and quality of the inspection authorities, particularly in recent times.

The CPD study suggested reviewing the institutional initiatives of OSH undertaken in the RMG industry.

munni_fe@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৩ জৈ
৬ জুন ২০২৩

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে চারটি কোম্পানি লভ্যাংশ প্রদান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে ৭ কোটি ৩ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিয়েছে চারটি কোম্পানি। লভ্যাংশ জমাদানকারী কোম্পানি চারটি হলো-কাজী ফার্মস লিমিটেড, ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি রেনেটা লিমিটেড, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড । সম্প্রতি সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সঙ্গে কোম্পানি চারটির প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করে নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে তাদের গত অর্থবছরের লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন।

কাজী ফার্মস লিমিটেডের চিফ এডভাইজার কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল কাজী ফার্মস এবং কাজী মিডিয়া লিমিটেডের লভ্যাংশের অংশ মোট এক কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৮৭২ টাকার চেক, রেনেটা লিমিটেডের পক্ষে চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মোস্তফা আলীম আওলাদ তাদের কোম্পানির পক্ষে তিন কোটি ৬ লাখ ১৩ হাজার ৩৪১ টাকার চেক, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির পক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আজম আলী এক কোটি ৬০ লাখ ৫ হাজার ৩৯৭ টাকার চেক এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের পক্ষে সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মো. ছামিউল ইসলাম ৯০ লাখ ১৮ হাজার ৭৯০ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত তহবিলে জমার পরিমাণ ৮শ ৪৬ কোটি টাকা। দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ৩৩৭টি কোম্পানি শ্রম আইন অনুযায়ী বছর শেষে লাভের ৫ ভাগের একদশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে নিয়মিত জমা দিচ্ছে।

The Financial Express | Sunday, June 4, 2023

BGMEA warns RMG factories against business dealings with Hapa Fashion

MONIRA MUNNI

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has issued a warning to its member factories, asking them to refrain from conducting any business dealings with a specific foreign company, namely Hapa Fashion Pvt Ltd.

In a circular, the trade body alleged that the company has issued faulty letter of credit (L/C) or work orders to some members, forcing them to purchase essential fabrics, accessories, yarn and other raw materials exclusively from its designated suppliers.

"Local exporters faced difficulties exporting goods timely as the nominated suppliers did not supply goods on time," read the BGMEA circular issued on May 30, adding that it has received complaints from three of its members.

The circular also mentioned the names of the companies that lodged complaints with the BGMEA.

The trade body also said that Hapa Fashion even did not comply with the decision its arbitration tribunal made in presence of both the parties.

The company's country manager has also been dillydallying in paying the dues to the BGMEA members, it said.

As a result, local exporters have suffered financial losses and other difficulties, including re-exporting of goods, which tarnished their business image, the BGEMA said, advising its members against doing business with the company.

The individual factories would bear liability for any future crises that may arise if they choose to engage in business with Hapa Fashion, it warned.

When contacted, Hapa Fashion Country Manager Jay Kumar claimed that they have cleared all the payments.

"Factories want to extract extra money and the BGMEA is favouring them," he alleged.

Terming the claims made by the three factories -- James Design, Famous Design and Masud Apparel -- 'baseless and unjustified', Hapa Fashion in a letter to BGMEA vice president Md Shahidullah Azim said that true and actual facts were never heard or considered.

"...we should not be responsible for the factories' delays, inefficiencies of poor production planning, incompetence and taking the orders for granted," it said in the letter on April 13.

Talking to the FE, BGMEA vice president Mr Azim on Saturday said the company's claims are not correct and it is yet to make full payments to the factories, despite making repeated commitments.

munni_fe@yahoo.com

বণিকবার্তা শুক্রবার, জুন ৯, ২০২৩

এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক

পোশাক খাতে অব্যাহত সহযোগিতার আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। সুইডেনে এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের হেড কোয়ার্টারে এর সিইও হেলেনা হেলমারসনের সঙ্গে গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ আহ্বান জানান তিনি। বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান এবং সহসভাপতি মিরান আলী ছিলেন। এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউর রহমান, এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের গ্লোবাল হেড অব প্রোডাকশন কারিন লিন্ড, এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের হেড অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স পার্নিয়া হলদিন ও এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের হেড অব ম্যাটারিয়েল ইনোভেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি গগন বানসাল উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তারা আগামী দিনগুলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং এ খাতের উন্নয়নকে আরো টেকসইভাবে চালিত করতে অংশীদারত্ব জোরদারের ওপর আলোকপাত করেন।

বৈঠকে সার্কুলার ফ্যাশন ও কার্বন নিরপেক্ষতার পথে শিল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। তারা শিল্পের টেকসই কৌশলগত রূপকল্প-২০৩০ বাস্তবায়নে শিল্পকে সহযোগিতা করার জন্য একসঙ্গে আরো কী কী কাজ করা যেতে পারে, সে বিষয় নিয়েও কথা বলেন।

এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপকে আগামী দিনগুলোতে উন্নয়নের পথে শিল্প ও শিল্পের কর্মীদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

শনিবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ | Saturday 3 June 2023

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৭ কোটি টাকা লভ্যাংশ জমা দিলো চার কোম্পানি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৭ কোটি ৩ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিয়েছে চারটি কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো- কাজী ফার্মস লিমিটেড, ওষুধ কোম্পানি রেনেটা লিমিটেড, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

সম্প্রতি সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সঙ্গে কোম্পানি চারটির প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাদের গত অর্থবছরের লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন।

কাজী ফার্মস লিমিটেডের প্রধান উপদেষ্টা কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল কাজী ফার্মস এবং কাজী মিডিয়া লিমিটিডের মোট এক কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৮৭২ টাকা লভ্যাংশের চেক, রেনেটা লিমিটেডের পক্ষে প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মোস্তফা আলীম আওলাদ তিন কোটি ৬ লাখ ১৩ হাজার ৩৪১ টাকা লভ্যাংশের চেক, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আজম আলী এক কোটি ৬০ লাখ ৫ হাজার ৩৯৭ টাকা লভ্যাংশের চেক এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের পক্ষে সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মো. ছামিউল ইসলাম তাদের লভ্যাংশ ৯০ লাখ ১৮ হাজার ৭৯০ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. মহিদুর রহমান, কাজী ফার্মসের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান, রেনেটা লিমিটেডের সিনিয়র ব্যবস্থাপক স্বপন কুমার সেনগুপ্তা, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির সচিব মো. আবদুস সালাম খান এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আবদুর রহমান ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

এ পর্যন্ত তহবিলে মোট জমার পরিমাণ ৮৪৬ কোটি টাকা। দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ৩৩৭ কোম্পানি শ্রম আইন অনুযায়ী বছর শেষে লাভের ৫ ভাগের একদশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে নিয়মিত জমা দিচ্ছে।

সময়ের আলো শনিবার। ১০ জুন ২০২৩

বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ড

কুরবানির আগেই ক্ষতিপূরণের টাকা চান দোকান কর্মচারীরা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৫ হাজার দোকান কর্মচারীর প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা আসন্ন ঈদুল আজহার আগেই পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় দোকান কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনটি বলছে ২০ জুনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ না পেলে দোকান কর্মচারীরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা করবেন। শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করে জাতীয় দোকান কর্মচারী ফেডারেশন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়,, অগ্নিকাণ্ডে কতজন দোকান কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সঠিক তথ্য নেই। তবে বঙ্গবাজারে প্রায় ৫ হাজার দোকান পুড়েছে। প্রতি দোকানে তিনজন করে কর্মচারী ধরে এ হিসাব করা হয়েছে। এ ছাড়া তাদের কাছে ৬ হাজার কর্মচারীর সই রয়েছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন বলেন, গত এপ্রিলে বঙ্গবাজারে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা প্রায় ২০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। কিন্তু বঙ্গবাজারের প্রায় ১৫ হাজার দোকান শ্রমিক-কর্মচারী ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ টাকাও পাননি।

NEW AGE
TUESDAY, JUNE 6, 2023, JYAISHTHA 23, 1430 BS

Focus should be on living wages, progression paths of RMG workforce: PwC

Staff Correspondent

THE textile and garment manufacturing industry needs to focus on living wages and clearly defined career progression paths for the workforce to achieve its sustainability targets in the coming days, said a report.

The recent report published by the PricewaterhouseCoopers Bangladesh Private Limited said, 'Value-addition, sustainable product designing, green chemistry, net zero commitments, measurement and control are the key challenges for the sector.'

Pay parity, ensuring occupational safety and health of the workers, reducing energy, water and chemicals emissions and other social agendas should get priority at the decision-making process, it said.

The title of the study report was 'What's next for the readymade garments sector in Bangladesh?'.

It said, 'Fifty per cent of CEOs in Bangladesh don't think that their companies will be economically viable a decade from now if they continue on their current path.'

'Textile and RMG manufacturing is labour-intensive industry which requires skilled workforce for adopting new technologies, developing new products, improving process efficiencies and enabling innovation with ensuring an economic rate which is crucial for the success of businesses,' it said.

Technical and soft skills-based workforce is required in the next five years, it said.

Academic and technical and vocational education and training institute courses need to be modified as per industry requirements, it said.

Finance cost, availability and accessibility to capital needs to be improved for technologies like virtual reality which may help in scaling up the skilling initiatives, it said.

Policies need to be objectively defined, and relevant stakeholders need to be sufficiently sensitised to accommodate frequent changes and governance monitoring and evaluation of the implementation of governance mechanisms is necessary, it said.

'Improving raw material supply chain, recycling, product development and west processing development are the priority areas and require investments to continue the growth of the sector for the coming days,' it said.

The country needs to align its export basket with global sourcing trends where the share of value-added products must be increased in the overall production, it said.

A continued supply of good quality power at competitive prices, improved efficiency in port, road transport and custom clearance processes, with lesser human interventions, improved occupancy of industrial zones and strengthening of textile manufacturing capacity, especially that of finished woven fabric are required, it said.

In the past decade, garment export more than doubled to touch $42.6 billion in 2022 (July 2021 to June 2022).

The country has now set an aspirational target of exporting RMG worth $50 billion by 2025, and touching $100 billion by 2030.

The industry is facing many headwinds which may impact its growth in the coming decade, it said.

Therefore, 'to enable the survival and profitable growth of textile and RMG manufacturing businesses, transformation is required at both the company and country levels, it added.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৭ জুন ২০২৩।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বললেন

ঈদের আগে শ্রমিকদের বোনাস ও হাফ বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মন্নুজান সুফিয়ান

ঈদুল আজহা যেহেতু মাসের শেষ দিকে, সে জন্য মালিকরা ঈদ বোনাসের সঙ্গে চলতি জুন মাসের ১৫ দিনের বেতনও পরিশোধ করবেন। শ্রমিক নেতাদের জুন মাসের পূর্ণ বেতন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ১৫ দিনের বেতন বাধ্যতামূলক। তবে কোনো মালিকের সক্ষমতা থাকলে ইচ্ছা করলে পূর্ণ মাসের বেতন দিতে পারবেন। সেটা বাধ্যতামূলক নয়। আর গার্মেন্ট যেহেতু রপ্তানিমুখী শিল্প এবং ঈদে ঘরমুখো মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে ছুটির বিষয়টি নির্ধারণ করবেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ–টিসিসির ৭৫তম এবং আরএমজি টিসিসির ১৫তম সভায় সভাপতি হিসেবে এসব কথা বলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থার দাবি জানালে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

শ্রমিক নেতারা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা আইন নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'গত তিন বছরে শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, টিসিসিতে আলোচনা হয়েছে। তার পরও আপনারা যেহেতু আলোচনা করতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আবারও আপনাদের সঙ্গে বসব। আপনাদের কথা শুনব।'

মালিক-শ্রমিক সবাই মিলে যাতে সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারেন, সে জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন এবং প্রতিমন্ত্রী সবাইকে পবিত্র ঈদুল আজহার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানান। টিসিসির সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফসহ দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Tuesday, June 6, 2023
Jaishtha 23, 1430 BS: Zilqad 16, 1444 Hijri

Boosting backward linkage industry

MANUFACTURERS of garment accessories have complained that the just announced budget has no direction on how to circumvent the problem of dollar crunch, high price of imported raw materials and opening of letters of credit (LCs). The issues raised by the Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA) are the ones facing its members right now but they are also concerned about their future directionless navigation through the uncertain business environment with the country's graduation to a developing country and in the face of challenges from the 4th Industrial Revolution (4IR). As members of the backward linkage industry, these manufacturers have rightly pointed out that they deserved better because they are acting as the main driving engine behind the apparel sector which is more a service sector than an industry. The rapidly developed supply chain of the BGAPMEA has helped the readymade garment (RMG) sector to be what it is today.

The rise of the backward linkage industry here has contributed to the economy in many ways. First, value addition to imported raw materials through their transformation into intermediate inputs for the garment sector. Because this process is furnished locally, the products are invariably cheaper compared with the imported ones. The other two benefits are equally, if not more, important for the economy. Local accessory suppliers have a lead time advantage over their counterparts abroad and above all, generation of employment. The greater the size of accessories in demand is, the more the expansion of the job market in this particular backward linkage area. As manufacturers of intermediate components and inputs, these linkage industries, however, cannot go beyond a certain limit. Currently, this type of small and medium enterprises are more suitable for the country because of their labour-intensive capacity for employment. How these enterprises will cope with the post-graduation emerging environment is what they are worried about.

Manufacturers of garment accessories must be allowed to enjoy, without delay, equal benefits with the RMG as spelled out in the national industrial policy, export policy and textile guidelines

In a situation like this, capacity building comes to the fore. Human labour cannot compete with automated modes of production of industrial goods. Even in service sector, robotic infringement has been quite significant. Preparation has to be afoot from now on to turn workers with digital literacy, knowledge and skill sets. Most likely, the future industrial activities will be marked by specialisation where manual labour will nearly be dispensed with. However, the service sector will still largely have to depend on physical labour and skills. The accessory manufacturers will certainly not enjoy this commission.

Before that happens, the immediate task is to facilitate the working conditions of the accessory units. About the high prices of raw materials abroad, little can be done except looking for sources other than the known if those are available at lower prices. But so far as dollar crunch and problem facing in opening LCs are concerned, appropriate measures can ease the process. In that case, the manufacturers also have to be cooperative enough by making their transactions totally transparent. Their demand for bringing of the current 1.0 per cent source tax on export proceeds down to 0.50 per cent, smacks of protectionism rather than business competition. They need to be competitive. The 0.50 per cent source tax they had to pay before 2022 was in consideration of the initial fledgling growth. However, they must be allowed to enjoy, without delay, equal benefits with the RMG as spelled out in the national industrial policy, export policy and textile guidelines.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৭ জুন ২০২৩

শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে 'সংকট' কাটছে

তাসনিম মহসিন

বাংলাদেশে শ্রম অধিকার, কাজের পরিবেশ ও মান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। রানা প্লাজা ও তাজরীন দুর্ঘটনার পর জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে দেশটি এক প্রকার বার্তা দেয়। তবে এবার শ্রম অধিকার নিয়ে ঐকমত্যের পথে আসছে ঢাকা ও ওয়াশিংটন। সংশোধন করা হচ্ছে শ্রম আইন। শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে যে ৬-৭টি বিষয়ে মোটাদাগে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো দূর করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান ও

তিনজন হলেন গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আশরাফুল হাসান এবং পরিচালক নূর জাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজাহান।

গতকাল সকালে মুহাম্মদ ইউনূস আদালতে হাজির হন। আদেশের পর দুপুরে তিনি আদালত থেকে বেরিয়ে যান। আদালতে মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন ও আইনজীবী খাজা তানভীর আহমেদ।

আবদুল্লাহ আল মামুন আদালতের আদেশের বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়। একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিকদের স্থায়ী করেনি। দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, গ্রামীণ টেলিকম তাঁদের অর্জিত ছুটি প্রদান করেনি। তৃতীয় অভিযোগ হলো, নিট মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'এই তিনটি অভিযোগের বিপরীতে আমরা অব্যাহতি আবেদন দিয়েছিলাম।'

গত ৮ মে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা বাতিলের আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসের লিভ টু আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ। এর আগে গত বছরের ১৭ আগস্ট বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান ও বিচারপতি ফাহমিদা কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ মামলা বাতিলের বিষয়ে ড. ইউনূসের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা রুল খারিজ করে রায় দেন।

২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান বাদী হয়ে ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে

ড. ইউনূস ছাড়াও এমডি মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহানকে মামলায় বিবাদী করা হয়। মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেওয়া, শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করা, গণছুটি নগদায়ন না করায় শ্রম আইনের ৪-এর ৭, ৮, ১১৭ ও ২৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। পরে মামলার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়।

একই বছরের ১২ ডিসেম্বর হাইকোর্ট মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে রুল দিয়েছিলেন। এরপর রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। আবেদনের শুনানি নিয়ে মামলা বাতিলের বিষয়ে জারি করা রুল দুই মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়।

দুই প্রতিষ্ঠানের ১৩ মামলার নিষ্পত্তি করতে বেঞ্চ নির্ধারণ : মুহাম্মদ ইউনূসের গড়ে তোলা গ্রামীণ কল্যাণ ও গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের কাছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা আয়কর দাবির বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা নিষ্পত্তিতে হাইকোর্টে নতুন বেঞ্চ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী মঙ্গলবার এই বেঞ্চ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ কল্যাণ ও গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের আইনজীবী সরদার জিন্নাত আলী। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীর দ্বৈত বেঞ্চ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন মামলাগুলো কার্যতালিকায় এলে আদালত শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করবেন।'

NEW AGE FRIDAY, JUNE 9, 2023,

Migrant worker's health rights must be protected

THE vulnerability of migrant workers, as reported in a discussion that the Refugee and Migratory Movement Research Unit organised on June 7, suggests that governments in countries of origin and destination are not playing their part to protect human rights. The discussants say that lack of access to health care and hazardous, stressful working conditions are primary reasons for the high mortality of Bangladeshi migrant workers. A nephrologist at Dhaka Medical College Hospital says that a large majority of migrants work in hot climate of the Middle East, where staying hydrated is important; but, workers often get dehydrated for long work hours in extreme weather and develop kidney diseases. The Bangladesh Association of International Recruiting Agencies secretary general, however, tries to blame the workers and claims that workers do not give an accurate health report before their departure. The WARBE Development Foundation chair insisted that migrants rights are neither a priority for Bangladesh, as it sees workers as a mere source of remittances, nor for destination countries; their main focus is to complete the development work for which the workers are hired. In this situation, it is not surprising that the mortality rate among migrant workers is high.

A number of recommendations, including disqualifying the recruiting agencies that have records of exploiting migrant workers in Bangladesh and abroad, were made in the discussion. The chair of the Bangladesh Parliamentarians' Caucus on migration and development support the recommendations and adds that Bangladesh consulates in destination countries should consider recruiting physicians and offering health care. Physicians suggest that the government should ensure that post-mortem examinations are done after the bodies of migrant workers are repatriated. Earlier, the Prime Minister's Office and the expatriates' welfare ministry recommended that smart cards issued by the government should also have provisions for information on recruitment agencies and employer's details so that cases of rights violations could be legally addressed. Rights activists also ask the government to make it mandatory for recruitment agencies in Bangladesh to inform the government and the family of worker's health and other crises. The shockingly high number of bodies repatriated to the country in the past decade is enough to suggest that much has been said without righting the wrong. In 2008–2022, 45,301 migrant workers arrived in Bangladesh dead, but a basic mechanism to conduct post-mortem examinations and demand an answer from the employer is still not in place.

Protecting migrant worker's rights is a cross-border issue and it must be dealt with considering the international nature of the problem. The Bangladesh government must raise its concern in various international forums, including the Colombo Process, Bali Process and Abu Dhabi Dialogue. It must diplomatically engage with destination countries to make their authorities ensure health care and take action against abusive employers. For a long-term and sustainable solution, the government must advocate international legal instruments specifically designed to address the plight of migrant workers.

বণিকবার্তা বুধবার, জুন ৭, ২০২৩

কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ফসলি জমি থেকে খাদ্যচক্রের বিষক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, যা একসময় ক্যান্সারসহ নানা জটিল ও কঠিন রোগের জন্ম দেয়। তাই সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কেমিক্যালমিশ্রিত বর্জ্য শোধন করার পর যাতে নির্গত হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে

অধ্যাপক শফি আহমেদ
পরিবেশ বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

গাজীপুরে কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নষ্ট হচ্ছে কৃষকের ফসলি জমি

আব্দুল কুদ্দুস ■ কাশিমপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের কাশিমপুর উপজেলার সারাবো এলাকার আবু বকর, পেশায় একজন কৃষক। জমিতে ফসল ফলিয়েই একসময় চলত তার জীবন-জীবিকা। ধানের পাশাপাশি শীতের মৌসুমে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলাসহ নানা ধরনের সবজিও চাষ করতেন, কিন্তু আশপাশের ডায়িং কারখানার ইটিপিবিহীন কেমিক্যাল ও বর্জ্য মেশানো পানি এসে পড়ছে কৃষিজমিতে। নষ্ট করছে জমির ফসল, পুকুর ও খালের মাছ, শিশুদের খেলার মাঠ। ডায়িং কারখানার এ বিষাক্ত পানিতে আজ যেন 'কালছে' হয়ে গেছে আবু বকরের মতো অর্ধশতাধিক কৃষকের স্বপ্নও! অনেকেই কৃষিকাজ হারিয়ে করছেন দিনমজুরি। পরিবেশ আইন অমান্য করে বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি ফসলি জমিতে ফেলার অভিযোগ উঠেছে কাশিমপুরের বেশ কয়েকটি ডায়িং কারখানার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি সরজমিনে দেখা গেছে, সিটি করপোরেশনের ৪ নং সারদাগঞ্জ ওয়ার্ডের সারাবো এলাকায় স্থানীয় জোড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে বসানো হয়েছে মোটা পাইপলাইন। জিএমএস কম্পোজিট লিমিটেড ও মেগা ইয়ার্ন ডায়িং লিমিটেড নামে দুটি কারখানার বিষাক্ত কালো পানি ওই পাইপলাইনে করে ফেলা হচ্ছে সরাসরি কৃষি জমিতে। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে উপজেলা কারখানা কর্তৃপক্ষ ও কৃষি বিভাগসহ স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

কৃষক আবু বকর বলেন, 'আমরা কৃষক মানুষ, আমাদের আয়ের একমাত্র উপার্জন কৃষি। কিন্তু ১০-১২ বছর হলো কারখানাগুলো কেমিক্যালমিশ্রিত পানি সরাসরি আমাদের জমিতে ফেলছে। এ কারণে আর চাষাবাদ করতে পারছি না। বর্তমানে আমি দিনমজুরের কাজ করে কোনো রকমে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে জীবন-যাপন করছি।' একই কথা জানান, স্থানীয় কৃষক ফারুখ, আফতাব উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, আবুল হোসেন, নুরুল ইসলামরাও। তাদের জমিতে এক সময় বিঘাপ্রতি ৩০-৩৫ মণ পর্যন্ত ধান হতো বলেও জানান।

কৃষক মমিন বলেন, '১০-১২ বছর আগে আমরা বোরো মৌসুমে বিঘাপ্রতি ৩০-৩৫ মণ ধান পেতাম। কিন্তু কারখানার কালো রঙের বর্জ্যপানি ফসলি জমিতে সরাসরি চলে আসায় ফলন কমে যায়। প্রথম কয়েক বছর বিঘাপ্রতি ধান পাওয়া গেছে সাত থেকে আট মণ। লোকসানের কারণে অনেকে চাষাবাদ বন্ধ করে দিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য দিনমজুরের কাজ করে কোনোরকম বেঁচে আছেন।' অনেকেই আবার অন্য পেশার কাজ না জানায় ক্ষতির মুখে বাধ্য হয়ে চাষাবাদই করে যাচ্ছেন বলে জানান এ কৃষক।

স্থানীয় বাসিন্দা অ্যাডভোকেট আখতার হোসেন বলেন, 'আমাদের এলাকার প্রায় কয়েক হাজার বিঘা ফসলি জমি কারখানা থেকে নির্গত কেমিক্যালমিশ্রিত বর্জ্য পানির কারণে নষ্ট হচ্ছে। আমরা এ নিয়ে একাধিকবার কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা ব্যবস্থা নেবে বলেও আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো প্রতিকার হয়নি।'

দুর্গন্ধযুক্ত কাদামাটির আধিক্যে খেতে হালচাষসহ স্বাভাবিক কাজ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। ডা. আবুল হোসেন বলেন, 'আমাদের প্রায় ১৫ বিঘা জমি রয়েছে। কারখানার কেমিক্যালমিশ্রিত বর্জ্যপানির কারণে ১০-১২ বছর ধরে সে জমিতে আর চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। এভাবে যদি দিন দিন ফসলি জমি নষ্ট করা হয় তাহলে টাকা দিয়েও আর খাদ্যশস্য মিলবে না।'

এলাকাবাসী জানান, একসময় খালে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ এসে এখানে মাছ ধরত। কিন্তু কারখানার বিষাক্ত কেমিক্যালমিশ্রিত পানির কারণে মাছ দূরের কথা, খালে এখন কোনো জলজ প্রাণীও চোখে পড়ে না। এছাড়া কারখানার ঝুট বয়লারের বিষাক্ত ধোঁয়ায় চর্ম ও শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এলাকাবাসী।

অভিযোগের বিষয়ে মেগা ইয়ান ডায়িং লিমিটেডের পরিচালক (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) শরিফ মো. এ হোসেইন বলেন, 'আমাদের কারখানার পানি শোধনাগারের (ইটিপি) মাধ্যমে দূষণমুক্ত করে ছাড়া হয়। তার পরও যেহেতু আমাদের নামে অভিযোগ এসেছে বিষয়টি সরজমিনে দেখা হবে।' এ ব্যাপারে জিএম এস কম্পোজিট লিমিটেড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে টঙ্গী জোন সার্কেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাব্বির আহমেদ বলেন, 'ডায়িং কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

● বুধবার । ৭ জুন ২০২৩ । ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ● সমকাল

অভিবাসন বাড়লেও রেমিট্যান্স বাড়ছে না কেন?

আমাদের অর্থনীতি যে তিনটি প্রধান খাতের ওপর নির্ভর করে, এর একটি হলো রেমিট্যান্স বা অভিবাসী প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা। যেমন ২০২২ সালে রেমিট্যান্স ছিল রপ্তানি আয়ের ৪৩ শতাংশের সমপরিমাণ। স্বাভাবিকভাবেই এটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বড় উপাদান। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমাদের দেশ থেকে যত সংখ্যক কর্মী বিদেশে যাচ্ছেন, সেই অনুপাতে রেমিট্যান্স বাড়ছে না। যেমন ২০২২ সালে ২১ লাখের বেশি লোক বিদেশ যাওয়া সত্ত্বেও আগের বছরের তুলনায় (২০২১ সালে মাত্র ৬ লাখ লোক বিদেশে গিয়েছিলেন) রেমিট্যান্স কমে গেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৩, ২০১৬-১৭ বাদ দিলে ২০১১-'২০ সালে প্রতি বছরে রেমিট্যান্স ১০ থেকে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে গতি কিছুটা মন্থর হয়ে মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২২ সালে এসে আগের বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ কমে যায়। অবশ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে আগের অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স ১৭ শতাংশ বেড়েছে।

অন্যদিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গত দেড় দশকে ব্যাংকের বিভিন্ন সংস্কারের কারণে রেমিট্যান্স প্রেরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর যে ব্যবহার বেড়েছিল, তা আবার কমতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, যা আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ডিলারদের সংগঠন বিএএফইডিএ ব্যাংকগুলোকে আনুষ্ঠানিক বিনিময় হারের চেয়ে বেশি টাকা ডলারপ্রতি অর্থ প্রদানে ছাড় দিয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অভিবাসীরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ করলে যে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হতো, সেটাকে ২ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনতে হলে যেসব নথিপত্র দেখাতে হতো, তাতেও ছাড় দিয়েছে। সর্বোপরি রেমিট্যান্স প্রেরণের খরচ ৪ শতাংশের কমে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা বহু দেশের ক্ষেত্রে এখনও ৬-৭ শতাংশ।

একটি ধারণা প্রচলিত, অভিবাসন বাড়লেই রেমিট্যান্স বাড়বে। অথচ গবেষণা বলে, রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বগতি শুধু অভিবাসীর সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন ২০০৮ সালে আগের বছরের তুলনায় অভিবাসন বেড়েছিল মাত্র ৫ শতাংশ। অথচ রেমিট্যান্স বেড়েছিল ৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৫ সালে অভিবাসন বেড়েছিল ৩১ শতাংশ। কিন্তু রেমিট্যান্স বেড়েছিল মাত্র ২ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাইরে অভ্যন্তরীণ যেসব ঘটনা রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বগতি সীমিত করে রাখে, এর মধ্যে রয়েছে– ভিসা ক্রয়ের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সির দেশের বাইরে রেমিট্যান্স পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজারের মধ্যে তফাত, কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এলসি খোলার সময় আন্ডার ইনভয়েসিং, কালোবাজারে বিনিয়োগ, ব্যাংকিং খাতের অনিয়মতান্ত্রিকতার কারণে অভিবাসী ও তাদের পরিবারের আস্থা হ্রাস ইত্যাদি।

বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী একজন অভিবাসীর বিদেশে যেতে প্রায় ৫ হাজার ডলার খরচ হয়। এর মধ্যে অন্তত ৩ হাজার ডলার দিতে হয় ভিসা প্রদানকারী রিক্রুটিং এজেন্সিকে। দালাল, টিকিট, রিক্রুটিং এজেন্সির মুনাফা মিলিয়ে বাকিটা খরচ হয়। তাহলে গত বছর ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩টি ভিসা কিনতে রিক্রুটিং এজেন্সি খরচ করেছে ৩ দশমিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ তারা বিদেশেই সংগ্রহ করেছে। বলাবাহুল্য, এটি অভিবাসীদের রেমিট্যান্স থেকেই এসেছে। এই ৩ দশমিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ২০২২ সালে প্রেরিত রেমিট্যান্সের সঙ্গে যোগ করলে তা ১৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ বাড়ত। এমনি করে ব্যবসায়ীদের আন্ডার ইনভয়েসিং, চোরাকারবারিদের কালোবাজারের চাহিদাগুলো এক করা হলে বোঝা যাবে কতটা অর্থ অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যেতে বাধ্য হচ্ছে।

অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় টাকা এলে ক্ষতিটা সরকারের। তবে অভিবাসীর দিক থেকে তেমন কোনো ক্ষতি নেই। বরং তার লাভই বেশি। সামাজিক কিছু উদ্দেশ্যও হাসিল হচ্ছে। যেমন অনেক সময় অভিবাসী তাঁর বাবা ও স্ত্রীকে টাকা পাঠান গোপনে। বাবাকে জানাতে চান না স্ত্রীকে কত পাঠালেন। স্বামী টাকা নষ্ট করতে পারে বলে লুকিয়ে নিজের মা অথবা ভাইয়ের কাছে পাঠান নারী অভিবাসী। এ ধরনের সেবা আনুষ্ঠানিক চ্যানেল কখনোই প্রদান করতে পারবে না। ফলে কিছু মানুষের কোনো

কোনো সময়ে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যাবে। এ অবস্থায় সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে। ছাড় দিয়ে হলেও অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রেরিত অর্থ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে চাইলে এবং এই অর্থ দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য করতে চাইলে সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে।

সরকার কীভাবে উদ্যোগী হতে পারে? শোনা যায়, অনেক কম খরচে ডিজিটাল মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ সম্ভব। সে ক্ষেত্রে দ্রুত গবেষণা করা প্রয়োজন ডিজিটালি রেমিট্যান্স প্রেরণের পথগুলো কতটা উন্মুক্ত করা যায়। আমাদের দেশের লোক স্বল্পশিক্ষিত। ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে হ্যাক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ জন্য সরকারের উচিত দ্রুত ভোক্তাদের সুরক্ষায় একটি আইন পাস করা। যেন হ্যাকারের কারণে অর্থ অন্যত্র চলে গেলে সেই দায় ব্যাংক গ্রহণ করে। কোনোভাবেই অভিবাসীর ঘাড়ে যেন ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠালে প্রদেয় ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা বাড়িয়ে অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের সমপর্যায়ে আনা দরকার। বিশেষ করে শ্রম অভিবাসীদের জন্য এ ব্যবস্থা করা গেলে তাঁরা আর অবৈধ চ্যানেলে ঝুঁকবেন না। করনীতিতেও সংস্কার আনা দরকার, যাতে করের ভয়ে ব্যবসায়ীরা আন্ডার ইনভয়েসিংয়ে না যান। খেলাপি ঋণ, টাকা পাচারসহ নানা কারণে ব্যাংক খাতের ওপর যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্সি যাতে বৈধ পথে অভিবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে, সে ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে।

বিদেশ যেতে অতিরিক্ত খরচ প্রেরণকারী এবং গ্রহণকারী দেশ কারও জন্যই মঙ্গলকর নয়। এটি সমাধানে প্রেরণকারী এবং গ্রহণকারী দেশ বসে আলোচনা করে মধ্যস্বত্বভোগীদের চিহ্নিত করতে পারে। দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের জন্য কারিগরি শিক্ষাকে মূল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সনদ থাকলে বিদেশে গিয়ে সহজে কাজ খুঁজে নেওয়া যায়। বিদেশে যাওয়ার আগে ব্যাংক হিসাব খোলা সরকার এরই মধ্যে বাধ্যতামূলক করেছে। এর সুফল আশা করি পাওয়া যাবে।

নারী ও পুরুষের রেমিট্যান্সের হিসাবটা আলাদা করা যেতে পারে। কারণ, রামরু গত ৭ বছরে একই পরিবারগুলোর ওপর ৩ বছর পরপর সমীক্ষা করে দেখেছে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২০ সালে এসে পুরুষ অভিবাসী পরিবারে রেমিট্যান্স কমেছে। অন্যদিকে নারী অভিবাসীর ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স ২০১৭ সালের তুলনায় বেড়েছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে পুরুষের তুলনায় নারী অভিবাসীর রেমিট্যান্স অনেক বেশি স্থিতিশীল। তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নারী অভিবাসী প্রেরণ করা গেলে কম খরচে বেশি রেমিট্যান্স আনা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও বলে আসছে, রেমিট্যান্সের ৫ শতাংশ অভিবাসীদের কল্যাণে খরচ করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে অভিবাসীদের জন্য যে খরচ করা হচ্ছে তা ১ শতাংশেরও কম। এসব সংস্কার আনা গেলে রেমিট্যান্স আরও বাড়বে। একই সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ভালোভাবেই পূরণ করতে পারব। তবে মনে রাখতে হবে, ঘাটতি পূরণের হাতিয়ার হিসেবে যেন অভিবাসীদের ব্যবহার করা না হয়। বিভিন্ন সেবা দিয়ে তাঁদের বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

■ **অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী: চেয়ারপারসন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রামরু**

NEW AGE SUNDAY, JUNE 11, 2023,

Value addition in RMG keeps rising

Staff Correspondent

VALUE addition in the readymade garment sector in the third quarter (January-March) of the current financial year 2022-23 witnessed a record surge to 71.06 per cent from 52.24 per cent in the same period of FY22, thanks to increased shipment of high value added products and surge in price of apparel products on the global market.

According to a Bangladesh Bank report titled 'Quarterly Review on RMG: January-March FY23', net export earnings from readymade garments started to increase from the second quarter of FY23.

Data showed that the value addition in the readymade garment sector in October-December period of FY23 witnessed a sharp rise to 67.69 per cent from 57.80 per cent in the same period of FY22.

A file photo shows female workers sewing clothes at a readymade garment factory in Dhaka. Value addition in the readymade garment sector in the third quarter (January-March) of the current financial year 2022-23 witnessed a record surge to 71.06 per cent from 52.24 per cent in the same period of FY22, thanks to increased shipment of high value added products and surge in price of apparel products on the global market. — New Age photo

The total readymade garment exports in January-March of FY23 were $12.25 billion while the net exports were $8.70 billion against the imports of raw materials worth $3.54 billion.

In the second quarter of FY23, the total RMG exports were $12.72 billion while the net exports were $8.61 billion against the imports of raw materials worth $4.11 billion.

The value addition in RMG products in the first quarter (July-September) of FY23, however, dropped to a record low of 51.49 per cent from 53.42 per cent in the same period of FY22.

Data showed that the value addition in the RMG sector in July-March of FY23 increased by 9.64 percentage point to 64.14 per cent from 54.50 per cent in the same period of FY22.

Country's readymade garment exporters said that the net export earnings from RMG increased in recent months as unit prices went up on the global market.

At the same time, the shipment of value added products increased significantly, they said.

Exporters also said that the value addition in the RMG sector decreased significantly in the FY22 due to price hike of raw materials and excessive freight cost.

BB data showed that during January-March of FY23, readymade garment exports to nine main destinations – the US, Germany, UK, Spain, France, Italy, Netherlands, Canada and Belgium – stood at $8.41 billion.

RMG export earnings from these nine countries relatively decreased by 6.74 percent and 0.11 percent compared with that of the previous quarter and that of the corresponding quarter of the preceding fiscal year, respectively, data showed.

According to the central bank's data, the value addition in readymade garment products dropped to 54.38 per cent in FY22 from 59 per cent in FY21.

The data also showed that the value addition in FY20 decreased to 56.84 per cent from 64.32 per cent in FY19.

The value addition in RMG products was 60.94 per cent in FY18, 61.78 in FY17, 63.66 in FY16, 62.37 in FY15, 60.51 in FY14 and 61.76 in FY13.

শোভন কাজ

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, জুন ৬, ২০২৩

কর্মসংস্থানে দেশের অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নোমান গ্রুপ বিপদে

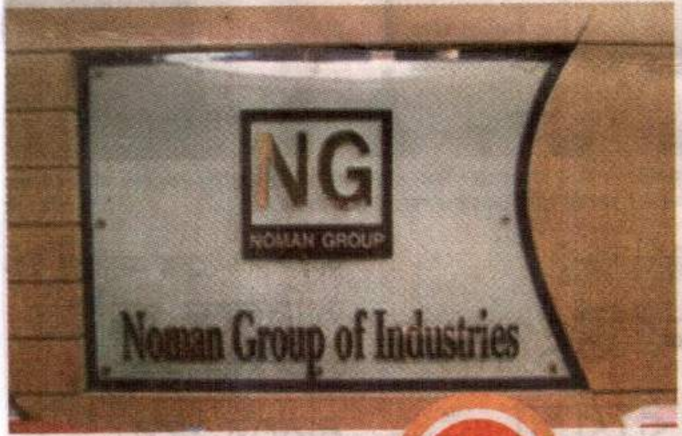

নোমান গ্রুপের কোম্পানিগুলোর ঋণ

৳ কোটি টাকা

সময়কাল : মে ২০২৩

কোম্পানির নাম	ঋণের পরিমাণ	ব্যাংক সংখ্যা
জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিকস লি.	২,৯৬১	৩৫
নাইস ডেনিম মিলস লি.	১,০৮৮	৬
জোবায়ের স্পিনিং মিলস লি.	৮৯৫	৬
জাবের স্পিনিং মিলস লি.	৭৪১	৪
তালহা স্পিনিং মিলস লি.	৬২৮	১৬
নোমান টেরি টয়েলস মিলস লি.	৫২৭	৭
সুফিয়া কটন মিলস লি.	৪৮৬	১১
নাইস ফ্যাব্রিক প্রসেসিং লি.	৪৪৯	৩
ইসমাইল স্পিনিং মিলস লি.	৩৯০	৪
নাইস স্পিনিং মিলস লি.	৩৭৬	১
নোমান টেক্সটাইল মিলস লি.	৩৩৪	২
নাইস সিনথেটিক ইয়ার্ন মিলস লি.	৩২৭	১
জারবা টেক্সটাইল মিলস লি.	২৮৯	৭
নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লি.	১৮৯	২
জাবের অ্যান্ড জোবায়ের অ্যাকসেসরিজ লি.	১৪৯	২
সুফিয়া ফ্যাব্রিকস লি.	১৪৩	৭
তালহা টেক্স প্রো লি.	৭৭	৪
নোমান ফ্যাব্রিকস লি.	৫৭	২
নাইস মাইক্রোফ্যাব লি.	২০	৪
নোমান নিট কম্পোজিট মিলস লি.	১০	১
মারিয়াম টেক্সটাইল মিলস লি.	৬	১
আইএসএ ওয়াশিং লি.	৫	১
সাদ সান অ্যাপারেল লি.	১	১

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

ঋণগ্রহীতা কোম্পানি ২৩টি

মোট ঋণ ১০,১৪৮ কোটি টাকা

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রায় ৩৫টি

বদরুল আলম ও হাছান আদনান ■

দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিক থেকে অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নোমান গ্রুপ। গ্রুপটির আওতাভুক্ত ৩৬ প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষের। ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বড় বাজার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল বস্ত্র শিল্প খাতের জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি। শীর্ষ রফতানিকারক হিসেবে বেশ কয়েকবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে নোমান গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ প্রতিষ্ঠান জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিকস লিমিটেড।

যদিও প্রতিষ্ঠানটি এখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন নোমান গ্রুপের উদ্যোক্তা-কর্মকর্তারা। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, বিদ্যুৎ-জ্বালানির সংকট এবং মূল্যবৃদ্ধিতে বেড়েছে উৎপাদন ব্যয়। কাঁচামাল আমদানিতে ব্যয় বেড়েছে ডলারের বিনিময় হারে ঊর্ধ্বমুখিতায়। আবার প্রাপ্যতা সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এ কাঁচামালেরও দাম বেড়েছে। উৎপাদনের সব অনুষঙ্গে ব্যয় বাড়লেও যুদ্ধসৃষ্ট মূল্যস্ফীতির কারণে পশ্চিমা বাজারগুলো থেকে আগের মতো ক্রয়াদেশ পাচ্ছে না নোমান গ্রুপ। দীর্ঘদিন ধরে বড় বিনিয়োগে শিল্প সক্ষমতা ক্রমেই বাড়ানো হলেও এখন এর অর্ধেকই অব্যবহৃত পড়ে আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরেও প্রতিষ্ঠানটির রফতানির অর্থমূল্য ছিল ১২০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। বর্তমানে এটিও নেমেছে অর্ধেকে। প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো চাপে ফেলে দিয়েছে জনবল ও অব্যবহৃত সক্ষমতা। তবে ব্যবসায়িক পরিবেশের বহিঃস্থ উপাদানগুলো নিয়েই নোমান গ্রুপের কর্ণধারদের দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি। নিকট ভবিষ্যতে কর্মীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রুপসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী, নোমান গ্রুপের ২৩ প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ভালো গ্রহীতা হিসেবে এখনো কোনো ঋণ খেলাপ হয়নি প্রতিষ্ঠানটির। যদিও গ্রুপটির অনেক ঋণ এখন মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পথে। বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে খেলাপি হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন খোদ প্রতিষ্ঠানটির মূল প্রতিষ্ঠাতাও।

নোমান গ্রুপ সূত্রে জানা গেছে, কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় সচল রাখতে পারলে বছরে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের রফতানি করতে পারে গ্রুপটি। এখন তা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রফতানি ছিল ১২০ কোটি ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৬৫-৭০ কোটিতে নেমে এসেছে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রয়োজনমতো গ্যাস পায়নি গ্রুপের কারখানাগুলো। ক্রয়াদেশ থাকলেও তখন পণ্য সরবরাহ করা যায়নি। লোকসান হয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বণিক বার্তাকে বলেন, 'নোমান গ্রুপের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় কারণ হলো জ্বালানির দাম। দ্বিতীয়ত হলো জ্বালানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন না। এ কারণে ব্যবসার খরচ অনেক গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও এখন অনেক কমেছে। এত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্থিতি খারাপ হওয়াটা অর্থনীতির জন্য ভালো না। আবার এটাও ঠিক যে বড় বলেই শিল্পগুলো এখনো নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারছে। বড়রা একটা প্রকল্পের অর্থ দিয়ে অন্য প্রকল্প চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ছোটগুলোর পরিস্থিতি আরো খারাপ। তারা ব্যাংকের সহযোগিতাও পাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাংকঋণের কিস্তি ও সুদ অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে আগামী জুন ২০২৪ পর্যন্ত ব্লক অ্যাকাউন্টে রাখার সুযোগ দেয়াসহ পরবর্তী সময়ে সহজ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে।'

গ্রুপটির কর্ণধারদের দাবি, সরকারের কাছে জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে চাওয়া এসব সুযোগ-সুবিধার দাবিতে সাড়া না পাওয়া গেলে আগামী ছয় মাস পর থেকে গ্রুপটির প্রতিষ্ঠানগুলো একে একে খেলাপি হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে তা রাতারাতি না হয়ে পর্যায়ক্রমে ঘটতে পারে।

নোমান গ্রুপের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে ওপেক্স অ্যান্ড সিনহা টেক্সটাইল গ্রুপের পরিণতির পুনরাবৃত্তির ভয় পাচ্ছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। তাদের ভাষ্যমতে, একসময় একক অবকাঠামো ও কর্মসংস্থান বিবেচনায় গোটা এশিয়ায় অন্যতম বৃহৎ উৎপাদন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল ওপেক্স অ্যান্ড সিনহা টেক্সটাইল গ্রুপ। ২০২১ সালে বন্ধ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠানটি। এর আগে দীর্ঘদিন ধরেই নগদ মূলধনের অভাব, ঋণ দায়, শ্রম অসন্তোষসহ নানামুখী সংকটে ভুগেছে প্রতিষ্ঠানটি। এ সংকট বড় হয়ে দেখা দেয় কভিডের প্রাদুর্ভাবে। একপর্যায়ে বাধ্য হয়েই স্থায়ীভাবে উৎপাদন বন্ধের ঘোষণা দেয় ওপেক্স অ্যান্ড সিনহা টেক্সটাইল গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরেক জায়ান্ট নোমান গ্রুপের পরিস্থিতিও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি নিয়ে ভালো কোনো বার্তা বহন করছে না।

রফতানিকারকদের সংগঠন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইএবি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'নোমান গ্রুপের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। তবে বাংলাদেশে ছোট থেকে বড় অনেক কোম্পানির পরিস্থিতিই এখন নাজুক। ছোট-মাঝারিদের মধ্যে অনেকে এরই মধ্যে বন্ধ হয়েছে। বড় গ্রুপগুলোর মধ্যেও বেশ কয়েকটি আর্থিক ক্ষতি পোহাতে হিমশিম খাচ্ছে। এরই মধ্যে ওপেক্স অ্যান্ড সিনহার মতো বড় প্রকল্প বন্ধের ঘটনা আমরা দেখেছি। প্রকল্পটি এখনো চালু হতে পারেনি। বড় গ্রুপগুলো ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে। এখন তারা দেনার দায় বহন করতে পারছে না। তবে বড় বিনিয়োগকারীদের ভঙ্গুর হয়ে পড়া অর্থনীতির জন্য কোনো ভালো ইঙ্গিত বহন করে না। কারণ বড় প্রকল্পগুলোর অবদানও অর্থনীতিতে বড়।'

খাতসংশ্লিষ্টদের দাবি, দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখে আরো এগিয়ে নিচ্ছে বৃহৎ শিল্পগুলোই। সরকারি তথ্য-উপাত্তও বলছে, বৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানগুলোই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মোট উৎপাদনে প্রায় ৭০ শতাংশ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু জ্বালানি সংকট,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মসংস্থানে দেশের অন্যতম

১ম পৃষ্ঠার পর

কাঁচামালের দামে উর্ধ্বগতি এবং উৎপাদন সক্ষমতা পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে না পারায় বর্তমানে ব্যবসার চাপে রয়েছে এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এ চাপে থাকাটা অর্থনীতির জন্য ভালো ইঙ্গিত নয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর এ চাপ প্রশমন করতে না পারলে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিই বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারে।

নোমান গ্রুপের ৩৬টি শিল্প ইউনিট ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। ৮০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার আছে টঙ্গী এলাকায়। শ্রীপুর এলাকায় আছে ৩৫ হাজারের মতো শ্রমিক। সেখানে একই সীমানার মধ্যে ১৪টি শিল্প ইউনিট আছে। ৬৫০ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে ইউনিটগুলো। জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিকসে হোম টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন হয়। সেটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম প্রকল্প। সেখানে শ্রমিক কাজ করেন ২০ হাজার। এছাড়া স্পিনিং মিলগুলোয়ও আছেন কিছু শ্রমিক। গ্রুপটির বর্তমান পরিস্থিতিতে এ শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এ বিষয়ে বণিক বার্তাকে বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানে নয়, সারা দেশের সব শিল্প নিয়েই আশঙ্কা রয়েছে। অর্থনীতিতে যখন উৎপাদন হবে না, তখন ব্যাংকও সংকটে পড়বে। সরকারের রাজস্ব আহরণ ব্যাহত হবে। বীমা কোম্পানি চলবে না। পরিবহন কোম্পানি চলবে না। কর্মসংস্থানেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। ৪০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে যদি ২০ লাখের কর্মচ্যুতি ঘটে, তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৮০ হাজারের মধ্যে ৪০ হাজারকে যদি রাখতে হয়, তাদের কয়দিন বেতন দিয়ে চলতে পারব? নিশ্চয়ই লে-অফ করতে হবে। ছাঁটাই করতে হবে। কর্মসংস্থান সবচেয়ে বড় জিনিস। ৪০ লাখ শ্রমিক মানে ৪০ লাখ পরিবার। এদের কিছু হলে কোনো কিছুর ওপর তাদের আস্থা থাকবে না। তারা রাস্তায় নেমে পড়বে। এটাই সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয়।'

নোমান গ্রুপ সূত্র জানিয়েছে, গ্রুপের মোট উৎপাদনের ৭০-৮০ শতাংশ পণ্য রফতানি হয়। স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মাসে রফতানি হয় ৯ কোটি ডলারের। বর্তমানে রফতানি হচ্ছে ৫ থেকে সাড়ে ৫ কোটি ডলারের। মূল ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে গন্তব্য দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। কমেছে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ শতাংশ কম ক্রয়াদেশে কারখানা চালাতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত পণ্যের দামের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মতো তুলা উৎপাদনকারী কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারা যাচ্ছে না। দেশগুলোর তুলাসহ কাঁচামালের নিজস্ব সংস্থান আছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে রফতানি পণ্যের কাঁচামালের প্রায় পুরোটাই আমদানি করে আনতে হয়। এ আমদানিনির্ভরতার কারণে নোমান গ্রুপের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তত ছয় মাসের কাঁচামাল মজুদ করতে হয়। বেশি পরিমাণে আমদানি করতে গিয়ে বহন করতে হয় বড় আকারের আর্থিক ব্যয়। আবার এসব কাঁচামাল মজুদ করে বীমা খরচও আছে। সব মিলিয়ে মজুদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ব্যয় এখন বোঝায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া গত কয়েক মাসে শিল্প খাতে গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় ২৫০ শতাংশ। এতে নোমান গ্রুপের উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও রফতানি পণ্যের দাম বাড়েনি। আবার গ্যাসের দাম বাড়লেও প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়নি। কারখানায় দিনে ১২ ঘণ্টা গ্যাস থাকে না। এখন বিদ্যুৎও থাকছে না দীর্ঘ সময়। অটোমেটিং মেশিনে কাপড় প্রক্রিয়াজাত করতে হয় ৮ ঘণ্টা ধরে। এটুকু সময়ের মধ্যেই দুই-তিনবার বিদ্যুৎ চলে যায়। তখন কাপড় প্রক্রিয়াজাত করার বিষয়টি আবার শুরু করতে হয়। এতে খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। গ্রুপের বর্তমান দুরবস্থার কথা স্বীকার করে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বলেন, 'সামগ্রিক পরিস্থিতি জানিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারকে কিছু সুবিধা চেয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সেগুলো গ্রহণ হওয়া প্রয়োজন। মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে এক বছরের মোরাটরিয়াম চাওয়া হয়েছে। এ খাতের সবার স্বার্থেই এ প্রস্তাব আমলে নেয়া প্রয়োজন। স্থানীয় বাজারের অবস্থাও এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে। স্থানীয় বাজারের জন্য যে স্পিনিং মিলগুলো পণ্য বিক্রি করত, এখন সেগুলোর পাশাপাশি রফতানিমুখী মিলগুলোও স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রি করছে। এতে পণ্যের দাম অনেক কমেছে। কিন্তু দাম পড়ে গেলে কী হবে? মানুষের কাছে এখন অর্থ নেই। জিনিসপত্রের দাম এতটা বেড়েছে যে কম দামেও মানুষ পণ্য কিনতে পারছে না। মাসের উপার্জন দিয়ে মানুষ উচ্চমূল্যে হলেও খাদ্য নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছে। তারপর কাপড়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। সঞ্চয় অনেক দূরের কথা।'

প্রকল্প পরিচালনার সার্বিক আর্থিক খরচ অনেক গুণ বাড়ায় ব্যাংকগুলোর পক্ষে এখন চাইলেও সহযোগিতা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানালেন তিনি। তার বক্তব্য অনুযায়ী, 'ব্যাংক চাইলেও আমাদের ব্যয়ের বোঝা বহনে সহযোগিতা করতে পারছে না। কারণ ব্যাংকের সহযোগিতার সীমা অতিক্রম করেছে। এখন সহযোগিতা করতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আমাদের একটি স্পিনিং মিলকে আগে বছরে ৩ কোটি ডলারের রফতানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) দেয়া হতো। সেটা এখন শূন্য করে দিয়েছে। ব্যাংক এখন অর্থায়ন করতে পারছে না।'

ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। ঢাকায় এসে তৈয়ব আশরাফ টেক্সটাইল মিলস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে আবার একাধিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম মরিয়ম টেক্সটাইল, আরটেক্স ফ্যাব্রিকস, নাজনীন ফ্যাব্রিকস।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নতুন করে সবকিছু শুরু করেন। এর মধ্যে ব্যাংকঋণের কারণে মরিয়ম টেক্সটাইল, আরটেক্স ও নাজনীন ফ্যাব্রিকসের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। তখন এসব প্রতিষ্ঠান ভাড়ায় নেন নুরুল ইসলাম। শুরুতে মশারি ও গেঞ্জির কাপড় তৈরি করতেন। ১৯৭৬ সালে পাওনা ঋণ আদায়ে এসব কারখানা একে একে নিলামে তোলে ব্যাংক। নিলামে অংশ নিয়ে যন্ত্রপাতিসহ কারখানাগুলো কিনে নেন নুরুল ইসলাম। শুরুতে শ্রমিক ছিল ২২ জন। বর্তমানে তার গড়ে তোলা নোমান গ্রুপের কর্মীর সংখ্যা ৮০ হাজারের বেশি।

১৯৭৬ সাল থেকে ব্যবসা শুরু হলেও নোমান গ্রুপের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর পর ২০০০ সালে এসে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি শুরু করে নোমান গ্রুপ। বর্তমানে গ্রুপটির ফ্ল্যাগশিপ প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়ায় হোম টেক্সটাইল পণ্যের বৃহত্তম রফতানিকারক জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিকস লিমিটেড।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের থেকে বর্তমানে ১৮-২০ ধরনের পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির পণ্যের বড় ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে আইকিয়া, এইচঅ্যান্ডএম, ওয়ালমার্ট, টার্গেট, কেমার্ট, ক্যারিফোর ইত্যাদি।

নোমান গ্রুপের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে আইএসএ ওয়াশিং লিমিটেড, ইসমাইল স্পিনিং মিলস লিমিটেড, মরিয়ম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, নাইস ফ্যাব্রিক প্রসেসিং লিমিটেড, নাইস ডেনিম মিলস লিমিটেড, নাইস মাইক্রোফ্যাব লিমিটেড, নাইস স্পিনিং মিলস লিমিটেড, নাইস সিনথেটিক ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড, নোমান ফ্যাব্রিকস লিমিটেড, নোমান হোমস টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, নোমান নিট কম্পোজিট মিলস লিমিটেড, নোমান টেরি টয়েলস মিলস লিমিটেড, নোমান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, সাদ সান অ্যাপারেল লিমিটেড, সুফিয়া কটন মিলস লিমিটেড, সুফিয়া ফ্যাব্রিকস লিমিটেড, তালহা ফ্যাব্রিকস লিমিটেড, তালহা স্পিনিং মিলস লিমিটেড, তালহা টেক্স প্রো লিমিটেড, জাবের অ্যান্ড জোবায়ের অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড, জাবের স্পিনিং মিলস লিমিটেড, জারবা টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, জোবায়ের স্পিনিং মিলস লিমিটেড।

দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রায় ৩৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) থেকে ঋণ নিয়েছে নোমান গ্রুপ। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রধান চার বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকে ঋণ রয়েছে গ্রুপটির। গ্রুপটিকে ঋণ দেয়ার তালিকায় রয়েছে অন্তত ২৫টি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকও। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঋণ আছে এমন একটি ব্যাংক হলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। নোমান গ্রুপের কাছে ব্যাংকটির ঋণের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৫১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ফান্ডেড ঋণ ৯৭৫ কোটি এবং ১ হাজার ৭৬ কোটি টাকার নন-ফান্ডেড ঋণ রয়েছে।

নোমান গ্রুপকে ঋণ দেয়ার ব্যাংকগুলোর শীর্ষ নির্বাহীরা বলছেন, দেশে বেসরকারি খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রফতানি আয় বৃদ্ধিতে নোমান গ্রুপের বড় ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে ব্যাংকগুলোও পর্যাপ্ত জামানতের কথা চিন্তা না করেই ঋণ দিয়েছে। এতদিন গ্রুপটির ঋণ নিয়ে ব্যাংকারদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নোমান গ্রুপের ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভালো যাচ্ছে না। গ্রুপটির বার্ষিক টার্নওভার কমার পাশাপাশি নগদ অর্থের প্রবাহ কমছে। এ কারণে গ্রুপটি ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারছে না। দেশের অন্তত ছয়টি সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী প্রায় একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তবে ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথা বিবেচনায় রেখে নিজেদের নাম উদ্ধৃত করে বক্তব্য দিতে চাননি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করেও নোমান গ্রুপের ঋণ নিয়ে প্রায় একই ধরনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, নোমান গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির ঋণের একটি অংশ ওভারডিউ (মেয়াদোত্তীর্ণ) হয়ে গেছে। যেমন জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিকস লিমিটেডের ঋণের পরিমাণ ২ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪৭ কোটি টাকা ওভারডিউ। একইভাবে অন্য কোম্পানিগুলোর ঋণের কিস্তিও অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে।

নোমান গ্রুপ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বণিক বার্তাকে বলেন, 'নোমান গ্রুপ বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিয়েছে। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি আয় দেশে আনার ক্ষেত্রে গ্রুপটির ভূমিকা অতুলনীয়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ হোম টেক্সটাইল তারা তৈরি করেছে। নানা কারণে বিশ্বের স্বনামধন্য কোম্পানিগুলোও এখন ব্যবসায়িক দিক থেকে চাপে আছে। গ্রুপটির ক্ষেত্রেও বিষয়টি তেমনই। তবে আমরা আশা করছি, দ্বিতীয় প্রজন্মের হাত ধরে নোমান গ্রুপ তার ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির পথে ফিরে আসবে।'

এখন পর্যন্ত নোমান গ্রুপের ঋণখেলাপি হওয়ার ঘটনা ঘটেনি জানিয়ে গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা নুরুল ইসলাম বণিক বার্তা বলেন, 'এখন যেভাবে চলছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে হবে। কারণ আমাদের অর্থায়ন দরকার। ব্যাংকগুলো ১০-১২ বছর আগে যখন ঋণ দিয়েছিল, তখন ডলার ছিল ৬৮ টাকা। এখন হয়ে গেছে ১০৭ টাকা। ১০০ টাকা বিনিয়োগ করলে এখন দরকার ১৪০ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আগে ১০০ টাকার ৫০ শতাংশ অর্থায়ন পাওয়া যেত, এখন পাওয়া যাচ্ছে ২৫ শতাংশ। একটা গ্রুপকে এখন ২৫ শতাংশ দিতে পারছে ব্যাংক, ১০ শতাংশ ফান্ডেড, ১৫ শতাংশ নন-ফান্ডেড। সীমা কমিয়ে দেয়ায় ব্যাংকে তারল্য থাকলেও তারা দিতে পারছে না। ঋণ এক্সপোজারের যে সীমা আছে তা অতিক্রম হলে ব্যাংক আর দিতে পারছে না। আগে তুলার দাম ছিল ৪৮ থেকে ৫০ সেন্ট।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গত বছর দেড় ডলার হয়ে গেছে। ৫০ সেন্টের রানিং ক্যাপিটাল দিয়ে দেড় ডলারের পণ্য কীভাবে আনা সম্ভব। এর প্রভাবে যেটা হয়েছে আগে ৩ পাউন্ড তুলা পাওয়া গেলে এখন ১ পাউন্ড তুলা আনতে হচ্ছে। বেশি আনতে হলে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ হয়েছে, যেমন ইউপাস করা হয়েছে, নয়তো সাপ্লাইয়ার ক্রেডিট নেয়া হয়েছে। সাপ্লাইয়ার ক্রেডিটে ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে ১০-১২ শতাংশ। ইডিএফ এখন পাওয়া যাচ্ছে না আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্তের কারণে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের গ্রুপের ঋণ আছে ৮ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। প্রকল্প বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাংক রয়েছে ৩০টির মতো। আমার ব্যাংকিং এবং ব্যবসার বয়স ৫৩ বছর। বর্তমানের মতো পরিস্থিতি কখনো দেখতে হয়নি। বিগত সময়গুলোয় আমরা ক্রমাগতভাবে বিনিয়োগ বাড়িয়েছি। ১০০ টাকা লাভ হলে ব্যাংক থেকে ১০০ টাকা নিয়ে প্রকল্প সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করেছি। আমার সমস্যা হলে অবশ্যই ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সমস্যা। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মেয়াদি ঋণের মধ্যে প্রায় ২ থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা ইমিডিয়েট রিস্কের মধ্যে রয়েছে।'

নুরুল ইসলাম বলেন, '২০২৪ সাল পর্যন্ত বুক অ্যাকাউন্টে রাখার সুবিধা আমরা ব্যাংকের কাছে চেয়েছি। কিন্তু ব্যাংকের সক্ষমতা নেই। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতির বিষয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বলে তাহলে ব্যাংক আমাদের সুবিধা দিতে পারবে। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দিয়েছি। বর্তমানে রফতানি আছে বলেই ডলারের চাপটা মোকাবেলা করা যাচ্ছে। কিন্তু আমার ১০০ টাকা রফতানির বিপরীতে ৭০-৭৫ টাকার আমদানি দায় রয়েছে। রফতানির বিপরীতে টাকা নগদ করে বিদ্যুৎসহ অন্যান্য পরিষেবা বিল ও বেতন-বোনাস দিতে হয় ২৫ টাকা। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব হয়ে উঠছে না। প্রতি মাসে ৪০ কোটি টাকার মতো লোকসান হচ্ছে ব্যবসায়। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দিয়েছি। আমাদের সমস্যাটা তীব্র হতে শুরু করেছে গত এপ্রিল থেকে। এর আগে মোটামুটি চলছিল। কিন্তু এপ্রিল থেকে ক্রয়াদেশে পতন ঘটেছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩০
১৩ জুন ২০২৩

শ্রমিকের মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষায় কাজ করবে রেসপনসিবল বিজনেস হাব

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের মানবাধিকার রক্ষা, অভিযোগ নিরসন ও পরিবেশের সুরক্ষায় দুটি পৃথক রেসপনসিবল বিজনেস হাব গঠন করেছে বিকেএমইএ ও বিজিএমইএ। রেসপনসিবল বিজনেস হাব গঠনে সহযোগিতা করেছে জিআইজেড। ঢাকার একটি হোটেলে রবিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান, পরিচালক ইমরান কাদের তুর্য, আহমেদ নূর ফয়সাল, তারেক আফজাল। বিজিএমইএর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজীম, পরিচালক আব্দুল্লাহ হিল রাকিব। জার্মান দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন জ্যান জ্যানোস্কি, সাসটেইনেবল সাপ্লাই চেইনের ডেপুটি হেড অব ডিভিশন রেইনহার্ড জুনকারসহ তিন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ডিউ ডিলিজেন্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে রেসপনসিবল বিজনেস হাবগুলো কাজ করবে। একই সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষকে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত করবে। পাশাপাশি হাল নাগাদ তথ্য-উপাত্ত ও যোগাযোগের জন্য থাকবে অনলাইন প্ল্যাটফরম ও হেল্প ডেস্ক। এতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রম অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত হওয়ার পথ সুগম হবে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অভিযোগ জানানো ও তা নিরসনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, সহজ ও দ্রুততর হবে বলে বিকেএমইএ ও বিজিএমইএর নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেন।

DHAKA SATURDAY JUNE 10, 2023
JAISHTHA 27, 1430 BS
The Daily Star

BANGABAZAR FIRE

Shop workers seek compensation ahead of Eid

STAFF CORRESPONDENT

A total of 15,000 shop workers affected by the Bangabazar fire have demanded Tk 50,000 to Tk 1 lakh each as compensation before the upcoming Eid-ul-Azha.

Under the banner of "National Shop Employees Federation", they said if they don't get the money by June 20, they will march towards the Prime Minister's Office to realise their demand.

The federation announced the programme during a press conference at Jatiya Press Club yesterday.

Its secretary Amirul Haque Amin said these workers are living an inhumane life without job and salary. They did not get salary during last Eid-ul-Fitr.

The compensation must be paid before the upcoming Eid-ul-Azha, he said.

There is no accurate information on how many shop workers have been affected by the fire, he said, adding that around 5,000 shops have been burnt in Bangabazar fire.

It is assumed that three employees worked at each store, he further said.

He said, "We will be handing over memorandums to the mayor, state minister for labour, local lawmaker, DC and the Bangladesh Shop Owners Association on June 12-17 and will march towards the Prime Minister's Office on June 20."

Federation president Rofiqul Islam Babul and vice-president Kamrul Hasan also spoke at the press conference.

A massive fire ripped through the capital's Bangabazar Shopping Complex on April 4, burning down at least 3,000 shops full of clothes and ruining the livelihood of several thousand traders just weeks before Eid.

The fire, reported at 6:10am, spread rapidly in the crammed market while plumes of dark smoke blanketed the nearby neighbourhoods.

Goods stored in the adjacent Anexco Tower, Banga Islamia Market, and Banga Homeo Market were also gutted and a police barrack next to the Police Headquarters was damaged, firefighters said.

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জুন ২০২৩
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

টঙ্গীতে অটোচালক হত্যায় ৫ জন গ্রেফতার

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে অটোরিকশা চালক মোশারফ করিমকে (২৫) গলা কেটে হত্যার ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব থানা পুলিশ। ঘটনার পর টঙ্গী, গাছা, পূবাইল ও ঢাকার খিলগাঁও থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। নেশার টাকা জোগাড় করতে পূর্বপরিকল্পিতভাবে মোশারফ করিমকে গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নেয় বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে হত্যাকারীরা। গ্রেফতাররা হলো—ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার অষ্টধার কুড়ারাকান্দা গ্রামের সোহেল মিয়া, পূবাইল থানার হারবাইদ গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে জুনায়েদ হোসেন ওরফে জুনু, ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার কড়ইকান্দি গ্রামের হৃদয়, টঙ্গী পাগাড় হাজীমার্কেট এলাকার রাসেল ওরফে বাবু ও রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ থানার হামিদের হাট গ্রামের রোমান। তাদের সোমবার দুপুরে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জুন ২০২৩

মেহেরপুরে অটোচালক হত্যায় গ্রেফতার ২

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরে অটোচালক আবদুর রহমান হত্যায় সোমবার দুজনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি। তারা হলেন, ঝিনাইদহের কালিগঞ্জের বুদরাজপুর গ্রামের দিনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখ। ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, রোববার বিকালে মেহেরপুরের হোটেল বাজার এলাকায় হোটেল এজাজ থেকে আব্দুর রহমানের গলাকাটা ও হাত পা বাঁধা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে হত্যায় জড়িত সন্দেহে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে রাজু শেখকে গ্রেফতার ও আব্দুর রহমানের অটোবাইক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা স্বীকার করেছে অটোবাইক ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তারা আব্দুর রহমানকে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে আরও কয়েকজন জড়িত আছে। তাদেরও আটকের চেষ্টা চলছে।

WEDNESDAY JUNE 7, 2023
JAISHTHA 24, 1430 BS
The Daily Star

- RMG export earnings in Jan-Mar of FY23: $12.25bn
- Share of woven garment: 45.45%
- Share of knitwear: 46.75%
- 74% of RMG shipments went to 9 countries in Jan-Mar
- Main destinations: US, Germany, UK, Spain, France, Italy, Netherlands, Canada and Belgium
- RMG export in Jul-Mar of FY23: $35.25bn
- Total RMG export in FY22: $42.61bn
- RMG's contribution to GDP in FY22: 9.25%

Some challenges ahead for garment sector: BB

STAR BUSINESS REPORT

The garment sector may face some challenges in the days ahead due to persistent global trade tensions and economic slowdowns in export destinations, according to Bangladesh Bank.

Garment exports maintained decent growth during the outgoing fiscal year of 2022-23, as per the central bank's quarterly review of the sector for January-March 2023 released yesterday.

Bangladesh earned $12,255.75 million from garment exports in the January-March period of 2023, which was 0.77 per cent higher than the commerce ministry's target for the quarter and 6.32 per cent higher than that in the corresponding period of the previous year.

However, this was 3.67 per cent lower than that of the previous quarter owing to sluggish growth of the world economy.

Bangladesh's overall garment export earnings stood at $42,613.15 million in fiscal year 2021-22, which was 35.47 per cent higher than that in the previous fiscal year.

In fiscal year 2021-22, the sector contributed 9.25 per cent of the gross domestic product (GDP).

Woven garments and knitwear contributed 40.10 per cent and 44.95 per cent respectively of the total garment export earnings during the quarter under review.

The main destinations of Bangladesh's garment exports are the US, UK, Netherlands, Germany, Spain, France, Italy, Canada and Belgium.

During the quarter, total export earnings from these nine countries stood at $9,123.67 million.

Of this amount, 92.20 per cent, or $8,412.46 million, was earned from garment exports (woven 45.45 per cent and knitwear 46.75 per cent).

However, the earnings were a decrease of 6.74 per cent and 0.11 per cent compared to that of the previous quarter and that of the corresponding quarter of the preceding fiscal year respectively.

The garment sector of Bangladesh was making a fairly good turnaround in the post Covid-19 period.

However, the start of the Russian-Ukraine war in late February of last year and its resultant supply chain disruptions, high global inflation and tight monetary policy of the Federal Reserve have created some challenges in recent months.

"However, to face different corresponding challenges and to accelerate the export growth of RMG, we should focus on inter-apparel diversification, increase productivity, efficiency and product innovation," the review said.

At the same time, Bangladesh should prioritise exploring new global markets. Moreover, emphasis should be given on skills development of the garment workers for facing potential challenges and harnessing available benefits of this sector, it said.

The government and Bangladesh Bank have taken a number of measures, especially for facilitating production and export of the garment sector.

For instance, the central bank has formed a refinance fund worth Tk 50 billion, from which entrepreneurs can take loans through banks at 6 per cent interest rate, said the review.

Bangladesh Bank has expanded the tenure of loan facilities for entrepreneurs from 1 year to 3 years under this refinance scheme, it added.

সোমবার ১২ জুন ২০২৩
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ | যুগান্তর

ড. মতিউর রহমান

শিশুশ্রম রোধে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) শিশুর অধিকার রক্ষা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূর করার জন্য ২০০২ সাল থেকে বিশ্ব শিশুশ্রমবিরোধী দিবস (World Day Against Child Labour) পালন করে আসছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর ১২ জুন এ দিবসটি পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির থিম বা প্রতিপাদ্য—'সবার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার। শিশুশ্রম বন্ধ করুন'।

জাতিসংঘ বলছে, গত কয়েক বছর ধরে দ্বন্দ্ব, সংকট এবং কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বব্যাপী আরও বেশি পরিবারকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে এবং আরও লাখ লাখ শিশুকে শিশুশ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য করেছে। এসব কারণে বিশ্বের নানা দেশে অনেক পরিবার এবং সম্প্রদায় যে আর্থিক চাপ অনুভব করে, তা শিশুদের কাজে নিয়োজিত করতে বাধ্য করে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলকও নয়। বিশ্বব্যাপী আজও ১৬ কোটি (১৬০ মিলিয়ন) শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। সারা বিশ্বে প্রতি দশজনের মধ্যে একজন শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত।

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। দশ বছরেরও বেশি আগে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুসারে, ৩ কোটি ৯৬ লাখ শিশুর ৯ দশমিক ৭ শতাংশ অর্থাৎ, ৩৪ লাখ ৫০ হাজার শিশু কোনো না কোনো শ্রমে নিয়োজিত ছিল। এর মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত ছিল। অন্যদিকে আইএলও-এর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শ্রমদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪৭ লাখ, যা ৫-১৪ বছর বয়সি শিশুদের প্রায় ১৩.৪ শতাংশ। আর এ শিশু শ্রমিকদের ৮৩ শতাংশের অবস্থানই গ্রামাঞ্চলে এবং মাত্র ১৭ শতাংশ শহরাঞ্চলে। তবে বাস্তবে শিশু শ্রমিকের এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে বলেই প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তাদের ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয় এবং মজুরিও অনেক কম। বিষয়টি তদারকি করার দায়িত্ব কেউ নেয় না। আর্থসামাজিক ও উন্নয়নের দিক থেকে এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য শর্ত নয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত পথশিশু জরিপ ২০২২-এ দেশের পথশিশুদের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি, খাবারের অভাবসহ নানা কারণে শিশুরা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এর মধ্যে ৬৪ শতাংশ শিশু তাদের পরিবারের কাছে ফিরতে চায় না। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯২.১ শতাংশ ছেলে এবং ৮৪.৫ শতাংশ মেয়ে শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। ২০.৯ শতাংশ পথশিশু বর্জ্য তুলে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া ১৮.৪ শতাংশ পথশিশু ভিক্ষা করে বা ভিক্ষা করতে সাহায্য করে। জরিপের তথ্যে পথশিশুদের চরম দুর্দশা দেখা যাচ্ছে। এর আগে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইউনিসেফের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে শিশুরা প্রায় ৩০১ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। এদের বেশির ভাগই হকার, কুলিগিরি, রিকশা চালানো, পতিতাবৃত্তি, ফুল বিক্রি, আবর্জনা সংগ্রহ, ইট-পাথর ভাঙা, হোটেলের কাজ, মাদক বহন, ওয়েল্ডিং কারখানার কাজ ইত্যাদিতে নিয়োজিত। তবে এ জরিপে পথশিশুদের সঠিক সংখ্যা কত তা বের করা হয়নি।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ বলছে, শিশুশ্রম মোকাবিলায় আমাদের যৌথ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, শিশুশ্রম নির্মূল করা সম্ভব, যদি মূল কারণগুলোকে সমাধান করা যায়। আমাদের সবার জন্য জনগণের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান আনতে অবদান রাখা এবং এটি আরও দক্ষ এবং সুসংগত পদ্ধতিতে করা জরুরি। শিশুশ্রম হলো—সম্ভবত এ সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান।

আইএলও বলছে, শিশুশ্রমের অবসান হলো সামাজিক ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষার একটি ভিত্তি, যার মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিক স্বাধীনভাবে এবং সুযোগের সমতার ভিত্তিতে দাবি করতে পারে, তাদের সম্পদের ন্যায্য অংশ, যা তারা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

শিশুশ্রম সম্পর্কিত পরিস্থিতি একাধিক চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়ার অনুভূত অভাবের প্রতিধ্বনি করে। এটি দারিদ্র্য এবং বর্জন দ্বারা সৃষ্ট এবং স্থায়ী একটি সমস্যা। এটি শিশুদের শিক্ষা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে একটি উপযুক্ত আয় এবং স্থিতিশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার বিরুদ্ধে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে।

এটি এমন একটি অবিচার, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার এবং পরিবারের স্তরে অনুভূত হয়—শিশুশ্রমের দুই-তৃতীয়াংশ একটি অবদানকারী পরিবারের সদস্য হিসাবে ঘটে। কিন্তু এটি সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আটকে রাখে এবং বিশ্বের অনেক অংশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এটি সামাজিক সংহতি এবং মানুষের অগ্রগতির জন্য হুমকিস্বরূপ।

শিশুশ্রম মোকাবিলার ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড এবং সামাজিক সংলাপের ওপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তবায়ন, ভালো মানের শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার সর্বজনীন প্রবেশাধিকারের বিধান, সেইসঙ্গে দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করার সরাসরি ব্যবস্থা। এবং প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করা।

২০২২ সালে ৫ম বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত ডারবান কল টু অ্যাকশনের শিশুশ্রমের মূল কারণগুলো মোকাবিলা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য দৃঢ় পদক্ষেপের প্রচার করা। এটি ইতিবাচক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তুলতে একটি নীলনকশা হিসাবে গৃহীত। এটি নিশ্চিত করতে চায় যে, জাতীয় ও বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণ ও কার্যক্রমে, উন্নয়ন সহযোগিতায় এবং আর্থিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তিতে শিশুশ্রম বিরুদ্ধ প্রতিশ্রুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সুতরাং, আইএলও শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের বিশ্ব দিবসকে আমাদের সবার জন্য একটি মুহূর্ত হিসাবে বিবেচনা করি, যারা শিশুশ্রমের অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা প্রদর্শন করার জন্য যে পরিবর্তনটি অর্জন করা যেতে পারে যখন ইচ্ছা এবং সংকল্প একত্রিত হয় এবং প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি গতি প্রদান করে। এটি একটি অত্যন্ত জরুরি অবস্থা।

এ বছর বিশ্ব শিশুশ্রমবিরোধী দিবসে আইএরও'র আহ্বান—সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপকে পুনরুজ্জীবিত করা, বিশেষ করে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পিত 'গ্লোবাল কোয়ালিশনের' অধীনে শিশুশ্রম নিরসন, কারণ এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ন্যূনতম বয়সের ওপর আইএলও কনভেনশন নং ১৩৮-এর সার্বজনীন অনুমোদন, যা ২০২০ সালে গৃহীত সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রমসংক্রান্ত কনভেনশন নং ১৮২-এর সার্বজনীন অনুমোদনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব শিশুকে সব ধরনের শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা প্রদান করবে এবং 'ডারবান কল টু অ্যাকশন' কার্যকরী বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ন্যায়বিচার হলো ন্যায্যতার একটি মানসিকতা, যা নিশ্চিত করে যেসব মানুষ সময়মতো ও যথাযথ সুযোগ পায় এবং সমান অধিকার ও মর্যাদা অর্জন করে।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের জন্য কিছু প্রধান কার্যকারিতা হতে পারে—দেশে শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত আইন ও বিধান আছে, যা শিশুদের কাজ করার শর্তগুলো নির্ধারণ করে। সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে আইনগতভাবে শিশুশ্রমে প্রবেশ প্রতিরোধ সংযোজন করে শিশুদের অধিকার রক্ষা করা যায়। শিশুদের শিক্ষা ও সচেতনতা জাগানোর মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। শিশুদের অধিকার জানার কর্মসূচি পরিচালনা করলে তারা নিজেদের অধিকার জানতে পারে এবং নিজেদের সুরক্ষা দিতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার জাগ্রত করার জন্য সমাজে শিশুশ্রম নিরসনের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা ও সংগঠিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সম্প্রদায়ে পরিবর্তন আনা যায়। শিশুশ্রম নিরসনের জন্য বেসরকারি সামাজিক সংস্থা এবং সরকার একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকার প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারে এবং সামাজিক সংস্থা সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে।

এভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমাজের পরিবর্তন শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সহায়তা করতে পারে। এটি সমাজের সব সদস্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা শিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শিশুশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা, যা শিশুদের উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিশুশ্রমের কারণে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানসিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুশ্রম শিশুদের স্বপ্ন ও আশায় প্রভাব ফেলে, যা তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও সুযোগ হ্রাস করে।

শিশুশ্রমের কারণে শিশুদের শিক্ষালাভের সুযোগ হারিয়ে যায়, যা তাদের সুযোগ সীমিত করে। এর ফলে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়ে, তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং উন্নতির প্রত্যাশা সংকোচিত হয়। শিশুরা শিক্ষা, পেশা, কর্মসূচি এবং আর্থিক স্বাধীনতার অভাবে উন্নতির সুযোগ হারায়।

শিশুশ্রম নিবারণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। সরকার এবং সমাজের সব সদস্যের সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন, যাতে শিশুদের প্রতি সচেতনতা জাগৃত করা যায় এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা উচিত, যাতে তারা সঠিকভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে এবং তাদের ভবিষ্যতের সুযোগ না হারায়। এ পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন শিশু শ্রমিক রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতজন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে সরকারি শিশুনীতি ও শ্রমনীতি সংশোধন করতে হবে। শিশুশ্রমের বয়সের কঠোর ও বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২০২৫ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়নের জন্য দেশের সব শিশু সংগঠন, আইএলও, ইউনিসেফ এবং বেসরকারি সামাজিক সংগঠন, স্কুল শিক্ষক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা, গণমাধ্যম এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগকে একত্রিত হতে হবে। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে শিশুশ্রমের ভারে ভেঙে পড়তে পারে উন্নয়নের আর্থসামাজিক ভিত্তি।

ড. মতিউর রহমান : গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১২ জুন ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস আজ

কেরানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১১ হাজার শিশু

কেরানীগঞ্জে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করছে এক শিশু —ইত্তেফাক

■ রাবেয়া বেবী

সোহাগের বয়স ১১ বছর। মাদারীপুরের নয়াকান্দি থেকে তার মামার সঙ্গে এসে কেরানীগঞ্জ তানাকা টাওয়ারে একটি পোশাক কারখানায় সহকারীর কাজ করে। এক বছর আগে সে কাজ শুরু করে। সুতা কাটা, কাপড়ের বোঝা বহন (সিঁড়ি ভেঙে ছয়তলার ওপর থেকে নিচে নামানো), মেশিন চালাতে সহযোগিতা করে সে। কাপড় কাটা আর সেলাইও শিখছে। নিউ রিফাত গার্মেন্টসের একজন সেলাইকর্মী ১৩ বছরের ইয়াসিন। বৈদ্যুতিক সেলাই মেশিন দিয়ে সে নিয়মিত কাপড় সেলাই করে। মাঝেমধ্যে হাতে সুঁইয়ের গুঁতা লেগে রক্ত ঝরে। শুরুর দিকে বেশি এমন হলেও এখন একটু কমে আসছে বলে জানায়। এখন তার বেশি হচ্ছে সর্দি-কাশি। কারখানার কাপড়, ধুলোবালুর স্তূপ আর অসহ্য গরমে ঘেমেই তার বেশি ঠান্ডা লাগে বলে জানায় ইয়াসিন। কেরানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে আলো-বাতাস প্রবেশহীন কারখানাগুলোতে নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে ১১ হাজারের অধিক শিশু। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। এমন অবস্থায় 'জাস্টিস ফর অল, এন্ড চাইল্ড লেবার প্রতিপাদ্য করে আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্য নির্ধরণ করেছে সরকার। সেই অনুযায়ী এই অঞ্চলের শিশুশ্রম নিরসনের ২০২২ ও ২০২৩ দুই বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। চলতি বছরের ডিসেম্বরে এই প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা। তবে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, সমস্যা সমাধানে তেমন

কেরানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে

অগ্রগতি নেই। ছয় মাস বাকি থাকলেও কেরানীগঞ্জে শিশুশ্রম নিরসনের কোনো লক্ষণ নেই। কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিচালক এ কে এম সালাউদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, 'কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। তবে ডিসেম্বরের মধ্যে শিশুশ্রম বন্ধ হবে না। আমরা মোটিভেশনের কাজ করছি। একদিকে বন্ধ হলে আবার তারা অন্যদিকে শিশুদের নিযুক্ত করে। গত ছয় মাসে মালিকদের বিরুদ্ধে ৪০টির মতো মামলা হয়েছে।' তিনি বলেন, এখানে শিশুশ্রম নিরসন করতে হলে শিশুদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করতে হবে। তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করাসহ তাদের বাবা-মাকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। আমরা এমন প্রস্তাব ওপরের মহলে দিয়েছি।

প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে কত শত শিশুশ্রম

মো. মেরাজ। বয়স ১৩ বছর। বাবা মারা গেলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া ছেড়ে বরিশাল থেকে ঢাকায় আসে। প্রথমে সাগরেতের কাজ করত। তখন তাকে শুধু খাওয়া আর রাতে থাকার সুবিধা দেওয়া হতো। সপ্তাহে শুক্রবারে তাকে ১০০ টাকা দেওয়া হতো। দুই বছরের মধ্যে সে কাপড় কাটা, সেলাই শিখে একজন কর্মী হয়ে ওঠে। কর্মী হিসেবে সে প্রতিটি কাপড় সেলাই বা কাটা অনুসারে ৩ টাকা করে আয় করছে। সপ্তাহে এই শ্রমিকদের কারো ৩ হাজার, কারো ৪ হাজার আবার কারো ৫ হাজার টাকা আয় হয়। তবে পুরো টাকা তারা পায় না। অর্ধেক টাকা তাদের দেওয়া হয়। অর্ধেক টাকা রোজার ঈদে বাড়ি যাওয়ার সময় হাতে পায়। মাদারীপুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ১৭ বছরের ইয়াসিন। এক বছর আগে সে চলে আসে। বাবা মারা যাওয়ার পর তাকে কাজে আসতে হয়। ফ্যান থাকলেও প্রচণ্ড গরমে কোনো কাজে আসে না। কারখানার শ্রমিকদের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে সব সময়। কাজ শেষ হলে একপাশে কাপড় রেখে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ে তারা। গোসলখানা আর টয়লেট এতটাই নোংরা যে সেখানে নাকে কাপড় না দিয়ে এক মিনিটও দাঁড়ানো সম্ভব নয়। প্রতি তলায় টয়লেট আছে, তবে দিনেও অন্ধকার। মনির নামে এক শিশু শ্রমিক জানায়, ভাঁজ করা, প্যাকেট করা—সবই করে তার মতো শিশুরা। তার মুজরি সপ্তাহে ১ হাজার টাকা। তার বাবা একজনকে বিয়ে করে চলে যান, মা অন্যত্র থাকেন। তাই তার কাউকে টাকা পাঠাতে হয় না। ১ হাজার টাকার ৭০০ টাকা সে ভাতওয়ালীকে দেয়, ৩০০ টাকা তার কাছে থাকে।

নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি

এখানে শ্রমিকদের তিনটি সংগঠন সক্রিয়। তার একটি গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বেল্লাল জানান, ছোটবেলা থেকে তিনি এখানে কাজ করছেন। কোমরে ব্যথা, সর্দি-কাশি, চুলকানি এখানকার শ্রমিকদের লেগেই থাকে। অনেকের হার্টেও সমস্যা হয়। ছোট বয়সে তিনি যখন কাজ করতে শুরু করেন, তখন তার হাতে কয়েক দফা সুঁই ফোটে। তিনি তার আঙুলটি দেখিয়ে বলেন, 'আমার মতো এমন সুয়ের খোঁচা সব শিশু শ্রমিকেরই আছে।'

গবেষণা যা বলে

২০২২ সালে ৫ হাজার কারখানা ৩১৪টি টাওয়ারে করা বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের এক গবেষণায় দেখা যায়, এখানে ১৪ বছরের নিচে ১০ হাজার ২৫৬টি শিশু কাজ করে। এর মধ্যে ৯ হাজার ২২১টি ছেলে এবং ১ হাজার ৩৫টি মেয়ে। আগানগর ও শুভাড্ডা দুটি ইউনিয়নে কারখনাগুলো। ৫ থেকে ৮-১০ তলা ভবনে কখনো এক রুম নিয়েও কারখানা চলে। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম আশরাফ উদ্দিন বলেন, কোনো রকম বেতনকাঠামো ও কর্মঘণ্টা ও ছুটি ছাড়া তারা কাজ করে। এই এলাকার শিশুশ্রমকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজ করলে মজুরি, না করলে নাই। এভাবে তারা কাজ শুরু করে। দুই বছর পর কর্মী হিসেবে উপযুক্ত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে দুর্ঘটনার শিকার হওয়াসহ কোমরে ব্যথা, সর্দি-কাশি, চর্মরোগ ও ফুসফুসে প্রদাহজনিত সমস্যায় ভোগে তারা।

সমকাল • সোমবার । ১২ জুন ২০২৩

কেরানীগঞ্জে শিশুশ্রমে চলছে পোশাক কারখানা

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস আজ

'সুঁই দিয়া কাজ করতে করতে হাতে দাগ পইরা গেছে। তাও খাঁটি। কারণ সময়মতো বোনের হাতে টাকা না তুইলা দিলে দুলাভাই খাওন দিত না।'

এ বক্তব্য ১২ বছর বয়সী আমিনার। তার মা মারা গেলে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। আর আমিনার আশ্রয়স্থল হয় কেরানীগঞ্জে বোনের বাড়িতে। তাই বোনের স্বামীর কথা মতোই গার্মেন্টিসে কাজ নেয় আমিনা।

কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টিস পল্লীতে ৫ হাজার কারখানা রয়েছে। এখানকার নূর মার্কেটসহ তানাকা সুপার মার্কেট, হেলাল টাওয়ার, গ্রীন টাওয়ারসহ একাধিক ভবনে প্রায় তিন লাখ গার্মেন্টিস শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের মধ্যে ৫৬ ভাগই শিশু। বেশিরভাগই কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে। সপ্তাহের ছয় দিনই কাজ করছে এসব শিশুরা। দেশের অভ্যন্তরীণ পোশাকের চাহিদা পূরণে শীর্ষে ঢাকার কেরানীগঞ্জ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১৭ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ১২ লাখই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। তবে বাস্তবে এ সংখ্যা আরও বেশি বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। তাঁরা বলছেন, শিশুদের কম টাকায় কাজে লাগানো যায়। এটাও শিশুশ্রমের একটা বড় কারণ।

২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধ করতে চায় সরকার। এজন্য ধাপে ধাপে শিশুশ্রম কমিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা। কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার কমে আসবে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা।

শ্রম আইন অনুসারে, 'শিশু' অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন ব্যক্তি এবং 'কিশোর' অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেছে কিন্তু ১৮ পূর্ণ করেনি এমন ব্যক্তি। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ অনুসারে, শিশুদের আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। কিশোরদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসকের কাছ থেকে শিশু-কিশোরদের সক্ষমতা সনদ নিয়ে শর্তসাপেক্ষে হালকা কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে।

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ মনজুন নাহার বলেন, শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য। আর আমাদের দেশের বড় একটা অংশ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। কেরানীগঞ্জের মতো এলাকার বেশিরভাগ পরিবার অসচ্ছল। ফলে এসব পরিবারের শিশুরা অর্থ রোজগারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হচ্ছে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে আজ সোমবার পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ কর।'

বেসরকারির সংস্থা এডুকো বাংলাদেশ এর শিশুশ্রম নিরসন বিভাগের ব্যবস্থাপক আফজাল কবীর খান বলেন, শিশুশ্রমের নেতিবাচক দিক নিয়ে এখনও মানুষ সচেতন না। একই সঙ্গে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়েও উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন বাবা-মাকে। তিনি বলেন, এবারের প্রতিপাদ্যে সব ধরনের শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। সেটা করতে হলে দরিদ্রতা দূর করতে হবে। যে শিশুরা অতি দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে তাদের চিহ্নিত করে সব সুযোগসুবিধা দিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিনামূল্যে হলেও আরও অনেক খরচ আছে। সেগুলোর ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে।

সময়ের আলো সোমবার। ১২ জুন ২০২৩।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস আজ

দেশে এখনও শিশুশ্রমে জড়িত ১৮ লাখ

সাব্বির আহমেদ

২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসনের কথা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকার। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে এ সময়ের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে। কিন্তু সবশেষ পরিসংখ্যান বলছে, এখনও দেশে শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত ১৮ লাখ শিশু। দিন দিন তা বাড়ছে। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আছে প্রায় ১৩ লাখ শিশু। এমন বাস্তবতায় আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২৩। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য দেওয়া হয়েছে 'শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ করি'।

প্রতি বছর ১২ জুন শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং এডুকো-বাংলাদেশ" যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘভুক্ত সব দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউনিসেফ বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের এই সংস্থা গত ৭ ফেব্রুয়ারি এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানায়, দেশে এখন ১৮ লাখ শিশু জড়িত শ্রমে। আর ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের ৬ দশমিক ৮ শতাংশ শিশুশ্রমে নিয়োজিত।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সম্প্রতি অতিমারি করোনায় শিশুশ্রম আরও বেড়েছে। অর্থের কারণে অভিভাবকরা সন্তানকে কাজে পাঠিয়েছে। এতে অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। বাধ্য হয়েই শিশুশ্রমে ঝুঁকছে শিশুরা। এ চিত্র শুধু দেশের নয়, সারা বিশ্বের। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ৮৪ মিলিয়ন শিশুশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। শিশুশ্রমের দিক দিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়া বিশ্বের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। আফ্রিকা এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলোতে প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ৯ জনই শ্রমে জড়িত। গত বছরের ১০ জুন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক

নির্ধারিত সময়ে শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব নয়

- এসডিজি অর্জনে সংশয়
- এশিয়ায় প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ৯ জনই শ্রমে জড়িত
- করোনায় রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে শিশুশ্রম

প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাব রয়েছে
ওয়াহিদা বানু অপরাজেয় বাংলাদেশের প্রধান

১ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে প্রত্যাহার করেছে সরকার
মন্নুজান সুফিয়ান প্রতিমন্ত্রী

শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ যৌথভাবে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, মহামারি বেড়ে যাওয়ায় ঝুঁকি পরিস্থিতি আরও গুরুতর করে তুলছে। মানুষকে যদি দারিদ্র্যের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তবে প্রায় ৫ কোটি শিশু আগামী দুই বছরে শিশুশ্রমে যুক্ত হতে বাধ্য হবে।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের একটি কারখানায় কাজ করে ১২ বছরের শিশু অমিত হোসেন। করোনার সময় তাকে কাজে পাঠিয়েছে তার বাবা। আট ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রম করে অমিতের যা আয় হয় সব পাঠাতে হয় গ্রামে। তার বাবা রংপুরে রিকশা চালান।

অমিত জানায়, করোনার আগে সে স্কুলে যেত। সংসারে অভাবে বাধ্য হয়েই সে শ্রমে জড়িয়েছে। পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও কাজের চাপে সুযোগ নেই। তার মতো এমন অনেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে জড়িয়ে পড়ছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ হবে কি না তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, আমরা এখনও শিশুশ্রম কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করতে পারছি না। এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক।

তারা বলেন, দরিদ্রতা, অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগের দুর্বলতা শিশুদের শ্রমের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এ ছাড়া সমাজ ও পারিবারিক বৈষম্য দিন দিন প্রকট হওয়ায় শিশুশ্রম বাড়ছে। এ শিশুদের কেউ টাকার অভাবে স্কুলে যেতে পারে না। বাধ্য হয়ে বাসাবাড়ির ময়লা পরিষ্কার কিংবা কলকারখানা, ইমারতে কাজ করে তারা।

সমীক্ষায় দেখা যায়, শ্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি কমে যায়। শিশুশ্রমে নিযুক্ত ৬৫ শতাংশ শিশু স্কুলে যায় না। এদের মধ্যে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ কখনো স্কুলে যায়নি।

শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন অপরাজেয় বাংলাদেশের প্রধান ওয়াহিদা বানু সময়ের আলোকে বলেন, যত সংখ্যক শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত, সে অনুযায়ী নিরসন পদক্ষেপ সামান্য। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারের পদক্ষেপ জরুরি। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখতে সরকারি-বেসরকারিভাবে পদক্ষেপ আরও জোরালো হওয়া উচিত। শিশুরা হালকা কাজ করলেও পড়াশোনাকে আবশ্যক করতে হবে।

তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা আসলে শিশুশ্রমকে সহজে গ্রহণ করে নিয়েছি। সেটা আর্থিক কিংবা সামাজিক কারণে হতে পারে। নিয়োগকর্তারা কম পয়সায় কাজ করানোর জন্য শিশুদের ব্যবহার করছেন বাসাবাড়ি কিংবা প্রতিষ্ঠানে।

ওয়াহিদা বানু মনে করেন, শিশুদের নিয়ে আইন এবং অনেক নীতি তৈরি করা হলেও সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে অনেক ধীর গতিতে। শিশুরা ভোটার না, তাই রাজনীতিবিদরা তাদের দিকে নজর দেন না। তারা যদি ভোটার হতো তা হলে নির্বাচনের আগে হলেও তারা শিশুদের জন্য কিছু করত।

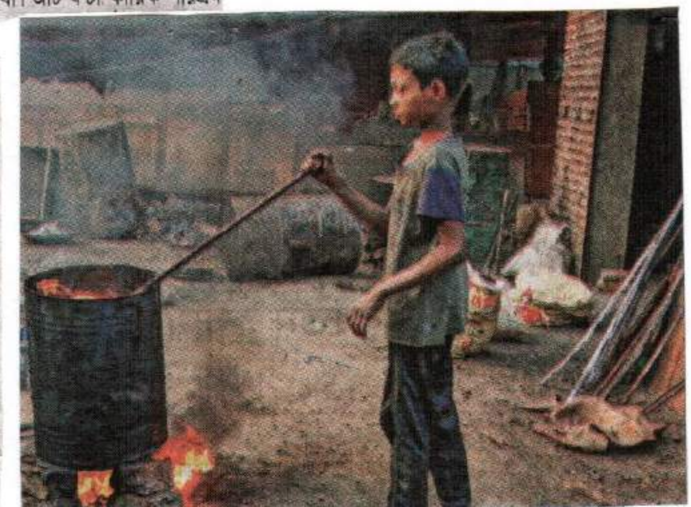

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে শিশুশ্রম নিরসনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা গত বছর ২২ মার্চে কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করেছি। এ কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে ৮টি মৌলিক কনভেনশনের সবকটি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনের মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না। আমরা ৪৩টি খাতকে শিশুশ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছি। এসডিজির অভিষ্কা ৮.৭ অনুযায়ী সব খাত থেকে শিশুশ্রম নিরসনে আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২

পেইন্টস খাতে দক্ষ নারী কর্মী গড়তে প্রশিক্ষণ দিল বার্জার

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

দেশের পেইন্টস খাতে দক্ষ নারী কর্মী গড়ে তুলতে এবং এই পেশায় আসতে আগ্রহী করতে বার্জার প্রথমবারের মতো 'ফিমেল পেইন্টার্স ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রাম' হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি এই প্রগ্রামের আওতায় বার্জার পেইন্টার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) থেকে ৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সরকারের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) কারিকুলাম অনুসরণ করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রগ্রামের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত বার্জার পেইন্টার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সনদ দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এনএসডিএর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা তানজিন ফেরদৌস আলম এবং বার্জার পেইন্টস লাক্সারি সিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর জয়া আহসান উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩০ জ্যৈ
১৩ জুন ২০২৩

হাওর-নদীতে পানি না থাকায় কাজ নেই নৌকাশ্রমিকের

শান্তিগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা

শান্তিগঞ্জ উপজেলার মুরাদপুর গ্রামের বুক চিরে বয়ে চলেছে পিয়াইন নদী। এই নদীর দুই কূলে অথবা নদীর কিনারে অল্প পানিতে বাঁধা বা অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় পড়ে আছে তিন শতাধিক যাত্রীবাহী নৌকা। জৈষ্ঠ্যের এমন দিনে বজরা, ছইয়া, ছাদখোলা ইত্যাদি নৌকা যাত্রী নিয়ে পাথারিয়া বাজার থেকে ভাটিপাড়া-বাংলা বাজার রুট আর হাওরের বুকে দাপিয়ে বেড়ানোর কথা থাকলেও এখনো নৌকাগুলো শুকনায় পড়ে আছে। নৌকার কাঠ শুকিয়ে যাচ্ছে জৈষ্ঠ্যের দাবদাহে। এতে যেমন কষ্ট আর দুর্ভোগ বাড়ছে এসব এলাকার যাত্রী সাধারণের তেমনি কর্মহীন হয়ে আছেন ভাটিপাড়া, মুরাদপুর, আলীনগরসহ এসব এলাকার প্রায় নয় শতাধিক নৌকাশ্রমিক। পরিবার নিয়ে কষ্টে আছেন এসব নৌকাশ্রমিকরা। এলাকায় কোনো কাজ না থাকায় মুরাদপুরের একাধিক নৌকাশ্রমিক জীবন ও জীবিকার তাগিদে সপরিবারে পাড়ি জমিয়েছেন সিলেটসহ রাজধানী ঢাকায়। হাওর-নদীতে পানি না থাকায় এই এলাকায় এখনো নৌকা চলাচল শুরু হয়নি। নৌকায় চলাচল করতে না পারায় বাধ্য হয়েই যাত্রীদের অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে মোটরসাইকেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে সড়ক পথে। পাথারিয়া-ভাটিপাড়া-আলীনগরের সড়কপথকে মৃত্যুর ফাঁদ বললেও ভুল হবে না। প্রায় প্রতিদিনই এ সড়কে ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা। মুরাদপুর গ্রামের বাসিন্দা আবদুল খালিক ও আলীনগর গ্রামের বাসিন্দা মো. মাহবুব বলেন, নৌকা চলাচল শুরু না হওয়ায় আমরা সীমাহীন দুর্ভোগের মাঝে আছি। রাস্তা ভাঙ্গা, মোটরসাইকেলের ভাড়া বেশি। পানি হলে নৌকায় করে আমরা খুব সহজেই চলাচল করতে পারি, খরচও কম।

পরিবার নিয়ে অনেকে এলাকা ছাড়ছেন

শান্তিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ারুজ্জামান বলেন, বেকার হওয়া শ্রমিকদের নামের তালিকা পেলে আমরা কিছু একটা করার চেষ্টা করব

স্থানীয়রা জানান, অন্যান্য বছর বৈশাখ মাস থেকেই আমরা নৌকায় চলাচল করতে পারি। পাথারিয়া বাজার থেকে প্রায় ৩০০ নৌকা চলে ভাটিপাড়া, মুরাদপুর, বাংলাবাজার ও আলীনগরসহ এই সমস্ত এলাকায়। প্রতিটি নৌকায় তিন জন করে নৌকা শ্রমিক থাকেন। দিন শেষে নৌকার খরচপাতি বাদে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা উপার্জন করে বাড়ি ফেরেন তারা। এই উপার্জনে ভালোভাবেই চলে তাদের সংসার। কিন্তু এ বছর পানি না হওয়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সময়েও হাওর বা নদীতে নৌকা ভাসানো যায়নি। এতে চলাচলের ক্ষেত্রে স্থানীয়রাই বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

এদিকে কর্মহীন হয়ে সপরিবারে বাড়ি ছেড়েছেন মুরাদপুর গ্রামের এমন তিন জন নৌকাশ্রমিকের সঙ্গে কথা হয়েছে এই প্রতিবেদকের। তারা হলেন, মৃত রাহাত উল্লাহর ছেলে গোলাপ নূর, ইজাজুল ইসলামের ছেলে ফয়জুল হক এবং অপর শ্রমিক আবুল হাসান। মুঠোফোনে কথা হয় আবুল হাসানের সাথে। তিনি জানান, আমি একজন নৌকা শ্রমিক। বছরের ছয় মাস নৌকায় যাত্রী বহন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। আমার নিজেস্ব নৌকা না থাকায় প্রতি বছর ছয়মাস চুক্তিতে নৌকা ভাড়ায় আনি। এ বছরও ৭০ হাজার টাকায় নৌকা ভাড়া করেছি। স্থানীয় ব্যাংক থেকে কিস্তি তুলে, ধারদেনা করে নৌকা নিয়েছিলাম। এখনো নদী-হাওরে পানি আসেনি। পিয়াইন নদীতে নৌকা ডুবিয়ে পরিবার নিয়ে সিলেটে আছি। দিনমজুরি করে কোনো রকমে চলছি। আমার মতো আরো অনেকেই আছেন। নৌকাশ্রমিক আবদুল মতিন বলেন, আমরা সাধারণ শ্রমিক। সারা বছরে আমাদের একটা লক্ষ্য থাকে বর্ষা মৌসুমে কিছু বেশি আয় রোজগার করে বছর কাটাবো। কিন্তু এ বছর তা হচ্ছে না। জ্যৈষ্ঠ মাসও প্রায় শেষ। এখনো নদীতে পানি আসেনি। আমরা এখন একদম বেকার সময় কাটাচ্ছি। খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছি।

শান্তিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ারুজ্জামান বলেন, বেকার হওয়া শ্রমিকদের নামের তালিকা পেলে আমরা কিছু একটা করার চেষ্টা করব।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২৩

ছয় মাস বেতন পান না লালমনিরহাট রেলওয়ের ১৮৬ অস্থায়ী শ্রমিক

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

লালমনিরহাট রেলওয়ের ১৮৬ জন টিএলআর (টেম্পোরারি লেবার রিক্রুট) বা অস্থায়ী শ্রমিক চলতি বছরে গত ৬ মাসে কোনো বেতন-ভাতা না পাওয়ায় দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। সোমবার নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরে তারা জানান, অস্থায়ী কর্মীরা দীর্ঘসময় ধরে রেলের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তাদের চোখে-মুখে এখন রাজ্যের অন্ধকার।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, সারা দেশে রেলওয়ের মঞ্জুরি পদের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৬৩৭ জন। এর বিপরীতে প্রায় ২৫ হাজার জনবল দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মঞ্জুরির বাইরে বছরের পর বছর সারা দেশে ৭ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক দিয়ে রেলওয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ের আওতায় ৭২টি স্টেশনে ১৮৬ জন শ্রমিক কাজ করছেন। রেলওয়ের পয়েসম্যান, গেটকিপার, পোর্টার, স্টেশন মাস্টার–এসব পদে কর্মরত ১৮৬ জন শ্রমিক সরাসরি রেলওয়ের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। গত ঈদুল ফিতরে বেতন না পাওয়া ও আসন্ন ঈদুল আজহায় বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন অস্থায়ী শ্রমিকরা। লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়েতে অস্থায়ী গেটকিপার পদে কর্মরত জাকির হোসেন জুয়েল বলেন, এ বছর বেতন না পাওয়ায় গত ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে পারিনি আমরা। ভেবেছিলাম ঈদের পর বেতন পাব। কিন্তু বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে আমরা।

ল্যাম্পম্যান পদে কর্মরত মোহাম্মদ ফুহাদ বলেন, চাকরি করি, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি না। গত ঈদে পরিবারের সদস্যদের জামা-কাপড় কিনতে পারি নাই। এবার ঈদের আগে বেতন না পেলে সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে।

ল্যাম্পম্যান পদে কর্মরত মোহাম্মদ রাকিব বলেন, যেসব দোকান থেকে বাকিতে পণ্য কিনি তারাও এখন আর দিতে চায় না। আমাদের এ কষ্টের কথা কে শুনবে? আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই, আমাদের বকেয়া বেতন যেন তাড়াতাড়ি দেয়।

এ বিষয়ে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে পরিবহন কর্মকর্তা মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বাজেট বরাদ্দ না থাকায় অস্থায়ী পদে অর্থাৎ টিএলআরে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা তাদের বেতন দেওয়ার জন্য অফিসিয়াল পত্র দিয়েছি।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১৩ জুন ২০২৩, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা বলেছেন, শুধু ঢাকা শহরেই দেড় লাখের বেশি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। শিশুশ্রমের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য ও বৈষম্য। তাই শিশুশ্রম বন্ধে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তারা। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ওই আলোচনা সভা ছাড়াও মানববন্ধন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি), শাপলা নীড় এবং এডুকো-বাংলাদেশ। এএসডির নির্বাহী পরিচালক এম এ করিমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. বেল্লাল হোসেন শেখ, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তাবাকো উচিয়ামা, সাংবাদিক নিখিল চন্দ্র ভদ্র, উন্নয়নকর্মী মিজানুর রহমান, এএসডির প্রকল্প কর্মকর্তা গুল-ই জান্নাত জেনী প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়, ২০১৬ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে কর্মরত শিশুর সংখ্যা সাড়ে ৩৪ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ শিশু রয়েছে, যাদের কাজ শিশুশ্রমের আওতায় পড়েছে। কর্মরত শিশুদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১২ লাখ ৮০ হাজার। আর ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু অতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। তবে বাস্তবে এ সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি।

সভায় শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক বেল্লাল হোসেন বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এর বাইরে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা শিশুশ্রম বন্ধে কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় বক্তারা বলেন, আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও এখনো শিশুরা কৃষি, কলকারখানা, গণপরিবহন, আবাসন, খাবারের দোকান, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ইটভাটা এবং নির্মাণ খাতে কাজ করছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণে অনেকেই শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই শিশুশ্রম বন্ধে হলে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রসার বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তারা। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন এএসডির চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের শিশুরা। এর আগে সকালে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে মানববন্ধনে 'শিশু শিক্ষাকে হ্যাঁ বলুন, শিশুশ্রমকে না বলুন এবং শিশু নির্যাতন বন্ধ করুন'সহ বিভিন্ন দাবি-সংবলিত পোস্টার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা হয়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০২৩,

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চালকদের কেন খুঁজে পায় না পুলিশ

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না' শীর্ষক স্লোগানটি বিভিন্ন যানবাহন ও বাস টার্মিনালে সাঁটানো থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এই স্লোগানের মর্মার্থ সরকার, চালক, তদন্তকারী সংস্থা—কেউ উপলব্ধি করছে বলে মনে হয় না।

সড়কে দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথম কাজ হলো এর কারণ চিহ্নিত করা। দুর্ঘটনাটি যদি চালকের কারণে হয়ে থাকে, তাঁকে খুঁজে বের করা। যদি যানবাহনের কোনো ত্রুটি থাকে, সে জন্য মালিক-চালক দুজনকেই দায় নিতে হয়। আর যদি দুর্ঘটনা সড়কের অব্যবস্থাপনার কারণে হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

প্রতিটি দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না হলে বলা যাবে না কে বা কারা দায়ী। দায় চিহ্নিত হওয়ার পরই দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন আসে। ১০ জুন *প্রথম আলোর* খবর থেকে জানা যায়, ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ মারা গেছে, এমন ক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ চালকের হদিস পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো যানবাহন দুর্ঘটনায় পড়লে চালক ও তাঁর সহকর্মী পালিয়ে যান। গত আড়াই বছরে ঢাকা মহানগরের ৫০টি থানায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা হয়েছে ৪৯২টি, যার ২৭৫টির তদন্ত শেষ। মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী গাড়িচালকদের শনাক্ত করতে না পেরে ১১৬টি মামলায় পুলিশ আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। অবশ্য ১৫৯টি মামলায় পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য দায়ী চালককে শনাক্ত করতে পেরেছে।

ঢাকা শহরে প্রায় সব সড়কেই ক্লোজড সার্কিট (সিসিটিভি) ক্যামেরা বসানো আছে। সড়কে টহলরত পুলিশের সংখ্যাও বেশি। তারপরও এখানে যদি ৪২ শতাংশ ঘটনায় চালকের হদিস পাওয়া না যায়, অন্যান্য এলাকার পরিস্থিতি উপলব্ধি করা কঠিন নয়। নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন যথার্থই বলেছেন যে নগরের রাস্তাঘাট, অলিগলিতে সিসি ক্যামেরা রয়েছে, সেখানে গাড়িচাপা দিয়ে যাঁরা মানুষ মারবেন, তাঁদের শনাক্ত করা কিংবা ধরা যাবে না, সেটি অস্বাভাবিক ঘটনা।

সারা দেশে ২২ হাজার ৪৭৬ কিলোমিটার আঞ্চলিক সড়ক ও জাতীয় মহাসড়ক এবং ২ লাখ ১৭ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রয়েছে। এসব সড়কে চলাচল করে ৫৬ লাখ নিবন্ধিত মোটর যান। সড়ক দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা যান, তাঁদের বেশির ভাগ কর্মক্ষম ব্যক্তি। ফলে এই ব্যক্তিদের মৃত্যুতে পুরো পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় মামলা লড়াও কঠিন।

সড়ক পরিবহন সংস্থার (বিআরটিএ) কাছে চালকদের আঙুলের ছাপ আছে, ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র আছে, গাড়ির নম্বর ইত্যাদি আছে। এরপরও অভিযুক্ত চালককে খুঁজে না পাওয়া অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, পুলিশ আন্তরিক হলে অভিযুক্ত চালকদের খুঁজে বের করা যেত।

একজন চালক যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পার পেয়ে যান, তাহলে অন্যরাও বেপরোয়া হয়ে উঠবেন। সড়কে সড়কে এই বিশৃঙ্খলা ও মানুষের মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। আশা করি, অভিযুক্ত চালকদের ধরতে বিআরটিএ ও পুলিশ একে অপরের ওপর দোষ না চাপিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। যদি সড়কে সরকার মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করতে চায়, প্রতিটি দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্ত চালককে বিচারে সোপর্দ করতেই হবে।

দেশ রূপান্তর
১৫ জুন ২০২৩, ১ আষাঢ়

গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়নের তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে নতুন আইন প্রণয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন আইনপ্রণেতা ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা বলেছেন, বিদ্যমান আইনি কাঠামোর অধীনে গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষা সম্ভব নয়। তাই বিপুলসংখ্যক শিশু গৃহকর্মীকে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবে আয়োজিত 'গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার এবং আইনি বাস্তবতা' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। সংলাপে মূল প্রবন্ধে জানানো হয়, এডুকো, শাপলা নীড় ও এএসডির উদ্যোগে ইতিমধ্যেই গৃহকর্মী সুরক্ষা আইনের একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের বিধানের মধ্যে ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনো শিশুকে গৃহকর্মে যাতে নিয়োগ দিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি), শাপলা নীড় ও এডুকো-বাংলাদেশ আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি ও জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকু। এএসডির নির্বাহী পরিচালক এম এ করিমের সভাপতিত্বে সংলাপে আলোচনায় অংশ নেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান, সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাসের সহসভাপতি আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তমকো উচিয়ামা, ইউনিসেফের মো. আবুল খায়ের, শিশু অধিকার ফোরামের মো. মাহবুবুল হক, এডুকোর আফজাল খান, ডিসিএনের শরফুদ্দিন খান, ইনসিডিনের মো. রফিকুল আলম, স্ক্যানের জাহাঙ্গীর হোসেন, এএসডির ম. হামিদুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ডেপুটি স্পিকার বলেন, প্রতিটি শিশুকে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সব ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। শিশু সুরক্ষায় আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে শুধু আইন দিয়ে তাদের সুরক্ষা দেওয়া কঠিন। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে তাদের গৃহকর্তার সন্তানের মতো বিবেচনা করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশে গৃহকর্মী নিয়োগে বিধিমালা তৈরি করতে হবে।

বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নান বলেন, শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ জন্য নিয়োগকর্তা, শিশু, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে সংসদ সদস্য আরমা দত্ত বলেন, শিশুশ্রম আইন থাকলেও প্রয়োগ নেই।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০২৩,

দুর্ঘটনা কমাতে ৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

সড়ক নিরাপত্তা

প্রকল্প এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা ৩০ শতাংশ কমবে বলে আশা। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে দরকার সুশাসন।

- প্রকল্পে মহাসড়কে সংকেত ঠিক করা, হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি কেনাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে।
- এর আগে নির্মাণ করা ২১টি চিকিৎসাকেন্দ্রের ১৬টিই অব্যবহৃত।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সড়ক দুর্ঘটনা কমানো ও আহত মানুষদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি প্রকল্প নিয়েছে সরকার। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নেওয়া এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩০ শতাংশ কমবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল বুধবার এই প্রকল্পের যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠান হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর, পুলিশ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষসহ (বিআরটিএ) সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। প্রকল্পের জন্য দুটি মহাসড়ক বেছে নেওয়া হয়েছে—গাজীপুর থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা এবং নাটোর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত।

প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের সংকেত (সাইন) ঠিক করা, আশপাশের হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের দ্রুত চিকিৎসার লক্ষ্যে বিনা পয়সায় অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেওয়া, পেশাদার চালকের প্রশিক্ষণ, দুর্ঘটনার তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশকে যন্ত্রপাতি দেওয়া, হাইওয়ে পুলিশের জন্য মাদারীপুরে একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করাসহ বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে।

রাজধানী ঢাকাও এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে। এখানে আহত মানুষদের দ্রুত চিকিৎসাসেবা দিতে প্রয়োজনে মোটরসাইকেল অ্যাম্বুলেন্স চালু করার কথা বলা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে সওজের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি তিন গুণ বেড়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশের মতো।

বর্তমান সরকারের আমলে যোগাযোগব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমরা যতই পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, এক দিনে এক শ সেতু উদ্বোধন করি না কেন, যখন দুর্ঘটনার খবর দেখি, তখন মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনার। আমরা মন্ত্রী হলেও তো মানুষ।'

নিরাপদ সড়কের প্রকল্প দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শরীফা খান বলেন, অধিকাংশ প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয়। এ জন্য ব্যয় বাড়ে। মানুষ সময়মতো সুফল পান না।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুলায়ে সেক বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় এটাই বিশ্বব্যাংকের প্রথম নিরাপদ সড়কের প্রকল্প।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অপরাধ ও অপারেশন) মো. আতিকুল ইসলাম, সওজের প্রধান প্রকৌশলী মো. ইসহাক, বিআরটিএ চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার প্রমুখ।

অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বেশি দরকার সুশাসন। দেশে বিপুলসংখ্যক যানবাহন চলাচল করছে ফিটনেস ছাড়া। দুর্ঘটনা ঘটলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় চালকের লাইসেন্স নেই। এদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২১টি ট্রমা সেন্টার (চিকিৎসাকেন্দ্র) করা হয়েছিল। গত মার্চে সরেজমিনে দেখা যায়, ১৬টি ট্রমা সেন্টারই এখন অব্যবহৃত।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সামছুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, নিরাপদ সড়কের সঙ্গে সরকারের অনেক অংশীজন যুক্ত। শুধু একটি প্রকল্প দিয়ে সমস্যাটির সমাধান করা যাবে না। প্রকল্পটি যাতে কেনাকাটানির্ভর না হয়, সময়মতো বাস্তবায়ন হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প শেষে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৭ জুন ২০২৩,

সাংবাদিক গোলাম রব্বানি হত্যা

ঘাতকদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার পাটহাটি মোড়ে একদল সন্ত্রাসীর হাতে সাংবাদিক গোলাম রব্বানির খুন হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। তিনি ছিলেন বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জামালপুর জেলা প্রতিনিধি ও একাত্তর টিভির বকশীগঞ্জ উপজেলা সংবাদ সংগ্রাহক।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, বুধবার রাত ১০টা ১৭ মিনিটের সময় গোলাম রব্বানি মোটরসাইকেল চালিয়ে পাটহাটি মোড় পার হয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন দৌড়ে গিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলটি পেছন দিক থেকে টেনে ধরে ও ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ফেলে দেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা গোলাম রব্বানিকে টেনেহিঁচড়ে কিল-ঘুষি ও বেদম মারধর করতে থাকে। মারধরে অংশগ্রহণকারী একজন সহযোগীদের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'ওই, তরা অন্ধকারে নিয়ে মার।' এরপর তাঁকে সিসিটিভির আওতার বাইরে নিয়ে উপর্যুপরি মারধর করে সন্ত্রাসীরা। একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে যায়।

অভিযোগ উঠেছে, বকশীগঞ্জ উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম লোকজন দিয়ে গোলাম রব্বানিকে হত্যা করিয়েছেন। মাহমুদুল আলম সাধুরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। নিহত গোলাম রব্বানির স্ত্রী মনিরা বেগমের অভিযোগ, 'সংবাদ প্রকাশের জের ধরে সাধুরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম তাঁর (গোলাম রব্বানি) ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং আগেও নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করেছেন। ওই ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজনই তাঁকে হত্যা করেছে।'

ইউপি চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় তিনি সাংবাদিক গোলাম রব্বানির ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর (গোলাম রব্বানি) বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করলেও সেটি বাতিল হয়ে যায় বলে জানা গেছে। ধারণা করি, আইনি লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়েই ওই চক্রটি সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান ও তাঁর সহযোগীরা সবাই ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী। এর আগে ১১ এপ্রিল এক যুবলীগ নেতাও গোলাম রব্বানিকে মারধর করেছিলেন। সে যাত্রায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও এবার ঘাতকদের হাতে জীবন দিতে হলো।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, গোলাম রব্বানি তাঁর প্রাণের নিরাপত্তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আকুতি জানাচ্ছেন। সেই আকুতিও ব্যর্থ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এসেছে। দেশে আইনের শাসন থাকলে এমনটি হওয়ার কথা নয়।

গোলাম রব্বানির হত্যার পর জামালপুরের পুলিশ সুপার যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা ঘাতকদের রক্ষার কৌশল বলে মনে করি। এক টিভি চ্যানেলে তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পায়, গোলাম রব্বানিকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করার জন্য আঘাত করেনি। তারা তাঁকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। একজন আইনের রক্ষক হয়ে হত্যাকারীদের পক্ষে এভাবে সাফাই গাইবেন, তা ভাবা যায় না।

গোলাম রব্বানি হত্যার ঘটনায় যাকে মূল হোতা বলা হচ্ছে, সেই মাহমুদুল আলম ধরা না পড়াও রহস্যজনক। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একের পর এক সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হবেন, এটিই কি দেখে যেতে হবে আমাদের? একজন সাংবাদিক প্রাণের নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেও বাঁচতে পারেননি। এটি পুলিশ প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা, সেটি তাদের স্বীকার করে নিতে হবে। একদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হবে, তারা সাংবাদিকদের সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে একজন সাংবাদিক হত্যার শিকার হবেন—এটি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

জামালপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক সমাজ গোলাম রব্বানি হত্যার প্রতিবাদ করেছে। কর্মসূচি নিয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বলতে চাই, গোলাম রব্বানি হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক। বিচারের বাণী যেন নিভৃতে না কাঁদে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৩ আষাঢ়
১৭ জুন ২০২৩

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) : ধান শুকানোর কাজ করছেন শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

দৈনিক মজুরি পান পুরুষ নারী পান তিন দিন পর

ফুলবাড়ীর চাতাল শ্রমিকদের গল্প

■ অমর চাঁদ গুপ্ত অপু, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে নারী শ্রমিকরা এখনো মজুরি বৈষম্যের শিকার। প্রতিদিন ৯-১০ ঘণ্টা কাজ করার পরও তারা পুরুষের চাইতে কম মজুরি পান। তাদের প্রতিদিন মজুরি না দিয়ে তিন দিন কাজ করার পর মজুরি দেওয়া হয়। নারীরা তিন দিনে ৬০০-৭০০ টাকা করে মজুরি পেলেও একই কাজ করে পুরুষরা পান প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টাকা। অভিযোগ করেও সমান মজুরি পাননি তারা। মজুরি বেশি দাবি করায় অনেকের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে চাতাল মালিকদের বিরুদ্ধে।

উপজেলার পৌর এলাকার উপজেলা পরিষদ এলাকার শ্রী শ্রী কালী রাইস মিল, চকচকা এলাকার শ্রী শ্রী মহাবীর রাইস মিল ও বাসুদেবপুর এলাকার শ্রী শ্রী শংকর রাইস মিল (চম্পার মিল নামে খ্যাত) এলাকায় এক সময় চাতালের রমরমা ব্যবসা ছিল। দিন-রাত ধান সিদ্ধ ও শুকানোর কাজ নিয়ে নারী-পুরুষ শ্রমিকরা ব্যস্ত সময় কাটাতেন। কিন্তু এখন ব্যবসায় মন্দা থাকায় এবং মহাবীর রাইস মিল বিক্রি হওয়ায় মহাবীর রাইস মিলসহ শতাধিক হাসকিং মিল চাতাল বন্ধ হয়ে গেছে।

সরেজমিনে বেশ কয়েকটি মিল চাতাল ঘুরে দেখা গেছে, চালু থাকা চাতালে পুরুষের চাইতে বেশি নারীশ্রমিকরা কাজ করছেন। উপজেলা বাসুদেবপুর গ্রামের শ্রী শ্রী শংকর রাইস মিলেই যেটুকু চাতাল শ্রমিকদের প্রাণচাঞ্চল্য রয়েছে। অন্যগুলো প্রায় মৃত অবস্থায় পরিণত হয়েছে।

চাতালে কর্মরত নারীশ্রমিক রেশমা বেগম, পারুল বেগম, লাকি আক্তার ও আলেয়া বেগম বলেন, প্রতিদিন ৯-১০ ঘণ্টা কাজ করেও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। ধান শুকানো, চাতাল পরিষ্কার করা, ধান মেলানোসহ যাবতীয় কাজ করেন তারা। তীব্র আগুনের আঁচ সহ্য করে ধান সিদ্ধ করার সময় তাদের চরম ঝুঁকিতে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া রোদের মধ্যে ধান নাড়া, ওঠা-নামানোর কাজ করতে হয়। এত পরিশ্রম করার পরও তিন দিনের মজুরি এক সঙ্গে দেওয়া হয়। এ দিয়ে সংসার চলে না।

> উপজেলার চালকলমালিক গ্রুপের সভাপতি সামসুল হক মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক **শফিকুল ইসলাম বাবু** বলেন, ব্যবসায় মন্দা, অটোরাইস মিল প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসার ধরন পরিবর্তন হওয়ায় মিল-চাতাল ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বেশি মজুরির আশায় নারী চাতাল শ্রমিকরা এ পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন

নারী শ্রমিক ফজিলা খাতুন ও পেয়ারা বেগম বলেন, তারা দুই মণ ধান সিদ্ধ ও চাতালে শুকিয়ে বস্তাজাত করলে তাদের মজুরি দেওয়া হয় এক কেজি চাল। এর বেশি মজুরি দাবি করলে কাজ হারানোর ভয় থাকে। তারা জানান, আয়ের অন্য কোনো ভালো উৎস না থাকায় বাধ্য হয়ে তারা বছরের পর বছর ধানের চাতালে কাজ করে আসছেন। কিন্তু পুরুষের তুলনায় মজুরি পাচ্ছেন কম।

মিল চাতাল মালিক হাজী মহসিন আলী ও ফরহাদ হোসেন বলেন, ব্যবসায় মন্দা চলছে। লোকসানে পুঁজি হারিয়ে ইতিমধ্যেই উপজেলার শতাধিক হাসকিং মিল চাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। এ জন্য চাতালের সঙ্গে জড়িত নারী ও পুরুষ শ্রমিকরাও বেকার হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে চাতালে এক জন নারী শ্রমিক দুই মণ ধান সিদ্ধ ও শুকানোর পর বস্তাজাত করে দিলে তাকে পরিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয় এক কেজি চাল। অন্যদিকে, এক জন পুরুষ শ্রমিককে ৪ বস্তা ধান চাতালে শুকিয়ে চাল করে বাজারে বিক্রি করা পর্যন্ত কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয় ৮০০ টাকা। সব মিলিয়ে মিলে ২০ কুইন্টাল ধান চাল হিসেবে ছাঁটাই করতে দিতে হয় ২৬ কেজি চাল। সব মিলিয়ে ব্যবসায় তেমন আর লাভ নেই।

উপজেলার চালকলমালিক গ্রুপের সভাপতি সামসুল হক মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবু বলেন, ছোটবড় মিলে ফুলবাড়ীতে দুইশতাধিক ধানের মিল-চাতাল ছিল। ব্যবসায় মন্দা, অটোরাইস মিল প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসার ধরন পরিবর্তন হওয়ায় মিল-চাতাল ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বেশি মজুরির আশায় নারী চাতাল শ্রমিকরা এ পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন।

শোভন কাজ

The Financial Express Thursday | June 15, 2023

Road accidents kill 468 in May

FE REPORT

At least 468 people were killed and 769 people were injured in some 496 road accidents in the outgoing month of May, according to a passenger rights organization on Wednesday.

At the same time, 43 people were killed and 7 people were injured in 50 railway accidents.

16 passengers were killed, 08 others injured and 3 were missing in 18 accidents on waterways, it added.

In total, 527 people were killed and 779 people were injured in a total of 564 accidents on roads, railways and waterways, said the report prepared by the Passenger Welfare Association of Bangladesh.

During this period, 181 people were killed and 114 people were injured in 185 motorcycle accidents which are 37.29 per cent of the total accidents, 38.67 per cent of the dead and 14.82 per cent of the injured.

Analysis of road accident types showed that 26.81 per cent of the total accidents this month occurred on national highways, 35.88 per cent on regional highways, and 30.04 per cent on feeder roads.

In this month, the most road accidents occurred in Dhaka division with 121 road accidents in which 110 people were killed and 151 injured. Sylhet division watched the least road accidents in which 28 people were killed and 62 were injured in 24 road accidents, it read.

This information has emerged in the monitoring report of the Accident Monitoring Cell of the association.

This report has been prepared by monitoring the news of road, rail and maritime accidents published in the national, regional and online newspapers of the country.

687 vehicles involved in road accidents have been identified. It showed that 28.09 per cent are motorcycles, 24.16 per cent are trucks-pickup-covered vans and Lorries. 56.25 per cent of the total accidents occurred when vehicles run on people on the streets.

According to the observations of Bangladesh Passenger Welfare Association, the significant causes of road accidents in May are-- carrying excess passengers in risky vehicles and carelessness of passengers, free movement of motorcycles and reckless speed on the roads and highways, massive growth in battery powered and engine powered three wheelers.

No road signs or road markings on national highways, no lights on roads, defects in highway construction, vehicle defects, tendency to disobey traffic laws are also causes, it found.

nsrafsanju@gmail.com

দেশ রূপান্তর
শনিবার
১৭ জুন ২০২৩, ৩ আষাঢ় ১৪৩০

মোশাররফ বললেন

১৪ বছরে ৫৯ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারের ১৪ বছরের শাসনামলে ৫৯ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেছেন, 'জামালপুরের বকশীগঞ্জে একজন চেয়ারম্যানের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় এক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার পুলিশি প্রতিবেদন পেছানো হয়েছে ১০০ বার। এসব কারণে আজ সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না।'

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন চারটি পত্রিকা রেখে বাকি সব পত্রিকা বন্ধ করার দিনটিকে গণমাধ্যমের 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে বিএনপি।

খন্দকার মোশাররফ বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি ঘোষণার পর সরকার বেসামাল হয়ে পড়েছে। সরকারের মন্ত্রীরা একেক সময় একেক কথা বলছেন। কারণ জনগণের আন্দোলনে সরকার আজ ভীত।'

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ১৪ জুন ২০২৩।

জিইএআর প্রশিক্ষণ

৪০% আয় বাড়িয়েছে নারী কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পোশাক কারখানার ব্যবস্থাপনা খাতে মহিলাদের প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা করেছে আইএফসি ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। এতে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের ৪০ শতাংশ আয় বাড়িয়েছেন জিইএআরে প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্মীরা।

গতকাল মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ব্র্যাক জেপিজি এসপিএইচের সহযোগিতায় রাজধানীর এক হোটেলে বেটার ওয়ার্কসের জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড রিটার্নস (জিইএআর) অনুষ্ঠানে এই বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

গতকাল রাজধানীর এক হোটেলে জিইএআর অনুষ্ঠানে অতিথিরা

প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করেছে এবং তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নারী তাদের কর্মক্ষেত্রে সুপারভাইজার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছে। এ ছাড়া দেখা যায়, প্রশিক্ষণ প্রার্থীরা অর্জিত দক্ষতার সঙ্গে ৪০ শতাংশ বেশি আয় করছে এবং ব্যবস্থাপনা খাতে আরো পদোন্নতি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিবেদনটি ঢাকা ও চট্টগ্রামের ২৭টি তৈরি পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের নিয়ে পরিচালিত করা হয়েছে। এ সময় লিঙ্গ সমতা নিয়ে ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈশ্বিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচ অ্যান্ড এম এম অ্যান্ড এস, লেভিস, রালফ লরেন এবং ভিএফ করপোরেশনের মতো গ্লোবাল পোশাক ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে অংশীদারিতে জিইএআর প্রশিক্ষণ পর্বে সবার অংশগ্রহণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে জিইএআর ৭৮টি কারখানায় ৬০০টিরও বেশি মহিলা কর্মীকে কারিগরি দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনা ভূমিকায় প্রশিক্ষণ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর রুবানা হক; গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) পরিচালক ফয়সাল সামাদ; এইচ অ্যান্ড এমের সোশ্যাল প্রগ্রাম ম্যানেজার প্রদীপ গ্যাব্রিয়েল প্রমুখ।

সংবাদ ঢাকা : শুক্রবার ২ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Friday 16 June 2023

গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুরা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার, সুরক্ষায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুরা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। এই শিশুদের যেমন কোন নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই, ঠিক তেমনি এই শিশুরা পুষ্টিকর খাবারও খেতে পায় না। একই সঙ্গে মিলছে না তাদের চিকিৎসা সহায়তাও। দেশের বিদ্যমান শ্রম, শিশু কিংবা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের মাধ্যমেও এই শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। গৃহকাজে নিযুক্ত শিশুরা একদিকে যেমন পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না। তেমনি নাগরিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

গত বুধবার জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বার্স ক্লাব সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার : বিদ্যমান আইনি বাস্তবতা' শীর্ষক এক সংলাপে এমন মন্তব্য করেছেন শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা। সংলাপটির আয়োজন করে অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি), শাপলা নীড় ও এডুকো বাংলাদেশ।

সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাসের ভাইস চেয়ারম্যান আরমা দত্ত, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রওশন আরা মান্নান, সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ।

সংলাপের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে শাপলা নীড় বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমোকো উচিয়ামা বলেন, 'বাংলাদেশে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের কাজে নিয়োগ দান পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। অথচ এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫-১০ বছর বয়সী অসংখ্য শিশু গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছে। এই শিশুরা একদিকে যেমন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না, অন্যদিকে কাজের সামান্য ভুলত্রুটির দরুন তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শিশুশ্রম বন্ধ করতে হলে সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গণমাধ্যম বা প্রচারমাধ্যমকেও সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যদি তা করা যায় তবেই শিশুশ্রম নির্মূল করা সম্ভব হবে।'

আয়োজিত সংলাপের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডুকো বাংলাদেশের চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন ম্যানেজার আফজাল কবির খান। আলোচ্য বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা করেন সরফুদ্দিন খান।

মূল প্রবন্ধে আফজাল কবির খান বলেন, "ইতোমধ্যে এএসডি, শাপলা নীড় ও এডুকো বাংলাদেশ সমন্বিতভাবে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন ২০২২' শীর্ষক একটি আইনের খসড়া তৈরি করেছে। যেখানে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের গৃহকর্মে নিযুক্ত না করার বিষয়টি উল্লেখ করে শিশুদের সর্বোচ্চ সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি সরকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে ৩৮টি কাজকে চিহ্নিত করেছে অথচ এখানে গৃহকাজে নিযুক্ত শিশুদের এই তালিকায় আনা হয়নি। গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি বিবেচনায় আনা যেতে পারে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আইনের খসড়া পূর্ণাঙ্গভাবে অনুমোদিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।"

সরফুদ্দিন খান তার বক্তব্যে বলেন, 'বর্তমানে গৃহকর্মীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী। ২০০৭ সালে আইএলও ইউনিসেফের সার্ভেতে দেখা গিয়েছিল প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার শিশু গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৬ বছর পর সে সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এই শিশুরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এরা যে ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার মধ্যে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা না থাকা, নিম্নমানের পরিবেশে থাকা, ন্যায্য মজুরি না পাওয়া, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, পুষ্টিকর খাবার না পাওয়া, বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা অন্যতম। এছাড়া অনেক শিশুই প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি যৌন নিপীড়নেরও শিকার হচ্ছে।'

সংলাপে এসএসডির কর্মসূচি পরিচালক হামিদুর রহমানের সঞ্চালনায় আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. মাহবুবুল হক, গুড নেইবারসের পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান আনন্দ কুমার দাস, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সৈয়দা আহসানা জামান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের শিল্পী শর্মা, অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের সুপারভাইজার সৈয়দ শাহিনুর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. মাহবুবুল হক তার বক্তব্যে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন, কোন শিশু রাস্তায় থাকবে না, কিন্তু আমরা এখনও অসংখ্য শিশুকে রাস্তায় দেখছি। সরকার ঘোষণা দিয়েছিল ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কোন শিশু নিয়োজিত থাকবে না, কিন্তু আমরা এখনও দেখছি অসংখ্য শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সরকার ঘোষণা দিয়েছিল ২০২৫ সালের মধ্যে কোন শিশুই শিশুশ্রমে নিয়োজিত থাকবে না। এখন ২০২৩ সাল, দু'বছরের মধ্যে এটি করাও সম্ভব হবে না। আমরা যারা উন্নয়নকর্মীরা আছি তারা সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ এবং অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার কেন এই বিষয়ে ব্যর্থ হচ্ছে তা ভেবে দেখা দরকার। আমরা অনুরোধ করব শিশুবিষয়ক যে আইনগুলো আছে সরকার সেগুলো যেন সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করে।'

সংলাপে শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাসের ভাইস চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য আরমা দত্ত বলেন, 'মহিলা এবং শিশু দুটি আলাদা মন্ত্রণালয় হওয়া উচিত। আমরা বহুদিন ধরে এটি চাইছি। যদিও এখনও তা করা যায়নি। তবে আমি আশাবাদী কাছেই এটি হয়ে যাবে। দেশে শিশুবিষয়ক বেশ কয়েকটি আইন রয়েছে, কিন্তু আইনের পরিপূর্ণ প্রয়োগ না থাকায় এই গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য সরকার এবং সিভিল সোসাইটি উভয়কেই এক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আমরা যারা সিভিল সোসাইটি থেকে আসছি, আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত আমরা এই বিষয়ে কতটুকু দায়িত্ব পালন করছি। 'গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুরা প্রতিনিয়ত দৈহিক ও শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। ঠিক কত সংখ্যক বাড়িতে শিশুরা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছে এবং কত সংখ্যক শিশু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আমরা জানি না। এজন্য সোশ্যাল ওয়ার্কার বা ভলান্টিয়ার তৈরি করে আমাদের সর্বত্র সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।'

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রওশন আরা মান্নান বলেন, 'গৃহকাজে নিযুক্ত শিশুদের মধ্যে অনেকেই ভীষণ প্রতিভাবান থাকে। কিন্তু যথোপযুক্ত পরিচর্যা এবং সুযোগ না থাকায় এই শিশুরা দ্রুতই সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। গৃহকাজে নিযুক্ত এই শিশুদের মধ্যে বেশিরভাগই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এই সমস্ত বিষয়ে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলেই শিশু অধিকার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। সরকার যত চেষ্টাই করুক না কেন, সরকারের একার পক্ষে এটি নজরদারি করা সম্ভব হবে না। এজন্য পরিপূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন।'

শিশু অধিকারবিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি ও ডিপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু তার বক্তব্যে বলেন, 'গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের ওপর নজরদারি ভীষণভাবে প্রয়োজন। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামীতেও নেবে। তবে সরকারের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিলে হবে না। যার যার জায়গা থেকে এই শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।'

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক এম এ করিম বলেন, 'দেশে শিশুদের সুরক্ষার জন্য নীতিমালা থাকলে হবে না। এই নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন না করা গেলে কোন প্রকার কাজই হবে না। ঠিক কত ঘরে এই শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে সে পরিসংখ্যানও আমাদের কাছে নেই। আমরা কেবল তখনই জানি যখন তা আলোচিত হয় কিংবা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। নয়তো পুরো বিষয়টিই চাপা পড়ে যায়। এক্ষেত্রে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে এই শিশুদের সুরক্ষার জন্য আমাদের কোন সমন্বিত উদ্যোগ নেই। যদি আমরা সমন্বিতভাবে উদ্যোগ নিই তবে গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হবে।'

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জুন ২০, ২০২৩

আরএসসিতে নতুন করে পোশাক কারখানার অন্তর্ভুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আরএসসির (আরএমজি সাসটেইনেবল কাউন্সিল) কর্মপরিধিতে নতুন করে পোশাক কারখানার অন্তর্ভুক্তকরণ শুরু হয়েছে। আগে শুধু ব্র্যান্ডের নমিনেশন থাকলেই কারখানাগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। এখন থেকে যেকোনো রফতানিমুখী পোশাক কারখানা ইচ্ছা করলেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত যেকোনো কারখানা বিজিএমইএর নমিনেশন নিয়েও আরএসসির কর্মপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। ব্র্যান্ডের নমিনেশন ছাড়া এ রকম আটটি পোশাক কারখানার সঙ্গে বিজিএমইএর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

ঢাকার উত্তরাস্থ বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল বিজিএমইএর পক্ষে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান ও আটটি পোশাক কারখানার পক্ষে সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলোর প্রতিনিধি সমঝোতা চুক্তি করেন। সমঝোতা চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো ছিলেন আরএসসি বোর্ডের পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা। বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'আরএসসিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এ পোশাক কারখানাগুলো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো থেকে অর্ডার নিতে সমর্থ হবে ও এভাবে দেশের রফতানি বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্যোগ (আরএসসি) পোশাক সোর্সিংয়ের জন্য বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করবে। আরএসসি প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ পরিদর্শন করবে। পরিদর্শনকালে নিরাপত্তাজনিত কোনো ঘাটতি থাকলে তা সংশোধন করা হবে।'

NEW AGE
SUNDAY, JUNE 18, 2023,

Policy protection must for domestic workers

LABOUR organisations and domestic workers on the occasion of International Domestic Workers Day have demanded that the government should address the policy vacuum that exists in this case. The Domestic Workers' Right Network on the occasion on June 16 urged the government to ratify the International Labour Organisation conventions 189 and 190 to ensure domestic workers' rights. ILO Convention 190 concerns the elimination of violence and harassment in work and Convention 189 concerns decent work for domestic workers. Workers and leaders say that the government should prevent all forms of violence against domestic workers. The Bangladesh Institute of Labour Studies reports that at least 33 domestic workers died in 2022. A BILS survey in February reported that about 87 per cent of domestic workers did not the legally entitled weekends. They never get social security benefits such as severance pay, provident fund, gratuity, pension, accident benefits, medical allowance, etc. They are generally employed on an oral contract. In other words, domestic workers work without much legal or policy protection.

Working conditions and the job insecurity of domestic workers under everyday circumstances do not meet the global labour standards. In the absence of a national minimum wage, workers in this sector are always exploited and underpaid. The monthly or daily wage in informal sectors is arbitrarily decided by employers. Women who work as domestic helps have no place to report abuse or resolve disputes with employers. The Domestic Workers' Protection and Welfare Policy 2015, meant to safeguard rights and well-being of more than two million domestic workers, has remained unimplemented for eight years because of the government's negligence and lack of will. The major stakeholders — domestic workers, employers and law enforcement officials — are still unaware of the policy and the need for adequate resources and training to respond effectively to rights violation. The central monitoring cell, established under the labour ministry in 2020 to oversee the implementation of the policy, failed to meet even once although it is required to meet every six months.

The government must, therefore, consider the demand of the Domestic Workers Right Network and consider ratifying the ILO conventions at hand. It should also review the labour law to expand its regulatory purview to include all forms of domestic labour. As a signatory to the ILO Conventions, the government is obliged to protect labour rights and end worker exploitation. It is unacceptable that the large majority of the labour force remains outside the labour law purview. The government should expedite the process of enforcing the domestic worker protection policy. But legal measures alone cannot bring about changes in the abusive working conditions for domestic workers. A social movement is necessary to bring about ideological changes in middle-class employers and society at large.

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার
১৬ জুন ২০২৩, ২ আষাঢ় ১৪৩০

ফ্রিজ রাখার জায়গা আছে গৃহকর্মীর জায়গা নেই

আশরাফুল হক

আন্তর্জাতিক গৃহশ্রমিক দিবস

- রাতে ঘুমান রান্নাঘরে বেডরুমের মেঝেতে
- মুজিবুল হক চুন্নু প্রতিমন্ত্রী থাকাবস্থায় গৃহকর্মী সুরক্ষা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হলেও পরে আটকে গেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গত মেয়াদের শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের নগরজীবন খুব অমানবিক। নগরীর বাসাবাড়িতে ফ্রিজ রাখার জায়গা হয়। কিন্তু যে গৃহকর্মীর সাহায্য ছাড়া আমাদের জীবন চলে না তার থাকার জায়গা হয় না। যার হাড়ভাঙা খাটুনিতে ঘর থাকে ঝকঝকে তকতকে তার জায়গা হয় রান্নাঘরের এক কোনায়।' সাবেক প্রতিমন্ত্রী গৃহকর্মীর শ্রমের স্বীকৃতি দিতে আইন প্রণেতাদের কাছে মানবিক আবেদন করেছিলেন। সাবেক প্রতিমন্ত্রীর সেই বক্তব্য মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নগরবাসীর মনে দাগ কাটলেও আইনটি পাস হয়নি। সংসদ পর্যন্তই যেতে পারেনি খসড়াটি। প্রতিমন্ত্রী খেটেখুটে খসড়াটি মন্ত্রিসভা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন।

মন্ত্রিসভায়ও সহকর্মীদের টিপ্পনী শুনতে হয়েছিল প্রতিমন্ত্রীকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কঠোর অবস্থানের কারণে খসড়াটি অনুমোদন হয়েছিল। তারপর ক্ষমতার পালাবদল হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর মুজিবুল হক চুন্নু আর প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাননি। তার জায়গায় প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন মুন্নুজান সুফিয়ান। তিনি প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর আইনটি ফাইলচাপা পড়ে।

আজ ১৬ জুন আন্তর্জাতিক গৃহশ্রমিক দিবস। দিবসটি পালনের জন্য সরকারি কর্মসূচি রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানও দিবসটি পালন করছে। এসব অনুষ্ঠানে গৃহশ্রমিকদের জন্য আইনি সুরক্ষা চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার রাস্তা বন্ধ করে তাদের কার্যকর সুরক্ষা কীভাবে হবে জানতে চাইলে মুজিবুল চুন্নু দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'গরিবের পক্ষে কেউ নেই। এদেশে গরিবের কথা কেউ বলে না। গৃহশ্রমিকরা তো গরিব। ওদের স্বার্থ দেখবে কে? কার এত দায়? আমি গ্রামের মানুষ হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন পাস হওয়ার আগেই সরে যেতে হয়েছে। এরপরও আমি বিভিন্ন ফোরামে এই আইনটি করার কথা বলেছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি নিয়ে লেগে না থাকলে কিছুই হবে না। আইনটি করার ভিত্তি হিসেবে আমি গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতিমালা করে দিয়ে এসেছি। কাজ বলতে ওটুকুই। ওর ওপরই চলছে।'

গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন কেন হলো না জানতে শ্রম মন্ত্রণালয়ে দফায় দফায় যোগাযোগ করলেও শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান, শ্রম সচিব মো. এহছানে এলাহীসহ সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি।

বর্তমান নগরজীবনে অনেকেই গৃহকর্মীদের ওপর নির্ভরশীল। দেশে ২০ লাখেরও বেশি লোক গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর শ্রমের কোনো স্বীকৃতি নেই। ঠিকমতো বেতনভাতা তো দূরের কথা অনেকে পেটেভাতে কাজ করেন। অনেকের কোনো পারিশ্রমিক নেই। পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাদের। নারী গৃহকর্মীরা যৌন নিপীড়নেরও শিকার হন। গৃহকর্মীরা দিনরাত কাজ করেন। তাদের কর্মপরিধির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অনেকে সংসারের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকেন। গৃহকর্মীরা পরিবারের অংশ হয়ে গেলেও তাদের আসলে দূর গ্রহের বাসিন্দা করেই রাখা হয়, আপন করে নেওয়া হয় না।

মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, একজন গৃহকর্মীকেও সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তাকে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো উচিত না। আপনি একজন সরকারি কর্মচারী, আপনার ডিউটি আট ঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটিও রয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, অতিরিক্ত কাজ করলে আপনার ওভারটাইম আছে। আপনার পড়ালেখার সুযোগ আছে, বিদেশ ভ্রমণেরও সুযোগ রয়েছে। তাহলে আপনার গৃহকর্মীর কেন সময় নির্ধারণ করা হবে না। তারও ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। তারও তো অধিকার আছে। এসব নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে কেন এত গড়িমসি— উল্টো দেশ রূপান্তরের কাছেই জানতে চান প্রতিমন্ত্রী।

পশ্চিমা বিশ্ব যখন ঘরের কাজে রোবট ব্যবহার করছে বাংলাদেশে তখনো ঘরের কাজ করছেন গৃহকর্মীরা। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের গৃহকর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রামে গৃহকর্মীর সংখ্যা ২০ লাখের বেশি। তাদের মধ্যে ৮৩ শতাংশই নারী। তাদের অনেকে বয়সে শিশু। গৃহকর্মীদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ রাতে রান্নাঘরে ঘুমান। বেডরুমের মেঝেতে ঘুমান গড়ে ২০ শতাংশ গৃহকর্মী। কারও কারও আবার ঘুমাতে হয় স্টোররুমে। বাংলাদেশে দুই ধরনের গৃহশ্রমিক কাজ করে। কেউ বাসায় চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে আবার কেউ খণ্ডকালীন কাজ করে। নির্যাতনের ঘটনা বেশি ঘটে যারা ২৪ ঘণ্টা বাসায় কাজ করে। এদের বয়স ১৪ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বেশি হয়। এসব নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেউ প্রকাশ করতে চায় না। আর প্রকাশ করলেও প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, জুন ২০, ২০২৩

বাড়ল ঋণের সুদহার, লাগাম পড়ল বেসরকারি ঋণে

নতুন মুদ্রানীতি যেন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চাপ না বাড়ায়

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে বাজারে অর্থের জোগান আরো কমাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সুদহার আরো এক দফা বাড়ানো হয়েছে। কমানো হয়েছে বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা। ঋণ সুদহারের সীমা তুলে দিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য 'সংকোচনমুখী ও আঁটসাঁট' মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সাধারণত মুদ্রানীতির অন্যতম কাজ হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখা। ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্তর, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বগতিকে গুরুত্ব দিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়। বলা যায়, মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা মোকাবেলা করা হয়। এবারো একই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রণয়ন করা হয়েছে মুদ্রানীতি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করার ক্ষেত্রে মুদ্রানীতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা মুদ্রানীতির মাধ্যমে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে কাজ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতির ক্রিয়াকলাপের জন্য একক ক্ষমতার অধিকারী। বণিক বার্তার প্রতিবেদন জানাচ্ছে, এবারের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন ঘোষিত মুদ্রানীতিতে আগামী ১ জুলাই থেকেই দেশের ব্যাংকঋণের ৯ শতাংশের সর্বোচ্চ সুদসীমা উঠিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, ঋণের সুদহারকে ছয় মাস মেয়াদি ট্রেজারি বিলের সঙ্গে সমন্বয় করে বাজারভিত্তিক করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকঋণের সর্বোচ্চ সুদহার দাঁড়ায় ১০ দশমিক ১ শতাংশ। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এনবিএফআই) ঋণের সুদহার ১২ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ ৮ দশমিক ৫ শতাংশ সুদে অর্থ ধার নিতে পারবে ব্যাংক। এজন্য রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদহারও বাড়ানো হয়েছে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলারের একক বিনিময় হার নির্ধারণের ঘোষণাও এসেছে। রিজার্ভের হিসাবায়নে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সুপারিশ আমলে নেয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

কভিড মহামারীর ধাক্কা সামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রাক্কালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে আন্তর্জাতিক পণ্যবাজার অস্থির হয়ে উঠলে আমাদের দেশেও তার প্রভাব পড়ে। আমদানি ব্যয় বেড়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে; ডলারের বিপরীতে মান হারিয়েছে টাকা, মূল্যস্ফীতিও পৌঁছেছে উদ্বেগজনক পর্যায়ে। রিজার্ভ ধরে রাখতে আমদানিতে লাগাম টানায় অর্থনীতির গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে; জ্বালানি সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদন। এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি একদিকে হতে হবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়ানোর সহায়ক। অর্থের প্রবাহ কমাতে গিয়ে তারল্য সংকট যেন বেড়ে না ওঠে সেদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ বিনিয়োগের সঙ্গে কর্মসংস্থান ও আয়ের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এদিকে বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের কষ্টও বাড়ছে। তাই চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দিতে বিদ্যমান অর্থের সরবরাহে লাগাম টেনে ধরার কথা বলা হয়েছে মুদ্রানীতিতে। নতুন মুদ্রানীতিতে রেপো রেট বা নীতি সুদহার বাড়িয়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য টাকা ধার নেয়া আরো ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে রিভার্স রেপোর সুদহার বাড়িয়ে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে ব্যাংকগুলোর ব্যয় হয়তো কিছুটা বাড়বে। কিন্তু ব্যাংকগুলো এর থেকে অনেক বেশি রেটে অর্থ ধার দিচ্ছে ও নিচ্ছে। কলমানি রেট, ইন্টারব্যাংক রেপো রেট ৭ শতাংশের ওপর। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের এমন সিদ্ধান্ত আর্থিক বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। গত জানুয়ারিতে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। কিন্তু বিনিয়োগ খরায় সে লক্ষ্য অর্জন হয়নি। এজন্য গতকাল সে লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে ১১ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। নতুন সে লক্ষ্য অর্জন হবে কিনা সেটা এখন দেখার বিষয়। বেসরকারি খাতের ঋণে লাগাম পরালেও সরকারের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের জোগান নিশ্চিত করতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক। এজন্য সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য আরো বাড়ানো হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ধরনের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো বাজারে অর্থের প্রবাহে লাগাম টেনে চাহিদা কমিয়ে ফেলা। এতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, পণ্যের চাহিদা কমে যায়। ফলে মূল্যস্ফীতির হারও কমে যায়। আরেকটি পদক্ষেপ হলো, সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রাকে ব্যয়বহুল করে তোলা। ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলো এ নীতি গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থের প্রবাহ কমাতে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিনির্ধারণী সুদের হার কয়েক দফা বাড়িয়েছে। তবে এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি মূল্যস্ফীতির হার। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলোয় মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও বাংলাদেশে এটি সম্ভব নয়। এ দেশে মুদ্রানীতির উপকরণগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। এর প্রধান কারণ রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয়ের অভাব। তাছাড়া বাংলাদেশে মুদ্রানীতির চেয়ে বাজারের প্রভাব বেশি। এক্ষেত্রে মুদ্রানীতি ব্যবহার করলে খুব বেশি সুফল মিলবে না বলে মনে হচ্ছে। কারণ গত অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করেও ঋণপ্রবাহে নিয়ন্ত্রণ আসেনি। সরকারি ও বেসরকারি দুই খাতেই ঋণের প্রবাহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়েছে।

মুদ্রানীতি সংকোচনমূলক নীতি হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং অনানুষ্ঠানিক খাত বেশি ভোগান্তির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিরাট অংশ অনানুষ্ঠানিক। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে তাদের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বেসরকারি বিনিয়োগ। নানা পদক্ষেপ নিয়েও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো যাচ্ছে না। ঋণের সুদহার আগে সিঙ্গেল ডিজিটে এনেও এক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি। অর্থের প্রবাহ কমাতে গিয়ে বিনিয়োগের অর্থ সংকট যেন তৈরি না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ বিনিয়োগ হ্রাস পেলে উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এটি কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

এছাড়া গত মে মাসে দেশের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ, যা গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাই বলা যায়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির সঠিক বাস্তবায়ন সরকারের রাজস্ব সাফল্যের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। রাজস্ব আহরণ কম হলে বাজেট বাস্তবায়নে ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা বাড়বে। সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নিলে বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ আরো কমে যেতে পারে। এতে দেশের উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে অর্থ সরবরাহ করলে অর্থপ্রবাহ হ্রাসের লক্ষ্য অর্জন হবে না। মুদ্রানীতির শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বাড়াতে হবে। ব্যাংক খাতের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মোট কথা, আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে নজরদারি বৃদ্ধি করে, তবে মুদ্রানীতির বাস্তবায়নের হার অনেকাংশে বাড়বে।

শোভন কাজ

দেশ রূপান্তর ১৮ জুন ২০২৩, ৪ আষাঢ় ১৪৩০

অর্ধলক্ষাধিক জেলের ৮০% বঞ্চিত

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

বাঁশখালী

- নিবন্ধনের আওতায় আসা মাত্র ৮৭২৮ জেলে পাচ্ছেন ভিজিএফের চাল
- নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কষ্টে আছেন জেলেরা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৬৫ দিনের জন্য (২০ মে থেকে ২৩ জুলাই) সাগরে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর জেলেরা অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছেন। উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় সবমিলে অর্ধলক্ষাধিক জেলে থাকলেও সরকারি নিবন্ধনের আওতায় রয়েছেন মাত্র ৮ হাজার ৭২৮ জন। প্রায় ৮০ ভাগ জেলে নিবন্ধনের বাইরে থাকায় তারা সরকারের পক্ষ থেকে ভিজিএফের ৮৪ কেজি চাল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাঁশখালীর ১৪টি ইউনিয়নের সবগুলোতেই কমবেশি জেলে রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি ইউনিয়ন সরাসরি বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে অবস্থিত হওয়ায় এসব ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষ সাগরে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের অধিকাংশই কার্ডের (নিবন্ধনের) আওতায় আসতে পারেননি। এ বিষয়ে তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নানাভাবে তাগাদা দিলেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। প্রতি বছর নিষেধাজ্ঞার সময় এলে বেকার জেলেরা পরিবার-পরিজন নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিবন্ধিত জেলেরা ইতিমধ্যে প্রথম ধাপের ৫৪ কেজি করে চাল পেয়েছেন। এতে তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হলেও অনিবন্ধিত জেলেরা কষ্টে আছেন।

উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, বাঁশখালী পৌরসভায় নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন ৪৭৭ জন। আর ইউনিয়নগুলোর মধ্যে পুকুরিয়ায় ৭৩, সাধনপুরে ৩৬৮, কাথরিয়ায় ১২৯, কালীপুরে ১৯৩, বাহারছড়ায় ৫৮৫, সরলে ৬৯১, শীলকূপে ৭৫৫, শেখেরখীলে ৭৩৪, ছনুয়াতে ১৩০০, পুঁইছড়িতে ৭৫৪, খানখানাবাদে ৯৯৪, চাম্বলে ৬৫৪, গণ্ডামারায় ৯৬৩ এবং বৈলছড়িতে ৫৮ জন নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন। যদিও প্রতিটি ইউনিয়নে দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার করে জেলে রয়েছেন।

সরল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রশিদ আহমদ চৌধুরী বলেন, 'সরলে দুই হাজারের ওপরে জেলে থাকলেও নিবন্ধিত জেলে হিসাবে চাল পায় মাত্র ৬৯১ জন। এ সংখ্যাটা বৃদ্ধি করতে পারলে প্রকৃত জেলেরা সহযোগিতা পেত।'

শীলকূপ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কায়েশ সরওয়ার সুমন বলেন, 'আমার ইউনিয়নে প্রায় আড়াই হাজার জেলে থাকলেও নিবন্ধন রয়েছে মাত্র ৭৫৫ জনের। নিবন্ধন না থাকাতে অনেক জেলে সরকারের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'

খানখানাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জসীম উদ্দিন হায়দার বলেন, 'আমার ইউনিয়নে দুই হাজারের বেশি জেলে রয়েছে। কিন্তু নিবন্ধন রয়েছে মাত্র ৯৯৪ জনের। এ সংখ্যাটা বৃদ্ধি করে সব প্রকৃত জেলেদের এর আওতায় আনার আহ্বান জানাই।'

জেলেরা জানান, সাগরে যেতে না পারলে তাদের সংসার চলে না। অথচ দীর্ঘ সময় আমরা সাগরে যেতে পারি না। তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর দিন কাটাতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ জেলে এনজিও ও ব্যাংক ঋণে জর্জরিত। সাগরে মাছ ধরে সেই ঋণ তারা পরিশোধ করেন। এখন ৬৫ দিনের অবরোধে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এ ব্যাপারে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন তারা। অন্তত ভিজিএফ চালটা পেলেও তাদের কষ্ট কিছুটা দূর হতো।

উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'প্রজনন মৌসুম হওয়ায় প্রতি বছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত সাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে। বাঁশখালীতে বেশকিছু জেলে থাকলেও কার্ডধারী জেলে ৮ হাজার ৭২৮ জন। কার্ডধারী জেলে পরিবারগুলো দুই ধাপে মোট ৮৪ কেজি করে চাল পাবেন। বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইদুজ্জামান চৌধুরী বলেন, সমুদ্রে যেসব জেলে মাছ শিকার করেন কেবল তারাই ওই চাল পাবে। যেসব জেলের এখনো নিবন্ধন হয়নি পর্যায়ক্রমে তাদের নিবন্ধন করা হবে।'

যুগান্তর সোমবার ১৯ জুন ২০২৩
E-mail: anandonag

২৭ বছরে ৩৫ সাংবাদিক খুন

বিচার না হওয়ায় বাড়ছে নির্যাতন

যুগান্তর প্রতিবেদন

বিচারহীনতার কারণে দেশে একের পর এক সাংবাদিক নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা বাড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য সাংবাদিক খুনের শিকার হলেও বিচার হয়েছে মানিক সাহা, হারুন অর রশিদসহ তিন সাংবাদিক হত্যার। সেই বিচার পেতেও অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। দেশের আলোচিত সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি ১১ বছরেও। বুধবার রাতে জামালপুরের বকশীগঞ্জে সাংবাদিক নাদিম হত্যাকাণ্ডের পর পুরো দেশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। মানুষের প্রশ্ন, কিভাবে একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দাঁড়িয়ে থেকে সাংবাদিককে হামলার নির্দেশ দিতে পারেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে—১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৩৫ সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন।

সাংবাদিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা বলছেন, বিচারহীনতা এবং বিচারে দীর্ঘসূত্রতার কারণে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন গণমাধ্যমকর্মীরা। তবে স্বাধীনতার পর দেশে কত সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই কারও কাছে।

৭ বছরে নিপীড়নের শিকার ১২ শতাধিক

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক মো. নুর খান লিটন যুগান্তরকে বলেন, প্রায়ই সাংবাদিক নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা ঘটছে। দ্রুত বিচার করে বার্তা দিতে না পারায় এসব ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। প্রভাবশালী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এক বিবৃতিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অনিয়ম, অন্যায় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলেই সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাবান ও তাদের যোগসাজশকারীরা সাংবাদিকের ওপর হামলা-নির্যাতন, আটক, গুম ও এমনকি হত্যা এখন নিয়মিত হয়ে উঠেছে। যার সর্বশেষ নিদের্শন জামালপুরে সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী হত্যাকাণ্ড।

পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি মঞ্জুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, কোনো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক আমরা ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। সাংবাদিক নাদিম হত্যা ঘটনায়ও অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টসের (সিপিজে) সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা গেছে, ১৯৯৬ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত দেশে ৩৫ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী হত্যার শিকার হয়েছেন। যদিও ওই তালিকাটিতে হত্যাকাণ্ডের শিকার অন্তত ৭ মুক্তমনা লেখক ও ব্লগারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালে ১ জন, ২০২২ সালে ১ জন, ২০২১ সালে ১ জন, ২০২০ সালে ১ জন, ২০১৯ সালে ১ জন, ২০১৮ সালে ২ জন ও ২০১৭ সালে ১ জন নিহত হয়েছেন। এই সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১২ শতাধিক সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী।

২০২২ সালের এপ্রিলে কুমিল্লার সাংবাদিক মহিউদ্দিন সরকার নাইম খুন হন। একই বছরের ৩ জুলাই নিখোঁজের পর লাশ মেলে কুষ্টিয়ার সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের। ২০২১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীতে খুন হন সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন মোজাক্কির। ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জে সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন। ২০১৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে খুন হন সাংবাদিক আবদুল হাকিম শিমুল। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে রংপুরে খুন হন সাংবাদিক মশিউর রহমান উৎস। ২০১৪ সালের ২১ মে চুয়াডাঙ্গায় খুন হন দৈনিক মাথাভাঙা পত্রিকার সাংবাদিক সদরুল আলম নিপুল। ২০১২ সালের ১৫ জুন যশোরে খুন হন সাংবাদিক জামাল উদ্দিন। ২০১১ সালের ২৮ জানুয়ারি পল্টনের নিজ বাসায় খুন হন দৈনিক জনতার সহসম্পাদক ফরহাদ খাঁ ও তার স্ত্রী রহিমা খাতুন। এ বছরের এপ্রিলে উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ১১ নম্বর সড়কে ১০ নম্বর বাসা থেকে সাংবাদিক আলতাফ হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়। একই মাসে চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনিতে খুন হন সাংবাদিক মাহবুব টুটুল। এছাড়া ওই বছরের ৭ ডিসেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গলা কেটে হত্যা করা হয় সাংবাদিক ফরিদুল ইসলাম রঞ্জুকে।

২০১০ সালের ৯ মে গুপ্তহত্যার শিকার হন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার সিনিয়র ক্যামেরাম্যান শফিকুল ইসলাম টুটুল। একই বছরের ২৮ এপ্রিল সাপ্তাহিক ২০০০-এর সিলেট প্রতিনিধি ফতেহ ওসমানী এবং ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে খুন হন বরিশালের মুলাদী প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনির হোসেন রাঢ়ী।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় এনটিভির ভিডিও এডিটর আতিকুল ইসলাম আতিক, জুলাইয়ে নুরুল ইসলাম ওরফে রানা, আগস্টে গাজীপুরের সাংবাদিক এমএম আহসান হাবিব বারি এবং ডিসেম্বরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সংবাদদাতা ও রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি আবুল হাসান আসিফ খুন হন। ২০০৫-এর ২৯ মে কুমিল্লায় সাংবাদিক গোলাম মাহমুদ, ওই বছরের ৫ নভেম্বর ফরিদপুরে গৌতম দাসকে হত্যা করা হয়। ২০০৪ সালের ১৫ জানুয়ারি খুলনা প্রেস ক্লাবের সামনে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত হন সাংবাদিক মানিক সাহা। একই বছরের ২ মার্চ কেরানীগঞ্জে খুন হন সাংবাদিক আব্দুল লতিফ পাপ্পু। ওই বছরের ২৭ জুন নিজের অফিসে নিহত হন খুলনার দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালু। ২২ আগস্ট চট্টগ্রামে খুন হন সাংবাদিক কামাল হোসেন। এর দুই মাসের মাথায় অক্টোবরে বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক দুর্জয় বাংলার নির্বাহী সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী নিজ বাসায় নিহত হন। ওই বছরই খুন হন দৈনিক সংগ্রামের খুলনা প্রতিনিধি বেলাল হোসেন। ২০০২ সালের ২ মার্চ খুন করা হয় খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র রিপোর্টার হারুন অর রশিদকে। এর চার মাস পর খুন হন খুলনার অনির্বাণ পত্রিকার সাংবাদিক শুকুর হোসেন এবং আগস্টে শ্রীমঙ্গলে খুন হন দৈনিক পূবালী বার্তার সাংবাদিক সৈয়দ ফারুক আহমেদ।

২০০০ সালের ১৬ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠের যশোর প্রতিনিধি শামছুর রহমানকে নিজ কার্যালয়ে সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। ১৯৯৬ সালের ৮ জুন সাতক্ষীরার পত্রদূত সম্পাদক শ ম আলাউদ্দীন খুন হন। এর দুই বছর পর ৩০ আগস্ট যশোরের দৈনিক রানার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল খুন হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৩ আষাঢ়
১৭ জুন ২০২৩

প্লাস্টিক দূষণ বাড়ছেই

● দূষিত হচ্ছে মাটি পানি বায়ু ● প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে ১ হাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে ● এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা বেশি জরুরি : পরিবেশবিজ্ঞানী

■ মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ

বেড়েই চলছে প্লাস্টিক দূষণ। যা মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ বাড়াচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের জলাভূমি, কৃষিভূমিসহ সাগরের সম্পদ হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় প্লাস্টিক পণ্যের জনপ্রিয়তাও বেশি। শুধু খাবারের প্যাকেট বা পানির বোতলই নয়, বর্তমানে আধুনিক জীবনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে প্লাস্টিকের একবার ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী। যেমন—প্লেট, গ্লাস, চামচ, চায়ের কাপ। এছাড়া টুথব্রাস, টেবিল-চেয়ারসহ বিবিধ পণ্যসামগ্রী তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে। আর প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়লেও এটি রিসাইকেল ও রি-ইউজের পরিমাণ না বাড়ায় এসব প্লাস্টিকের অধিকাংশই সরাসরি চলে যাচ্ছে পরিবেশে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত ৫০ বছরে পুরো বিশ্বে মাথাপিছু এক টনের বেশি প্লাস্টিকের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। যার ৯০ শতাংশের বেশি পৃথিবীর পরিবেশকে নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। এসব ক্ষতিকর পচনরোধী বর্জ্য পরিবেশে ৪০০ থেকে ১ হাজার বছর পর্যন্ত থাকতে পারে এবং তা মাইক্রো, ন্যানো প্লাস্টিকের কণাসহ নানা ক্ষতিকর পদার্থ নিঃসারণ করে পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যে ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাব ডেকে আনছে। তারা বলছেন, প্লাস্টিক-পলিথিন একটি অপচনশীল পদার্থ। দীর্ঘদিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে মাটিতে সূর্যের আলো, পানি এবং অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, উপকারী ব্যাকটেরিয়া বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে। গবেষণায় দেখা যায়, পরিত্যক্ত পলিথিন ব্যাগ জলাশয়ের অতিরিক্ত দূষণকারী কীটনাশক ও শিল্পবর্জ্য শোষণ করে এবং তা জলাশয়ের প্রাণে বড় মাত্রায় ছড়িয়ে দেয়। তখন ক্ষতিকর পদার্থ খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে। পলিথিন প্রজনন সিস্টেম ব্যাহত করে, বন্ধ্যত্ব, ক্যানসারের সৃষ্টি করে। পলিথিনে মোড়ানো গরম খাবার গ্রহণ করলে ক্যানসার ও চর্মরোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। ওভেনপ্রুফ প্লাস্টিক কনটেইনারে খাবার গরম করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাবারে ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, সিসা মিশে যায়। ফলে মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। পলিথিন থেকে সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়া ত্বকের বিভিন্ন রোগের জন্ম দেয়। এ ব্যাকটেরিয়া থেকে ডায়রিয়া ও আমাশয় ছড়াতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে—ঢাকা শহরে একটি পরিবার প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে। সে হিসেবে শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন আড়াই কোটির বেশি পলিথিন ব্যাগ একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলো দ্বারা ড্রেন, নালা-নর্দমা, খাল, ডোবা ইত্যাদি ভরাট হয়ে পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার প্রকোপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রতিদিন ৩৫ লাখের বেশি টিস্যু ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত হচ্ছে। এসব ব্যাগ পলিথিনের হলেও কাপড়ের ব্যাগ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন—পবার সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সোবহান বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপকহারে ব্যবহার হচ্ছে ক্ষতিকর নিষিদ্ধ পলিথিন ও প্লাস্টিক। অন্যদিকে কাপড়ের মতো দেখতে এক ধরনের রঙিন পলিথিন টিস্যু (যা চায়না টিস্যু নামে পরিচিত) ব্যাগে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। পরিবেশবান্ধব পাটজাত দ্রব্য, কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙা, কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি বিকল্প থাকা সত্ত্বেও আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, মজুত, পরিবহন, বিপণন, বাজারজাত ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

মো. আবদুস সোবহান বলেন, রাজধানীসহ সারা দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন তৈরির প্রায় ১ হাজার ২০০ কারখানা রয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই পুরান ঢাকাকেন্দ্রিক। পুরান ঢাকার অলিগলিতে রয়েছে প্রায় ৩০০ কারখানা। কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা, কামরাঙ্গীরচর, মিরপুর, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, টঙ্গীতে ছোট-বড় বেশকিছু কারখানা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী থেকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গার পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শতাধিক কারখানা। ঢাকা ও আশপাশের এলাকা ছাড়াও চট্টগ্রামসহ জেলা শহরগুলোতে গড়ে উঠেছে শত শত পলিথিন কারখানা। 'জরুরি রপ্তানি কাজে নিয়োজিত' লেখা যানবাহনে করে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হচ্ছে নিষিদ্ধ পলিথিন।

আইনে যা আছে : বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০০২ সালের ৯ নম্বর আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সব বা যে কোনো প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ বা এরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুত, বিতরণ, বাণিজিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে। তবু পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের কোনো উদ্যোগ নেই। ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বিপণন ও বাজারজাতকরণের ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা দেশের জনগণ সানন্দে গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তায় বর্তমানে আইনটি সম্পূর্ণ অকার্যকার হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের চেয়ে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা বেশি জরুরি। প্লাস্টিক দিয়ে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে গৃহস্থালি নানা পণ্য তৈরি হচ্ছে যা ১০ থেকে ২০ বছর ধরে ব্যবহার করা যায়। এগুলো সমস্যা না, সমস্যা যে জিনিসগুলো আমরা ঘণ্টাখানিক ব্যবহার করে পরিবেশে ছেড়ে দিচ্ছি। এটিকে দুষ্প্রাপ্য করতে হবে। প্লাস্টিকের বিকল্প খোঁজার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্লাস্টিক নিজেই বিকল্প হিসেবে এসেছিল। কাচের জিনিসের বিকল্প হিসেবে এসেছিল প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের মতো সহজলভ্য করে পরিবেশবান্ধব কোনো জিনিস আনলে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমে যাবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে পলিথিন/প্লাস্টিক ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রণীত 'মাল্টিসেক্টোরাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ'-এ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব ৩ (রিডিউস, রিইউস, রিসাইকেল) নীতি নেওয়া হয়েছে।

NEW AGE TUESDAY, JUNE 20, 2023

Shift tannery industrial estate dev responsibility to BEZA: BTA

Staff Correspondent

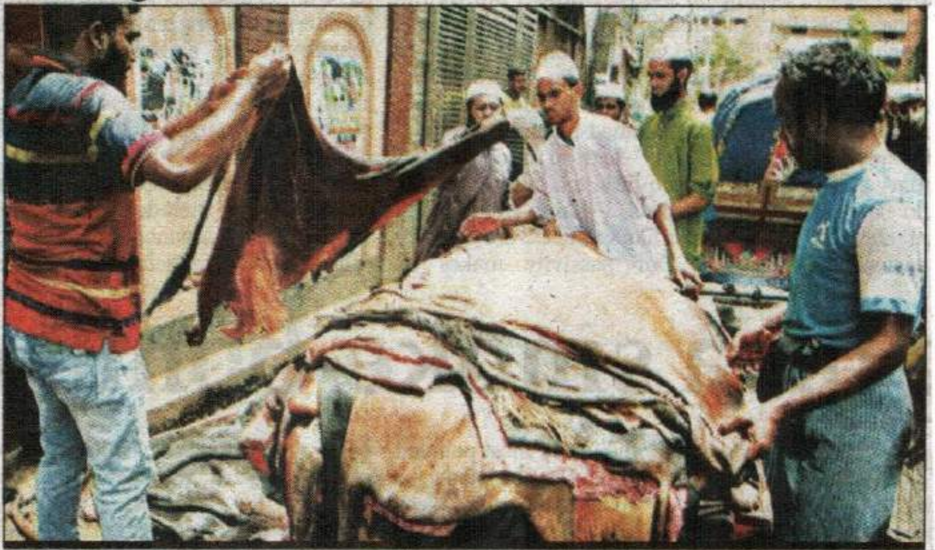

A file photo shows a group of men loading cowhides on a van in Dhaka. The Bangladesh Tanners Association on Monday suggested that the government should transfer the responsibility of the development of Savar Tannery Industrial Estate to the Bangladesh Economic Zones Authority from the Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation. — New Age photo

THE Bangladesh Tanners Association on Monday suggested that the government should transfer the responsibility of the development of Savar Tannery Industrial Estate to the Bangladesh Economic Zones Authority from the Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation.

Raising question over the efficiency of BSCIC, BTA chairman Shaheen Ahmed said that even after investing more than Tk 10,000 crore in the tannery estate, entrepreneurs were struggling to survive as the corporation failed to make central effluent treatment plant functional in 10 years.

He made the comment at a seminar on 'Actions for sustainable development of leather industry' held at the auditorium of Economic Reporters' Forum in the capital Dhaka.

He said that the relocation of tannery from Hazaribagh to Saver failed to bring any fruitful result, rather the sector was missing its potential on the global market due to the non-functional CETP and lack of solid waste management.

The ERF, the BTA and the Asia Foundation jointly organised the seminar.

Shaheen said that global brands stopped sourcing leather and leather goods from Bangladesh leather industries due to lack of environmental compliance.

Without obtaining certification from the Leather Working Group, Bangladesh would not be able to do business with global brands and buyers, he said.

'To get the certification, a good number of tanneries will have to set up effluent treatment plant by their own and the government will have to provide policy and financial supports to the investors,' Shaheen said.

He said that the government approved two companies to set up ETP, but more companies should get approval to set up ETP to obtain LWG certification.

The BTA chairman in a presentation said that the government set \$12.5 billion export earnings target from leather sector by 2030 and to achieve the target, rectification and up-gradation of the CETP and solid waste management were important.

Shaheen said that the prices of raw hides were decreasing on the local market due to a lower demand for Bangladeshi leather on the global market.

'Due to lack of international certification, Bangladeshi companies have been forced to sell leather to the buyers of China with very low prices since 2017,' he said.

The BTA chairman said that Bangladesh's leather and tether goods exports remained static for the past five years.

He said that the country's leather and leather goods exports in the financial year 2016-17 were \$1.23 billion and in the FY 2021-22 the exports were \$1.24 billion.

The BTA estimated that 85 lakh animals, including 45 lakh cows, would be sacrificed in the country in the upcoming Eid-ul-Azha.

Abul Kalam Azad, president of the Tannery Workers Union, said that the tannery sector failed to make its required progress after its relocation from Hazaribagh to Savar due to the inefficiency of BSCIC.

He said that the problems related to the accommodation and medical facilities of tannery sector workers remained unaddressed.

Ferdaus Ara Begum, chief executive officer of the Business Initiative Leading Development, said that the \$12.5 billion export earnings target from the leather sector by 2030 was achievable as the country has raw materials.

She said that the government would have to provide policy support and to ensure environment for foreign direct investment to attain the export earnings target.

Tariqul Islam Khan, managing director of Marsons Tannery ltd, demanded policy support for the leather sector, same as the ready-made garment sector.

The Asia Foundation country representative Kazi Faisal Bin Seraj, ERF president Mohammad Refayet Ullah Mirdha and ERF general secretary Abul Kashem, among others, spoke at the event.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৫ আষাঢ় ১৪৩০
১৯ জুন ২০২৩

জলবায়ুর পরিবর্তনে বাড়ছে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা

■ মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের একটি ঝুপড়ি হোটেলে কাজ করে ১০ বছরের সুজন মিয়া। সে গত বছর ঢাকা শহরে এসেছে। সুজন মিয়া বলে, তার বাড়ি ছিল গাইবান্ধা জেলার মোল্লার চরে, ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে। নদীতে তাদের বাড়ি তলিয়ে গেছে। এখন তার বাবা রিকশা চালায়, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে, আর সে হোটেলে কাজ শেখে। সারা দিনে দু-বেলা খাওয়া আর মজুরি ১০০ টাকা পায় বলে জানায় সুজন মিয়া। গ্রামে এনজিওর স্কুলে পড়ত কিন্তু এখন নদীভাঙনের ফলে তার স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সাতক্ষীরার কলারোয়ার চন্দনপুরের বাসিন্দা জামিলা বেগম। তিনি রাজধানীর একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে কাজ করেন। তার দুই মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েটি গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করলেও এখন বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। আর ছেলেটিকে বিনা মূল্যে একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছেন। জীবনের তাগিদে নিজেও ঢাকা শহরে এসে এক ভিক্ষুককে বিয়ে করেছেন। জামিলা জানান, ভিক্ষুকের আয় ভালো, সে কারণে তাকে বিয়ে করা। সারা দিন পাঁচ বছরের মেয়েটি সেই সৎ-বাবার সঙ্গেই থাকেন। জামিলা বলেন, ছোট মেয়েটিকে আর এক বছর পরে বাসাবাড়িতে কাজে দিব, এতে তাদের পরিবারে খাবারের মুখ কমে যাবে বলে জানান।

হারিয়ে যাচ্ছে কৈশোরকাল

সুজন মিয়া আর জামিলা বেগম কেবল নয়; এমন অসংখ্য মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে উদ্বাস্তু হয়ে শহরে পাড়ি জমাচ্ছেন। এতে বাড়ছে বাস্তুচ্যুত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা। এর নেতিবাচক প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে শিশুর কৈশোরকাল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা বিজ্ঞজনেরা বলছেন; জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আয় কমে যাচ্ছে গ্রামের পরিবারগুলোর, খেটে খাওয়া মানুষ জমি হারিয়ে, কেউ বা বাড়িঘর হারিয়ে দারিদ্র্যের কবলে পড়ছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নিম্নবিত্ত পরিবারের খরচ বেড়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পরিবারের শিশুদের ওপর। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বাধ্য হয়ে কাজে নামতে হচ্ছে। নিজের বেঁচে থাকার কিংবা পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতে তারা স্কুল ছেড়ে কাজে নামতে বাধ্য হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মতে, বিশ্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৬ সালের এক জরিপ বলছে, দেশে বিভিন্ন খাতে শিশুশ্রমে নিযুক্ত প্রায় ৩৪ লাখ শিশু। করোনাকালীন বাস্তবতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত সমস্যায় বর্তমানে এ সংখ্যা ৪০ লাখের ওপরে। শিশুশ্রমের সঙ্গে যুক্ত অর্ধেক শিশুই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার শিকার। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক সৈয়দা মুনিরা সুলতানা বলেন, আমি অনেক মেয়েশিশুকে দেখেছি, যারা বৈরী আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কেরানীগঞ্জে মেয়েদের পোশাক তৈরির একটা কারখানায় ১০ বছরের কম বয়সি শিশুদের কাজ করতে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সৈয়দা মুনিরা সুলতানা বলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, বেশির ভাগই দুর্যোগপ্রবণ খুলনা, বরিশাল ও সাতক্ষীরা থেকে আসা। আগে সেখানে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। এখন ঝরে পড়েছে। সংসারে অর্থ জোগান দিতে কাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু। তাই জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় এসব শিশুকে খেসারত দিতে হয়। খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার প্রভাব কোনো না কোনোভাবে শিশুর কৈশোরকাল ঝরে যাচ্ছে। আর বাল্যকাল যার নষ্ট হয়ে যায় সন্দেহ নেই পুরো জীবনটাই তার এলোমেলো। যে সময়ে শিশুর হাতে বই থাকার কথা, যে সময়ে বিদ্যালয়ের বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করার কথা সেই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে হাজার হাজার শিশু শিশুশ্রমে নিযুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে।

ইউনিসেফের তথ্যমতে, শহরের বস্তিতে থাকা বেশির ভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। আর দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ আরো কম। সংস্থাটির গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে প্রায় ১৭ লাখ শিশু নিষিদ্ধ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। তাদের প্রতি চার জনের মধ্যে এক জনের বয়স ১১ বছর কিংবা তারও কম। অনেক মেয়েশিশু গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে। তাদের সঠিক তথ্য ও গল্প গবেষণায় যুক্ত করা কঠিন। তা করা হলে সংখ্যাটি আরো বাড়বে। ঢাকা ও আশপাশের বস্তিতে বসবাস করা বেশির ভাগ শিশু ট্যানারি, লঞ্চ ইয়ার্ড, দরজির দোকান, অটোমোবাইল কারখানায় কাজ করে। অনেকে ফল ও সবজির বাজারে মাল টানা এবং বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট কিংবা রেল স্টেশনে কুলির কাজ করে। তাদের বেশির ভাগ দুর্যোগপ্রবণ বিভিন্ন জেলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শিশুশ্রম বৃদ্ধি ও শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার বিষয়ে বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের শিশুদের উচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে। লাখ লাখ শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে। আবার কঠিন কঠিন কাজে যুক্ত হচ্ছে। এতে একটি অদক্ষ শ্রমবাজার গড়ে উঠছে। এই শিশুরা যদি ঠিকমতো পড়াশোনার সুযোগ এবং উন্নত জীবন পেত, তাহলে তাদের বিকাশ আরো ভালো হতো। শিশুশ্রম কমানো এবং শিশুদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে ইউনিসেফ কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা সরকারের সঙ্গে শিশুদের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছি। তবে এ জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কোনো শিশুর জীবনে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্ভাগ্য নেমে না আসে, সে জন্য আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

The Financial Express Monday | June 19, 2023

Can machine learning help us create a better poverty map?

Machine learning-based poverty mapping can provide valuable insights for policymakers, write **Paul Corral, Heath Henderson and Sandra Segovia**

MACHINE learning (ML) has become popular in various fields, including poverty mapping. Recently, there has been a surge in using ML methods and geospatial data to create detailed poverty maps.

Understanding where the neediest live is crucial for poverty alleviation. Hence, granular poverty estimates are vital for targeted interventions. However, traditional household surveys have limitations in precision and geographic coverage, hindering effective targeting at a detailed level . This is overcome with small area estimation-a statistical approach that combines data from household surveys with additional information from censuses, registers, GIS, or other sources to generate higher-quality estimates. By leveraging small area estimation techniques, policymakers can overcome the drawbacks of traditional survey data and obtain more reliable insights for designing effective interventions.

HOW ARE ML BASED POVERTY MAPS DONE AND VALIDATED?

Most machine learning-based maps are created by establishing a model that captures the spatial correlation between a poverty measure obtained from a survey and geospatial data. ML maps are typically validated by calculating the R-square, which quantifies the proportion of variation in survey-based estimates that is explained by the predicted estimates. In certain cases, a correlation coefficient is also employed to gauge the strength of the relationship between the survey-based estimates and the predictions. Often, a high R-square value is used to advocate on the quality of the maps.

HOW GOOD ARE POVERTY MAPS USING MACHINE LEARNING?

In our new paper, Poverty Mapping in the Age of Machine Learning, we take advantage of a very detailed and large household survey, the 2015 Mexican Intercensal Survey, and use it as a census. Because the survey is treated as a census, the poverty rates for small areas in the data are our target. After taking 500 samples from our census, we obtain small area estimates of poverty using various methods.

As our ML method, we rely on gradient boosting machines using the following data:

1. Census derived municipality level covariates (CEN-MUN)

2. Publicly available municipality level GIS covariates (GIS-MUN)

3. A mix of census derived and GIS covariates (ALL-MUN)

Our ML-based poverty maps are benchmarked against traditional methods for poverty mapping. Specifically, we benchmark ML maps against: unit-level poverty maps obtained from survey and census microdata where welfare values for the entire population are simulated; and area-level maps where poverty rates at the area level are modeled using area level characteristics.

We show that the quality of data used for poverty mapping is as important as the method. ML-based poverty maps with the appropriate data rival the traditional, more data demanding (e.g., requiring access to census microdata) maps done at the World Bank since the turn of the 21st century (figure 1). However, the quality of data is instrumental to obtaining high-quality poverty maps. Even the top ML algorithms cannot do much with poor data - the publicly available geospatial data used does not yield suitable estimates (figure 1, GIS-MUN estimates). When possible, combining geospatial data with higher quality data, such as census-derived aggregates or administrative data, could yield higher quality estimates (ALL-MUN).

WHY DON'T WE USE THE R-SQUARE MEASURE OR CORRELATIONS TO ASSESS OUR ESTIMATES?

The goal in poverty mapping is to estimate the true poverty rate. Because survey-based estimates are inherently prone to noise, they provide a somewhat imprecise approximation of the actual value. Consequently, the strength of the relationship between predictions and survey-based estimates is biased and may be very different when assessed against the true poverty rates.

Additionally, the R-square and correlations are unaffected by systematic bias in the predictive model where poverty rates are systematically over or underestimated. Hence, the R-square and correlation measures used to validate poverty maps in the ML literature can be misleading in terms of model assessment because it yields incorrect information for choosing what may be the best set of estimates across different methods and scenarios.

WHAT DOES THIS ALL IMPLY FOR POVERTY MAPPING MOVING FORWARD?

Our findings illustrate that ML holds promise for poverty mapping, but existing validations have not gone deep enough to evaluate its quality. The ML method-tested, gradient boosting machines-in terms of noise and bias-have the potential to yield estimates on par with unit-level poverty maps. Nevertheless, the quality of data used for modeling is key to obtaining high-quality poverty maps . When access to data beyond geospatial data is hindered, poverty maps must be used with care, applying extra effort to validate.

Machine learning-based poverty mapping can provide valuable insights for policymakers. But it is essential to critically evaluate the methods and data used to produce poverty maps to ensure their effectiveness for tackling poverty.

This piece is excerpted from www.blogs.worldbank.org.

ঢাকা : সোমবার ৫ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Monday 19 June 2023
সংবাদ
e-mail : sangbadec

মে মাসের বেতন দেয়নি ২৩০০ কারখানা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশে এখন প্রায় ১০ হাজার শিল্প ও কল-কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে মে মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে ৭ হাজার ৬০২টি শিল্প ও কল-কারখানায়। অর্থাৎ জুনের ১৭ দিন পার হলেও এখনও বেতন পায়নি ২ হাজার ৩১৩টি কল-কারখানার শ্রমিকরা। পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমইএ, বেপজা, পাটকল এবং শিল্পাঞ্চল পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, গত শনিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত সময়ে ৯ হাজার ৯১৫টি কল-কারখানার মধ্যে চলতি বছরের মে মাসের বেতন দেয়া হয়েছে ৭ হাজার ৬০২টি কল-কারখানায় যা শতাংশের হিসেবে ৭৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ ২ হাজার ৩১৩টি কারখানার শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি যা শতাংশের হিসেবে ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমই-এর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৬২৪ কারখানার মধ্যে মে মাসের বেতন হয়েছে ১ হাজার ৩৪৩টি কারখানায়। অর্থাৎ ২৮১টি কারখানায় এখনও মে মাসের বেতন হয়নি। নিটওয়্যার মালিকদের সংগঠন বিকেএমই-এর সদস্যভুক্ত ৬৯৯টি কারখানার মধ্যে ৫৩১ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়। ১৬৮টি বেতন পরিশোধ করা হয়নি।

বিটিএমইএ-এর ৩৫৯টি কারখানার মধ্যে ২৫৩ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, বাকি আছে ১০৬টির। বেপজার ৩৯২টির মধ্যে ৩৮৯ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, বাকি আছে ১২টির। পাটকল ৯০টির মধ্যে ৮৪ বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, বাকি আছে ৬টির। ৬ হাজার ৭৫১টি কারখানার মধ্যে ৫ হাজার ১১টির বেতন দেয়া হয়েছে, আর পরিশোধ করা হয়নি এক হাজার ৭৪০টির। মোট ২ হাজার ৩১৩টি কারখানায় বেতন হয়নি। যা শতাংশের হিসেবে ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

সূত্র জানায়, গত শনিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত সময়ে ৯ হাজার ৯১৫টি কলকারখানার মধ্যে চলতি বছরের মে মাসের বেতন দেয়া হয়েছে ৭ হাজার ৬০২টি কলকারখানায় যা শতাংশের হিসেবে ৭৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ ২ হাজার ৩১৩টি কারখানার শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি যা শতাংশের হিসেবে ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ

সূত্র আরও জানায়, আশুলিয়া এলাকার থাকা ১৭৯২টি কল-কারখানার মধ্যে ৬৭ দশমিক ৩১ শতাংশ কারখানায় বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি রয়েছে ৩০ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গাজীপুর এলাকার মধ্যে ২ হাজার ২৮৭ কারখানার মধ্যে ৭০ দশমিক ৪০ শতাংশ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ২৯ দশমিক ৬০ শতাংশ কারখানার বাকি রয়েছে। চট্টগ্রামের ১৪৮০ কারখানার মধ্যে ৮৯ দশমিক ৮০ শতাংশ কারখানার বেতন দেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ২২০৭টির মধ্যে ৬০ দশমিক ৮৫ কারখানায় বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ২৬৬টির মধ্যে ৯৭ দশমিক ২৯ শতাংশ, খুলনার ৩৬৭টির মধ্যে ৯৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ এবং সিলেটের ৭৪০টি কারখানার সব কয় পরিশোধ করা হয়েছে।

এদিকে ঈদুল আজহা উপলক্ষে জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের বেতন পরিশোধ করেছে ৫১টি কারখানা। অর্থাৎ জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন পাননি ৯ হাজার ৮৬৪টি কারখানার শ্রমিকরা।

এ বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'অধিকাংশ কারখানায় মে মাসের দেয়া হয়েছে। অল্প কিছু কারখানায় মে মাসের বেতন পরিশোধ করেননি, এগুলো দ্রুত পরিশোধ করা হবে। সরকারি নির্দেশনা মেনেই মে মাসের পাশাপাশি আমরা জুন মাসের ১৫ দিনেরও বেতন দেয়া শুরু করেছি।'

উল্লেখ্য, জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৭৫তম এবং আরএমজি টিসিসির ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৬ জুন। সেখানে শিল্প-কারখানার বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্টরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। সভা শেষে তিনি ঈদুল আজহার ছুটির আগেই শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এবং জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন দেয়ার জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমকাল
সোমবার। ১৯ জুন ২০২৩

হাঁস-মুরগি পালনে উপকূলের ৫৫ হাজার পরিবার উপকৃত

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৫ হাজার দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। তিনি বলেন, নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতেই ২০১৮ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ হয়েছে। ১৫৪ কোটি ৪২ লাখ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সফল নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেছে। মুরগি, হাঁস ও ভেড়ার ক্ষুদ্র খামার স্থাপনের মাধ্যমে এ প্রকল্প ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ এবং প্রকল্প পরিচালক ডা. এস এম জিয়াউল হক রাহাত।

প্রকল্প পরিচালক জানান, উপকূলীয় ৮ জেলা কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের ২০ উপজেলার ১০৯ ইউনিয়নে এ প্রকল্পের কাজ হয়েছে। মুরগি, হাঁস ও ভেড়া লালন-পালন করে বদলে গেছে অনেকের ভাগ্যের চাকা।

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ২১, ২০২৩

মে মাসের বেতন বকেয়া থাকা পোশাক ও বস্ত্র কারখানা

এলাকা	বিজিএমইএ	বিকেএমইএ	বিটিএমএ
আশুলিয়া	২৬	৪	১০
গাজীপুর	৭২	১৯	৫
চট্টগ্রাম	৩৫	৪	২
নারায়ণগঞ্জ	৫	৫৯	১৪
ময়মনসিংহ	২	২	৬
খুলনা	০	০	০
কুমিল্লা	০	০	১
সিলেট	০	০	০
মোট	১৪০	৮৮	৪১

সূত্র : শিল্পসংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

তৃতীয় পক্ষ শ্রম অসন্তোষ ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে, সতর্কতা জানিয়ে বিজিএমইএর চিঠি

মে মাসের বেতন দেয়নি ২৬৯ পোশাক ও বস্ত্র কারখানা

শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে মে মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে এমন শিল্প কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৮৫। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য ১৪০টি কারখানায় বেতন বকেয়া রয়েছে। পোশাক খাতের আরেক সংগঠন বিকেএমইএ সদস্যদের মধ্যে বেতন বকেয়া থাকা কারখানার সংখ্যা ৮৮। সেই সঙ্গে সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্র খাতের মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর ৪১টি কারখানার শ্রমিকদের মে মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে

বদরুল আলম ■

দেশের শিল্প-কারখানাগুলোয় প্রতি বছর ঈদের আগ মুহূর্তে এক ধরনের অস্থিরতার শঙ্কা সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় শ্রমঘন শিল্প পোশাক খাতের প্রতিনিধিরা বলছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তৃতীয় কোনো পক্ষ শ্রম অসন্তোষ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। সেজন্য পোশাক কারখানাগুলোকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। এ বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে কারখানাগুলোয় পাঠানো হয়েছে চিঠি। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি বছর পোশাক শিল্পে যে সংকট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা গত তিন দশকেও দেখা যায়নি। এর পরও বেতন-ভাতা পরিশোধের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৬ জুন জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৭৫তম এবং আরএমজি টিসিসির ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিল্প-কারখানার বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্টরা। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। সভায় বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে শঙ্কা রয়েছে এমন কারখানার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। সভা সূত্র জানিয়েছে, এ সভার আলোচনায় ৯৬টি কারখানার বেতন-ভাতা পরিশোধ পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯ জুন সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ। সভাপতি ফারুক হাসান স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে ৬ জুনের সভায় নেয়া সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস ও ছুটি প্রসঙ্গে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রম অসন্তোষ ঘটার বিষয়ে সদস্য কারখানাগুলোকেও দেয়া হয়েছে সতর্কবার্তা।

চিঠিতে সদস্য কারখানার উদ্দেশে বলা হয়, গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট মোতাবেক তৃতীয় কোনো পক্ষ শ্রম অসন্তোষ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কারখানায় শ্রম অসন্তোষ ঘটতে পারে, এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে প্রয়োজনে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কলকারখানা অধিদপ্তর অথবা বিজিএমইএর সঙ্গে আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'সংগঠনের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি থেকে বেতন-ভাতা পরিশোধের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বকেয়া বেতন পরিশোধে বিলম্ব হচ্ছে। কারণ এ খাতে এখন সবাইকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ক্রয়াদেশ কম। যেসব পণ্য রফতানি হয়, সেগুলোর অর্থ পরিশোধ হয় না। আবার ক্রেতারা মূল্যহ্রাসেরও দাবি করছে। অনেক ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। কথায় কথায় এখন ক্রয়াদেশ ডিসকাউন্ট আর ক্যানসেল করা হচ্ছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর উইন্টার বা শীতকালীন ক্রয়াদেশও কম।'

ঈদের ছুটির আগেই শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বোনাস এবং জুনের ১৫ দিনের বেতন পরিশোধে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা রয়েছে। সেখানে গত মে মাসের বেতনই পরিশোধ করেনি শিল্প অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকার অন্তত ২৬৯টি পোশাক ও বস্ত্র কারখানা। শিল্পসংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

দেশে শিল্প অধ্যুষিত আটটি এলাকা রয়েছে—আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেট। এসব এলাকায় মোট শিল্প-কারখানা রয়েছে ৯ হাজার ৯১৫টি। এর মধ্যে পোশাক ও বস্ত্র খাতের কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ৬৮২। এসব কারখানার মধ্যে গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত ২৬৯টি পোশাক ও বস্ত্র

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃতীয় পক্ষ শ্রম অসন্তোষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারখানা মে মাসের বেতন পরিশোধ করেনি।

শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে মে মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে এমন শিল্প-কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৮৫। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য ১৪০টি কারখানায় বেতন বকেয়া রয়েছে। পোশাক খাতের আরেক সংগঠন বিকেএমইএ সদস্যদের মধ্যে বেতন বকেয়া থাকা কারখানার সংখ্যা ৮৮টি। সেই সঙ্গে সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্র খাতের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সদস্য ৪১টি কারখানার শ্রমিকদের মে মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে।

পোশাক ও বস্ত্র খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছরের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। তিন দশকের মধ্যে পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের কারখানাগুলোকে সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বিরূপ পরিস্থিতির আশঙ্কা যেন বাস্তবে রূপ নিতে না পারে, সেজন্য এ বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে।

বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বণিক বার্তাকে বলেন, 'এখন অধিকাংশ কারখানা ৫০ শতাংশ সক্ষমতায় সচল রয়েছে। তুলনামূলক ছোট কিছু কারখানা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মে মাসের বেতন কয়টি কারখানায় হয়নি তার আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে বন্দোবস্ত করে কারখানাগুলোকে বেতন দিতে হবেই। গত ৩০ বছরের ইতিহাসে এখনকার মতো ডিফিকাল্ট পরিস্থিতি আগে কখনো হয়নি। এত ক্রিটিক্যাল টাইম আগে কখনো পার করতে হয়নি আমাদের। আমরা আশঙ্কা করছি, তবে আশঙ্কা করলেও শ্রমিকদের যেন পাওনা পরিশোধ করা হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে আমরা সচেতন। শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ করার জন্য এরই মধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সব সদস্য কারখানাকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।'

শিল্পসংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, শিল্প এলাকাগুলোয় জুনের ১৫ দিনের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ শুরু হয়েছে। সব খাত মিলিয়ে ৯ হাজার ৯১৫টি কারখানার মধ্যে মাত্র ৫৫টি কারখানা জুনের ১৫ দিনের বেতন পরিশোধ করেছে। এর মধ্যে বিজিএমইএর মাত্র একটি কারখানা এ বেতন পরিশোধ করেছে।

বিকেএমইএ ও বিটিএমএর সদস্য কোনো কারখানা গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত জুনের বেতন পরিশোধ করেনি। আর বোনাস পরিশোধ করেছে এমন কারখানাগুলোর মধ্যে বিকেএমইএর ৬৪টি ও বিটিএমএর কারখানার সংখ্যা ৪৫। এছাড়া কেবল বোনাস পরিশোধ করা বিজিএমইএর সদস্য কারখানার সংখ্যা ১৫৪।

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৮ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Thursday 22 June 2023
সংবাদ
e-mail : sangbadec

বেতন-বোনাস হয়নি ৯ হাজারের বেশি কারখানায়

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

কোরবানি ঈদের আর মাত্র বাকি ৮ দিন। কিন্তু এখনও মে মাসের বেতন হয়নি ১ হাজার ৮৫টি কল-কারখানার শ্রমিকদের। আর মন্ত্রীর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের বেতন এবং ঈদ বোনাস দেয়া হয়নি ৯ হাজারের অধিক কারখানায়। পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমইএ, বেপজা, পাটকল এবং শিল্পাঞ্চল পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত মঙ্গলবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময়ে ৯ হাজার ৯১৫টি কল-কারখানার মধ্যে চলতি বছরের মে মাসের বেতন দেয়া হয়েছে ৮ হাজার ৮৩০টি কল-কারখানায় যা শতাংশের হিসেবে ৮৯ দশমিক ৬ শতাংশ। অর্থাৎ ১ হাজার ৮৫টি কারখানার শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি যা শতাংশের হিসেবে ১০ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৬২৪ কারখানার মধ্যে মে মাসের বেতন হয়েছে ১ হাজার ৪৮৪টি কারখানায়। অর্থাৎ ১৪০টি কারখানায় এখনও মে মাসের বেতন হয়নি।

নিটওয়্যার মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত ৬৯৯টি কারখানার মধ্যে ৬১১ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ৪১টির বেতন পরিশোধ করা হয়নি। বিটিএমইএর ৩৫৯টি কারখানার মধ্যে ৩১৮ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, বাকি আছে ৪১টির। বেপজার ৩৯২টির মধ্যে ৩৮৫ কারখানার বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, বাকি আছে ৭টির।

তবে পাটকল ৯০টিরই বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য খাতের ৬ হাজার ৭৫১টি কারখানার মধ্যে ৫ হাজার ৯৪২টির বেতন দেয়া হয়েছে, আর পরিশোধ করা হয়নি ৮০৯টির। অর্থাৎ মোট ১ হাজার ৮৫টি কারখানায় বেতন হয়নি যা শতাংশের হিসেবে ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। এদিকে ঈদুল আজহা উপলক্ষে জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের বেতন পরিশোধ করেছে ৫৫টি কারখানা। অর্থাৎ জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন পাননি ৯ হাজার ৮৬০টি কারখানার শ্রমিকরা।

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৬২৪ কারখানার মধ্যে জুন মাসের বেতন হয়েছে ১টি কারখানায়। অর্থাৎ ১ হাজার ৬২৩টি কারখানায় এখনও মে মাসের বেতন হয়নি।

নিটওয়্যার মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত ৬৯৯টি, বিটিএমইএর ৩৫৯টি এবং বেপজার ৩৯২টি কারখানার একটিতেও শ্রমিকদের জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন দেয়া হয়নি।

তবে ৯০টি পাটকলের মধ্যে ১১টি পাটকলের শ্রমিকদের জুনে বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য খাতের ৬ হাজার ৭৫১টি কারখানার মধ্যে ৪৩টির বেতন দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৯ হাজার ৯১৫টি কারখানার মধ্যে মোট ৫৫টি কারখানায় বেতন হয়েছে। যা শতাংশের হিসেবে দশমিক ৫৫ শতাংশ।

৯ হাজার ৯১৫টি কারখানার মধ্যে ৫৯৭টি কারখানায় ঈদ উল-আজহার বোনাস দেয়া হয়েছে। এখনও ৯ হাজার ৩১৮টি কারখানার শ্রমিকরা বোনাসের অপেক্ষায় রয়েছেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৭৫তম এবং আরএমজি টিসিসির ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৬ জুন। সেখানে শিল্পকারখানার বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্টরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। সভা শেষে তিনি ঈদুল আজহার ছুটির আগেই শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এবং জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন দেয়ার জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

কালের কণ্ঠ ঢাকা । বৃহস্পতিবার । ২২ জুন ২০২৩

চলতি মাসের মজুরি নিয়ে মালিক-শ্রমিক টানাপড়েন

এম সায়েম টিপু ▷

আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটিতে শ্রমিকদের চলতি (জুন) মাসের মজুরি প্রদান নিয়ে সংকট তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এখনো অনেক কারখানা মে মাসের মজুরি পরিশোধ করতে পারেনি। এ ছাড়া শ্রমিকদের দাবি জুন মাস শেষ হবে ঈদের ছুটিতে, তাই তাঁদের চলতি মাসের বেতন দিতে হবে। এদিকে মালিকরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৫ দিনের মজুরি দিবেন। এমন পরিস্থিতিতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে টানাপড়েন চলছে।

তবে ঈদের আগে একটি গার্মেন্ট কারখানায়ও যেন বেতন-বোনাস নিয়ে কোনো ঝামেলা না হয়, সে ব্যাপারে খুবই তৎপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। এ জন্য শিল্প মালিক-শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন শিল্প পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা। জানা গেছে, এবারের কোরবানির ঈদ মাসের শেষ দিকে হওয়ায় বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে চলতি মাসের বেতন প্রদানের বিষয়টি নিয়ে। ঈদের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শিল্প-কারখানার বেতন-বোনাসের বিষয় নিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয় প্রতিবছর। সপ্তাহখানেক আগে এবারের অনুষ্ঠিত বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান বলেছিলেন, জুন মাসে ১৫ দিনের বেতন ও বোনাস যেন শ্রমিকদের দেওয়া হয় ঈদের আগে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনো পর্যন্ত বড় কিছু কারখানা ছাড়া বেশির ভাগ কারখানা মালিকই এখনো ১৫ দিনের বেতন দেননি। বোনাস প্রদানের বিষয়টিও প্রায় একই রকম।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সহসভাপতি মো. শহীদুল্লাহ আজিম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অন্যবারের মতো এবারও ঈদের ছুটিতে পোশাক খাতের শ্রমিকরা মজুরি ও বোনাস নিয়ে ঈদ করতে বাড়ি যাবেন। যদিও এখন পর্যন্ত বিজিএমইএ সদস্য কারখানাগুলোর মধ্যে মে মাসের মজুরি পরিশোধ করতে পারেনি প্রায় ৮৫টি কারখানা। এরই মধ্যে কিছু কিছু কারখানা ঈদের বোনাস পরিশোধ করেছে।' ঈদের ছুটির শেষ কর্মদিবস ২৭ জুনের মধ্যে পরিশোধ করা হবে বলে আশা করছেন তিনি। এ ছাড়া ২৫ জুন থেকে ধাপে ধাপে কারখানা ছুটি শুরু হবে। সরকারি ছুটি চার দিন হলেও আগে-পরে সাত দিনের মতো কারখানা বন্ধ থাকবে।

পোশাক শ্রমিকদের ঈদ

- শ্রমিকদের দাবি জুন মাসের পুরো মজুরি
- মালিকদের নীতিগত সিদ্ধান্ত ১৫ দিনের
- বিজিএমইএ সদস্য কারখানাগুলোর মধ্যে মে মাসের মজুরি পরিশোধ করেনি ৮৫টি কারখানা

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মঞ্জুর মঈন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চলতি মাস শেষ হবে ঈদের ছুটির মধ্যে। তাই আমাদের প্রত্যাশা জুনের পুরো মজুরি দেবেন কারখানার মালিকরা। এরই মধ্যে মালিকরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৫ দিনের মজুরি দিবেন।'

তিনি বলেন, '২৫ জুনের মধ্যে চলতি মাসের মজুরি ও একটি মূল বেতনের সমান বোনাস দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। আমাদের ধারণা, ২৫ শতাংশের বেশি কারখানার মালিকরা ১৫ দিনের মজুরি নাও দিতে পারেন। এ ছাড়া বড় আশঙ্কার জায়গা এখনো হাজারেরও বেশি কারখানা। যারা মে মাসের মজুরি পরিশোধ করেনি। এগুলো সব রপ্তানিমুখী কারখানা।

এদিকে শিল্প পুলিশের তথ্যানুযায়ী, গত সোমবার পর্যন্ত ৯ হাজার ৯১৫টি কল-কারখানার মধ্যে চলতি বছরের মে মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে আট হাজার ৪৫৫টি কল-কারখানায়, যা ৮৫.২৭ শতাংশ। অর্থাৎ এক হাজার ৪৬০টি কারখানার শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি, যা ১৪.৭৩ শতাংশ। এ ছাড়া গত মঙ্গলবার সর্বশেষ তথ্য অনুসারে চলতি মাসের ১৫ দিনের মজুরি পরিশোধ করেছে ৬২টি কারখানা, যা মোট কারখানার ০.৬৩ শতাংশ। ঈদ বোনাস দিয়েছে ৯৮৯টি কারখানা, যা মোট ১০ শতাংশ।

শ্রমিক নেতা ও বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি তৌহিদুর রহমান বলেন, 'আমরা চাই একটি কারখানায়ও যেন শ্রমিক অসন্তোষ না দেখা দেয়। আর এর জন্য শিল্প মালিকদেরই মূল ভূমিকা রাখতে হবে। তাঁরা যদি ঈদের আগে বেতন-বোনাস ঠিকমতো দিয়ে দেন, তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না।'

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৩ জুন ২০২৩,

ঢাকায় সেমিনারে তথ্য

শহরে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে গত পাঁচ বছরে সার্বিক কর্মসংস্থান বাড়লেও শহর এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে। বিশেষ করে শিল্প খাতেই নারী শ্রমিক কমার প্রবণতা বেশি। এদের একটা অংশ গ্রামে ফিরে গিয়ে নিম্ন মজুরিতে কিংবা বিনা মজুরিতে গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে যুক্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে দেশে বছরে ২০ লাখের মতো মানুষ শ্রমবাজারে এলেও তাদের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় ১০ থেকে ১২ লাখের। প্রায় অর্ধেক শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান না হওয়ায় তা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য বড় বোঝা তৈরি করছে।

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ও শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জবিষয়ক এক সংলাপে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে যৌথভাবে এই সংলাপের আয়োজন করে।

মূল প্রবন্ধে র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও লেবার ফোর্স সার্ভের (এলএফএস) তথ্য পর্যালোচনা করে জানান, ২০১৭ সালে শহরাঞ্চলের কর্মসংস্থানে নারীদের হিস্যা ছিল ৩১ শতাংশ। তা ২০২২ সালে ২৩ দশমিক ৫৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে গত পাঁচ বছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান ২ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান জানান, কর্মসংস্থান নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে চায় তাঁর মন্ত্রণালয়। এর অংশ হিসেবে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি কাজ করছেন বলে জানান।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য কাওসার আহমেদ বলেন, দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৫ শতাংশ আনুষ্ঠানিক কাজে যুক্ত নেই। এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে তারা ভবিষ্যতে বোঝা হয়ে যাবে।

শ্রমসচিব মো. এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে সংলাপে আরও বক্তব্য দেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব শাহনাজ আরেফিন; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শরিফা খান; আইএলওর প্রধান কার্যালয়ের কর্মসংস্থান, শ্রমবাজার ও যুব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শের ভেরিক, বাংলাদেশে সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পৌটিআইনেন প্রমুখ।

সমকাল ● বৃহস্পতিবার। ২২ জুন ২০২৩।

৪৭ লাখ শিশু শ্রমিক : ঘোষণা ও বাস্তবতা

মো. ছাদেকুল আরেফিন

শিশুশ্রম

গত ১২ জুন ছিল বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। ২০০২ সালে দিবসটি পালন শুরু করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। এ বছর দিবসটির বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য– 'সবার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার: শিশুশ্রমের অবসান ঘটান!' গত বছরও প্রায় একই প্রতিপাদ্য 'সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ করি' নিয়ে দিবসটি পালিত হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে শিশুশ্রম বন্ধ দূরের কথা; ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধের সরকারি ঘোষণা প্রায় কেতাবেই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ 'শিশু' বলতে ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন মানুষকে বোঝায়। ১৪ থেকে ১৮ বছরের নিচের বয়সীদের 'কিশোর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ অনুসারে, শিশুদের আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্র কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। ক্ষেত্রবিশেষ চিকিৎসকের কাছ থেকে শিশু-কিশোরদের সক্ষমতা সনদ নিয়ে শর্তসাপেক্ষে হালকা কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না, কত সংখ্যক শিশু-কিশোর বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত। ফলে এ সংক্রান্ত নীতি বা আইন যে কেতাবেই রয়ে গেল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

২০১৩ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা, যা ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি চূড়ান্ত হয়, সেখানে বলা হয়েছে– বাংলাদেশে কর্মরত শিশুর সংখ্যা সাড়ে ৩৪ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ শিশুর কাজ শিশুশ্রমের আওতায় পড়েছে। কর্মরত শিশুদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১২ লাখ ৮০ হাজার। আর ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ কাউন্সিল ও লেবার রাইটস সাংবাদিক ফোরাম (আইটিইউসি) জানিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৭ লাখ।

আসলে দেশের সর্বক্ষেত্রেই, বিশেষ করে বেসরকারি ও অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রমের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ছোট ছোট কারখানা, মোটরযান মেরামতের প্রতিষ্ঠান, খাবার হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অনেকাংশে শিশু শ্রমিকের প্রাধান্য দেখা যায়। আরও উদ্বেগের বিষয়, এসব প্রতিষ্ঠানে শিশুদের মৌলিক প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ নেই বললেই চলে। শিশুদের মৌলিক প্রয়োজনের মূল বিষয় হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান। এ ছাড়া শিশুদের সুষম খাবার, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সুস্থ সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা, নির্যাতন থেকে সুরক্ষা, চিত্তবিনোদন

মূত্রাশয়ে ক্যান্সারের মতো রোগ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অথচ, শিশু শ্রমিকে পূর্ণ এ ধরনের প্রচুর কারখানা খোদ রাজধানীতে কর্তাব্যক্তিদের একেবারে নাকের ডগায় বছরের পর বছর কার্যক্রম চালাচ্ছে।

শিশুশ্রমের প্রাবল্যের সঙ্গে যে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব নিশ্চিতভাবে দায়ী। বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকার কামরাঙ্গীরচর ও কেরানীগঞ্জ,

শিশুশ্রমের অভয়ারণ্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ● ছবি: সমকাল

প্রভৃতির নিশ্চিতিই শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ৪৩টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। এগুলোর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিক কারখানা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ ধরনের কারখানায় কাজ করলে শিশুদের নিউমোনিয়া, কাশি, আঙুলে দাদ, দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক ক্ষত, ফুসফুসে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, হাঁপানি, যকৃতের দুরারোগ্য ব্যাধি,

কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর ও খুলনায় ৩৩ হাজার শিশু শ্রমিকের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে উঠে আসে, কাজ ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল– এমন আড়াই হাজার শিশু করোনাকালে আবার কাজে ফিরে গেছে। আগের চেয়ে কম পারিশ্রমিকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছে ২ হাজার ৪০০ শিশু।

ইদানীং শুরু হয়েছে কিশোর গ্যাং নামক উপদ্রব। জড়িতদের মধ্যে মধ্যবিত্তের চেয়ে দরিদ্র শিশুরাই বেশি। এটা শিশুশ্রম নামক মুদ্রার অপর পিঠের চিত্র। শিশুশ্রম থাকলে শিশুদের অপরাধীকরণও থাকবে। একই সঙ্গে চলছে শিশু-কিশোরদের মাদক সেবন এবং মাদক ব্যবসায় তাদের ব্যবহার। শিশু-কিশোরদের মৌল চাহিদা, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ নিশ্চিত করার উপযুক্ত কর্মসূচির অনুপস্থিতি যে এ সমস্যাগুলো উদ্ভবের জন্য দায়ী– তা অস্বীকার করা যাবে না। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নও সমস্যাগুলোর বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

দেশে ১৮ বছরের নিচে রয়েছে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ, যারা আগামীতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিষয়টা সরকারও জানে। এ কারণেই ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্য রয়েছে। কাজ যে কিছুই হয়নি, তা নয়। ৩৮টি খাত থেকে এখন পর্যন্ত রপ্তানিমুখী পোশাক খাতসহ আটটিকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু শিশুশ্রমের প্রায় অভয়ারণ্য বলে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত আছে, সেখানে খুব কমই কাজ হয়েছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত করতে হলে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ ধরনের শ্রমের নেতিবাচক ফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে যে জনমত গড়ে উঠবে, তা-ই এক সময় সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে। এ জন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন শক্তির সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কাজটার নেতৃত্ব সরকারকেই দিতে হবে। শিশুদের কল্যাণ এবং জাতির ভবিষ্যৎ বিবেচনায় এত যে নীতি ও আইন করা হয়েছে, সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়নও উপেক্ষিত থাকা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর ধারাবাহিক নজরদারি থাকতে হবে। যে সময় শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, সে সময় এত শিশু-কিশোর স্কুলের বাইরে থাকে কীভাবে? এ ক্ষেত্রে অভিভাবক ও মালিকপক্ষকে সচেতন করতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে সরকারকে। যে শিশুরা শ্রমে নিয়োজিত আছে, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও গুরুত্বপূর্ণ।

■ ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন: উপাচার্য, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

www.thefinancialexpress.com.bd Thursday, June 22, 2023

BGMEA looks to tap $100b RMG market by 2030

It starts using heritage materials to produce high-end fashion

FE REPORT

The apex apparel-body BGMEA has started developing high-end fashion items using local heritage stuff, including fabrics, in a bid to earn $100 billion from garment exports by 2030.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) steps include raising its global market share to 12 per cent from below 7.0 per cent now.

For this, BGMEA in sync with commerce ministry and the World Trade Organisation trained 160 varsity students, participants from garment units, weavers and jamdani makers to help them develop design with local motifs on fabrics for high-end garment items.

"After achieving the milestone of 45-billion-dollar RMG export in 2022, we've taken a strategic vision to achieve 100-billion-dollar apparel export by 2030," BGMEA president Faruque Hassan said on Wednesday.

"To pursue this vision and increase our global market share, we're working to make ourselves more advanced in terms of product and fabric diversification, product sophistication, new design development, value addition and technological upgradation."

Mr Hassan expects local makers to start producing high-end apparel items from jamdani fabrics as prices of those goods are very high, he added.

He made the observations and suggestions at a programme hosted to hand over certificates to the trainees at BGMEA Complex in Dhaka under a project.

Export of garment items made of jamdani fabrics from here is currently very low as very few are trying to develop design and apparel items, mentioned Mr Hassan.

Some boutique designers buy jamdani products from local jamdani makers, especially from Sonargaon and Rupganj, to manufacture garment items from jamdani fabrics.

He further said that the training programmes provided networking opportunities for local weavers with designers, academicians and brands.

BGMEA is also working on the making of garment items from recycled yarn and fabrics as per the demand of international retailers and brands.

Usually, jamdani means sari, but high-end garment items can also be made from jamdani fabrics, especially for wedding and bridal collection, said Anadil Johnson, founder of Chicago-based fashion house Neval.

The Bangladeshi-origin fashion designer has been sourcing jamdani fabrics from Sonargaon for more than 10 years to make high-end value-laden garment items, especially wedding and bridal wear, for her customers in the USA.

Ms Johnson trained up weavers and students at BGMEA for developing skilled human resources in Bangladesh.

Bangladesh has a great opportunity to grab a good market of heritage-designed garments as it has the tradition of making jamdani and muslin, she cited.

There is a significant market demand for bridal clothing globally worth $62 billion annually, according to Ms Johnson.

Ayub Nabi Khan, pro-vice chancellor of BGMEA University of Fashion and Technology, said India has been exporting $5.0-billion heritage garments annually.

The project for developing design for heritage garment items was taken by commerce ministry in August 2018.

The tenure of the project terminates at the end of this month, said Elias Mia, project director.

munni_fe@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৯ আষাঢ়
২৩ জুন ২০২৩

যশোর : ধর্মতলা কারবালা এলাকায় গতকাল দুপুরে ঢালাইয়ের কাজ চলাকালে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের দ্বিতীয় তলার ছাদ ধসে পড়ে —ইত্তেফাক

সুরক্ষা ছাড়া নির্মাণ কাজে বাড়ছে মৃত্যু

● একই দিনে ঢাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু ● রেলিং পড়ে পথচারীর মৃত্যু ● যশোরে ছাদ ধসে ১০ শ্রমিক আহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানী জুড়ে শুধুই অট্টালিকা। এসব অট্টালিকায় নিরাপদে বসবাস করছেন বাসিন্দারা। তবে যাদের শ্রমেঘামে নির্মিত হচ্ছে এই অট্টালিকা, সেই নির্মাণশ্রমিকদের জীবন কতটুকু নিরাপদ? পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পর সবচেয়ে বেশি মারা যান নির্মাণশ্রমিক। প্রতি বছর ভবন থেকে পড়ে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছেন পাঁচ শতাধিক শ্রমিক। এর বাইরে সুরক্ষা ছাড়া নির্মাণকাজে মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ পথচারীদেরও। নিহত এই ব্যক্তিদের কতজন ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন? সেই সংখ্যাও একেবারেই নগণ্য।

গতকাল বৃহস্পতিবার একই দিনে ঢাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে মারা গেছেন তিন জন শ্রমিক। পৃথক ঘটনায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং মাথায় পড়ে মারা গেছেন একজন পথচারী। অন্যদিকে যশোরে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের ছাদ ধসে ১০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রতিদিনই এমন মৃত্যুর খবর আসছে। কিন্তু এর যেন কোনো প্রতিকার নেই।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আইনের প্রয়োগ না থাকায় ভবন নির্মাণে মানা হচ্ছে না নিরাপত্তা সতর্কতা। এ কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। মূল্যহীন শ্রমিক-পথচারীদের জীবন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের তথ্য অনুযায়ী ২০০২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৬৭৭ নির্মাণশ্রমিক। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখানে শ্রমিকদেরও দোষ আছে। তারা অনেক সময় নিরাপত্তাব্যবস্থা না নিয়ে বাহাদুরি করে ২০ তলার ওপরে কাজ করছেন। আর সুপারভাইজাররা এগুলো দেখেও না দেখার ভান করেন। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা আইনের সঠিক প্রয়োগ না হওয়া। অধিকাংশ ভবনে সেফটি ও সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ এই পেশায় কাজ করছেন প্রায় ৩৭ লাখ শ্রমিক। দরিদ্র এসব শ্রমিক সঠিক বিচারও পাচ্ছেন না।

নির্মাণকাজ নিয়ে নানা ধরনের আইন থাকলেও তার কোনো প্রয়োগ নেই। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে একটা আইন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাস্তা বা ফুটপাতে যত্রতত্র নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখলে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা ১ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে। একই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে সাজা হবে দ্বিগুণ। সেই বিধিমালায় 'কোনো অবকাঠামো নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কাজে সৃষ্ট বায়ুদূষণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামে নতুন একটি বিধি যুক্ত করা হয়েছে। নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি) পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরি আবৃত বা ঢেকে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে দিতে হবে জরিমানা। অথচ সুরক্ষা ছাড়া নির্মাণকাজের কারণে যদি কোনো পথচারী মারা যান তাহলে তিনি কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন সেটা বলা নেই। ফলে মিলছে না ক্ষতিপূরণ।

সর্বশেষ গতকাল রাজধানীর ডেমরার মাতুয়াইলে নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলা থেকে রেলিং ভেঙে মাথায় পড়ে মো. গোলাম মোস্তফা ফয়সাল (২৭) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. তৌহিদুল ইসলাম জানান, আমরা খবর পেয়ে ডেমরার মাতুয়াইলের আমান সিটির নির্মাণাধীন ১০তলা ভবনে নিচ থেকে ফয়সালের মরদেহ উদ্ধার করি। ফয়সাল বাসা থেকে বের হয়ে অফিসে যাচ্ছিলেন। আমান সিটির নির্মাণাধীন ১০তলা ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া মাত্রই চতুর্থ তলা থেকে একটি রেলিং ভেঙে নিচে পড়লে ফয়সালের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

নিহতের ছেলে রাসেল জানান, তার বাবা একটি কোম্পানিতে ডেলিভারিম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে। বর্তমানে ডেমরার মাতুয়াইল মুসলিম নগর ব্যাংকার্স পার্ক জিরোপয়েন্ট এলাকায় ভাড়া বাসায় পরিবারসহ থাকতেন।

অন্যদিকে বাড্ডার আফতাবনগরে নির্মাণাধীন ভবনে কাজের সময় উঁচু থেকে পড়ে মারা গেছেন তিন শ্রমিক। গতকাল দুপুরে আফতাবনগর থেকে চার জন আহত শ্রমিককে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া। নিহতরা হলেন রবিউল ইসলাম (৩০), সুমন হোসেন (৩২) ও কামাল হোসেন (৩০)। আহত সাইদ হাসান (২৫) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে, আমাদের যশোর অফিস জানিয়েছে, ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলাকালে যশোরে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের দ্বিতীয়তলার ছাদ ধসে পড়েছে। গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে শহরতলী ধর্মতলা কারবালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও কর্মরত শ্রমিকরা জানান, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) খুলনার আওতায় যশোর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জন্য এ ভবনটি তৈরি করা হচ্ছিল। এর নির্মাণকাজ করছে ঢাকার আইডিয়াল ইলেক্ট্রিক্যাল এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। নির্মাণাধীন এই ভবনের ছাদের বিম ঢালাইয়ের শেষ পর্যায়ে হঠাৎ ধসে পড়ে। এতে ১০ জন শ্রমিক আহত হন।

শ্রমিকরা জানান, বাঁশের কাঠামোর ওপরে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলায় ঐ কাঠামো ভার ধরে রাখতে পারেনি। ফলে তা ভেঙে পড়ে।

আহত শ্রমিকরা হলেন, যশোর সদরের ঘোড়াগাছা গ্রামের মৃত সন্তোষ আলী মন্ডলের ছেলে হাফিজুর রহমান, মণিরামপুর উপজেলার পলাশী গ্রামের মৃত জাবেদ আলীর ছেলে ইমান আলী, ঝিকরগাছা উপজেলার মোকছেদ আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম, যশোর সদরের দত্তপাড়া গ্রামের মইনুল ইসলাম, জিয়াপাড়া গ্রামের আবুল কালাম মোড়লের ছেলে ইলিয়াস আলী, আমদাবাদ গ্রামের দুলাল সরদারের ছেলে শিমুল হসেন, চানপাড়া গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে খোকন, মাহিদিয়া গ্রামের মৃত ইমান আলী সরদারের ছেলে আব্দুল হাই সিদ্দিকী, আমদাবাদ গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে আকিদুল ও মণিরামপুর উপজেলার ছবেদ আলী খানের ছেলে জিয়ারুল।

ওজোপাডিকো-১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম জানান, ভবনটি ঠিকাদার নির্মাণ করছিল। নির্মাণ শেষ হওয়ার পর আমাদের কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিল। দুর্ঘটনার পর ওজোপাডিকো খুলনা অফিস থেকে বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসক মো. তমিজুল ইসলাম খান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বণিকবার্তা শুক্রবার, জুন ২৩, ২০২৩

কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

—শ্রম প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন, কর্মসংস্থান সেবা দান এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথ আয়োজনে 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিমালা এবং বাংলাদেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক কৌশলগত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে সংলাপে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. মো. কাউসার আহাম্মদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান বক্তব্য রাখেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশে কর্মসংস্থান নীতিমালার চর্চা পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএলওর কর্মসংস্থান, শ্রমবাজার এবং যুব বিষয়ক শাখার প্রধান ড. শেরভারিক।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৩ জুন ২০২৩
৯ আষাঢ় ১৪৩০

গ্রামীণ কল্যাণ

চাকরিচ্যুত ১০৬ শ্রমিককে লভ্যাংশ দিতে হবে

যুগান্তর প্রতিবেদন

নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ কল্যাণ থেকে চাকরিচ্যুত ১০৬ শ্রমিককে শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির লভ্যাংশ দিতে শ্রম অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রেখেছেন চেম্বার আদালত। বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকীর আদালত এ আদেশ দেন। আদালতে শ্রমিকদের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী শরীফ।

চাকরিচ্যুত ১০৬ শ্রমিককে লভ্যাংশ দিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এর আগে ৩০ মে ড. ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ কল্যাণ থেকে চাকরিচ্যুত ১০৬ শ্রমিককে শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির লভ্যাংশ দিতে শ্রম অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের রায় কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে শ্রম অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ওই রায়ের ওপর স্থিতিবস্থা জারি করেন আদালত। বিচারপতি জাফর আহমেদ ও বিচারপতি মো. বশির উল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করেন শ্রমিকরা।

৩০ মে অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী শরীফ বলেছিলেন, ৩ এপ্রিল ড. ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ কল্যাণ থেকে চাকরিচ্যুত ১০৬ শ্রমিককে শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির লভ্যাংশ পরিশোধ করতে রায় দেন শ্রম অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল। এ রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন ড. ইউনূস।

শ্রমিকদের পক্ষের আইনজীবীরা জানান, ২০০৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ কল্যাণে কর্মরত ছিলেন ১০৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ২০০৬-২০১৩ অর্থবছরে কোম্পানির লভ্যাংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। শ্রম আইনে বলা আছে, শ্রম আইন কার্যকর হওয়ার দিন থেকে কোম্পানির লভ্যাংশের ৫ শতাংশ শ্রমিকদের কল্যাণ ও অংশগ্রহণ তহবিল দিতে হবে। এ লভ্যাংশ না পাওয়ার কারণে প্রথমে তারা গ্রামীণ কল্যাণকে আইনি নোটিশ পাঠান। কিন্তু আইনি নোটিশ দেওয়ার পরও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তারা মামলা করেন।

১২ কোটি টাকা কর দেওয়ার আদেশ স্থগিত চান ড. ইউনূস : ১৫ কোটি টাকা কর দাবি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের করা তিনটি আয়কর রেফারেন্স মামলা খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে এ আবেদন করা হয়। ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে ৩১ মে ১৫ কোটি টাকা কর দাবি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের করা তিনটি আয়কর রেফারেন্স মামলা খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। এর ফলে ড. ইউনূসের এনবিআরকে কর বাবদ আরও ১২ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। এর আগে কর আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করার সময় ১৫ কোটির মধ্যে তিনি ৩ কোটি টাকা জমা দিয়েছিলেন।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৭ আষাঢ় ১৪৩০।
Dhaka : Wednesday 21 June 2023

শিশুশ্রম বন্ধ হোক

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, একটি শিশুকেও তার জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন প্রকার শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে শিশুরা শ্রমে জড়িত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)এর ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩২ লাখ। এর মধ্যে ১৩ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

শিশুশ্রমিকের প্রায় ৫০ ভাগ শিশু পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউনিসেফ পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০০ ধরনের অর্থনৈতিক কাজে শিশুরা শ্রম দিচ্ছে। এই শিশু শ্রমিকদের অধিকাংশেরই বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই মানা হচ্ছে না শ্রমআইন।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও তার যথার্থ প্রয়োগ নেই। ফলে আইন অমান্য করে মালিকপক্ষ অনেক কম বেতনে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ দিচ্ছে। তারা শিশুদের সঠিক মর্যাদা দিচ্ছে না। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযাঁয়ী, ৪৫ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ রয়েছে। এর মধ্যে ৪১ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশের অনেক এনজিও শিশুদের জন্য বিদেশ থেকে যে ফান্ড-কালেকশান করে, সেগুলোর কতটুকু শিশুদের জন্য ব্যয় হয়, তা প্রশ্ন থেকেই যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এক প্রতিবেদনে বলেছে, বেশিরভাগ শিশুই এমন অবস্থায় কাজ করছে যা 'ক্রীতদাসের কাছাকাছি'। আরো বলেছে, কর্মরত বেশিরভাগ শিশু শ্রমিকের বয়সই ৫ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং এদের ৭১% শতাংশ মেয়ে শিশু। এদের অধিকাংশই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

দরিদ্রতার কারণেই অধিকাংশ শিশুকে কাজ করতে হয়। টাকা ইনকাম করতে গিয়ে অনেকেই পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না। বর্তমান প্রজন্মই ভবিষ্যতে দেশেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাই সরকারের পাশাপাশি জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হবে । তাহলে শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব হবে।

সাকিবুল হাছান

সমকাল
শুক্রবার
২৩ জুন, ২০২৩।। ৯ আষাঢ় ১৪৩০

সুবিধা পাবেন ১০ লাখ কৃষক

■ সমকাল প্রতিবেদক

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরে ১০ লাখের বেশি ক্ষুদ্র কৃষকের সুবিধায় ৩৫ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ৩৮৯ কোটি টাকা) একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে পাঁচ বছর (২০২৩-২০২৮) মেয়াদি প্রকল্পটির উদ্বোধন করা হয়।

৩৫ মিলিয়ন ডলারের এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা-ইউএসএআইডি। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করবে কৃষি মন্ত্রণালয় ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলাইজার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আইএফডিসি)। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার এবং আইএফডিসির প্রেসিডেন্ট ও সিইও হেংক ভান ডুইন। ইউএসএআইডির ইকোনমিক গ্রোথ অফিসের পরিচালক মুহাম্মদ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ জুন ২০২৩,

সম্পাদকীয়

জেন্ডার সমতায় বাংলাদেশ

যেতে হবে আরও বহুদূর

জেন্ডার সমতায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সব সূচকে বাংলাদেশের এগিয়ে থাকা নিশ্চয়ই আনন্দের সংবাদ। যদিও সেই আনন্দ অনেকটাই ফিকে হয় আসে, যখন দেখি নারী-পুরুষের বৈষম্য এ অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি। সারা বিশ্বে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমান সুযোগ পান কি না, সেটি পরিমাপ করতেই এই প্রতিবেদন।

দক্ষিণ এশিয়ায় জেন্ডার সমতায় বাংলাদেশের পরই ভুটানের অবস্থান, স্কোর ৬৮ দশমিক ২। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভারতের স্কোর যথাক্রমে ৬৬ দশমিক ৩, ৬৫ দশমিক ৯, ৬৪ দশমিক ৯ ও ৬৪ দশমিক ৩। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে পাকিস্তান, ৫৭ দশমিক ৫ ও আফগানিস্তান ৪০ দশমিক ৫ স্কোর নিয়ে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সর্বশেষ বৈশ্বিক জেন্ডার সমতা প্রতিবেদন ২০২৩-এ বাংলাদেশের অর্জন ৭২ দশমিক ২। বৈশ্বিক মানচিত্রে অবস্থান হলো ৫৯তম। ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় এক নম্বরে আছে শ্রীলঙ্কাকে টপকে।

রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের অন্যান্য সূচকে যখন আমরা পিছিয়ে, তখন জেন্ডার সমতার এই অর্জনটুকুও কম নয়। ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭১ ও নম্বর ছিল ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ। জেন্ডার সমতার প্রশ্নে যেসব বিষয় বিবেচনায় আনা হয়, তা হলো—অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশে শিক্ষায় নারীর সুযোগ অনেক বেড়েছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলেশিশুর চেয়ে মেয়েশিশু বেশি। পাবলিক পরীক্ষা ও উচ্চশিক্ষায়ও অনেক সময় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভালো ফলাফল করে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাতেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য আরও ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, তবে তা আরও বেশি হওয়া উচিত। গড় আয়ুতে মেয়েরা একসময় পুরুষের চেয়ে বেশ এগিয়ে থাকলেও করোনার কারণে সেটি কিছুটা কমেছে।

তিন দশক ধরে নারী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও নেই। সেই সঙ্গে সংসদে বিরোধী দলের নেতা ও স্পিকারের আসনেও আছেন নারী। তবে সেই তুলনায় মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব কম—এক-দশমাংশ। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে প্রায় সব দলেরই অঙ্গীকার ছিল, ২০২১ সালের মধ্যে দলের সব স্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। কোনো দলই সেই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। স্থানীয় সরকার সংস্থায় এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য থাকলেও তাঁদের কাজের সুযোগ সীমিত। কেবল সংখ্যা দিয়ে যে নারীর ক্ষমতায়ন বিচার করা যায় না, তার প্রমাণ আমরা সংসদের ভেতরে ও বাইরে দেখতে পাচ্ছি। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদে সরাসরি ভোটে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্বের অঙ্গীকার ছিল, যা এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে।

নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে এক নম্বর হলে চলবে না। সামনে এগিয়ে থাকা আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। আইসল্যান্ড ৯০ স্কোর পেয়ে এক নম্বরে আছে। আমাদের স্কোর ৭২ দশমিক ২। সে ক্ষেত্রে খুব বেশি পিছিয়েও নেই।

শিক্ষাঙ্গনে নারী-পুরুষের সমতার মতো অন্যান্য সব ক্ষেত্রেও সেটি নিয়ে আসতে হবে। এখনো নানা অজুহাতে বহু শিক্ষিত নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা হয়। তিন দশক ধরে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী পদে নারী থাকলেও রাষ্ট্র ও সমাজের চরিত্রটি এখনো পুরুষতান্ত্রিক।

কেবল পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারত্বের মাধ্যমেই জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বাংলাদেশও আইসল্যান্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে।

সমকাল ২৪ জুন ২০২৩ । ১০ আষাঢ় ১৪৩০

শ্রমিকের 'মরণফাঁদ' সেপটিক ট্যাঙ্ক

বকুল আহমেদ

সচেতনতার অভাবে বাড়ছে প্রাণহানি

গত পাঁচ মাসে ১৮টি দুর্ঘটনায় আটজনের মৃত্যু

পেশাদার ব্যক্তি দিয়ে পরিষ্কার করার পরামর্শ

নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্কের সাটারিং খুলতে নামেন শ্রমিক মো. সামাদ। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে উদ্ধারে নামেন মধু মিয়া। ডাকাডাকি করে দু'জনের কারও সাড়া না পেয়ে ঠিকাদার নিজেই নেমে পড়েন। ভাগ্য ভালো, সেখানে উপস্থিত অন্যরা সময়মতো ঠিকাদারকে ওপরে ওঠাতে পেরেছেন। খবর পেয়ে গত ২৮ মে রাজধানীর উত্তরখানের ওই সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সামাদ ও মধুর লাশ উদ্ধার করেন। মর্মন্তুদ এ ঘটনার রেশ না কাটতেই পরের দিন কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের আটঘরা গ্রামে একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে নেমে মারা যান দিনমজুর মো. শাহজালাল (৫৮)। শ্রমিকের 'মরণফাঁদ' হয়ে ওঠা সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে প্রায়ই সামাদ-শাহজালালের মতো প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। এমনকি উন্মুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে প্রাণ গেছে অনেক শিশুর।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও গ্যাস ডিটেক্টর ছাড়া কারও সেপটিক ট্যাঙ্কে নামা উচিত নয়। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার অবশ্যই পেশাদার লোক দিয়ে করাতে হবে। তাহলে এ ধরনের মৃত্যুঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে।

গত ১৫ মার্চ আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানার সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে নেমে প্রাণ হারান তিনজন। ১৭ এপ্রিল মৌলভীবাজারের পশ্চিমজুড়ীতে নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্কের সাটারিং খুলতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে মারা যান দুই শ্রমিক। ১৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। গত ২১ এপ্রিল খুলনার খালিশপুরে চিত্রালী সুপার মার্কেটের নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে মারা যায় সাত বছরের শিশু আব্দুল্লাহ। পুরান ঢাকার চকবাজারে নিখোঁজের একদিন পর ১১ ফেব্রুয়ারি বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা হয় আরিয়ানের লাশ (৬)। পরে জানা যায়, খেলতে গিয়ে অসাবধানতায় সে নিচতলায় ঢাকনা খোলা সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে যায়।

সেপটিক ট্যাঙ্কে প্রায়ই প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কাছে সঠিক তথ্য নেই। তবে সংস্থাটি জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত দেশে এ ধরনের ১৮টি দুর্ঘটনায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। তবে প্রাণহানি যে আরও বেশি, তা উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকেই স্পষ্ট।

বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া বলেন, 'বদ্ধ ট্যাঙ্কে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই অক্সাইডসহ বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হতে পারে। অক্সিজেনের স্বল্পতাও থাকে। এজন্য ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই অক্সিজেনের অভাবে দ্রুত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারেন। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান পরিদর্শক শামসুল আলম বলেন, 'সিমেন্ট দিয়ে তৈরির কারণে আবদ্ধ নতুন সেপটিক ট্যাঙ্কে কার্বন-ডাই অক্সাইড জমা হতে থাকে। এ ছাড়া পানির ট্যাঙ্কেও বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়। কারণ ওয়াসার পানিতে জীবাণুনাশক হিসেবে মেশানো হয় ক্লোরিন গ্যাস। পানির ট্যাঙ্কের নিচে সেই গ্যাস জমতে থাকে। দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করলে মিথেন, অ্যামোনিয়া গ্যাস জমা হয়ে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। এজন্য সেপটিক ট্যাঙ্কে নামার সময় অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করা নিরাপদ। অক্সিজেন মাস্ক না থাকলে প্রচুর পাতাসহ গাছের ডাল কেটে দড়িতে বেঁধে নামালেও ভেতরের বিষাক্ত গ্যাস বের হওয়ার সুযোগ পায় এবং অক্সিজেন তৈরি হয়।'

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার বলেন, 'সেপটিক ট্যাঙ্কের সঙ্গে পাইপ দিয়ে গ্যাস বাইরে বের করার ব্যবস্থা রাখা দরকার। সতর্কতা হিসেবে বদ্ধ সেপটিক ট্যাঙ্কে নামার আগে কুপি, মোমবাতি বা হারিকেন জ্বালিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ভেতরে দিতে হবে। এগুলো জ্বলতে থাকলে বুঝতে হবে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি নেই, তখন নামলে কোনো অসুবিধা হবে না। বিষাক্ত গ্যাস থাকলে বাতি ধপ করে নিভে যাবে।

দুই শ্রমিকের প্রাণ গেল সেপটিক ট্যাঙ্কে

রংপুর অফিস

রংপুরে নির্মাণাধীন একটি ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে কাজ করার সময় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে নগরীর হাজিরহাট থানাধীন ছিট কেল্লাবন্দ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকরা হলেন– রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে হুমায়ুন আহমেদ (৩২) ও নগরীর বক্তিয়ারপুর এলাকার শামসুল হকের ছেলে লিটন মিয়া (২৪)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ছিট কেল্লাবন্দ এলাকার এনামুল হকের নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে ভেতরে প্রবেশ করেন রাজমিস্ত্রি হুমায়ুন আহমেদ। সেখানে জমে থাকে গ্যাসে তিনি অচেতন হয়ে পড়লে তাঁকে উদ্ধার করতে ট্যাঙ্কে নামেন আরেক শ্রমিক লিটন মিয়া। এ সময় দু'জনই অক্সিজেনস্বল্পতাসহ জমে থাকা গ্যাসে শ্বাসকষ্টে মারা যান।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহ উদ্ধার করেন। বাড়ির মালিক এনামুল হক জানান, প্রায় এক মাস আগে সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

বণিকবার্তা রোববার, জুন ২৫, ২০২৩

পোশাক শ্রমিকদের জন্য মডেল এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিকের গাইডলাইন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য কারখানায় মডেল এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিকের গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাইলট প্রকল্পে ৩০টি কারখানায় এই ক্লিনিক চালু করা হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্লিনিকের গাইডলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) উদ্যোগে এই ক্লিনিক কার্যক্রম শুরু করেছে। গাইডলাইন প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা করেছে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান সিমেড।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবীরসহ বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিইএফ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই), ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) প্রতিনিধিরা।

আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক শিল্পের কারখানায় 'মডেল এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা। এ খাতে জড়িত সব প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডার ও বিভিন্ন কারখানার নিয়োগকর্তাদের সহযোগিতায় একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এই হ্যান্ডবুক ও চেকলিস্ট। এর কার্যকারিতা নিশ্চিতের জন্য এরই মধ্যে ৩০টি রেডিমেড গার্মেন্ট কারখানায়, হ্যান্ডবুক ও চেকলিস্টের পাইলটিং করা হয়েছে।

ক্লিনিকে শ্রমিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত দিকটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা যাবে। এতে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্যসহ প্রাথমিক বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

DHAKA FRIDAY JUNE 23, 2023
ASHAR 9, 1430 BS
The Daily Star

'Robust growth in RMG not reflected in job creation'

STAR BUSINESS REPORT

The robust growth in garment export has not been reflected in employment creation in the sector, according to an expert.

Between 2008 and 2022, Bangladesh's garment exports grew from $10 billion to $42 billion. However, employment in the sector is almost stagnant around 3.5 million to 4 million.

"Automation and infusion of labour-saving technology is the reason for the stagnant employment in the sector," said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID).

> **"Automation and infusion of labour-saving technology is the reason for stagnant employment," said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of RAPID**

He was presenting a keynote at a technical dialogue on "National Employment Policy and Labour Market Employment Challenges in Bangladesh" jointly organised by the labour and employment ministry and International Labour Organization (ILO) at InterContinental Dhaka yesterday.

"One of the principal reasons for weak employment generation the manufacturing sector is being increasingly attributed to the use of more capital-intensive technologies and automation," said Razzaque.

This is coming about as the services and industry sectors' employment shares are not expanding proportionately with the GDP, he said.

Since 2010, the share of the industrial sector in the GDP increased by more than 10 percentage points to 36.9 per cent, but the share of employment fell by 1 percentage points to 17 per cent, her said in a presentation.

According to Labour Force Survey (LFS) 2017, workers employed in the industrial sector have fallen by 3.5 lakh (0.35 million) from 12.4 million to 12.05 million in 2022, read the presentation.

Meanwhile, the average real GDP output of the industrial sector grew by more than 9 per cent per annum. On an average, 65 per cent of industrial GDP output comes from manufacturing, it added.

Between LFS 2013 and 2017, manufacturing employment declined by 0.7 million. But the manufacturing GDP grew by Tk 648 billion (average growth of 9 per cent) during the same time, it read.

Provisional report of LFS 2022 did not report the share of employment of manufacturing sectors, it said.

His presentation was on "Labour Market Dynamics in Bangladesh and the National Employment Policy (NEP) 2022".

The NEP includes provisions for skills development of both domestic and migrant workers, establishment of labour market information system (LMIS), creation of national employment database, etc.

The policy identified 11 challenges to creating skilled manpower in Bangladesh, including inadequate sector-based training centres with modern technology, lack of education and language proficiency of workers, shortage of modern benefits, instruments and skilled trainers and weakness in operating and monitoring training institutes.

A lack of government and private initiatives to create a productive labour force and lack of sector-based modern training manuals and trainers are also key challenges.

Razzaque said the NEP 2022 was a welcome initiative as its objectives and "issues for consideration" were well-specified.

"However, its effective implementation will be most important," he said.

"It requires a concrete time-bound national action plan with clear and pragmatic goals. The NEP should be subject to regular periodical review/monitoring and evaluation mechanisms to assess progress and undertake any corrective measures," he added.

Begum Monnujan Sufian, state minister of labour and employment, said the Ministry of Labour and Employment, together with other ministries and stakeholders, would pursue evidence-based policy development and targeted interventions to create an enabling environment for decent employment opportunities.

"This initiative will be aligned with the employment policy developed last year. As part of its implementation, the Ministry of Labour and Employment is also exploring the establishment of an employment directorate to coordinate the employment agenda," she said.

Tuomo Poutiainen, country director for ILO Bangladesh, ensured ILO's support for the Bangladesh government to achieve the United Nations country status graduation and Vision 2041 by implementing a 4th decent work country programme.

"It is evident that jobs creation, social security, quality of employment and international trade are crucial to achieve the goals, but the national employment policy could be the pivotal tool to pushing employment agenda further in connection to achieve the country's vision," he said.

"Promoting the creation of full and productive employment has been an integral part of ILO's work in Bangladesh," he said.

সমকাল
২৪ জুন ২০২৩

সাংবাদিক নির্যাতনের মচ্ছব

সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম হত্যার রেশ না কাটিতেই দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের অন্তত দুইটা নূতন ঘটনা ঘটিল। বুধবার সমকালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, খুলনাভিত্তিক দৈনিক দেশ সংযোগ পত্রিকা অফিসে মঙ্গলবার এক দল সন্ত্রাসী বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র লইয়া হামলা এবং ব্যাপক ভাঙচুর করিয়াছে। হামলকারীরা পত্রিকাটির সম্পাদককে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়াছে। প্রতিবেদনমতে, জুয়া, মাদক এবং হোটেলে অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনাবিষয়ক সংবাদ প্রকাশের দায়ে এই ন্যক্কারজনক হামলা চালানো হইয়াছে। অপরদিকে বগুড়ায় ছিনতাইয়ে বাধা প্রদান করায় ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের এক সাংবাদিককে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা মঙ্গলবার মারধর করিয়াছে বলিয়া সমকাল অনলাইন জানাইয়াছে। মনে হইতেছে, দেশে যেন সাংবাদিক নির্যাতনের মচ্ছব লাগিয়াছে।

নাদিম হত্যাকারীরা ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাকর্মী হইলেও মঙ্গলবারের ঘটনাসমূহের হোতাদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায় নাই। তবে রাজনৈতিক আশীর্বাদ না থাকিলে নিছক ছিঁচকা সন্ত্রাসীদের পক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে এহেন হামলা পরিচালনা সম্ভবপর নহে– উহা বুঝিতে খুব একটা মাথা খাটাইবার প্রয়োজন নাই। গত কয়েক দশকে দেশের নানা স্থানে যে সকল সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে খুন বা নির্যাতনের শিকার হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অদ্যাবধি ন্যায়বিচার পান নাই। অপরাধীরা রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট বলিয়াই দেশে বিচারহীনতার এহেন সংস্কৃতি বিরাজ করিতেছে। ফলে একদিকে সাংবাদিকের খুনি বা নির্যাতনকারীরা অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে সাহস পাইতেছে, অন্যদিকে সাংবাদিকতা পেশাটি দিন দিন বিপৎসংকুল হইতেছে। সংবাদমাধ্যম এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের সংবিধানস্বীকৃত নাগরিক অধিকার। গণতন্ত্রের এই অপরিহার্য অঙ্গ রক্ষা করিবার দায় সরকারের। আশার কথা, নাদিম হত্যাকারী অনেকের হাতেই লোহার বেড়ি পরানো সম্ভব হইয়াছে। আমরা দেখিতে চাই, মঙ্গলবারের সাংবাদিক নির্যাতনকারীরাও দ্রুত গ্রেপ্তার হইবে। শুধু উহাই নহে, যথাযথ তদন্তপূর্বক দোষীদের বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত এবং নির্যাতন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসন তৎপর হইবে।

শোভন কাজ

NEW AGE FRIDAY, JUNE 23, 2023,

Women's participation in urban workforce drops

An economist terms the situation defeminisation

Staff Correspondent

PARTICIPATION of women in the labour force in the country's urban areas decreased by 7.6 percentage points to 23.58 per cent in 2022 compared with that of 31 per cent in 2017, according a study.

Research and Policy Integration for Development chairman Mohammad Abdur Razzaque revealed the finding in a presentation at a dialogue at the Hotel Intercontinental in the capital Dhaka on Thursday.

The study also showed that despite having robust growth in readymade garment exports, the employment in the sector did not increase in the past one decade.

Between 2008 and 2022, Bangladesh's garment exports grew from $10 billion to about $43 billion, but employment in the sector remained stagnant at about 3.5 million to 4 million, Razzaque said.

Terming the situation defeminisation, he said that automation might be one of the key reasons for decreasing female participation in the labour force.

'There is a perception in society that male workers are more proficient than female ones in adopting the latest technology,' he said.

Citing a study by the Ethical Trading Initiative, he said that the share of women garment workers declined to 53.56 per cent in 2021 compared with that of 80 per cent in the 1980s.

Razzaque made the presentation at a technical dialogue on 'national employment policy and labour market employment challenges in Bangladesh', organised by the labour ministry and the International Labour Organisation.

A file photo shows female workers collecting spools of yarn at a textile mill on the outskirts of Dhaka. Participation of women in the labour force in the country's urban areas decreased by 7.6 percentage points to 23.58 per cent in 2022 compared with that of 31 per cent in 2017, according a study. — New Age photo

According to the presentation, employment in the country's industrial sectors fell by 3.4 percentage points to 17 per cent in 2022 compared with that of 20.4 per cent in 2017.

Although the contribution of the industrial sector to the gross domestic product increased to 36.9 per cent from 32.5 per cent in the period, the country's manufacturing sector failed to generate employment, the economist said.

The presentation showed that the share of agricultural sector to the GDP fell to 11.6 per cent in 2022 from 14.1 per cent in 2017, but the share of employment in the sector increased by 4.6 percentage points to 45.3 per cent from 40.6 per cent in the period.

'Employment in the industrial sector fell absolutely by 0.35 million to 12.05 million in 2022 compared with that of 12.4 million in 2017 while the average real GDP output of the industrial sector grew by more than 9 per cent a year in the period,' Razzaque said.

Citing the labour force survey 2022 data, he said that the labour force increased by 10 million between 2017 to 2022 while the number of unemployed went down slightly from 2.7 million to 2.6 million.

He emphasised the appropriate implementation of the employment policy that needs to build the institutional capacity of the labour ministry, focusing on the social protection of the workers in the informal economy, analysing demand-supply gap of high potential sectors for employment and counting underemployment as crucial as unemployment.

State minister for labour Begum Monnujan Sufian said that her ministry together with other ministries and stakeholders would pursue evidence-based policy development and targeted interventions to create an enabling environment for decent employment opportunities.

Tuomo Poutiainen, country director for ILO Bangladesh, said that it was evident that jobs creation, social security, quality of employment and international trade were crucial to achieve the goals of graduation, but the National Employment Policy could be the pivotal tool to pushing employment agenda further in connection to achieve the country's vision.

Sher Singh Verick, chief of employment, labour market and youth branch of the ILO, Sharifa Khan, secretary of the Economic Relations Division, Md Kawser Ahmed, member of the General Economics Division, and Ehsan-e-Elahi, labour secretary, among others, were also present in the programme.

প্রথম আলো • রোববার, ২৫ জুন ২০২৩,

মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে তাপ

রামরুর প্রতিবেদন

প্রতি দুজন প্রবাসী কর্মীর মধ্যে একজনের মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

- মৃত্যুর কারণ জানতে স্বাধীন তদন্ত কমিশন করতে হবে।
- তাপ থেকে সুরক্ষার জন্য আইনি সুরক্ষা দিতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বড় অংশ কাজ করে অবকাঠামো নির্মাণ খাতে। দিনের বেলায় প্রচণ্ড তাপের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। এতে তাপজনিত নানা রোগে শুধু কিডনি নয়, মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব দেশে তাপ আরও বাড়ছে। এতে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে অতিরিক্ত তাপ।

'প্রাণঘাতী তাপ : উপসাগরীয় অঞ্চলে অভিবাসী কর্মীদের ওপর চরম তাপমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রামরু এবং অভিবাসন ও উন্নয়নবিষয়ক বাংলাদেশ সংসদীয় ককাস যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উপসাগরীয় অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য) ৬টি দেশে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বছরে ১০ হাজার প্রবাসী মারা যান। তাঁদের প্রতি দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যুর কোনো অন্তর্নিহিত কারণ কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাকৃতিক কারণ বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হিসেবে মৃত্যুসনদ দেওয়া হয়। বিপজ্জনক ঝুঁকি সত্ত্বেও কর্মীদের ওপর তাপের প্রভাব সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। তাপসংক্রান্ত কারণে প্রাণহানি বা কোনো মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের কোনো নিবন্ধন নেই।

সংসদীয় ককাসের সদস্য ও সংসদ সদস্য খোদেজা নাসরিন আক্তার বলেন, অধিকাংশ কর্মী বিদেশে যান দালালের মাধ্যমে। গিয়ে তাঁরা আর কোনো সহযোগিতা পান না। মধ্যপ্রাচ্যের অসহনীয় গরমে স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে প্রবাসীরা জীবন যাপন করছেন। তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দূতাবাস এ ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে।

প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন রামরুর নির্বাহী পরিচালক সি আর আবরার। শুরুতে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে বড় বিষয়। এতে অভিবাসী শ্রমিকেরা বড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তাঁদের চিকিৎসাসুবিধা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়নি।

রামরুর প্রতিবেদন বলছে, চরম তাপ ও সূর্যালোকে দীর্ঘ সময় কাজ দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, যার জন্য আজীবন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ফলে অকালমৃত্যু ও অক্ষমতা হয়। দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি শরীরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে এবং শ্বাসতন্ত্র ও হৃদ্‌রোগ, বহুমূত্র রোগ, কিডনি রোগের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। কুয়েতের একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গ্রীষ্মের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি গড়ে ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

> **অধিকাংশ কর্মী বিদেশে যান দালালের মাধ্যমে। গিয়ে তাঁরা আর কোনো সহযোগিতা পান না।**
>
> **খোদেজা নাসরিন আক্তার**, সংসদীয় ককাসের সদস্য ও সংসদ সদস্য

সৌদি আরবে চিকিৎসক হিসেবে ৩৩ বছর কাজ করেছেন মো. মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই মানুষ মারা যান। এটা মৃত্যুর কারণ নয়। এর পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই কারণ এখানে বলা হচ্ছে না। অথচ সৌদি আরবে মৃত্যুসনদের জন্য হাসপাতালের ফরমে সব ধরনের তথ্য দেওয়া থাকে। সব কারণ বলা থাকে। এ কারণ জানার অধিকার সবার আছে। তাই দূতাবাসের উচিত এটা পরিষ্কার করে জানানো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসক দিলদার হোসেন বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে পানির দাম বেশি। কর্মীরা পানি কম খান। আবার কাজের চাপে হয়তো সময়ও পান না। কিন্তু প্রচুর ঘাম হয়। এতে শরীরে পানির ঘাটতি তৈরি হয়। কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। আবার নিয়মিত প্রস্রাব না করায় সংক্রমণ হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চল দীর্ঘ সময় ধরে উত্তপ্ত থাকে। বছরে ১০০ থেকে ১৫০ দিনের জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলে কুয়েত, বাহরাইন ও সৌদি আরবের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৮০ দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন অনুষ্ঠানে বলেন, নারী কর্মীরা মানসিক চাপ নিয়েই যান। তাঁদের কর্মস্থলে থাকার জায়গা ভালো নয়। পুষ্টিকর খাবার পান না। প্রবাসে মৃত্যুর যথাযথ কারণ জানা যায় না, দূতাবাস সহায়তা করে না বলে।

কর্মীদের আবাসন, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে রামরুর প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, লাখো প্রবাসী কর্মী মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন, তাই তাঁদের সুরক্ষায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হতে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন ও আইনগতভাবে তাপ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।

প্রথম আলো • রোববার, ২৫ জুন ২০২৩,

পোশাকশিল্পে অর্ধেকের বেশি কারখানা এখনো বোনাস দেয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামী বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আজহা। তবে গতকাল শনিবার পর্যন্ত অর্ধেকের বেশি তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানা শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেয়নি। আর চলতি মাসের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করেছে মাত্র আড়াই শতাংশ কারখানা। তৈরি পোশাকের বাইরে অন্যান্য শিল্পকারখানায় বেতন-বোনাস দেওয়ার হার আরও কম।

শিল্প পুলিশের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এমন চিত্রই উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, পোশাকসহ অন্যান্য শিল্প খাতের বহু কারখানার গত মে মাসের বেতনও এখন পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে। মোট ৩৩৭টি কারখানা এখনো গত মাসের বেতন দেয়নি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র কারখানা ১২৮টি।

আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটের ৯ হাজার ৯১৫টি শিল্পকারখানা তদারকি করে শিল্প পুলিশ। এসব কারখানার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬৩ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ৬ হাজার ৯০টি কারখানা ঈদ বোনাস দেয়নি, ৯ হাজার ৫১৫ কারখানা চলতি মাসের অর্ধেক বেতন দেয়নি। তার মানে, মাত্র ৩ দশমিক ২৩ শতাংশ বা ৩২০টি বেতন পরিশোধ করেছে।

এই আট এলাকায় তৈরি পোশাক ও বস্ত্র কারখানা আছে অন্তত ২ হাজার ৬৬৬টি। তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ১ হাজার ২৩৯টি কারখানা বোনাস পরিশোধ করেছে। এ ছাড়া ৬৬ কারখানা চলতি মাসের অর্ধেক বেতন দিয়েছে।

বেতন-ভাতা পরিশোধের হার এখনো কম কেন, জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহীদউল্লাহ আজিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারখানাগুলো শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে শুরু করেছে। ২-৩ দিনের মধ্যেই অধিকাংশ কারখানা বেতন-ভাতা পরিশোধ করে ছুটি দিয়ে দেবে। আমরা অন্যান্য সময়ের মতো এবারও তদারকি করছি।' তিনি আরও বলেন, ৩-৪টি কারখানার বেতন-বাতা পরিশোধ নিয়ে কিছুটা ঝুঁকি আছে। সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানতে চাইলে শ্রমিকনেতা সিরাজুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, বোনাস দেওয়া শুরু হয়েছে। কমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলো মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বোনাস দিচ্ছে। আর সাবকন্ট্রাকটিং কারখানা দিচ্ছে মূল বেতনের অর্ধেকের কাছাকাছি। এবার ক্রয়াদেশ কম থাকায় অনেক কারখানায় বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা আছে। কয়েকটি কারখানা ঈদের আগে কিছু শ্রমিক ছাঁটাইও করেছে।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রম ভবনে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৭৫তম এবং আরএমজি টিসিসির ১৫তম সভা শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান ঘোষণা দেন, পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটির আগেই শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দিতে হবে। আর চলতি জুন মাসের অর্ধেক বা ১৫ দিনের বেতনও পরিশোধ করতে হবে। কোনো মালিকের সক্ষমতা থাকলে পূর্ণ মাসের বেতন দিতে পারবেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১১ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Sunday 25 June 2023

অতিরিক্ত তাপমাত্রা

মধ্যপ্রাচ্যে বাড়ছে প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুঝুঁকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দিনের বেলায় প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। ওই শ্রমিকদের বড় অংশ অবকাঠামো নির্মাণ খাতে কাজ করার ফলে, তাপজনিত নানা রোগে শুধু কিডনি নয়, মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব দেশে তাপ আরও বাড়ছে। অতিরিক্ত তাপে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের মৃত্যুঝুঁকি বাড়ছে অতিরিক্ত তাপ।

ছয়টি উপসাগরীয় সহায়তা পরিষদের (জিসিসি) দেশগুলোর কোনটিরই এমন আইন নেই, যা কঠিন আবহাওয়াতে কর্মীদের জন্য তৈরি এই ঝুঁকি কমাতে পারে। প্রতিটি দেশ গ্রীষ্মকালীন কাজের সময় একটি নিষেধাজ্ঞা দেয়, যা গ্রীষ্মকালে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে আরোপ করা হয়। বছরের বাকি সময়গুলোতে ধারাবাহিক কর্মঘণ্টার জন্য বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা থাকে।

গতকাল রামরু প্রকাশিত 'প্রাণঘাতী তাপ : উপসাগরীয় অঞ্চলে অভিবাসী কর্মীদের ওপর চরম তাপমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। কর্মশালায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. দিলদার হোসেন বাদল, ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. মো. মনিরুল ইসলাম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেনসহ অভিবাসন খাতে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় রামরুর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সি আর আবরার জানান, আমরা এই গবেষণায় দেখিয়েছি, কীভাবে চরম তাপমাত্রা ও উপসাগরীয় দেশগুলোর অগ্রহণযোগ্য শ্রম পরিবেশ একত্রিত হয়ে অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্যে বিধ্বংসী পরিণতি ঘটায়। আমরা দেখেছি, চরম তাপ ও সূর্যের আলোতে দীর্ঘসময় কাজ করা দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে ধাবিত করে। এর জন্য আজীবন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তীব্র স্বাস্থ্যঝুঁকি, বিভিন্ন রোগ এবং অন্যান্য নেতিবাচক স্বাস্থ্যের কারণ হিসেবে তাপের সম্ভাব্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্যাগুলো কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সাধারণভাবে অনুপস্থিত। বলা যায়, কোনও তথ্যই নেই। অভিবাসী কর্মীদের ওপর তাপের প্রভাব নিয়ে কোনও তথ্য এবং তাদের মৃত্যুর জন্য প্রাণঘাতী কারণ তাপ এমন কোনও নথিভুক্ত তথ্য বা রেকর্ড নেই বললেই চলে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিইউএইচও) মতে, অত্যধিক তাপ ও সূর্যালোকের সংস্পর্শ সব মানুষের জন্য বিরাট শারীরবৃত্তীয় প্রভাব ফেলে এবং প্রায়ই বিদ্যমান স্বাস্থ্যের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অকাল মৃত্যু এবং অক্ষমতা বাড়ে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি শরীরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে এবং শ্বাসযন্ত্র ও কার্ডিওভাসকুলার রোগ,

মধ্যপ্রাচ্যে বাড়ছে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ডায়াবেটিস এবং কিডনি রোগের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। গড় তাপমাত্রার চেয়ে বেশি গরমের সংস্পর্শে আসার কারণে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

এছাড়া উপসাগরীয় দেশগুলোতে বৈশ্বিক উষ্ণতা এক দশমিক ৫ ডিগ্রিতে থাকলেও চরম উষ্ণ দিনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা ৩ ডিগ্রিতে পৌঁছলে সম্ভাব্য বিপর্যয়কর অবস্থা হতে পারে।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে উচ্চতাপ অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে ইঙ্গিত করার প্রমাণ ইতোমধ্যে রয়েছে।

কুয়েতে অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, অ-কুয়েতি ব্যক্তিদের গরম তাপমাত্রার কারণে মৃত্যুর আপেক্ষিক ঝুঁকি বেশি। কাজের মধ্যে অ-কুয়েতি পুরুষদের চরম গরমের দিনে মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ বেড়ে যায়। মেডিকেল জার্নাল কার্ডিওলজিতে ২০১৯-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা কাতারে নেপালি অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে উচ্চতাপ সংক্রান্ত অসুস্থতা এবং কার্ডিয়াক মৃত্যুহারের সঙ্গে মাসিক গড় তাপমাত্রার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ খুঁজে পেয়েছে।

সি আর আবরার জানান, প্রায়ই অবমাননাকর পরিস্থিতিতে বেশি পরিশ্রমের কাজ এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের চরম উত্তাপের বিপজ্জনক ঝুঁকি সত্ত্বেও অভিবাসী কর্মীদের ওপর তাপের প্রভাব সম্পর্কে প্রায় কোনও তথ্য নেই এবং অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যেরও কোনও নিবন্ধন নেই। এই দেশগুলোতে তাপ সংক্রান্ত কারণে প্রাণহানি বা কোনও মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে তাপকে দায়ী করা হয়নি। তাপজনিত মৃত্যুর কোনও তথ্যের অভাব উপসাগরীয় দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর তদন্ত ও সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটায়।

প্রথম ভাইটাল সাইনস রিপোর্টে দেখা গেছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বার্ষিক প্রায় ১০ হাজার অভিবাসী কর্মীর মৃত্যুর মধ্যে প্রতি দুই জনের মধ্যে একজনের বেশি মৃত্যুর কোনও অন্তর্নিহিত কারণ কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনও আনুষ্ঠানিক শর্তাবলির উল্লেখ ছাড়াই তা নিবন্ধিত।

কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাপের প্রভাবে কীভাবে দীর্ঘস্থায়ী ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় কর্মীরা তা নিয়ে বিষদ আলোচনা করেন। এ সময় কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ২৫ জুন ২০২৩।

সেতু নির্মাণে ১১ বাংলাদেশি শ্রমিক মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২০১৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা ৪০। গাইডিং ফ্রেমের যন্ত্রাংশ নামানোর সময় যন্ত্রাংশের স্তূপ ভেঙে পড়ে গুরুতর আহত হন শ্রমিক মো. সোহেল (২৮)। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জের নুনিয়াপাড়া গ্রামের আবুল হাসেমের ছেলে সোহেল পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজে প্রথম নিহত শ্রমিক।

পদ্মা সেতু প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা সেতু নির্মাণের সময় ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সোহেলসহ বাংলাদেশি মোট ১১ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন ঠিকাদারের অধীনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের পরিবারকে ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তবে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিহতদের পরিবারগুলোর অতৃপ্তি আছে।

নিহতদের মধ্যে ১০ জনের নাম-পরিচয় পাওয়া গেছে। সোহেল ছাড়া অন্যরা হলেন লক্ষ্মীপুরের রামগতির বিবিরহাটের চরঘাশীর বাসিন্দা আজমির হোসেন নিপুল (২৫), মো. ফিরোজ হাওলাদার (৪২), রফিকুল, স্বপন মণ্ডল (৩২), মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ের কুমারভোগের জব্বার মাতবরের ছেলে মো. জহিরুল ইসলাম (২৪), মো. ফিরোজ হাওলাদার (৪২), শ্রী মদন চন্দ্র বর্মণ, হারুন কাজী ও সোহান (২৩)।

২০১৬ সালের ৩ নভেম্বর মাওয়ায় বাচিং প্লান্টের কাছে নির্মাণ ইয়ার্ড সাইটে একটি এয়ারকন্ডিশনার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে গিয়ে বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আজমির হোসেন নিপুলের।

২০১৭ সালের ১৬ মার্চ ৩৭ নম্বর পিলারে কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক ফোরম্যান মো. ফিরোজ হাওলাদার মারা যান। ২০ জুলাই সকাল ১১টায় মাওয়া ওয়ার্কশপে ওয়েল্ডিং মেশিনের শর্টসার্কিট দুর্ঘটনায় রফিকুলের মৃত্যু হয়। ২৭ নভেম্বর মাওয়া ওয়ার্কিং সাইটে পে লোডারের নিচে কাজ করার সময় স্বপন মণ্ডলের মৃত্যু হয়।

একই বছরের ১৪ ডিসেম্বর জাজিরা জেটিতে মিক্সিং ট্রাক থেকে বার্জে কংক্রিট দেওয়ার সময় কংক্রিট মেশানো ট্রাকচালক মো. জহিরুল ইসলাম নদীতে পড়ে মারা যান।

২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি মাওয়া পাইল লোডিং জেটিতে পাইলের লিফটিং ট্যাগলাইন অপসারণ করার সময় পা পিছলে পড়ে যান শ্রী মদন চন্দ্র বর্মণ। পরদিন সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ওই বছরের ৫ মার্চ সন্ধ্যা ৬টার দিকে ট্রাক্টরের চাপায় এক শ্রমিক নিহত হন।

বণিক বার্তা রোববার, জুন ২৫, ২০২৩

সেমিনারে বক্তারা

শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়নে দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

টেকসই উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্পের পাশাপাশি জনজীবনে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন জরুরি। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সুপার প্রজেক্ট কনসোর্টিয়াম যৌথভাবে আয়োজিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়ামে এ কথা বলেন বক্তারা।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম সিম্পোজিয়ামে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন। এছাড়া এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে প্রায় ৪০০ স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যারা যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও ড্রিলের ওপর অধিক হারে মনোনিবেশ করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের (পিইওসি) ওয়েবসাইটটি দুর্যোগবিষয়ক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

অনুষ্ঠানে মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত ও বসতবাড়ি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফায়ার ড্রিল বাস্তবায়ন এবং বিশেষ করে ঢাকা শহরে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ প্রতিরোধে বিদ্যুৎ, পানিসহ অন্যান্য সেবা সংযোগের ম্যাপিং খুবই জরুরি। এছাড়া বেসরকারি খাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গ্রহণকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বল্প সুদে ঋণ দানসহ প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া নিরাপদ ভবন নির্মাণ নিশ্চিতকল্পে বিল্ডিং কোড অনুসরণের আহ্বান জানান।

এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উচ্চঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ, তাই শুধু ঢাকাতেই নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি।

সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার বলেন, শিল্প খাত আমাদের অর্থনীতির প্রাণ, তাই অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্পের পাশাপাশি জনজীবনে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

অনুষ্ঠানে 'প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের (পিইওসি) ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয়, যেখানে দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের তথ্যাদি এবং অগ্নিনির্বাপণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রাপ্তির বিভিন্ন তথ্য সমন্বিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিসিসিআই, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, ইউনাইটেড পারপাস এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন যৌথভাবে সুপার প্রজেক্টে কনসোর্টিয়াম বাস্তবায়ন করছে, যার সহায়তায় রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিভিল প্রটেকশন অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ান এইড।

NEW AGE

SATURDAY, JUNE 24, 2023

Healthcare for tannery workers demanded

Staff Correspondent

TRADE unionists and labour rights activists on Friday called for taking necessary steps to ensure proper healthcare for tannery workers in the interest of the country's economy.

Tannery Workers Union, with the support of the Solidarity Centre-Bangladesh office, made the demand from a health camp at Tannery Industrial Estate of Hemayetpur in Savar.

Medicine specialists and dermatologists provided advice to at least 200 workers in the daylong health camp, said a press release.

Bangladesh Tanners Association general secretary Md Sakhawat Ullah inaugurated the health camp as chief guest.

Tannery Workers Union president Abul Kalam Azad presided over the opening ceremony, while advocate Salim Ahsan Khan, senior legal counsellor of the Solidarity Centre-Bangladesh office, was a special guest.

Sakhawat Ullah called for establishing a full-fledged hospital in Tannery Industrial Estate.

'Tannery owners should prioritise workers' health and tie up local medical centres to provide healthcare to the workers,' he said.

He also said that in addition to health camps, safety awareness programmes like safety fairs should be organised in the estate.

Salim Ahsan Khan said that boards inscribed with awareness-raising messages related to chemical risks should be mounted on the premises of all factories.

Tannery Workers Union president Abul Kalam Azad spoke, among others, while general secretary Abdul Maleque moderated the event.

Sher-e-Bangla Agricultural University vice-chancellor Alok Kumar Paul distributes certificates of the three-day pedagogy training for the teachers of Animal Science and Veterinary Faculty in the seminar room of the faculty in Dhaka on Thursday. — Press release

শোভন কাজ

NEW AGE SUNDAY, JUNE 25, 2023,

Gulf states urged to protect migrant workers from heat

Staff Correspondent

MIGRANT workers' rights activists on Saturday urged the Gulf states to step up their efforts to protect millions of migrant workers from deadly heat exposure.

They observed that migrant workers across the Gulf region risked suffering from heat-related illnesses and injuries like cumulative stress, respiratory and cardiovascular diseases, diabetes and kidney diseases.

The observation came at a discussion about the launching of a study report on migrants' health risks in the destination countries in the wake of growing temperature.

The Refugee and Migratory Movements Research Unit and the Parliamentarians' Caucus on Migration and Development hosted the discussion.

The research organisation – Vital Signs – carried out the survey on the migrant workers from Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, India and the Philippines.

Vital Signs researchers of Harvard TH Chan School of Public Health and Foundation for Climate Research analysed the Gulf climate data, drawing on the latest state-of-the-art climate change projection models.

According to the report, roughly 10,000 people from South and Southeast Asia die in the Gulf countries every year.

The study conducted between February 2022 and June 2023 finds that approximately 30 million migrants are working in the Gulf countries which are 52 per cent of their total population.

In Abu Dhabi, the number of days where air temperature exceeds 40°C will increase by 51 per cent by the middle of the century if global temperature goes up by 1.5°C and by 98 per cent by the end of the century if the temperature rises by 3°C.

Kuwait, Bahrain and Saudi Arabia will see a 3°C increase in 180 of 365 days where temperature will exceed 40°C by the end of the century.

Presenting the research findings RMMRU executive director CR Abrar said that an extreme and rising temperature in the Gulf was detrimental to migrant workers' health.

'Migrants have a huge economic contribution to the development of the countries where they are working, and so the countries must commit to protect their health,' he added.

The activists maintained that a huge number of migrant workers from Bangladesh were deprived of proper healthcare in the middle-eastern countries.

Nephrologist Md Dilder Hossain Badal in Dhaka Medical College Hospital said that relatives of many migrant workers approached him to get prescriptions for their family members residing in Gulf countries as workers since healthcare for them was not ensured there.

He found that migrant workers suffered from kidney stone-related problems, urine infection and constipation in the Gulf countries, but were hardly getting any healthcare.

'Family members send drugs from Bangladesh on the basis of prescription. It is difficult to treat patients without diagnosis. So healthcare in the destination countries must be ensured,' he said.

Md Monirul Islam, a physician who was in the Kingdom of Saudi Arabia for over three decades, said that healthcare for migrants became challenging because of their low-paid insurance that did not cover cost for most illnesses.

'Such health insurance only covers emergency healthcare,' he added.

Rights activists also demanded to reduce working hours in hot weather as well as proper healthcare for affected workers.

Supreme Court lawyer Farida Yeasmin said that Bangladesh must mention healthcare during agreement with those countries receiving labour from Bangladesh.

'Employers must set working hours based on the working environment,' she pointed out.

The Parliamentary Caucus members, Khodeza Nasreen and Akhter Hossain, among others, spoke at the discussion.

যুগান্তর সোমবার ২৬ জুন ২০২৩

শিল্প পুলিশের তথ্য

৪৫৯৩ কারখানায় বোনাস হয়নি

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঈদের আর দুই দিন বাকি। কিন্তু এখনো ৪ হাজার ৫৯৩ কারখানা শ্রমিকদের বোনাস দেয়নি। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী চলতি মাসের ১৫ দিনের বেতন দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত থাকলেও ৯০ শতাংশ কারখানা বেতন দেয়নি। এমনকি মে মাসের বেতন বাকি আছে ৩০৩ কারখানার। শিল্প পুলিশের দেওয়া তথ্যে কারখানা শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের এ তথ্য পাওয়া গেছে। অবশ্য উদ্যোক্তারা বলছেন, সরকারি সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঈদের আগে সব কারখানায় বোনাস দেওয়া। মালিকরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বোনাস পরিশোধ করবেন। এখনো আরও দুই দিন বাকি আছে। আজকের মধ্যে দেশের বেশির ভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হবে।

শ্রম ভবনে ৬ জুন সরকার, কারখানা মালিক ও শ্রমিক নেতাদের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান পোশাক শ্রমিকদের জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের বেতন এবং বোনাস ঈদের ছুটির আগে দিতে কারখানার মালিকদের নির্দেশ দেন। বৈঠকে মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, 'ঈদ যেহেতু মাসের শেষে, মালিকদের উচিত শ্রমিকদের প্রথম ১৫ দিনের বেতন ও ঈদের বোনাস দেওয়া। মালিকরা সক্ষম হলে পুরো মাসের বেতনও দিতে পারেন; কিন্তু সেটা বাধ্যতামূলক নয়।' এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, ঈদযাত্রায় সুবিধা দিতে সবদিক বিবেচনায় নিয়ে কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে ঈদের ছুটির বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

শিল্প পুলিশের তথ্য বলছে, সারা দেশে শিল্প পুলিশের ৮টি অঞ্চলের মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ-এর তৈরি পোশাকসহ অন্য শিল্পকারখানা আছে ৯ হাজার ৯১৫টি। এর মধ্যে রোববার পর্যন্ত বোনাস হয়নি ৪ হাজার ৫৯৩টি কারখানায়। বিজিএমইএভুক্ত ১ হাজার ৬২৪টি কারখানার মধ্যে বোনাস দিয়েছে ৯৬৩টি (প্রায় ৫৯ শতাংশ), বিকেএমইএভুক্ত ৬৯৯টি কারখানার মধ্যে বোনাস দিয়েছে ৪১৭টি (প্রায় ৬০ শতাংশ) এবং বিটিএমএ-এর ৩৫৯টির মধ্যে বোনাস দিয়েছে ২০৬টি কারখানা (প্রায় ৫৭ শতাংশ)।

বিকেএমইএ-এর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আমাদের অধিকাংশ কারখানায় মের বেতন দেওয়া হয়ে গেছে। এখন বোনাস দেওয়া চলছে। কিছু কারখানায় বোনাস দিতে সমস্যা হতে পারে। মালিকদের বলা হয়েছে এ ধরনের সমস্যা থাকলে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে। তিনি বলেন, আমরা এখনো প্রণোদনার টাকা পাইনি। গত তিন মাসে রপ্তানির প্রণোদনা বাবদ ৩ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে আটকে ছিল। এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পেয়েছেন পোশাক মালিকরা। বাকি ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা পেতে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা ছাড় হলেও শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া সহজ হতো। তবে কষ্টে থাকলেও পোশাক মালিকরা বেতন-বোনাস দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিজিএমইএ অবশ্য দাবি করেছে, রোববার পর্যন্ত প্রায় ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ মে মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে। ৭০ শতাংশ কারখানা ঈদ বোনাস দিয়েছে। ছুটির আগে বাকি সব কারখানা বোনাস পরিশোধের জন্যও কাজ করছে।

বিজিএমইএ-এর সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে রপ্তানি আয় কম হওয়ায় পোশাক মালিকরা চরম আর্থিক সংকটে আছেন। এ কারণে বোনাস পরিশোধে কিছুটা দেরি হচ্ছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ৪টি দল গঠন করা হয়েছে। ঈদের আগে সব কারখানায় বোনাস দেওয়া হবে।

শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তার বলেন, বোনাস নিয়ে অসন্তোষের আশঙ্কা এবার খুবই কম। গুটিকয়েক ছোট কারখানা এবং সাব-কন্টাক্টে কাজ করে—এমন কারখানায় কিছুটা সমস্যা হতে পারে। ২ দিনের মধ্যে সব কারখানায় বোনাস হয়ে যাবে। জুনের অর্ধেক বেতনের বিষয়ে কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

সমকাল • রোববার। ২৫ জুন ২০২৩

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বললেন

কর্মসংস্থান তৈরি করবে জয় সেট সেন্টার

■ বগুড়া ব্যুরো

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের স্মার্ট কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে জয় সেট সেন্টার। এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরে বসে এলাকার তরুণ-তরুণীরা লাখ লাখ টাকা আয় করতে পারবে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি সেখানে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্পের আওতায় স্মার্ট সার্ভিস, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার জয় সেট সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের বার্তা জনগণের মাঝে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই জনগণ আবারও নৌকায় ভোট দেবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া-৬ আসনের সংসদ সদস্য রাগেবুল আহসান রিপু, বগুড়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম রেজাউল করিম তানসেন, জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিলুফা ইয়াছমিন, পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, উপজেলা চেয়ারম্যান রেজাউল আশরাফ জিন্নাহ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিফা নুসরাত, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রায়হানুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আনোয়ার হোসেন রানা, সাধারণ সম্পাদক মেয়র আনিছুর রহমান প্রমুখ।

এ ছাড়া মন্ত্রী বগুড়া শহরের টিটু মিলনায়তনে স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলার উদ্বোধন করেন। দেশের প্রথম সারির ১৩টিরও অধিক আইসিটি কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। মেলায় আগ্রহী চাকরি প্রার্থীরা আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে কর্মী বাছাই ও নিয়োগ দেবে।

সংবাদ
Dhaka : Sunday 25 June 2023

কালীগঞ্জে মাদক দিয়ে হোটেল শ্রমিককে ফাঁসানোর অভিযোগ, অর্থ বাণিজ্য

সাবজাল হোসেন, কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে মাদক না পেয়েও ঘুমন্ত আলমগীর হোসেন নামের এক হোটেল শ্রমিককে ফাঁসানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এ সময় নগদ ৭৪ হাজার টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসহায় হোটেল শ্রমিক আলমগীর হোসেন শহরের নিমতলা বাসস্ট্যান্ডের থ্রি-স্টার হোটেলে কাজ করে। সে উপজেলার সোনালীডাঙ্গা এলাকার গোলাম নবীর ছেলে।

জানা গেছে, গত বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের একটি দল কালীগঞ্জ উপজেলার মধুগঞ্জ বাজারের ঢাকালে পাড়া এলাকায় জুয়েল রানার বাড়িতে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা ধরে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের নেতৃত্ব দেন ঝিনাইদহ মাদক নিয়ন্ত্রণ অফিসের উপপরিদর্শক আলতাফ হোসেন।

জুয়েল রানার ঘরের মধ্যে রাখা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের কর্মকর্তারা ঘরের মধ্যে বিভিন্ন আসবাবপত্র, ড্রয়ার তল্লাশি করছেন। এ সময় জুয়েল রানা ও আলমগীর হোসেনকে হ্যান্ডকাপ লাগানো দেখা গেছে। তবে মামলায় শুধুমাত্র আলমগীর হোসেনকে আসামি করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা যাওয়ার আগে জুয়েল রানার শয়ন কক্ষের সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে রেখে যায়।

...লার এজাহারে মাদকদ্রব্য ...অধিদপ্তর ঝিনাইদহ কার্যালয়ের উপপরিদর্শক আলতাফ হোসেন উল্লেখ করেন, শহরের ঢাকালেপাড়া এলাকায় উজ্জল দাসের বাড়ির সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা আসামি আলমগীর হোসেনকে দুপুর ১টার দিকে ঘেরাও পূর্বক আটক করি। এ সময় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তার দেহ তল্লাশি করে ১৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করি।

তল্লাশি ঘরের মধ্যে, আটক দেখানো হলো রাস্তার উপরে

মামলার ১নং সাক্ষী আসাদুল জামান বাবু জানান, ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে তিনি ৬৮ হাজার টাকা প্রদান করেছেন।

তবে ২নং সাক্ষী উপজেলার দেবরাজপুর গ্রামের অধির দাসের ছেলে বিকাশ দাস জানান, তিনি পৌরসভায় কাজ করেন। ওই দিন তিনি দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। একটা লোক এসে তাকে ডাক দেয়। তাকে জোরপূর্বক জুয়েলের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাগজে সাক্ষর করতে বলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। কাকে আটক করেছে সেটাও জানতেন না। মাদক উদ্ধার এবং এই মামলা সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি।

ঢাকালেপাড়ার বাসিন্দা জুয়েল রানা বলেন, আমার বাড়িতে কয়েকদিন ধরে উপজেলার সোনালীডাঙ্গা গ্রামের গোলাম নবীর ছেলে আলমগীর হোসেন নামে এক আত্মীয় অবস্থান করছিল। সে থ্রি-স্টার হোটেলে মিষ্টি তৈরির কাজ করে। অভিযানের দিন মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের কয়েকজন আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তল্লাশি করতে থাকে। একপর্যায়ে কোন মাদক না পেয়ে পাশের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় আলমগীরকে ডেকে আমারসহ তাকে হাতকড়া পরিয়ে ১৭ পিস ইয়াবার কৌটা হাতে ধরিয়ে দেন উপপরিদর্শক আলতাফ হোসেন।

তিনি আরও জানান, তাকে ও তার সহধর্মিণীকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর ভয়ভীতি দেখিয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। সেখানে উপস্থিত এই মামলার এক নম্বর সাক্ষী আসাদুল জামান বাবুর মাধ্যমে দেন দরবার করে জুয়েলের সহধর্মিণী। পরবর্তীতে বাবুর হাত থেকে সহকারী পরিদর্শক আবদুর রশিদ ৬৮ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করেন এবং তল্লাশি সময়ে জুয়েলের মানিব্যাগ থেকে ৬ হাজার টাকাও তারা নিয়ে নেন। একই সঙ্গে আলাদা ঘরে জুয়েল ও তার স্ত্রীর কাছে থেকে জোরপূর্বক তাদের পক্ষে ভিডিও বক্তব্য ধারণ করেন। এ সময়ে শয়ন কক্ষে থাকা সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করে রেখে চলে যায় তারা।

জুয়েল রানার স্ত্রী নাসরিন বেগম জানায়, তাদের কাছে কোন মাদক পাইনি। মাদক তারা নিজেরা এনে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তার স্বামী ও ভাইয়া (আলমগীর) ঘুমিয়ে ছিল। তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় উঠিয়ে তাদের হাতকড়া পরানো হয়। বিষয়টি কাউকে না বলার জন্য বলেন তারা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহ কার্যালয়ের উপপরিদর্শক আলতাফ হোসেন টাকা নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, তাদের কাছ থেকে কোন টাকা নেয়া হয়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ১২ আষাঢ় ২৬ জুন ২০২৩

মানিকগঞ্জে ভ্যানচালক হত্যার ঘটনায় স্ত্রীসহ আটক ৩

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জে ভ্যানচালক হাসেম আলী হত্যার ঘটনায় তিন জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। আটককৃতরা হলো—নিহত হাসেম আলীর স্ত্রী সুফিয়া আক্তার, প্রতিবেশী আব্দুল জলিল মিয়া ও মো. ওসমান আলী। এ ঘটনায় নিহত হাসেম আলীর ছেলে মো. নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে সাটুরিয়া থানায় হত্যা মামলা করেছেন। গতকাল রবিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ওসি সুকুমার বিশ্বাস। সাটুরিয়া থানা পুলিশ জানায়, উপজেলার গাছবাড়ি এলাকায় নিহত ভ্যানচালক হাসেম আলীর স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী আ. জলিল ও মো. ওসমান আলীর দীর্ঘদিন ধরে পরকীয়া চলছিল।

সমকাল সোমবার। ২৬ জুন ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইইউতে পোশাক রপ্তানিতে পতন

আবু হেনা মুহিব

চলতি পঞ্জিকা বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে প্রধান দুই বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে গেছে। ইইউর ২৭ দেশে রপ্তানি কমেছে দুই শতাংশের মতো। ইইউ জোটের সবচেয়ে বড় বাজার জার্মানিতে রপ্তানি কমেছে ২২ শতাংশ। অন্যদিকে একক দেশ হিসেবে প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমেছে ১৮ শতাংশ। এ ছাড়া অন্যতম বড় বাজার কানাডায়ও এ সময় রপ্তানি কমেছে ১ শতাংশের মতো।

ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রধান দুই গন্তব্য। মোট রপ্তানি আয়ের ৭২ থেকে ৭৫ শতাংশ আসে এ দুই বাজার থেকে। গুরুত্বপূর্ণ এ দুই বাজারে একসঙ্গে রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে উদ্যোক্তাদের মধ্যে। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান সমকালকে বলেন, রপ্তানিতে পতনের যে শঙ্কা এতদিন তাঁরা করে আসছেন, এখন তা বাস্তবে রূপ নিল। তিনি বলেন, আগামী মাসগুলোতে রপ্তানি আরও কমে যাবে। কারণ এ মুহূর্তে রপ্তানি আদেশ গত বছরের একই সময়ের চেয়ে অন্তত ৩০ শতাংশ কম।

ইইউর সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ইইউতে আমদানি কম হয়েছে ৭ দশমিক ৬২ শতাংশ। কেজির হিসেবে রপ্তানি কমেছে ১৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এ কারণে জোটে চীনের রপ্তানি কমেছে ১৭ শতাংশেরও বেশি। তুরস্কের ১৪ এবং ভিয়েতনামের ৪ শতাংশের মতো। ইন্দোনেশিয়াসহ অন্য দেশের রপ্তানিও কমেছে বিভিন্ন হারে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) তথ্য থেকে জানা যায়, দেশটিতে গত ৪ মাসে বস্ত্র ও পোশাক আমদানি কমেছে ২২ শতাংশ। এ সময় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৮ শতাংশ। চীনের কমেছে ৩২ এবং ভিয়েতনামের কমেছে ২৭ শতাশ। তবে পরিমাণের দিক থেকে চীনের অবস্থান এখনও প্রথম। ভিয়েতনাম দ্বিতীয় এবং বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে ফারুক হাসান সমকালকে বলেন, ইইউতে রেকর্ড হারে মূল্যস্ফীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রে নীতি সুদহার বাড়ানোর কারণেই স্থানীয়ভাবে চাহিদা সীমিত হয়ে এসেছে। তবে খারাপ খবরের মধ্যেও কিছুটা আশার কথা হচ্ছে, বড় এই দুই বাজারে অন্য দেশের রপ্তানি যে হারে কমেছে, বাংলাদেশের রপ্তানি সে হারে কমেনি। উচ্চমূল্যের পোশাক রপ্তানি কিছুটা বেড়েছে। আবার প্রায় সব পণ্যের দর কিছুটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে, সে সুবাদে পরিমাণে কম রপ্তানির মধ্যেও টিকে আছেন তাঁরা।

বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, গত জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে ইইউতে ৭৭০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়, যা আগের একই সময়ে ছিল ৭৮২ কোটি ডলার। রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশের পোশাক আমদানিতে ইইউর হিস্যাও কমছে। ৫১ শতাংশ থেকে কমে এখন তা ৪৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৭ জুন ২০২৩

চলতি মাসের ১৫ দিনে বেতন নিয়েই সংকট বেশি

এখনও বেতন-বোনাস হয়নি অনেক কারখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত ৬ জুন রাজধানীর বিজয়নগর শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ-টিসিসির ৭৫তম এবং আরএমজি টিসিসির ১৫তম সভা। সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান শিল্প মালিকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ঈদের ছুটির আগে শ্রমিকদের বোনাস এবং জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন দিতে হবে। অথচ সোমবার অধিকাংশ শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও এ ১৫ দিনের বেতন দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি কারখানায় মে মাসের বেতন ও ঈদ বোনাসও দেওয়া হয়নি। তবে বিজিএমইএর নেতারা বলছেন, প্রায় ৯৯ ভাগ গার্মেন্টস কারখানায় মে মাসের বেতন, ৯০ ভাগ কারখানায় ঈদ বোনাস দেওয়া হয়েছে। বাকি যেগুলো আছে মঙ্গলবার (আজ) সেগুলোতে পরিশোধ করা হবে।

এখনও বেশ কিছু কারখানায় বেতন-বোনাস না হওয়ায় অনেক শ্রমিককেই ঈদ কাটাতে হবে কষ্ট করে। অথচ ৬ জুনের বৈঠকে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেশ শক্ত করেই বলেছিলেন, ঈদ যেহেতু মাসের শেষ দিকে সে জন্য মালিকেরা মে মাসের বেতন তো দেবেনই, পাশাপাশি ঈদ বোনাসের সঙ্গে চলতি জুন মাসের ১৫ দিনের বেতনটাও পরিশোধ করবেন। শ্রমিক নেতাদের জুন মাসের পূর্ণ বেতন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, ১৫ দিনের বেতন বাধ্যতামূলক। তবে কোনো মালিকের সক্ষমতা থাকলে পূর্ণ মাসের বেতন দিতে পারবেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সোমবার পর্যন্ত অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় মে মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস দেওয়া হলেও চলতি জুনের ১৫ দিনের বেতন নিয়ে সংকট রয়েছে এখনও। সোমবার পর্যন্ত ৫০ ভাগ কারখানায় ১৫ দিনের বেতন দেওয়া হয়নি। গাজীপুরের ডার্ক নিট কম্পোজিট কারখানা এবং সালাহউদ্দিন স্পিনিং মিলে এখনও বেতন-বোনাস কিছুই দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে ডার্ক নিট কম্পোজিটে রয়েছে ২ হাজার ৫০০ শ্রমিক এবং সালাহউদ্দিন স্পিনিং মিলে রয়েছে ৫-৬ হাজার শ্রমিক। সোমবার পর্যন্ত এ ৭ হাজারের অধিক শ্রমিক বেতন-বোনাস না পাওয়ায় এবার ঈদটা তাদের কাছে নিরানন্দের হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন শ্রমিক নেতারা।

এসব তথ্য জানিয়ে শ্রমিক নেতা ও জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি সময়ের আলোকে বলেন, 'সোমবার পর্যন্ত এই দুই কারখানায় বেতন-বোনাস হয়নি। মালিক পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। আমরা আশায় আছি, মঙ্গলবার (আজ) হয়তো একটা সমাধান হবে। আমরা চাই একজন শ্রমিককেও যেন বেতন-বোনাস ছাড়া ঘরে না যেতে হয় আমরা সেটিই চাই। তাই মালিকদের বলব তাদের বেতন-বোনাস দেওয়ার জন্য।' এদিকে বিজিএমইএর সহ-সভাপতি শহিদুল্লাহ আজিম সময়ের আলোকে বলেন, 'বেতন-বোনাস নিয়ে এবার তেমন কোনো সংকট নেই। ৯৯ ভাগ কারখানায় মে মাসের বেতন হয়ে গেছে। বোনাস হয়েছে ৯০ ভাগ কারখানায়। বাকিগুলো মঙ্গলবারের মধ্যেই হয়ে যাবে। তবে চলতি জুন মাসের ১৫ দিনের বেতন সব শিল্প মালিক দিতে পারছেন না।

শোভন কাজ

The Financial Express
Friday | June 23, 2023

Employment stagnates in higher-export-earning RMG sector

Industry's contribution to GDP up, employment down

FE REPORT

Bangladesh's industrial sector has failed to create proportional fresh employment during the last five years despite growth in its contribution to the gross domestic product (GDP), research findings show.

Employment in the sector fell by 3.4 per cent last year to 17 per cent which was 20.4 per cent in 2017 while its contribution to the country's GDP went up to 36.9 per cent from 32.5 per cent during the period.

Employment has stagnated even in the higher-export-earning apparel sector, largely following automation and labour-saving technologies, as disclosed at a cutting-edge meet in Dhaka on Thursday where government and ILO representatives made their deliberations on such developments, among others.

In another reverse imbalance between growth and jobs, share of agriculture to the GDP fell to 11.6 per cent last year from 14.1 per cent in 2017 but employment share increased by 4.6-percentage points from 40.6 per cent in 2017 to 45.3 per cent in 2022.

On the other hand, urban employment also decreased, with the depression rate being higher for women as. Women employment decreased to 23.58 per cent from 31 per cent in 2017.

Dr MA Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), shared the statistics at the technical dialogue jointly organized by the Ministry of Labour and Employment (MoLE) and the International Labour Organisation (ILO).

The dialogue on 'National Employment Policy and Labour Market Employment Challenges in Bangladesh' was organised to discuss the critical challenges arising from current labour-market trends in the country and to explore effective means of addressing those through the National Employment Policy (NEP) that was formulated last year.

"Employment in the Industrial sector fell absolutely by 0.35 million from 12.4 million to 12.05 million in 2022 while the average real GDP output of the industrial sector grew by more than 9.0 per cent per annum during the period," Mr Razzaque said while presenting his keynote paper.

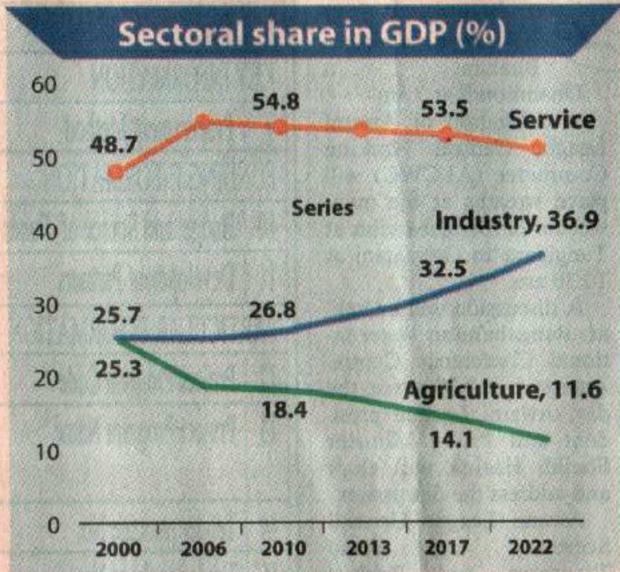

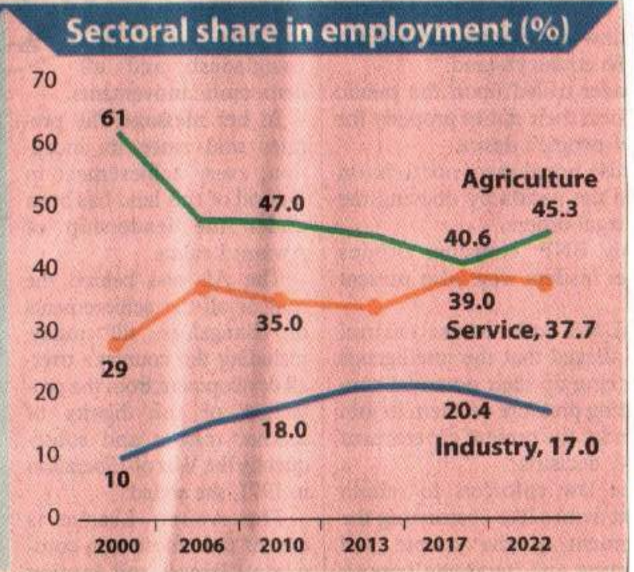

Citing example, he said the robust garment export is not reflected in the employment growth of the sector. Between 2008 and 2022, garment exports grew from $10 billion to about $43 billion but employment in the sector remained stagnant at around 3.5 million to 4 million.

"Automation and infusion of labour-saving technology is the reason for the stagnant employment in the manufacturing sector," he told the meet, where the junior minister for the ministry and officials mentioned remedial measures.

Citing the provisional labour-force survey 2022, he said labour force had increased by 10 million between 2017 and 2022 while the number of unemployed gone down from 2.7 million to 2.6 million.

He emphasized mainly the appropriate implementation of the employment policy that needs to build the institutional capacity of the ministry of labour, focusing on the social protection of the workers in the informal economy, analyzing demand-supply gap of high-potential sectors for employment and counting underemployment as crucial as unemployment.

Meantime, the NEP aims to create 30 million additional jobs by 2030.

PTO

Industry's contribution

International labour markets are of critical significance as overseas opportunities are a major source of employment generation, the RAPID chairman said.

In this respect, he pointed out that less-skilled workers occupy the largest share of the country's migrant workforce—with resultant lesser remittances the country receives.

Being one of the highest-remittance-recipient countries in the world, the earnings per migrant worker is considered too low for Bangladesh.

Speaking there, State Minister for Labour Begum Monnujan Sufian said her ministry together with other ministries and stakeholders would pursue evidence-based policy development and targeted interventions to create an enabling environment for decent employment opportunities aligned with the Employment Policy developed last year.

As part of its implementation the MoLE is also exploring the establishment of an Employment Directorate to coordinate the employment agenda, she noted.

Bangladesh country director of the ILO Tuomo said, "It is evident that jobs creation, social security, quality of employment and international trade are crucial to achieve the goals, but the National Employment Policy could be the pivotal tool to pushing employment agenda further in connection to achieve the country's vision."

He added: "Promoting the creation of full and productive employment has been an integral part of ILO's work in Bangladesh. This is because decent jobs are not just any jobs but the basis for peace, social justice, social inclusion, economic development, and personal fulfillment."

Dr Md Kawser Ahmed, Member (Secretary) of the General Economics Division (GED), said the government emphasized providing "industry-relevant skills training, promoting entrepreneurship, and creating job opportunities that can help to empower the two million new market entrants".

He highlighted that addressing challenges in employment is one of the priority areas of government's various plans.

"NEP implementation is the key to addressing labour-market challenges, promoting inclusion, and driving sustainable development. With targeted policies and interventions, we can effectively tackle unemployment, skills mismatch, and other pressing issues, ultimately improving livelihoods and fostering socioeconomic progress," he noted.

Sharifa Khan, Secretary of the Economic Relations Division, stressed rearing skilled workers in the post-graduation time to maintain competitiveness.

She said, "LDC graduation brings forth labour market and employment consequences, highlighting the need for skilled workers and increased labour productivity to enhance competitiveness in exporting high-end products and services. This timely technical dialogue on the national employment policy aligns with the macroeconomic challenges of Bangladesh, providing valuable insights and solutions for the future."

Dr. Shahnaz Arefin ndc, Secretary of the Statistics and Informatics Division, addressed the importance of labour-market intelligence and data in formulating and implementing employment policies.

"Labour-market intelligence and data play a crucial role in formulating and implementing effective employment policies. As Bangladesh strives to achieve SDGs by 2030 and graduate from LDC status by 2026, establishing a comprehensive labour market information system (LMIS) becomes imperative.

"This requires resource allocation, interagency coordination, private-sector engagement, and a robust monitoring system to support evidence-based decision-making and ensure the success of employment initiatives".

Dr Sher Singh Verick, Chief of Employment, labour market and youth branch of the ILO, Dr. S.M. Zulfiqar Ali, Senior Research Fellow of Bangladesh Institute of Development Studies, Dr. Tasneem Arefa Siddiqui, Professor of Dhaka University, and Md. Ehsan-E-Elahi, Secretary of MoLE, also spoke at the event.

Munni_fe@yahoo.com

NEW AGE SUNDAY, JUNE 25, 2023,

FALSE PROMISES

Migrant workers in Middle East

by Ajmain Zahin

FOR years, poverty and limited job opportunities have driven a significant number of Bangladeshis to seek employment overseas. According to the International Labour Organisation's Bangladesh site, an average of over 400,000 Bangladeshis leave the country each year for livelihoods abroad. This trend is further supported by data from Bangladesh's Bureau of Manpower, Employment, and Training, which indicates a consistent rise in overseas employment, except for the temporary decline during the pandemic years.

In some instances, the numbers have even exceeded 700,000 to a million citizens leaving the country annually. The Middle East continues to be the most popular destination, with 36 per cemnt migrating to Saudi Arabia, followed by 17 per cent to the United Arab Emirates and 12 per cent to Oman. While this migration may initially offer hope to those struggling in Bangladesh, it is important to acknowledge the drawbacks. Reports of horrendous working conditions, low wages, and inhumane abuse of these labourers regularly makes the headlines. What may seem like an opportunity for a better life often turns into a trap from which escape is nearly impossible.

When Bangladeshis hear of job opportunities abroad offering triple the wages that they receive at home, they are enticed by the deceptive promises made by recruitment agencies working with employers in the Middle East. Unfortunately, migrants are often unaware of the harsh realities that await them. On their arrival in the Gulf states, their passports are immediately seized by their employers, initiating their entrapment within the oppressive 'kafala' or 'sponsorship' system. This system grants employers an absolute control over the migrants' movements, effectively trapping them and preventing job mobility. In a grave injustice, their fundamental freedoms and rights are ruthlessly snatched away, leaving them with scant options for escape or redress.

Migrant workers in the Middle East, primarily engaged in construction, face not only the inherent dangers of the job but also dire circumstances that exceed expectations. Labourers in the Middle East endure gruelling, non-stop work with minimal provisions and are left to fend for themselves. They toil for hours without breaks, knowing that any slacking off will result in punishment. This relentless labour, combined with extreme conditions, often leads to heat strokes, brain strokes, heart attacks, and, tragically, even death, particularly among those in their late twenties or early thirties.

The living conditions assigned to these workers resemble overcrowded and unsanitary camps or prisons, situated far from city centres and accommodating thousands of foreign labourers. In such environments, basic utilities are often lacking, exacerbating the risk of disease transmission. With limited access to medical assistance, illnesses spread rapidly among the close-knit community.

Moreover, these labourers not only receive a fraction of their promised wages but also have a portion of that already meagre amount deducted by the recruitment agencies responsible for their predicament. In a recent report by Human Rights Watch in May 2023, titled 'Gulf States: Migrant Workers at Serious Risk from Dangerous Heat', the challenges faced by these workers are extensively documented. The report includes first-hand accounts from migrants, describing their lives in what can only be characterized as 'modern-day slavery'.

Migrant workers in the hospitality and domestic service sectors face similar challenges, with even graver consequences for female workers. Female migrants, in particular, endure widespread abuse from their employers, ranging from mistreatment and physical violence to sexual exploitation. The severity of the mistreatment often pushes these women to escape their captors. Still, the trauma they experience can have long-lasting mental repercussions, sometimes leading to years of suffering or tragically, even suicide.

In a world driven by profit, the nations benefiting from the exploitation of these workers often show little concern for the well-being of those affected. Despite the pressure exerted by human rights organisations and governments, some progress has been made, such as the abolition of the kafala system in Qatar and Bahrain, as well as the introduction of minimum wage regulations for migrant workers in certain countries. However, the ineffective enforcement of these measures has done little to bring about substantial improvements. It begs the question why Bangladesh, the home country of these vulnerable workers, is not taking stronger action to protect its citizens?

The harsh reality is that migrant workers are a significant source of revenue for Bangladesh through remittances, amounting to nearly $20 billion, as reported by the Bureau of Manpower, Employment, and Training. This makes Bangladesh the eight largest recipient of remittances in 2022, according to the World Bank's KNOMAD, or the Global Knowledge Partnership on Migration and Development.

However, the government's hesitation to take strong action against injustices faced by workers is fuelled by the fear of losing out on financial gains if companies in the Middle East seek labour elsewhere. Consequently, private recruitment agencies continue to operate without proper regulation or monitoring, trapping citizens with false promises. While prioritising money over human lives should never be acceptable, it sadly reflects the reality we are confronted with.

The plight of migrant workers in the Middle East reflects a tragic reality where human lives are reduced to mere tools for generating wealth. Looking at the issue from a financial perspective reveals that several solutions align with the economy's best interests. Providing more and better-paying job opportunities within Bangladesh would reduce the need for citizens to seek work abroad. Additionally, addressing the root causes of poverty is crucial to helping the most vulnerable escape its vicious cycle.

Recognising that our greatest asset lies in our skilled and educated population, we should focus on training and empowering our workers to contribute to the country's advancement and global reputation. Supporting local skilled workers and entrepreneurs will create jobs, foster economic growth, and, in return, offer a clear path to solving this issue of concern.

Ajmain Zahin is a junior intern at the Centre for Governance Studies.

সময়ের আলো
শুক্রবার। ২ জুন ২০২৩।

নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করছে সরকার

১৭৬ দেশে বাংলাদেশি শ্রমিক দেড় কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী কর্মীরা অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বিশ্বের ১৭৬টি দেশে মোট ১ কোটি ৪৯ লাখের অধিক কর্মী কর্মরত। সরকার আরও নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে এরই মধ্যে সরকার একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া প্রবাসী কর্মীদের ন্যূনতম খরচে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাগমনকালে সাময়িকভাবে অবস্থানের জন্য নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার'-এর মাধ্যমে প্রবাসীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমন তথ্য প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী কর্মীগণের পাঠানো রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এমনকি, কোভিডকালীন দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা ওই সময়ে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে মোট ১ কোটি ৪৯ লাখের অধিক কর্মী কর্মরত আছেন। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত এক যুগে পেশাজীবী, দক্ষ, আধা দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৮১ লাখ ৪৭ হাজার ৬ শত ৪২ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে, নারী কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলাপর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিগত ১ যুগে প্রায় ১০ লাখ নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। আমরা নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে প্রধান গন্তব্যগুলোর বাইরে পোল্যান্ড, সেশেলস্, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, উজবেকিস্তান, বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা এবং কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশেও বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, দক্ষতার ঘাটতির কারণে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যানুপাতে রেমিট্যান্স আহরণের গতি ততটা সন্তোষজনক নয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন অবহিতকরণসহ বিভিন্ন

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Saturday 3 June 2023

মে মাসে রেমিট্যান্স কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ

গত মে মাসে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৬৯ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ কম।

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বৈধ পথে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আনতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছে না। গত মে মাসে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৬৯ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ কম।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাতে বেশি পছন্দ করেন। খোলাবাজারের তুলনায় ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের দাম কম দেয়া হয়। পাশাপাশি ব্যাংকে যাওয়া ও লাইনে দাঁড়ানোর কোন ঝামেলা নেই হুন্ডিতে। বাড়িতে এসে টাকা পৌঁছে দেয় তারা। তাই গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের চেয়ে হুন্ডিই বেশি জনপ্রিয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত মে মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে ১৬৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগের বছরের মে মাসে ১৮৮ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এর আগে ঈদের মাস এপ্রিলেও প্রবাসী আয় কম এসেছিল। ওই মাসে রেমিট্যান্স আসে ১৬৮ কোটি ডলার। ২০২২ সালের এপ্রিলে যার পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়নের ওপরে।

পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, মে মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ২৮ কোটি ৮৬ লাখ ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৫ কোটি ৯৯ লাখ ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৩৩ কোটি ৬২ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৬৮ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।

মে মাসে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে বরাবরের মতো ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। আলোচিত সময় ব্যাংকটির মাধ্যমে এসেছে ২২ কোটি ডলার। এরপর অগ্রণী ব্যাংকে ১১ কোটি ৭০ লাখ, জনতা ব্যাংকে ৮ কোটি ৫ লাখ ডলার, ডাচ-বাংলা ব্যাংকে ৭ কোটি ৫০ লাখ এবং আল-আরাফা ব্যাংকের মাধ্যমে ৬ কোটি ৯৬ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে।

আলোচিত সময়ে সরকারি বিডিবিএল, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, পু?লি?শের কমিউনিটি ব্যাংক, সিটিজেন, বিদেশি হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে কোন রেমিটেন্স আসেনি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই ও আগস্ট) টানা দুই বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে টানা ছয় মাস দেড় বিলিয়ন ডলারের ঘরেই ঘুরপাক খায় রেমিট্যান্স প্রবাহ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে (জুলাই) এসেছিল ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার, আগস্টে এসেছিল ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বরে এসেছিল ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ মার্কিন ডলার, অক্টোবরে ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ ডলার, নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৪৭ লাখ ডলার, ডিসেম্বরে ১৬৯ কোটি ৯৬ লাখ মার্কিন ডলার, জানুয়ারি মাসে আসে ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ মার্কিন ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ১৫৬ কোটি ১২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স আর স্বাধীনতার মাস মার্চে এসেছে ২০১ কোটি ৭৬ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স। আর এপ্রিল মাসে এসেছিল ১৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম (জুলাই থেকে মে পর্যন্ত) ১১ মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৯৪১ কোটি ১৬ লাখ মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ৯১৯ কোটি ৪৪ লাখ ডলার।

বিদায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্স বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বশেষ সেবার বিনিময়ে দেশে রেমিট্যান্স আয় আনতে ফরম সি পূরণ করার শর্ত শিথিল করা হয়। পাশাপাশি সেবা খাতের উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের ঘোষণা ছাড়াই ২০ হাজার মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

বৈধ উপায়ে ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের বিপরীতে আড়াই শতাংশ নগদ প্রণোদনা, রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের সিআইপি সম্মাননা দেয়া, রেমিট্যান্স বিতরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ ও সহজ করার পাশাপাশি অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগ ও গৃহায়ন অর্থায়ন সুবিধা দেয়া, ফিনটেক পদ্ধতির আওতায় আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং রেমিট্যান্স পাঠাতে ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর চার্জ মওকুফ করা হয়েছে।

শনিবার, জুন ৩, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ২০, ১৪৩০ বণিক বার্তা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩

বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (%)	২০২১-২২ (প্রথম প্রান্তিক)	২০২২-২৩ (প্রথম প্রান্তিক)
খাদ্যপণ্য	১১	৯
কোমল পানীয়	৫২	২৪
বস্ত্র	২৬	৫
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৪৭	-১
ওষুধ	১২	৮
মৌলিক ধাতু	২৪	১১

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সংখ্যা

মোট	২৮৫৬
খাদ্যপণ্য	৭৫
কোমল পানীয়	৩
বস্ত্র	৩০৮
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৪৫
ওষুধ	২৬
মৌলিক ধাতু	২০

সূত্র : বিবিএস

বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার (%)

২০২১-২২	২০২২-২৩
১৫.৬৮	৮.৪৬

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩

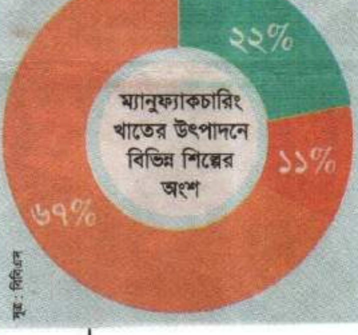

দেশের উৎপাদনমুখী শিল্পের বড় অংশজুড়ে আছে ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবহার থেকে শুরু করে রাজস্ব সব ক্ষেত্রেই অবদান বেশি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের। শিল্প খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের কম-বেশি শিল্প খাতের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা চাপের মধ্যে রয়েছে

বদরুল আলম ■

দেশের অর্থনীতিতে ছোট শিল্পগুলোর অবদান মূলত নিজেদের টিকিয়ে রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে অর্থনীতিকে সচল রেখে আরো এগিয়ে নিচ্ছে বৃহৎ শিল্পগুলোই। তবে জ্বালানি সংকট, কাঁচামালের দামে উর্ধ্বগতি এবং উৎপাদন সক্ষমতা কমায় ব্যবসার চাপে রয়েছে এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এ চাপে থাকাটা অর্থনীতির জন্য ভালো ইঙ্গিত নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এতে বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে দেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রক্ষেপণে দেখা যায়, চলতি অর্থবছর (২০২২-২৩) শেষে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হবে ৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজের (এসএমআই) তথ্য বলছে, দেশে মোট ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সংখ্যা ৪৬ হাজার ১১০। এর মধ্যে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সংখ্যা ২ হাজার ৮৫৬। এ বৃহৎ শিল্পগুলোর অবদান দেশের মোট উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি। যার হার ৬৭ শতাংশ।

শিল্প নীতি ২০১০ অনুযায়ী, কোনো শিল্পে ১০ থেকে ২০ জন ব্যক্তি সম্পৃক্ত থাকলে তা অতিক্ষুদ্র। সম্পৃক্ত মানুষের সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ হলে তা ক্ষুদ্র এবং ১০০ থেকে ২৫০ জন হলে মাঝারি শিল্প। আর ২৫০ জনের বেশি ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকলে তাকে বৃহৎ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংখ্যার বিবেচনায় দেশের উৎপাদনমুখী শিল্পের বড় অংশজুড়ে আছে ছোট (অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র) শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবহার থেকে শুরু করে রাজস্ব সব ক্ষেত্রেই অবদান বেশি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের। শিল্প খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের কম-বেশি সব শিল্প খাতের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা চাপের মধ্যে রয়েছে। জ্বালানি সংকট, কাঁচামালের দামে উর্ধ্বগতি এবং চাহিদা সবকিছুর বিবেচনায় উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশ অব্যবহৃত থাকছে। এ অবস্থায় শিল্প টিকিয়ে রাখতে হিমশিম বেশি খেতে হচ্ছে বৃহৎ শিল্প গ্রুপগুলোকে।

মূলত পোশাক শিল্পের ওপর ভর করে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত দাঁড়িয়ে আছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে বৈচিত্র্য এসেছে। খাদ্য-পানীয়-তামাক, ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। পোশাক খাতের পাশাপাশি সম্প্রসারিত হচ্ছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার, কাঠ ও কাঠজাত পণ্য, ভোজ্যতেল, রাসায়নিক, প্লাস্টিক পণ্য, গ্লাস, স্টিল, সাধারণ ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র এবং পরিবহন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন কার্যক্রম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি এরই মধ্যে কমেছে। ক্ষেত্রবিশেষে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিও দেখা যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে। খাদ্যপণ্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ১১ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

কোমল পানীয় ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ৫২ শতাংশ। সমাপ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ২৪ শতাংশে। দেশের তৈরি পোশাক পণ্যের কাঁচামাল সুতা-কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ২৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ৪৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছে ঋণাত্মক ১ শতাংশ। ওষুধ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ১২ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৮ শতাংশে। মৌলিক ধাতু ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের ২৪ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নেমে এসেছে ১১ শতাংশে।

শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব বিবেচনায় আগামীতে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। তবে এ পরিস্থিতি সহনীয় করে শিল্প খাতের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে তেমন কোনো পদক্ষেপের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ওষুধ পণ্য উৎপাদনকারী দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিষয় কাজ করেছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট। টাকার অবমূল্যায়ন ও বিদেশী মুদ্রার অপ্রতুলতার কারণে রফতানি ও অভ্যন্তরীণ বাজারে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমরা আশাবাদী, কারণ ধীরগতিতে হলেও পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। কিন্তু এখন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের

শেষ পৃষ্ঠার পর

পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তা দুঃখজনক। নতুন অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটের প্রভাব কী হয় সেটাও ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ধরনের হিসাবনিকাশ কাজ করছে। যেগুলো মানুষের আস্থাকে প্রভাবিত করবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনদিকে গড়াবে সে ভাবনাও রয়েছে। সবদিক থেকেই মানুষের আস্থার জায়গাটা এখন পর্যন্ত কম। এ বিষয়গুলো সব শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে কাজ করছে। আমরা আশা করছি, বর্তমান পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাবে। একেবারে মসৃণ পথ কখনই হয় না। বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সবদিকেই প্রতিকূলতা রয়েছে। এদিকে প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যবসাবান্ধব তেমন কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। হতাশার বিষয় হলো চাপটা সবসময়ই বেশি মোকাবেলা করতে হয় বৃহৎ শিল্পকে। যা দিনে দিনে বাড়ছে।'

শিল্পোদ্যোক্তারা জানান, গত দুই দশকে অর্থনীতির রূপান্তরে মূল ভূমিকা ছিল উৎপাদনমুখী শিল্পের। এ সময়ে উৎপাদনমুখী খাত শুধু বড় হয়নি, বৈচিত্র্যও এসেছে। সব মিলিয়ে উৎপাদনমুখী শিল্পের আকার ক্রমেই বড় হয়েছে। শিল্পোদ্যোগ সফল করতে সহায়তা করেছে সরকারের নীতি। যেমন গ্যাস-বিদ্যুতের মতো অবকাঠামোয় সরকারের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যদিও এখন জ্বালানি নিয়ে অনিশ্চয়তার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আবার করের কাঠামোগত জটিলতার পাশাপাশি রয়েছে করের চাপও। এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দিলে উৎপাদনমুখী শিল্প অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএসএমএ) ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মানোয়ার হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের অর্থনীতি একটা শ্লথতার মধ্যে রয়েছে। প্রায় দুই বছর ধরেই এ পরিস্থিতি রয়েছে। এর মধ্যেও চলতি অর্থবছর শেষে যদি ৮ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়, সেটা ভালো। কারণ সবকিছুর দাম বেড়েছে, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার প্রক্ষেপণে আমি বিস্মিত। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনুমান ছিল, প্রবৃদ্ধি অন্তত ৪ শতাংশ কমেছে। আগামী বছর প্রবৃদ্ধি যে নেতিবাচক হবে, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রবৃদ্ধি যখন ধারাবাহিকভাবে নামতে থাকে তখন তৃতীয় বর্ষটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়। আমরা এখন নিম্নমুখিতার তৃতীয় বর্ষে রয়েছি। চতুর্থ বর্ষ থেকে হয়তো আবার প্রবৃদ্ধি বাড়ন্ত হতে পারে। সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালো নয়। ধরেন সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নেই, তাহলে শিল্পে প্রবৃদ্ধি হবে কী করে?'

অর্থনীতির বিশ্লেষকরা বলছেন, যেসব কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধিতে শ্লথতা এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম, যেমন কাঁচামালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। সব শ্রেণীর বিনিয়োগকারীরাসহ বৃহৎ শিল্পের উদ্যোক্তারা দেখছেন যে তাদের পণ্যের প্রবৃদ্ধি নেই এবং নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ তাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক বাজারে যে অনেক পণ্যের দাম কমেছে, তার প্রতিফলনও দেশের বাজারে দেখা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে আগামী অর্থবছর নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ অর্থবছরে সামগ্রিকভাবে যে প্রবৃদ্ধি কমে গেছে তা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফও প্রক্ষেপণ করেছে। এমনকি সরকারও এ নিম্নমুখিতায় ব্যক্তি খাতকে সমন্বয় করেছে। চলতি অর্থবছর প্রায় শেষ, এ অর্থবছরে নম্বর যাই আসুক, আমি শঙ্কিত আগামী অর্থবছর নিয়ে। যে প্রবণতা রয়েছে, অর্থনীতিতে এমন কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না যেটা নিয়ে ধারণা করা যায় যে পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। পাশাপাশি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি বেশি হতে পারে। কারণ রফতানির জন্য খুব ভালো কোনো খবর আছে তা নয়, প্রধান বাজারগুলোতে রফতানি এরই মধ্যে নেতিবাচক দেখা যাচ্ছে। সুতরাং শঙ্কা হলো সামনের অর্থবছরে বর্তমান প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির দিকে হাঁটতে হতে পারে। যদিও বাজেটে এমন চিত্র দেয়া হয়েছে যেটাতে মনে হতে পারে যে ব্যক্তি খাতে নাটকীয় উন্নয়ন হবে, যার দরুন প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে ৭ শতাংশ।'

প্রথম আলো • রোববার, ৪ জুন ২০২৩,

দেশে ফিরেছেন সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার ১২ নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার ১২ জন নারী দেশে ফিরেছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তাঁরা। প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জিয়াউল হক।

সৌদি আরব থেকে ফিরে আসা এক নারী বিমানবন্দরে এপিবিএন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, 'যে মারধর করে এতা সহ্য করন যায় না। মানুষ মানুষকে এভাবে মারে না।' এ কথা বলার পর ওই নারী কান্নায় ভেঙে পড়েন।

পুলিশ কর্মকর্তা জিয়াউল হক প্রথম আলোকে বলেন, গত মে মাসে ভুক্তভোগী একজন নারীর স্বামী তাদের কাছে অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী ছয় মাস আগে সৌদি আরবে যান। এরপর থেকে যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। কোনোভাবে তিনি যোগাযোগ করতে পারছেন না। তবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পরে যে এজেন্সির মাধ্যমে ওই নারী সৌদি আরব যান, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জিয়াউল হক বলেন, এজেন্সির কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ভুক্তভোগী নারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গতকাল শনিবার ওই ভুক্তভোগী নারীসহ ১২ জন নারী ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছান। পরে তাঁদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৬ জুন ২০২৩,

বিদ্যুৎ না থাকায় কাজ বন্ধ। অলস সময় পার করছেন অহনা নিট কম্পোজিট নামের নিট পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা বিসিক শিল্পাঞ্চলে। ছবি : দিনার মাহমুদ

শিল্পে উৎপাদন কমছে, বাড়ছে ব্যয়

লোডশেডিংয়ের প্রভাব

ডিজেলচালিত জেনারেটর চালিয়েও উৎপাদন পুরোপুরি সচল রাখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড গরম ও লোডশেডিংয়ে নেতিবাচক প্রভাব শিল্পে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গাজীপুরের পুবাইল ও নরসিংদী বিসিকে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হস্তশিল্প রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেডের দুটি কারখানা রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় কারখানা দুটিতে ডিজেলচালিত জেনারেটর দিয়ে উৎপাদন চালাতে হচ্ছে দিনের একটি বড় সময়ে। আবার সব যন্ত্র জেনারেটরে চালানো যায় না। তাই উৎপাদন ঠিক রাখতে কর্মীদের দিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ওভারটাইম করানো হচ্ছে। তাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে ১০-১৫ শতাংশ।

ক্রিয়েশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল করিম বলেন, গতকাল রোববার (পরশু) পুবাইলের কারখানায় সাত-আটবার লোডশেডিং হয়েছে। আর নরসংদীর কারখানায় পাঁচ-ছয়বার। সামনের দিনে বিদ্যুতের অবস্থার আরও অবনতি হলে লোকসান ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তিনি বলেন, বর্তমানে এলাকা ভাগ করে কোন এলাকায় কখন বিদ্যুৎ থাকবে না, সেটি পরিষ্কার করে জানানো প্রয়োজন।

ক্রিয়েশনের মতো দেশের অধিকাংশ শিল্পকারখানা বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে ভুগছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, লোডশেডিং বেড়ে যাওয়ায় জেনারেটর চালিয়েও উৎপাদন পুরোপুরি সচল রাখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড গরমে শ্রমিকেরা অস্থির হয়ে পড়ছেন। তাতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতির শিগগিরই উন্নতি না হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে বিসিক শিল্পনগরীর অহনা নিটিং কম্পোজিটে দৈনিক ৩৮ হাজার টি-শার্ট উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। গতকাল সোমবার *প্রথম আলোর* নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি দুইটার দিকে কারখানাটিতে গিয়ে দেখেন, বিদ্যুৎ নেই। তখন মধ্যাহ্নভোজের বিরতি চলছে। বিরতির পর বেলা দুইটায় কারখানার উৎপাদন শুরু হয়। জেনারেটর দিয়ে কারখানার উৎপাদন সচল রাখা হয়। দুই ঘণ্টা পর বেলা তিনটার দিকে কারখানাটিতে বিদ্যুৎ আসে।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ছানাউল্লাহ্ বলেন, প্রতিদিন চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে এক থেকে দুই ঘণ্টা পর আসছে। জেনারেটর দিয়ে সুইং সেকশনের উৎপাদন চালু রাখা সম্ভব হলেও বয়লার চালানো যাচ্ছে না। ফলে ফিনিশিং সেকশনের উৎপাদন বন্ধ থাকছে।

পঞ্চবটি বিসিক শিল্পনগরীতে ২১৫টি পোশাক কারখানা, সাতটি ডাইং কারখানা এবং চার শতাধিক নিটিং (সুতা থেকে কাপড় তৈরি) কারখানা আছে। নিটিং কারখানাগুলো পুরোটাই বিদ্যুৎনির্ভর। তবে ৯৫ শতাংশ কারখানায় জেনারেটর নেই। ফলে লোডশেডিংয়ের সময় এই কারখানাগুলোর উৎপাদন বন্ধ থাকছে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা।

বিসিকের ২ নম্বর সড়কে ফেয়ার অ্যাপারেলস কারখানায় কাজ করেন ৫০০ শ্রমিক। গত রোববার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঁচ দফায় কারখানাটিতে সাড়ে চার ঘণ্টা লোডশেডিং হয়। ৫০০ কিলোওয়াটের জেনারেটর চালাতে প্রতি ঘণ্টায় ১৮ হাজার টাকার ডিজেল লাগে।

কারখানার ব্যবস্থাপক মাহমুদুল হাসান বলেন, 'সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুইবারে দুই ঘণ্টা লোডশেডিং হয়েছে। আরও হবে। যতবার বিদ্যুৎ চলে যাবে, ততবার জেনারেটর চালু করে উৎপাদন স্বাভাবিক করতে আট-দশ মিনিট সময় লাগে। তিনি বলেন, জেনারেটরে লোড সংকুলান না হওয়ার কারণে নিটিং মেশিন চালানো যায় না। এ কারণে কাপড় বোনার পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে গেছে।

বিশ্বসেরা
জিপিএইচ
কোয়ান্টাম স্টিল
QUANTUM
GPH ispat

> বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটে শিল্পের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিগগিরই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
>
> **মোহাম্মদ হাতেম,** নির্বাহী সভাপতি, বিকেএমইএ

এদিকে গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলো বিদ্যুৎ-সংকটে পড়েছে। গাজীপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর আওতাধীন গাজীপুর সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলার কিছু এলাকা এবং কাপাসিয়া উপজেলায় বিদ্যুতের চাহিদা ১২০ মেগাওয়াট। এখানে লোডশেডিং সর্বোচ্চ ৪৯ মেগাওয়াট। ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির-২-এর শ্রীপুর ও মাওনা আঞ্চলিক কার্যালয় আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা ১৪০ মেগাওয়াট। পাওয়া যাচ্ছে ৮০ থেকে ৯০ মেগাওয়াট। এসব এলাকায় গ্রাহকেরা দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না।

গাজীপুর চেম্বারের সভাপতি আনোয়ার সাদত সরকার বলেন, 'শিল্পকারখানার উৎপাদন অনেক কমে গেছে। গাজীপুরের বড় কারখানাগুলো পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতে পারলেও ছোটরা পারছে না।'

বিদ্যুৎ-সংকটে চট্টগ্রামের ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই এলাকার ইস্পাত কারখানায় দুই দিন ধরে উৎপাদন কম-বেশি ৩০ শতাংশ ব্যাহত হচ্ছে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'বিদ্যুৎ গ্যাস সংকটে শিল্পের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিগগিরই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন **বিশেষ প্রতিবেদক,** *চট্টগ্রাম* এবং **প্রতিনিধি,** *নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর*]

TUESDAY JUNE 6, 2023
JAISHTHA 23, 1430 BS
The Daily Star

Inflation hits 11-year high

ZINA TASREEN and SHAHEEN MOLLAH

If there is one indicator that epitomises the government's mismanagement of the economy in recent times, it is inflation – which raced to an 11-year high of 9.94 percent in May.

May's figure takes the average inflation so far this fiscal year to 8.95 percent, way above the budgetary target of 5.6 percent.

The government pinned the blame for the elevated inflation levels entirely on the Ukraine war that began in February last year.

"If inflation was 100 percent imported, why did it not rise elsewhere?" said Zahid Hussain, a former lead economist of the World Bank's Dhaka office.

In reality, inflation is on the decline all around the world.

In May, Eurozone inflation fell to its lowest level since Russia's invasion of Ukraine to 6.1 percent. Inflation in Germany and France fell to 6.3 percent and 6 percent respectively.

Even the runaway inflation in Turkey hit its lowest level since 2021 in May. Thailand's inflation hit a 16-month-low, while China's consumer price index was the lowest in more than two years. In Vietnam, inflation was 2.43 percent, the lowest level in 14 months.

Although the inflation data for the US and India are yet to be released for May, April's data give a good indication: it eased to 4.9 percent in the UK and 4.7 percent in the neighbouring country, which is an 18-month-low.

The initial spiral in price level could be blamed on the war taking place 5,800 kilometres away.

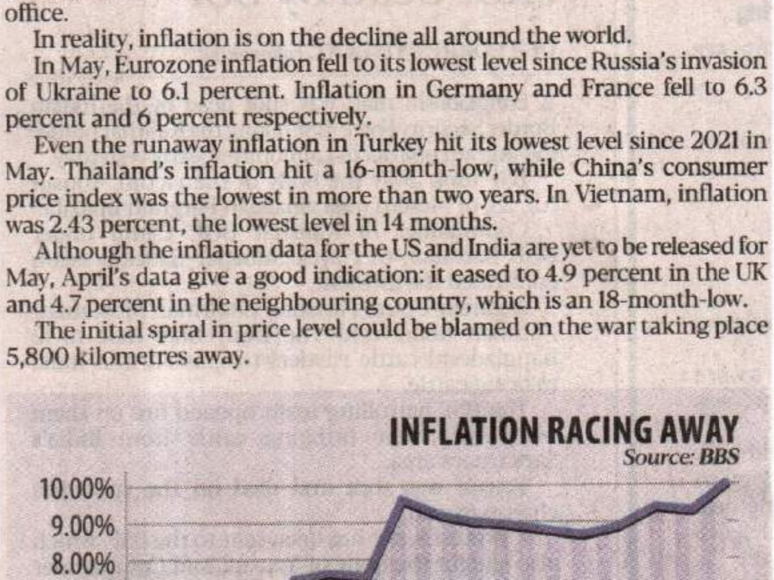

"But that is not the case in the last six months," Hussain said.

What it can be blamed on is the government's lack of measures to cool down demand.

"Of course, there is supply-side pressure stemming from the dollar crunch. But the government's measures fuelled inflation further."

One such misadventure of the government is the excessive bank borrowing to fund the budget deficit arising out of sluggish revenue collection from the decelerating economy, thanks, again, to the dollar crunch, according to Hussain.

Between July 1 last year and May 24, the government took loans to the tune of Tk 85,024 crore from the banking system. Of the sum, Tk 69,208 crore came from the Bangladesh Bank.

Thanks to the borrowing from the central bank, the volume of notes and coins in circulation is increasing manifold. In Bangladesh, this money can multiply by as much as five times. So, the Tk 69,208 crore may end up being Tk 346,040 crore.

This extra money in the hands of people is creating additional demand for goods and services, which, in turn, is driving up the prices.

Then the government's abandonment of the austerity stance taken at the beginning of the fiscal year nine months in also fanned the inflationary flames.

"The prime minister said the economic situation is okay now," Shamsul Alam, the state minister for planning, told reporters as he emerged from the meeting of the National Economic Council presided over by Sheikh Hasina on March 1.

Less than a fortnight later, most of the austerity measures were withdrawn. For instance, the ban on purchase of vehicles, aircraft, helicopters, boats, ships and barges, which was the centrepiece of the austerity measure, was lifted, while low-priority projects were given funds.

Amid dwindling dollar stockpile and inflationary pressure, what was the need to lift the bar on such expenditure?

May's inflation data also reflects the knock-on effect of the hike in electricity, gas, fuel and fertiliser prices that transpired earlier this fiscal year.

What is more unfortunate is the government does not seem to have any plan to rein in the escalating prices.

In the proposed budget for fiscal 2023-24, Finance Minister AHM Mustafa Kamal sought record bank borrowing to fund the deficit, a large part of which would most definitely be coming from the central bank.

"What could be a worse nightmare for the common people than the inflation rising and real wage rate and employment declining?" Hussain said.

In fact, for the poor and low-income people, their reality appears to be an endless trial.

Shariful Islam, a construction worker in Dhaka's Mirpur-11, is barely getting by these days. Construction work has declined markedly over the last five-six months because of the price spiral of rods and cement, leaving Islam gainfully employed for 10-11 days a month.

That is not enough to feed three square meals to his family of four.

The family has already left out meat and fish from their meals and switched to a completely vegetarian diet along with cutting down on portion size to the bare minimum.

"But the vegetables are also becoming dearer. I have already borrowed money from many to continue with my children's schooling. If things continue this way, I don't know how I will get by at all," he said.

Food inflation rose to 9.24 percent in May from 8.84 percent the previous month. Non-food inflation increased 24 basis points to 9.96 percent in May.

Islam's neighbour Kohinoor Begum, who runs a roadside tea stall, is scrimping in the kitchen, too.

"We can no longer afford oil, lentils, sugar, meat and fish in our meals," she said, while wondering if the comfortable life her family had two years back would ever come back.

The elderly Wasi Ahmed in Mohammadpur is wondering the same.

"We don't feel full after meals. But even then, our expenditure is only increasing. How will we survive like this?" he told The Daily Star yesterday.

In urban areas, inflation increased to 9.97 percent last month from 9.68 percent in April.

Over in Satkhira, Tauhidul Islam, an electrician, has similar grievances.

"It's tough to run the house with the prices of everything rising like this. My income did not increase."

Inflation in rural areas stood at 9.85 percent, up from 8.92 percent in April.

Islam has switched to all economic options for sustenance, but that will not be enough.

"If the government helps us, it will bring us some relief," he said.

But that is unlikely to happen.

In the proposed budget for the incoming fiscal year, Kamal did not make any allocation to cushion the poor from the wrath of inflation.

In fact, the social safety net budget is smaller than the current fiscal year's both in proportion to the overall budget and GDP.

Even then, as much as 60 percent would be going towards those not in dire need.

In reality, just 1.01 percent of the GDP would be spent on the poor via the social safety net schemes -- and not 2.52 percent, as touted by the government.

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ৮ জুন ২০২৩।

বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিতে রাজি ইতালি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ▷

দ্বিপক্ষীয় অভিবাসন ও চলাচল ব্যবস্থার আওতায়, বিশেষ করে নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ ও আতিথেয়তা খাতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে ইতালি। গতকাল বুধবার ইতালির রোমে বাংলাদেশ ও ইতালির রাজনৈতিক আলোচনায় এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

ইতালির প্রতিনিধিদল বর্তমানে 'ফ্লুসি ডিক্রির' আওতায় মৌসুমি ও অ-মৌসুমি কাজের জন্য কর্মীদের ৪৬ শতাংশের বেশি বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আলোচনায় উভয় পক্ষ ইতালিতে অবৈধ অভিবাসন মোকাবেলায় সম্মত হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ইতালির সঙ্গে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন। অন্যদিকে ইতালির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মহাসচিব রিক্কার্ডো গুয়ারিগলিয়া।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০২৩,

মালদ্বীপ থেকে ৬৬% শ্রমিক হুন্ডিতে টাকা পাঠান দেশে

রামরুর গবেষণা

গবেষণায় উঠে এসেছে, ভিসা পাওয়া তুলনামূলক সহজ বলে অভিবাসনের জন্য দেশটিকে বেছে নেন বাংলাদেশি শ্রমিকেরা।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মালদ্বীপ থেকে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের ৬৬ শতাংশই হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠান। ৪১ শতাংশ ব্যাংক বা মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকা পাঠান। আবার ৬৪ শতাংশেরই কোনো ব্যাংক হিসাব নেই। মালদ্বীপ থেকে নিয়মিত শ্রমিকেরা বছরে গড়ে তিন লাখ টাকার বেশি এবং অনিয়মিত শ্রমিকেরা গড়ে দুই লাখ টাকার বেশি প্রবাসী আয় দেশে পাঠাচ্ছেন।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) মালদ্বীপে বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে 'বাংলাদেশ ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য মালদ্বীপস করিডর' শিরোনামের গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল বুধবার এ গবেষণার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি মালদ্বীপে অভিবাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন।

আলোচনায় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক শহীদুল আলম বলেন, মানব পাচারের ঝুঁকির তালিকায় থাকা মালদ্বীপে বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিকদের যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে আছে ২০১৯ সাল থেকে। আবার শ্রমিকেরা যাওয়ার সুযোগ পান, সরকার তা-ই চায়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয়, মালদ্বীপে শ্রমিকেরা আর্থিক, আইনগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। তারপরও অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্রমিকদের মালদ্বীপে যেতে খরচ কম লাগে। ভিসা পাওয়াও তুলনামূলক সহজ। এ কারণে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই জানিয়েছেন, অভিবাসনের জন্য তাঁদের পছন্দের তালিকায় দেশটি ছিল।

গবেষণাটি প্রসঙ্গে রামরুর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, মালদ্বীপে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তবে সবাই নিয়ম মেনে বা গুছিয়ে দেশটিতে যেতে পারছেন, তা নয়। যেসব শ্রমিক দেশটিতে আছেন, তাঁদের সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায় না। দেশটির শ্রমবাজার এবং শ্রমিকেরা কেমন আছেন, তা জানার জন্যই প্রাথমিকভাবে এ গবেষণা করা হয়।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের এদেশীয় প্রতিনিধি কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ বলেন, গবেষণাটি মালদ্বীপের অভিবাসন বিষয়ে নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে সহায়তা করবে।

গবেষণার বিভিন্ন তথ্য

অনুষ্ঠানে গবেষণার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ওবায়দুল হক। তিনি জানান, মালদ্বীপের নথিপত্রপ্রাপ্ত (৮৩%) এবং নথিপত্র নেই, এমন (১৭%) শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশে ফিরে আসা ২৫০ জন এবং মালদ্বীপে থাকা ১২০ জন শ্রমিকের কাছ থেকে এসব তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাঁদের ১৮ শতাংশ জানিয়েছেন, মালদ্বীপে গিয়ে তাঁরা শারীরিক ও অন্যান্য নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। আর ৫৪ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁদের পরিচিতরা মালদ্বীপের নারীদের বিয়ে করেছেন। একইভাবে নারীরা মালদ্বীপের পুরুষদের বিয়ে করেছেন। মাত্র ২ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

গবেষণায় ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা আত্মীয় এবং অন্যান্য এজেন্টের মাধ্যমে মালদ্বীপকে গন্তব্যস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। দেশটিতে যেতে গড় অভিবাসন খরচ ২ লাখ থেকে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ৮৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, অভিবাসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তিন মাস লাগে। ৯১ শতাংশ জানিয়েছেন, দেশটিতে যাওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন।

অভিবাসী শ্রমিকদের মাসিক গড় আয় বাংলাদেশি টাকায় ৩৫ হাজার টাকা। অনিয়মিত শ্রমিকদের মাসিক বেতন ২৫ হাজার টাকার একটু বেশি। শ্রমিকদের সপ্তাহে ৬ দিন ১১ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। অনিয়মিত শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়।

নিউইয়র্কের ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়ারের পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বিভাগের অধ্যাপক শাহাব এনাম খান গবেষণার বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি শ্রমিকদের ওই দেশের ভাষা জানা এবং আইনি সহায়তার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন।

আলোচনায় সাবেক পররাষ্ট্রসচিব তৌহিদ হোসেন বলেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে শ্রমিকদের যত দিন লাভ হবে না, তত দিন তাঁদের হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে না।

মালদ্বীপের সাবেক হাইকমিশনার রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) এ এস এম এ আওয়াল এবং সাবেক হাইকমিশনার কাজী সারোয়ার হোসেন তাঁদের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। তাঁরা দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন।

আলোচনায় সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী, সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দা রোজানা রশীদ, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তা কাজী আবুল কালাম, বায়রার সেক্রেটারি জেনারেল আলী হায়দার চৌধুরী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের বিশেষজ্ঞ নুরুল ইসলাম, রিক্রুটিং এজেন্সি রিয়াজ ওভারসিজের প্রেসিডেন্ট রিয়াজুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

FE Financial Express Thursday | June 8, 2023 METRO

Bangladeshi workers in Maldives facing problems

FE REPORT

Bangladeshi workers in the Maldives are facing different types of problems including wages related discrimination, poor living condition and workplace abuses.

Those who are undocumented and less-skilled face more vulnerability, shows findings of a RMMRU study on Wednesday.

Attending the research findings dissemination event experts and sector insiders suggested sending skilled workers to that nation to ensure quality migration that will help to reduce such vulnerabilities.

Besides, the country will also be benefitted with more remittances.

They stressed the need for proper initiatives to create more demand-based skilled manpower focusing on the Maldives market as there is a potential of such jobs in hotel tourism sector.

The study showed as many as 33 per cent of the respondents worked in the services sector such as hotels and resorts, construction sector accounted for 25 per cent, day labourers for seven per cent, domestic workers and fisheries for two per cent each.

Remaining 31 per cent were engaged in water transport, sand extraction, porter, restaurants, service stations and the like.

On average 45 per cent stated they are facing problem in fixation of salary and increment. For undocumented migrants it was 52 per cent. About 18 faced problem in accessing accommodation.

About 18 per cent of the respondents stated that they at some point were subjected to physical or verbal abuse at workplaces. The percentage is higher for undocumented migrants which is 24 per cent.

Nearly 25 per cent of them said that they had witnessed or had the knowledge of other workers of Bangladeshi origin experiencing the problem. In this instance as well as many as 35 per cent of undocumented workers reported such abuse.

On the other hand, majority of the Maldives-bound workers is dependent on sub-agents or brokers that also increase sufferings to them. The experts also suggested official channel to send workers to the Maldives.

The RMMRU findings showed only 4 per cent workers went Maldives by recruiting agencies, while 59 per cent cases were by sub-agents/dalals, 36 per cent by relatives; another 4 per cent claimed that they migrated to the Maldives on their own initiative.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) conducted the research on Bangladeshi Labour Migrants in the Maldives.

The study was commissioned by The Asia Foundation. A total of 250 returnees and 120 current migrant workers participated in the study.

Md. Obaidul Haque, associate professor, Department of International Relations at the University of Dhaka, and professor Shahab Enam Khan, Fulbright Research Scholar, Department of Political Science and International Relations, University of Delaware jointly conducted the research.

C R Abrar, executive director of the RMMRU moderated the event, while Md Shahidul Alam, director general of Bureau of Manpower Employment and Training was the chief guest.

About 100,000 Bangladeshi workers are working in the Maldives. However, the island nation remained stopped hiring less-skilled workers from Bangladesh since 2019.

arafataradhaka@gmail.com

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন শুক্রবার ॥ ৯ জুন ২০২৩।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে স্বস্তি

জুলকার নাইন

দেশের অন্যতম বৃহৎ শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানিতে আশানুরূপ অগ্রগতি দেখছেন বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার কর্মকর্তারা। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মালয়েশিয়া যাওয়ার সব কর্মীর চাকরিতে যোগ দিতে পারা ও অনেক ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে বেতন বেশি হওয়ায় স্বস্তি বিরাজ করছে শ্রমবাজারে। তবে কর্মী চাহিদা বেশি হওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী ও এয়ারলাইনস কোম্পানিগুলো সুযোগ নিয়ে বলে অভিযোগ জনশক্তি রপ্তানিকারকদের। তাদের মতে, সরকার এই দুই ইস্যুতে উদ্যোগী হলে অভিবাসন ব্যয় একেবারেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

কাজে যোগ দিয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার কর্মী

প্রক্রিয়াধীন আরও ২ লাখ

বেতন মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে বেশি

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিকারক ও বায়রার সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং মালয়েশিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৭০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় গিয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। প্রায় ২ লাখ কর্মীর মালয়েশিয়া যাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা প্রক্রিয়াধীন আছে। এসব কর্মীসহ মালয়েশিয়া সরকার ইতোমধ্যে সর্বমোট পৌনে ৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মীর জন্য এলোকেশন/ডিমান্ড লেটার অনুমোদন করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াটি এফডব্লিউসিএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়ায় মালয়েশিয়া যাওয়া কর্মীদের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত কাজ পেয়েছেন এবং নিয়মিত

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বেতন পাচ্ছেন। এই বেতনের পরিমাণ ন্যূনতম ১ হাজার ৫০০ রিঙ্গিত, যা মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় দ্বিগুণ। মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিকারকরা জানান, মালয়েশিয়ায় স্বস্তিদায়ক প্রক্রিয়া চালু থাকায় দেশটিতে গমন ইচ্ছুক কর্মীদের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে। এই সুযোগ নিচ্ছে এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ও এয়ারলাইনস কোম্পানিগুলো। মধ্যস্বত্বভোগীরা ভিসার মূল্য বৃদ্ধি এবং এয়ারলাইনসসমূহ টিকিটের দাম দ্বিগুণ করায় অভিবাসন বার অনেকাংশে বেড়েছে। এই বিষয়গুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে পারলে চলতি বছরের শেষ নাগাদ আরও ২ লাখ কর্মী মালয়েশিয়ায় কাজে যোগ দিতে পারবে এবং আগামী বছর ২০২৪ সালে অবশিষ্ট অনুমোদনপ্রাপ্ত কর্মীরা মালয়েশিয়ায় গিয়ে পৌছালে এই সংখ্যা প্রায় ৫ লাখে পৌছাবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও রপ্তানিকারকরা বলছেন, ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ২০২২-এর জুনে দুই দেশের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে মালয়েশিয়ায় নির্মাণ, প্লান্টেশন, কৃষি, শিল্প-কারখানা ও সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট সব খাতে কর্মী যাওয়া শুরু করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ও সচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী এবং সুচিহ্নিত পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘদিন বিরতির পর মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। করোনা মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব হতে উত্তরণ এবং দেশের অর্থনীতিকে সঠিক ধারায় পরিচালনা করতে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার জনশক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটিমাত্র দেশে পাঁচ দক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান এবং তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সের বৈদেশিক মুদ্রা অর্থনীতির গতি সঞ্চারে ভূমিকা রাখছে।

সময়ের আলো শুক্রবার। ৯ জুন ২০২৩।

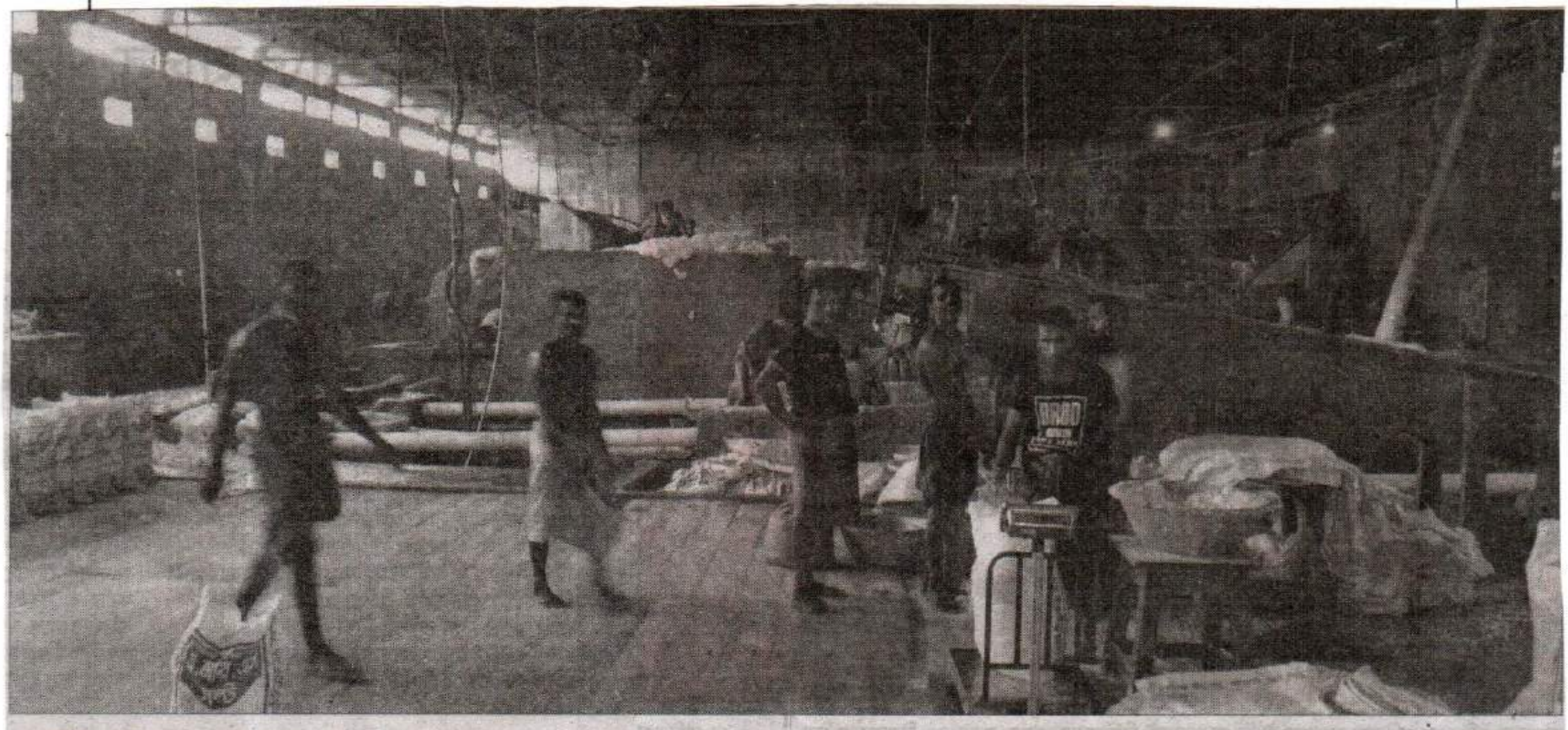

ঝালকাঠির একটি লবণ কারখানা ● সময়ের আলো

গ্যাস সংকটে ধুঁকছে লবণ শিল্প

ঝালকাঠিতে ২০টি কারখানার মধ্যে টিকে আছে ৯টি

● আতিকুর রহমান ঝালকাঠি

ঝালকাঠির লবণ শিল্প একসময় সমৃদ্ধ ছিল। সরবরাহ হতো সারা দেশে। সনাতন পদ্ধতির মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলেও এ জেলায় লবণ উৎপাদনে খ্যাতি ছিল। ছোট-বড় মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল ২০টি লবণ কারখানা। গ্যাস সংকটসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অনেকে অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেনি। বর্তমানে জেলায় ৯টি কারখানা টিকে আছে। এর মধ্যে ৩টি সেন্ট্রিফিউজ (সেমি ভ্যাকুয়াম) পদ্ধতির ও বাকিগুলো সনাতন পদ্ধতির। যেখান থেকে প্রতি মাসে সাড়ে ৩ হাজার টন ভোজ্য লবণ ও ৭ হাজার টন ইন্ডাস্ট্রির লবণ উৎপাদন হয়। এসব লবণ জেলার চাহিদা মিটিয়ে আশপাশের কয়েকটি জেলায় সরবরাহ করা হয়। পদ্মা সেতু হওয়ায় এখন ঢাকা ও বিভিন্ন জায়গায় লবণ সরবরাহ হচ্ছে। তবে গ্যাস সংকটে আধুনিকায়ন করা যাচ্ছে না বলে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না এখানকার লবণ শিল্প। গ্যাস সংযোগ পাওয়ার দাবি করেছেন লবণ কারখানার মালিকরা। গ্যাস পেলে বন্ধ হওয়া মিলগুলো আবার চালু হলে জেলায় লবণ শিল্পের জৌলুস ফিরবে বলে তাদের দাবি।

শ্রমিক নেতা মোস্তফা হাওলাদার বলেন, ঝালকাঠির লবণ মিলগুলোতে একসময় অন্তত ২ হাজার শ্রমিক কাজ করত। বিভিন্ন কারণে মিলগুলো বন্ধ হওয়ায় সেই সংখ্যা এখন ১ হাজারে নেমেছে। মিলগুলো পুনরায় চালু হলে এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হলে আমরা শ্রমিকরাও লাভবান হব। এখানে আরও শ্রমিক কাজ করতে পারবে। বর্তমানে ৯টি কারখানা চালু রয়েছে। সেগুলোর বেশিরভাগই বাসন্ডা নদীর দুই তীরে অবস্থিত। লবণ শিল্প জেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এখানে শ্রমিকের একটা অংশ নারী শ্রমিক, যাদের কাজ মূলত প্যাকেজিং। শ্রমিক সুফিয়া বেগম বলেন, আমি এখানে প্রায় ১৮ বছর ধরে কাজ করছি। পরিবারের ভরণ-পোষণ আমার ওপরই নির্ভরশীল। সবকিছুর দাম বাড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। কিন্তু মিল মালিকদেরও কিছু করার নেই। কারণ অন্যান্য জায়গার মিলগুলোর চেয়ে এখানে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। তাই তাদের মুনাফা করতে বেগ পেতে হচ্ছে। এসব কারণে বিগত বছরে অনেকগুলো মিল বন্ধ হয়ে গেছে। লবণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও পৌর কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির বলেন, আমাদের শ্রমিকদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এখানে মূল সমস্যা হচ্ছে গ্যাস সংকটের কারণে মিলগুলো পুরোপুরি আধুনিক করা যাচ্ছে না। এ কারণে তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। ২-৩টি যা আছে, সেগুলোও পুরোপুরি আধুনিক ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির না। এ ছাড়া পারিবারিক কারণেও দুয়েকটি কারখানা বন্ধ রয়েছে।

> মূলত দেশের অন্যান্য জায়গায় গ্যাস সুবিধা নিয়ে আধুনিক ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির কারখানা স্থাপনের কারণে ঝালকাঠিতে এই শিল্প কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। জাঁতাকল পদ্ধতি নিয়ে বাজারে টিকতে না পেরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়

শরিফ সল্টের মালিক জামাল শরিফ বলেন, ব্রিটিশ আমলে এখানে লবণ শিল্পের সূচনা হলেও স্বাধীনতার পর জেলায় এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটতে থাকে। জেলা সদরের পশ্চিম প্রান্তে বাসন্ডা নদীর উভয় তীরে এই শিল্প গড়ে উঠেছে। মূলত নদীর তীরবর্তী হওয়ায় জাহাজকেন্দ্রিক যোগাযোগব্যবস্থার কারণে ঝালকাঠিতে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত লবণ পরিবহনের জন্য নৌপথকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা তাদের ক্রয়কৃত লবণ নৌপথেই পরিবহন করে থাকেন কম খরচ ও নিরাপদ হওয়ার কারণে। তবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সংকটে ১১টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। মূলত দেশের অন্যান্য জায়গায় গ্যাস সুবিধা নিয়ে আধুনিক ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির কারখানা স্থাপনের কারণে ঝালকাঠিতে এই শিল্প কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। জাঁতাকল পদ্ধতি নিয়ে বাজারে টিকতে না পেরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে বেশ কয়েকটি আধুনিক সুবিধা-সংবলিত কারখানা রয়েছে। তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে ভিন্ন উপায়ে গ্যাস ছাড়া জাঁতাকল পদ্ধতির কারাখানাকে আধুনিক পদ্ধতির কারাখানায় রূপান্তর করেন। তবে গ্যাস ছাড়া ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির কারখানা স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই গ্যাস সমস্যার সমাধান হলে শতভাগ আধুনিক সুবিধা-সংবলিত কারখানা স্থাপন করা গেলে অন্য জেলার মিলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকা যাবে।

লবণ মিল মালিক সালাউদ্দিন আহমেদ সালেক বলেন, আমাদের জন্য যদি কম সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয় তা হলে ঝালকাঠির লবণ শিল্প আরও প্রসারিত হবে। সেই সঙ্গে কারখানায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকায় একটি মিলে যখন ইউনিটপ্রতি উৎপাদন খরচ হয় ৫০০ টাকা সেখানে আমাদের এখানে খরচ হয় ৯০০ টাকা। এই উৎপাদন খরচের পার্থক্যটাই এখানকার মিলগুলোর জন্য বিশাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পারছি না। তিনি আরও বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভারত, চীন থেকে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করে তা খাবার লবণ হিসেবে বিক্রি করছে। এগুলো দামে সস্তা, কিন্তু মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু আমাদের উৎপাদিত লবণের দাম তুলনামূলক একটু বেশি, তবে মানবদেহের জন্য উপকারী।

ঝালকাঠি বিসিকের উপ-ব্যবস্থাপক মো. সাফাউল করিম বলেন, জেলায় লবণ শিল্পের বিকাশে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু এখন পদ্মা সেতু চালু হয়েছে, শিগগিরই আমরা জেলায় গ্যাস সংযোগ পাব। তখন মিলগুলো শতভাগ আধুনিক করা হবে। তা হলে আশা করি, অনেক সমস্যার সমাধান হবে। এ ছাড়া নতুন উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দিয়ে কারখানার সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

জেলা প্রশাসক ফারাহ গুল নিঝুম বলেন, ঝালকাঠিতে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে বিসিকের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করা হবে।

বণিকবার্তা রোববার, জুন ১১, ২০২৩

আরব আমিরাত যেভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠছে

দেশের অভিবাসী শ্রমিকের অন্যতম শীর্ষ গন্তব্য আরব আমিরাত

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স এসেছে

৮৬ কোটি ৭৩ লাখ ডলার

যা একক দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ

বেসরকারি খাতে স্বল্পমেয়াদি ঋণের দ্বিতীয় প্রধান উৎস আরব আমিরাত। দেশটি থেকে

২৩২ কোটি ৯৪ লাখ ডলার

ঋণ এসেছে

দুবাইয়ের সঙ্গে আরো জড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি

হাছান আদনান ■

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশটি এখন বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণের দ্বিতীয় বৃহৎ উৎসও। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রেও সামনে আসছে আরব আমিরাতের নাম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) দেশে ৫৫৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে একক দেশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৮৬ কোটি ৭৩ লাখ ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ। একই সময়ে সৌদি আরব থেকে ৮৫ কোটি ৩৭ লাখ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮৩ কোটি ৪৫ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। সে হিসাবে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে রেমিট্যান্স আহরণের উৎস হিসেবে শীর্ষস্থানে ছিল আরব আমিরাত।

২০২২ সালের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ৯২ শতাংশের বেশি। একই সময়ে প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স কমেছে ১৯ শতাংশ।

চলতি বছরের মার্চ শেষে দেশের বেসরকারি খাতে স্বল্পমেয়াদি বিদেশী ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪০৮ কোটি বা ১৪ দশমিক শূন্য ৮ বিলিয়ন ডলার। আর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মিলিয়ে বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার। বেসরকারি খাতে এ বিদেশী ঋণের অন্যতম উৎস হলো ইউএই। দেশটির বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ২৩২ কোটি ৯৪ লাখ ডলারের ঋণ এসেছে। বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে ইউএইর নাম রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। এক্ষেত্রে প্রথম স্থানটি সিঙ্গাপুরের। সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ এসেছে ৩১২ কোটি ৫২ লাখ ডলার।

দেশের অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই এখন দুবাইকে বেছে নিয়েছে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে। ডলার সংকটের কারণে বাংলাদেশ থেকে অনেক ব্যবসায়ী এখন দুবাইয়ে অনানুষ্ঠানিক অফিস খুলে সেখান থেকে ব্যবসা করছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। অতীতে দেশের বিত্তবানদের কাছে দুবাইয়ের আকর্ষণ ছিল নিছক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ আকর্ষণ রূপ নিয়েছে প্রকাশ্য ও গোপন লগ্নির কেন্দ্র হিসেবে। আকর্ষণীয় মুনাফার খোঁজে রিয়েল এস্টেট ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসায় নাম লেখাচ্ছেন তারা। আরব আমিরাতও এখন যেকোনোভাবে হোক বিদেশ থেকে পুঁজির প্রবাহ বাড়াতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এজন্য বিদেশী ধনীদের স্থানান্তরিত হতে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হচ্ছে।

কয়েক দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশ্যে-গোপনে বিপুল পরিমাণ মূলধন স্থানান্তরিত হচ্ছে দুবাইয়ে। এ অর্থ পুনর্বিনিয়োগে ফুলেফেঁপে উঠছে দুবাইয়ের আর্থিক, ভূসম্পত্তি, আবাসনসহ (রিয়েল এস্টেট) বিভিন্ন খাত। বিত্তবান বিদেশীদের আকৃষ্ট করতে ২০১৯ সালে গোল্ডেন ভিসা চালু করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বাংলাদেশী ধনিক শ্রেণীর অনেকেই আমিরাতের দেয়া এ সুযোগ লুফে নিচ্ছেন। ব্যাংক পরিচালক, ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী ও মাঝারি স্তরের কর্মকর্তা, পোশাক ব্যবসায়ী, রেল ও সড়কের সামনের সারির ঠিকাদারসহ দেশের বড় ও মাঝারি এমন অনেক পুঁজিপতিই এখন আমিরাতের গোল্ডেন ভিসাধারী। আর দুবাইয়ের এ গোল্ড কার্ডধারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশ থেকে বিপুল অংকের পুঁজি পাচার হয়েছে বলে সন্দেহ সংশ্লিষ্টদের।

অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সিআর আবরার মনে করেন, দুবাইয়ে বাংলাদেশীদের সম্পদ ফুলেফেঁপে ওঠার সংবাদ উদ্বেগের। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'নাগরিক হিসেবে আমরা বিদেশে পড়ালেখা করতে যাওয়া সন্তানদের টাকা পাঠাতে গেলেও নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আমরা দেখছি, আরব আমিরাতসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলাদেশীদের সম্পদ ফুলেফেঁপে উঠছে। আমিরাত থেকে যে অর্থ বাংলাদেশে আসছে, সেটি আসছে বৈধ চ্যানেলে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে অর্থ চলে যাচ্ছে, সেটি অবৈধ চ্যানেলে যাচ্ছে। এ ধরনের লেনদেন সুস্থ অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। নাগরিক হিসেবে এটি আমাদের উদ্বিগ্ন করে।'

সিআর আবরার বলেন, 'দেশে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমেরিকা-ইউরোপ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এটি দেশের জন্য একটি ক্রান্তিকাল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দুবাই বাংলাদেশীদের অর্থ পাচারের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

২০২০ সালে করোনার মধ্যেই দেশের নির্মাণ খাতের ঠিকাদারির সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যবসায়ী দুবাই চলে যান। এরপর থেকে তিনি সেখানেই বসবাস

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দুবাইয়ের সঙ্গে আরো জড়িয়ে

করছেন। দেশের ব্যবসা থেকে উপার্জিত মুনাফা প্রতিনিয়ত দুবাইয়ে স্থানান্তর করছেন তিনি। এরই মধ্যে তিনি দুবাইয়ের আবাসন ও নির্মাণ খাতে বড় ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে দুবাইয়ে বড় অংকের বিনিয়োগ করা দেশের একজন ব্যবসায়ী বণিক বার্তাকে বলেন, 'ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে এতদিন সিঙ্গাপুর ও হংকং বাংলাদেশীদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু দেশ দুটির করপোরেট সুশাসন ও রীতিনীতি বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালীদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এজন্য এখন বিনিয়োগ ও সম্পদ স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশীরা দুবাইকে বেছে নিচ্ছেন। দুবাইয়ে বসবাসকারী বাংলাদেশী একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও অন্য ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রাখছেন। বড় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীরাও এখন দুবাইয়ে আউটলেট খুলছেন। ঢাকার বসুন্ধরা সিটিতে দোকান আছে, এমন ব্র্যান্ডগুলোরও দুবাইয়ের বিভিন্ন শপিং মলে শোরুম আছে।'

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে দীর্ঘদিন বিদেশে উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। যদিও এখন অনেকটা আকস্মিকভাবেই এ স্থান দখল করে নিয়েছে আরব আমিরাতের দুবাই-আবুধাবি। জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কো) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালে ১১ হাজার ১৫৭ জন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন আবুধাবি ও দুবাইসহ ইউএইর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। সে হিসেবে গত বছর বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া মোট শিক্ষার্থীর ২২ শতাংশই গেছেন ইউএইতে। যদিও এর আগে কখনই বিদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশীদের গন্তব্য হিসেবে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায়ও ছিল না দেশটি। আবার বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত কিউএস র‍্যাংকিংয়েও দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান ১৫০-এরও পরে। আবার সেখানে পড়াশোনার খরচ অনেক বেশি হলেও দুবাই-আবুধাবির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের জন্য তেমন একটা স্কলারশিপও দেয় না।

বিভিন্ন সূত্রের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এসব শিক্ষার্থী মূলত উচ্চবিত্ত বাংলাদেশীদের সন্তান। দেশের অনেক ধনী ব্যক্তি এখন বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল শহর দুবাইয়ে জমি, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্টের মতো সম্পত্তি কিনছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সেখানে বাংলাদেশীদের সম্পত্তি কেনার প্রবণতা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। আবার দেশের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, ব্যাংকারসহ বিত্তবানরা লুফে নিচ্ছেন আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা। বাংলাদেশীদের ইউরোপ-আমেরিকায় পাচারকৃত অর্থের একটি অংশও এখন দুবাইয়ে সরিয়ে আনা হচ্ছে। সেখানে ভ্রমণ ভিসায় যাওয়া বাংলাদেশীর সংখ্যাও অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এছাড়া দেশে স্বর্ণ চোরাচালান ও হুন্ডির তৎপরতার কেন্দ্র হিসেবেও আরব আমিরাতের নাম বেশি আলোচিত হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হলো দুবাইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে। তবে সমস্যা হলো আরব আমিরাত থেকে বাংলাদেশে অর্থ আসছে বৈধ পথে, ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে। বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে দুবাইয়ে অর্থ যাচ্ছে অবৈধ পথে—হুন্ডি মারফত। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে দুবাইয়ে অর্থ পাচার আরো বাড়বে।

আরব আমিরাত থেকে যে অর্থ দেশে আসছে সেটি বৈধ আর দেশ থেকে যেটি যাচ্ছে সেটি অবৈধ বলে মনে করেন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। *বণিক বার্তাকে* এ অর্থনীতিবিদ বলেন, 'বহু আগে থেকেই আরব আমিরাত বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের অন্যতম উৎস। অভিবাসী শ্রমিকরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছেন। আর বিনিয়োগ ও ঋণ হিসেবে আমিরাত থেকে যে অর্থ আসছে, সেটিও ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে। এসব অর্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আছে। কিন্তু দেশ থেকে যে অর্থ আমিরাত যাচ্ছে, সেটি যাচ্ছে অবৈধ পন্থায়। আমরা দেখছি, দুবাইয়ে বাংলাদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি থেকে শুরু করে অর্থবিত্ত বাড়ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'আরব আমিরাতে উপার্জিত অর্থে যদি কেউ বিনিয়োগ বা সম্পত্তি কেনে, তাহলে আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে অর্থ নিয়ে যদি এসব সম্পদ গড়া হয়, সেটি অবৈধ। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদন নিয়ে কেউ দুবাইয়ে বিনিয়োগ করেছে বলে আমরা শুনিনি। বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দায়িত্ব হবে দুবাইয়ে বিনিয়োগ করা বাংলাদেশীদের সম্পদের উৎস খুঁজে বের করা। দুবাই বাংলাদেশীদের অবৈধ অর্থের হাব হয়ে উঠবে, এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়।'

বণিক বার্তা রোববার, জুন ১১, ২০২৩

মালয়েশিয়ার শিল্পোৎপাদন কমেছে ৩.৩ শতাংশ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মালয়েশিয়ার শিল্পোৎপাদন সূচক (আইপিআই) এপ্রিলে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে, যা মার্চে রেকর্ড ৩ দশমকি ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে ছিল। সম্প্রতি দেশটির পরিসংখ্যান বিভাগ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্স।

আগের মাসের তুলনায় শিল্পোৎপাদন সূচক মার্চে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ বাড়ার পর এপ্রিলে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে। এপ্রিলে উৎপাদন খাতের ৩ শতাংশ অবনতি ছিল জুলাই ২০২১-এর পর প্রথম সংকোচন। প্রধানত রফতানিমুখী শিল্পের ৩ দশমিক ৫ শতাংশ অবনমন এ সংকোচনে প্রভাব ফেলেছে।

উপরন্তু এপ্রিলে রফতানিমুখী শিল্পের এ সংকোচন ৩৪ মাসের মধ্যে প্রথম, যা রাবার পণ্য তৈরিতে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং কম্পিউটার, ইলেকট্রনিকস ও অপটিক্যাল পণ্য তৈরিতে ১ দশমিক ৮ শতাংশ কম। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ শিল্পগুলো ২ দশমিক ১ শতাংশ অবনমন দেখেছে। এজন্য মোটরগাড়ি, ট্রেইলার ও আধা ট্রেইলার ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ, পানীয় উৎপাদন ৫ দশমিক ৫ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদন ৪ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। মাসভিত্তিক তুলনায় উৎপাদন খাত মার্চে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় এপ্রিলে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ কমেছে।

এপ্রিলে খনন খাতে উৎপাদন ৪ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে, প্রাকৃতিক গ্যাস সূচকে ক্রমাগত মন্দার কারণে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল সূচকে দশমিক ৯ শতাংশ পতন হয়েছে।

মার্চে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ সামান্য বৃদ্ধি রেকর্ড করার পর এপ্রিলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২ শতাংশ কমেছে। মাসভিত্তিক তুলনায় আগের মাসে রেকর্ড করা ১৫ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে বিদ্যুতের সূচক ৪ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে।

২০২৩ সালের প্রথম চার মাসে ২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় শিল্পোৎপাদন সূচক ১ দশমিক ৩ শতাংশে সীমিত রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে উৎপাদন এবং খনির সূচকগুলো যথাক্রমে ১ দশমিক ৮ ও শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে বিদ্যুৎ সূচক কমেছে ১ দশমিক ২ শতাংশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১০ জুন ২০২৩

মালয়েশীয় শ্রমবাজার

অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে

মালয়েশিয়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শ্রমবাজার। মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে মালয়েশিয়া কাছের দেশ। সাংস্কৃতিক দিক থেকে মিল থাকায় বাংলাদেশি কর্মীরা এ দেশটিতে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। মালয়েশীয় নিয়োগদাতাদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশি কর্মীরা। তারপরও নানা কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এ শ্রমবাজারটি। অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন করে প্রায় ৫ লাখ কর্মী বাংলাদেশ থেকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কুয়ালালামপুর সরকার। যাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইতোমধ্যে সে দেশে কাজ শুরু করেছেন। সুষ্ঠুভাবে অপেক্ষাকৃত কম খরচে মালয়েশিয়ায় কাজে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আগ্রহীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মালয়েশিয়া যাওয়া সব কর্মীর চাকরিতে যোগ দিতে পারা ও অনেক ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে বেতন বেশি হওয়ায় স্বস্তি বিরাজ করছে শ্রমবাজারে। তবে কর্মী চাহিদা বেশি হওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী ও এয়ারলাইনস কোম্পানিগুলো সুযোগ নিচ্ছে বলে অভিযোগ জনশক্তি রপ্তানিকারকদের। তাদের মতে, সরকার এই দুই ইস্যুতে উদ্যোগী হলে অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং মালয়েশিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৭০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় গিয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। প্রায় ২ লাখ কর্মীর মালয়েশিয়া যাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা প্রক্রিয়াধীন। এসব কর্মীসহ মালয়েশিয়া সরকার ইতোমধ্যে সর্বমোট পৌনে ৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মীর জন্য ডিমান্ড লেটার অনুমোদন করেছে। বর্তমান মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াটি এফডব্লিউসিএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়ায় মালয়েশিয়া যাওয়া কর্মীদের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত কাজ পেয়েছেন এবং নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। মালয়েশিয়ায় ৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মীর নিয়োগ রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। রেমিট্যান্স আয় দেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা। ফলে যারা কাজ নিয়ে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন তারা যাতে সংশ্লিষ্ট সে দেশের আইন মেনে চলেন সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

www.thefinancialexpress.com.bd
www.fe-bd.com /febdonline
Sunday, June 11, 2023

Govt move to send skilled workers abroad makes little progress

YASIR WARDAD & ARAFAT ARA

The government move to boost inward remittance through sending skilled manpower has made little progress as the number of accomplished Bangladeshi workers finding jobs abroad has even declined over a decade.

The country sent a record 1.1 million people abroad in 2022, of which only 22.22 per cent were skilled migrants.

The skilled manpower was 23.20 per cent of the total overseas employment in 2010, according to the Economic Review 2023, published by the finance ministry.

The low-skilled migrant workers increased from 71.59 per cent in 2010 to 74 per cent in 2022, showcasing the poor development in the sector in the last 13 years, said experts.

However, the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) data show that the number of skilled manpower increased to a record 43.55 per cent in 2019 - soon afterwards, the number started declining terribly and reached a record low of 22.22 per cent in 2022.

Meanwhile, in the financial year of 2021-22 (FY '22), the remittance inflow of the country dropped to US$21.03 billion from $24.78 billion the previous year, according to the central bank.

The central bank data also showed that the United States (USA) has topped the rank considering the source of inward remittance in the outgoing financial year (July-Feb of FY '23) surpassing the Kingdom of Saudi Arabia.

Bangladeshi manpower in the USA contributed 17.8 per cent of the remittance while KSA contributed 17.7 per cent during the period.

The UK has become the third source for remittance in the year with 8.9 per cent - earlier, the place was fixed for Kuwait, said Bangladesh Bank.

Shakirul Islam, chairman of the Obhibashi Karmi Unnayan Programme (OKUP), said the countries that received skilled and semi-skilled manpower are now contributing to the remittance.

Out of the 1.1 million people, only 0.29 million are skilled or semi skilled workers while only 3,640 professionals could go abroad in 2022, he said.

As much as the government has talked about sending skilled manpower abroad, no progress has been made in the last thirteen years, he pointed out.

"Bangladesh is still lagging behind in sending skilled manpower abroad, though it is very crucial for the country to increase quality migration, boost remittance inflow and reduce workplace exploitations."

Mr Islam said the total expenditure of the government agencies involved in providing training should be reviewed.

To him, there is hardly any internationally-accredited training centre in Bangladesh.

CATEGORY-WISE MIGRATION 2010

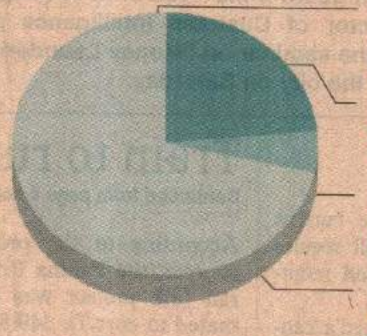

CATEGORY-WISE MIGRATION 2022

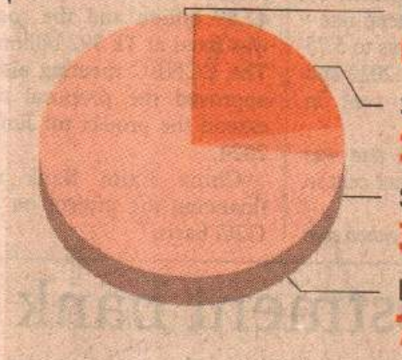

According to the government statistics, 80,000 aspirants are trained up annually by the government-run technical training centres. Currently, BMET runs 95 technical training centres (TTCs) in the country. The government has announced that it would give priority to send skilled workers to enhance quality migration and remittance income.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Govt move to send skilled workers

Asked, BMET Training Director Engr. Md Salah Uddin said, "We don't have any such database yet on how many workers are going abroad with training from TTCs." "But we have taken the initiative to make such a databank."

The TTCs have been instructed by the BMET to contact the recruiting agencies in their respective areas in a bid to bring the workers to the training institutes, he added.

Bangladesh also signed a deal with Takamol for Skills Verification Programme (SVP) in February this year to send skilled workers to Saudi Arabia.

They have started the programme at four TTCs, while five others will be brought under the programme soon.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) Chairman Tasneem Siddiqui said the private recruiting agencies are eager for only unskilled workers and they manage visas for them.

The private recruiters should also be skilled to source jobs for skilled manpower, she pointed out.

She also said the capacity of the state-run Bangladesh Overseas Employment and Services Ltd (BOESL) should be increased significantly so that they could source suitable jobs across the globe for the trained Bangladeshi people.

The organisation seems to be stuck mainly in South Korea and Jordan, she observed, adding that it should be expanded so that it can source jobs in suitable countries for the local skilled population.

Ali Haider Chowdhury, secretary general of Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA), said that the government needs a specific plan to send skilled workers.

He suggested creating country wise demand-based skilled workers, and market promotion. "We need to fix the yearly target of how many skilled workers will be sent from Bangladesh."

Asked why they don't send workers trained by TTCs, Mr Chowdhury said the manpower that the TTCs create is not the right fit for the international labour market.

He also refuted the blame on recruitment agencies for giving priority to sending low-skilled workers.

If recruiters get available skilled workers, they will be happy to send them, he added.

According to Bangladesh Bank data, Bangladeshis sent home $21 billion in 2022 which was US$ 24 billion in 2021.

tonmoy.wardad@gmail.com
arafataradhaka@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৮ জ্যৈ
১১ জুন ২০২৩

তৈরি পোশাক আমদানি কমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি প্রায় এক-চতুর্থাংশ কমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড। ফলে এই বাজারে চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতো শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। এই পাঁচ দেশের মধ্যে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বেশি কমেছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমন তথ্য মিলেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ৫২১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনাই এই আমদানি প্রায় ২২ দশমিক ১৫ শতাংশ কম। গত বছর এই সময়ে ৩ হাজার ২৩৯ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন ৪৫২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছর একই সময়ে দেশটির রপ্তানি ছিল ৬৬৯ কোটি ডলার। সেই হিসাবে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চীনে রপ্তানি কমেছে ৩২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এই সময়ে ভিয়েতনামের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ২৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ৪৩৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছরের একই সময়ে তাদের রপ্তানি ছিল ৬০১ কোটি ডলার।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর এই বাজারে ৯৭২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। তার বিপরীতে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৭০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই রপ্তানি ১৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ কম। গত বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছিল ৩২৮ কোটি ডলারের পোশাক।

অন্যদিকে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৭৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ভারত। দেশটির রপ্তানি কমেছে ১৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ইন্দোনেশিয়ার তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ২৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ১৫১ কোটি ডলারের পোশাক।

গত বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি দ্রুত বাড়তে থাকে। গত বছরের জুনে দেশটির মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়ায়, যা ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফলে নিত্যপণ্য ও জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য পণ্য কেনা কমিয়ে দেন দেশটির ভোক্তারা। যদিও দেশটির মূল্যস্ফীতি কমে আসছে। গত এপ্রিলে তাদের মূল্যস্ফীতি কমে ৪ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে আগামী গ্রীষ্ম মৌসুম থেকে দেশটি থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ আসা বাড়তে পারে বলে ধারণা বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তাদের।

DHAKA SUNDAY JUNE 11, 2023
JAISHTHA 28, 1430 BS
The Daily Star

Textiles, RMG neglected in budget

Says former DCCI president

JAGARAN CHAKMA

National BUDGET FY2023-24

Shams Mahmud

The textile and garment sector, which earns the lion's share of export proceeds, has been left neglected in the proposed budget, according to Shams Mahmud, a former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry.

"Overall, the proposed budget has failed to address the burning issues at hand. But we did not expect it, especially because we have seen how effective a role the prime minister has always played in supporting the private sector," he said.

Mahmud, also the managing director of Shasha Denims Ltd, was sharing his thoughts on the proposed budget for the fiscal year of 2023-24 during an interview with The Daily Star on Thursday.

"Considering the current scenario worldwide, we had expected a reduction of tax deducted at source from 1 per cent to 0.5 per cent, which was absent in the proposed budget," he said.

Even the continuation of the 15 per cent tax payable by the textile industry on their income, which is lower than that for most sectors, will have no benefit.

This is due to the fact that most units are now incurring losses for a reduction of work orders against the backdrop of inadequate gas pressure in the supply lines alongside frequent power cuts, said Mahmud.

"Also because of a rise in spare parts consumption, we expected a waiver of value-added tax and taxes on domestically produced spare parts."

"This would have helped support the local industry, enabled its development into an import substitution industry, and saved foreign currencies. Unfortunately, there was no such offer in the proposed budget."

A tax on the import of spare parts by entities inside the export processing zone is still in effect, which also should have been withdrawn considering the present economic slowdown, Mahmud said.

"There has been no allocation for research and development for the textile and garment sector at all, which we had expected as we are striving to produce more value-added products."

No benefits were offered to factories which are investing in being environmentally-friendly by reducing their carbon footprint alongside water and electricity consumption, added Mahmud.

"A lot of our traditional export markets will not be readily accessible as Bangladesh is going to graduate from the least developed country category."

"Moreover, there will be lesser access to low-cost concessional funding as we walk down this path of graduation."

According to Mahmud, Bangladesh has been caught up in a volatile international business atmosphere this year owing to high-interest rates in the US, the Russia-Ukraine conflict and recessionary fears gripping the world.

Internally, the economy and businesses suffered from high inflationary pressure and a lack of private sector credit growth, he said.

He had apprehensions over the government increasing its borrowing target from internal sources like the banking sector, saying it would further squeeze private sector credit growth.

> **Considering the current scenario worldwide, we had expected a reduction of tax deducted at source from 1 per cent to 0.5 per cent, which was absent in the proposed budget.**
>
> **Shams Mahmud**
> A former president of DCCI

"The uncertainties over power supply have detrimentally affected the cottage, micro, and small enterprises."

Input costs have gone up alongside the necessity for machinery spare parts as those are breaking down because of the erratic power supply. These costs are ultimately passed down to the consumers, which is creating inflationary pressure, he said.

The depreciation of the taka against the US dollar came as a shock to the economy, which is now taking a toll on the common people and the middle class whose incomes are fixed, he said.

"We had hoped that the just announced national budget would address all these points and show us a clear strategy to overcome all these issues."

SATURDAY JUNE 10, 2023
JAISHTHA 27, 1430 BS
The Daily Star

Final nail in jute mills' coffin?

BJMC leasing those out to textile, RMG factories

MD SHAHNAWAZ KHAN CHANDAN

Three years after the closure of state-run jute mills, Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) is still failing to attract investors to reopen its jute mills.

Now, BJMC is leasing out the mills to textile mills and RMG factories.

Worker leaders and industry experts are seeing this move as the dead end of state-run jute industries from which reopening of the jute mills may never be possible.

BJMC took the initiative to lease out 19 of its jute mills in 2021. So far, only five jute mills went into production under private management.

Many manufacturers who completed the bidding process and were given notification of awards (NoA) ultimately backed down from taking over these mills.

For instance, on April 27, 2021, BJMC published an expression of interest (EoI) to lease out 17 of its jute mills. BJMC published NoAs against five jute mills. In the end, two bidders backed down and their NoAs were cancelled as they could not pay the security deposits.

On February 7, 2022, BJMC published a second EoI to lease out 13 of its mills but none of the mills could start their operation. Although the corporation published NoA to seven of its bidders, five of them backed down in the end due to fund shortage and their disagreement with the ToR. Only two bidders applied for an extension to pay the security deposit.

Due to a similar experience in the 3rd EoI, BJMC published another EoI on May 16 to lease out nine of its mills and added that RMG manufacturers now can also compete in the bidding process.

According to BJMC officials, despite the repeated publication of EoIs, only three of its mills went into full production under private management. The leasing process could not be finalised against six to seven mills as the bidders have not paid the security deposit yet. Consequently, these mills could not be included in the fourth EoI.

According to the ToR, successful bidders have to deposit 36 months' rent as security money, which has proven too high for some bidders. For instance, Saad Musa Group, a Chattogram-based conglomerate was supposed to pay around Tk 15 crore to finalise the leasing process of Hafiz Jute Mills.

Initially, the group paid a deposit of Tk 50 lakh but could not pay further. As a result, their NoA had to be cancelled by BJMC.

The experience was the same for Mimu Jute Mills Limited who wanted to lease the

BJMC has devised such a plan that would leave hundreds of thousands of jute mill workers permanently unemployed as there is no doubt that these mills will ultimately be taken over by the non-jute industries.

RUHUL AMIN
Coordinator of Sramik-Krishak Oikya Parishad

Due to the economic situation all over the world, private jute mills and jute goods exporters are also struggling. Under these circumstances, we received a policy decision from the higher authority to lease out the mills to non-jute manufacturers.

GOLAM KABIR
Chairman of BJMC

Leasing the mills to jute-based manufacturers is our priority. However, if we do not get capable bidders from the jute sector, we would like to open the door to textile and RMG manufacturers who are also under the purview of this ministry.

ABDUR ROUF
Secretary of Ministry of Jute and Textile

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ৯ জুন ২০২৩।

সংকটে শিল্পোৎপাদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

লোডশেডিংয়ের পাশাপাশি দেশের শিল্প-কারখানায় আগে থেকেই রয়েছে গ্যাসের সংকট। এতে দিনের বড় একটা সময় বন্ধ রাখতে হচ্ছে কারখানা। এই সংকটে বড়গুলোর সঙ্গে ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প-কারখানাও বিপাকে পড়েছে। এতে উৎপাদন কমে ব্যয় বাড়ছে, প্রভাব পড়তে শুরু করেছে রপ্তানির ক্রয়াদেশেও।

শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, এই সংকট থেকে দ্রুত উত্তরণ করা না গেলে বড় ধরনের সংকটে পড়বে দেশের শিল্প-কারখানা ও রপ্তানি আয়। রিজার্ভেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করবে।

শিল্প-কারখানার মালিকরা বলছেন, বর্তমানে উচ্চমূল্যে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে গ্যাস কিনলেও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকায় গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (শিল্প-কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎ) উৎপাদন করতে পারছেন না। জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ দিয়ে কারখানা চালাতে গিয়ে লোডশেডিংয়ের কারণে বিপাকে পড়েছেন। দিনরাতের বড় একটা সময় কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতিরও ক্ষতি হচ্ছে। বিকল্প উপায় হিসেবে জেনারেটর দিয়ে কারখানা সচল রাখতে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে।

জ্বালানিসংকট

- বস্ত্র খাতের উৎপাদন সক্ষমতা কমেছে ৫০%
- তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন সক্ষমতা কমেছে ২৫-৩০%
- বিপাকে ছোট ও মাঝারি শিল্প-কারখানা

জানতে চাইলে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটে দেশের বস্ত্র খাতের কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা অর্ধেকে নেমেছে। বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করায় উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। তিনি জানান, জ্বালানির সংকটে গতকাল ২৪ ঘণ্টার জন্য নিজের কারখানা বন্ধ রেখেছেন।

মোহাম্মদ আলী খোকন আরো বলেন, ঈদের আগে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে বস্ত্র খাতে দেশের ৪৫টি ব্যাংকের বিনিয়োগ করা এক লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা ঝুঁকিতে পড়বে।

বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, লোডশেডিংয়ের প্রভাবে তিন সংকটে পড়েছে

সংকটে শিল্পোৎপাদন

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কারখানা সচল রাখছে। কিন্তু ডলার সংকটের কারণে এখন পর্যাপ্ত গ্যাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার পরও গ্যাস বিতরণে আমরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তবে লোডশেডিংয়ের কারণে ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প-কারখানাগুলোর বেশি ক্ষতি হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রস্তুতি থাকলেও তাপপ্রবাহ বেড়ে যাওয়া এবং জ্বালানির অভাবে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রাখা যাচ্ছে না। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।' সবাইকে আরেকটু ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানান তিনি।

পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশে গ্যাসের চাহিদা চার হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। গতকাল পেট্রোবাংলা সর্বোচ্চ সরবরাহ করেছে তিন হাজার ৪৭ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি ছিল ৯৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস।

কালের কণ্ঠ'র চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চলমান লোডশেডিংয়ে কারখানায় উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। এর আগে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপ হলে চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলগুলোকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা থাকত বিপিডিবির। কিন্তু গত কিছুদিন দেশব্যাপী যে অব্যাহত লোডশেডিং চলছে, তা থেকে রেহাই মিলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন থাকার প্রভাবে উৎপাদনে যেমন ধস নেমেছে, উৎপাদন খরচও অনেক বেড়ে গেছে। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে।

বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। উৎপাদন খরচ বাড়ছে, কমছে সক্ষমতা।

ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন সেনগুপ্ত কালের কণ্ঠকে বলেন, স্বাভাবিক সময়ে ১০০ টন রড উৎপাদন করতে পারলেও জ্বালানির সংকটে এখন আগের চেয়ে ২৫ শতাংশ কমেছে। এর মধ্যে ডলার সংকটে কাঁচামাল আমদানি করা যাচ্ছে না। বিদ্যুতের কারণে উৎপাদন খরচও বেড়ে গেছে।

পিডিবি সূত্র জানায়, চট্টগ্রামে বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় এক হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। লোডশেডিং হচ্ছে ৪৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত।

তবে দেশব্যাপী যে লোডশেডিং, তার প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত চট্টগ্রামের দুই রাষ্ট্রায়ত্ত চট্টগ্রাম ইপিজেড ও কর্ণফুলী ইপিজেড। নিজস্ব বিদ্যুৎব্যবস্থা থাকায় এই সংকটের সময়েও এই ইপিজেডে উৎপাদনপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রয়েছে।

গাজীপুর থেকে **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, বিদ্যুৎসংকটে গাজীপুরের শিল্প-কারখানায় উৎপাদনে ধস নেমেছে। বিপাকে পড়েছেন কারখানার মালিকরা। এমন পরিস্থিতিতে কোরবানির ঈদের আগে বেতন-ভাতা পরিশোধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে অনেক কারখানায়।

গাজীপুর মহানগরীর বোর্ডবাজারের জাবার এলাকার ইউনিক অ্যাপারেলসে গিয়ে দেখা গেছে, ওই কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। শ্রমিকদের কেউ বাইরে, কেউ কারখানার ভেতরে আড্ডা দিচ্ছেন। সুপারভাইজার মতিউর রহমান বলেন, 'আমরা সাবকন্ট্রাক্টে কাজ করি। সকাল সাড়ে ১১টায় বিদ্যুৎ চলে গেছে। এখন দুপুর দেড়টা বাজলেও বিদ্যুৎ আসেনি। গত বুধবার আড়াই শ পিস সোয়েটার কমপ্লিট হওয়ার কথা ছিল। এখনো ২০ পিসও তৈরি করা যায়নি। বিদ্যুতের অভাবে কাজ বন্ধ রয়েছে।'

গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ১-এর সিনিয়র জিএম যুবরাজ চন্দ্র পাল কালের কণ্ঠকে জানান, উৎপাদন কমায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিমুহূর্তে চাহিদা পরিবর্তন হচ্ছে। জাতীয় গ্রিড থেকে পাওয়া যাচ্ছে চাহিদার কম। তাই লোডশেডিং করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ : নারায়ণগঞ্জ শহরে রয়েছে প্রায় চার হাজার হোসিয়ারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এসব কারখানায় কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করেন। বিদ্যুৎসংকটে বর্তমানে এই শিল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। কমে যাচ্ছে উৎপাদন। এতে মালিকরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। শহরের উকিলপাড়া এলাকার নাছিমা হোসিয়ারির মালিক মো. স্বপন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতিদিন ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে আমরা অনেক ক্ষতির মুখে পড়েছি। এই ক্ষতি কিভাবে পোষাব, তা জানি না।'

বিকেএমইএর নির্বাহী সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম কালের কণ্ঠকে বলেন, বিদ্যুৎসংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে শ্রমিকদের শরীরেও এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এ কারণে শ্রমিকদের কাজের গতি কমে যাচ্ছে।

[প্রতিবেদনটি তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন নিজস্ব প্রতিবেদক (চট্টগ্রাম অফিস), নিজস্ব প্রতিবেদক (গাজীপুর) ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি]

কালের কণ্ঠ
কা। সোমবার। ১২ জুন ২০২৩।

দৈনিক রেমিট্যান্স আসছে ৬৯৪ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে জুন মাসে প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) গতি বেড়েছে। চলতি জুন মাসের প্রথম ৯ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ৫৭ কোটি ৫৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ছয় হাজার ২৪৫ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা ধরে)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, চলতি মাসের প্রথম ৯ দিনে ৫৭ কোটি ৫৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার বা ছয় হাজার ২৪৫ কোটি টাকা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। মাসটিতে প্রতিদিন আসছে প্রায় ছয় কোটি ৪০ লাখ ডলার বা ৬৯৪ কোটি টাকা। রেমিট্যান্স আসার এই ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে প্রায় দুই বিলিয়নের কাছাকাছি (১৯০ কোটি ডলারের বেশি) চলে যাবে। এর আগে সব শেষ মে মাসের পুরো সময়ে ১৬৯ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার এসেছিল। সে হিসাবে এখন পর্যন্ত চলতি মাসে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ভালো।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, সামনে যেহেতু কোরবানি ঈদ, তাই একে কেন্দ্র করে মাসের বাকি সময়ে আরো বেশি রেমিট্যান্স আসবে।

জুন মাসের প্রথম ৯ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১১ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে তিন কোটি ১৫ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। আর বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪২ কোটি ৭৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এ ছাড়া বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২১ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স।

আলোচিত সময়ে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি এমন ব্যাংকের সংখ্যা ৯টি। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব, বেসরকারি খাতের বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, কমিউনিটি ব্যাংক লিমিটেড, সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি। আর বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, উরি ব্যাংক এবং সিটি ব্যাংক এনএ।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৯ জ্যৈ
১২ জুন ২০২৩

ডিজেল রং-সুতাসহ কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি

লোডশেডিংয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জের তাঁত কারখানা

■ মাহমুদুল কবীর, সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

লোডশেডিং, ডিজেল, রং, সুতাসহ কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সিরাজগঞ্জে তাঁত কারখানাগুলোতে কাপড় উৎপাদনে ধস নেমেছে। এতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাঁত কারখানাগুলো। জেলার ৩ লাখ তাঁত কারখানার মধ্যে ইতিমধ্যে ১ লাখ কারখানা বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম অ্যান্ড পাওয়ার লুম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।

আবার কারখানা মালিকেরা ডিজেলচালিত জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ দিয়ে তাঁত কারখানা সচল রাখার চেষ্টা করলেও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কারখানা সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁতমালিকদের বিদ্যুৎ বিলও দিতে হচ্ছে আবার জেনারেটরও চালাতে হচ্ছে। এতে শাড়ি, লুঙ্গি, ও গামছা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। যতটুকু উৎপাদন হচ্ছে, তাও হাট-বাজারে বিক্রি হচ্ছে না বলে তাঁতমালিকেরা জানিয়েছেন। যে কারণে বাধ্য হয়ে অনেকে তাঁত কারখানা বন্ধ রাখছেন।

অন্যদিকে, তাঁতশিল্পের এই অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন শ্রমিকরা। পরিবার নিয়ে তাদের কোনোমতে দিন কাটছে। বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের শ্রমিক শাহ আলমসহ একাধিক শ্রমিক জানান, মহাজন কাপড় বিক্রি করতে না পারায় তাদের কারখানায় আসতে নিষেধ করা হচ্ছে। আগে সারা দিনে একজন শ্রমিক ৭০০-৮০০ টাকার কাজ করতেন। এখন একজন শ্রমিক ৩০০-৪০০ টাকার কাজ করছেন।

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার তাঁতমালিক হাজি মো. আবু শাহীন প্রামাণিক বলেন, 'তাঁতমালিক হিসেবে বর্তমানে আমরা দুর্বিষহ জীবন যাপন করছি। দিনের বেলায় তিন-চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। এ সময় তেল, ডিজেল দিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে কাপড় উৎপাদন করতে গেলে খরচ বেড়ে যায় এবং শ্রমিক থাকে না। বর্তমানে কাপড় ব্যবসায়ীরা লোকসানে রয়েছেন। এরপর শ্রমিকসংকট রয়েছে। শ্রমিকের অভাবে কাপড় উৎপাদন করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড সিরাজগঞ্জের বেলকুচি-চৌহালী উপজেলার লিয়াজোঁ অফিসার তন্বী বলেন, '১৯টি তাঁত যাদের আছে তারা প্রান্তিক তাঁতি। তাদের জন্য আমরা ঋণের ব্যবস্থা করেছি। তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। দুর্যোগ সময়ে তাদের সহযোগিতা করে থাকি। আগে আমাদের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার টাকা। এখন আমরা তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত দিচ্ছি।'

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড সিরাজগঞ্জের লিয়াজোঁ অফিসার (অতি.) মিঠুন কুমার বসাক জানান, ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতমালিকদের ঋণ দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, সিরাজগঞ্জ বেসিক সেন্টারের আওতায় আর্থসামাজিক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ৭০০ প্রান্তিক তাঁত মালিককে ১ থেকে দেড় লাখ টাকা করে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

বেলকুচি উপজেলা পাওয়ার লুম অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক বৈদ্যনাথ রায় জানান, তাঁতপণ্যের বেচাকেনা নেই বললেই চলে। কাপড় বিক্রি করতে না পেরে অনেকেই কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলায় লাখ খানেক প্রান্তিক তাঁতমালিক তাদের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। পুঁজি সংকটে আরো অনেক তাঁত বন্ধের পথে। এ অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা জরুরি প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, তাঁতশিল্পকে বাঁচাতে একটি তাঁত ব্যাংক করা প্রয়োজন। এই ব্যাংকের মাধ্যমে যদি তাঁতিদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়, তাহলে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

সিরাজগঞ্জ : বেলকুচি উপজেলার একটি তাঁত কারখানা —ইত্তেফাক

DHAKA MONDAY JUNE 12, 2023
JAISHTHA 29, 1430 BS
The Daily Star

Govt may allow trade unions at SEZs

Working to amend Labour Act 2006; PM to attend ILO summit in Geneva on June 14-15

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

The government is considering bringing the special economic zones under Bangladesh Labour Act, State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam said yesterday.

An amendment to Bangladesh Labour Act-2006 may be passed in the current parliament session to that end.

The SEZs are now governed by Bangladesh EPZ Labour Act.

There are eight export processing zones in the country and those are governed by Bangladesh EPZ Labour Act, while the factories outside the EPZs are run by Bangladesh Labour Act.

As per the EPZ Labour Act, workers don't have the right to formtrade unions, but they have labour welfare associations. On the other hand, Bangladesh Labour Act allows trade unions.

The international community, especially the US and the European Union, has been calling for the Bangladesh government to have a uniform labour law and allow trade unions in all factories.

While talking to reporters at his ministry, Shahriar said that allowing trade unions in the EPZs may not be possible at this time as most of the foreign investors have an agreement with the government on that particular matter.

However, under the EPZ Labour Act, there are provisions of labour welfare associations that have scopes for negotiations with the investors.

"We will ensure that this negotiation process continues. The main thing is that workers can reach out to their employers ... There is not much to do [in this case]. If we allow trade unions, the investors will accuse us of violating the agreement," Shahriar said.

He further said Bangladesh Labour Act is mostly applicable to the export-oriented factories, but eventually, the government will implement the law in the industrial units that manufacture products for domestic market.

In South Asia, Bangladesh has ratified the highest number of ILO conventions, he pointed out.

Last year, Bangladesh presented a road map for labour reforms before the ILO. Taking into cognisance of the trade partners' observations, the government will bring some amendments to Bangladesh Labour Act, he said.

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জুন ১৩, ২০২৩

শিল্পোদ্যোক্তাদের অভিযোগ

অতিরিক্ত করের বোঝা সংকটে ফেলছে সিমেন্ট শিল্পকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকারসহ অন্যান্য উপাদানের ওপর অগ্রিম আয়কর, কাস্টমস ডিউটি বাড়ানোর ফলে করের বোঝা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে সংকটে পড়ছে শিল্পটি। এছাড়া সিমেন্ট রফতানির ওপর নগদ প্রণোদনা না থাকাও এ শিল্পের ক্ষতির কারণ। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তোলেন সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমএ) সভাপতি ও ক্রাউন সিমেন্টের ভাইস চেয়ারম্যান আলমগীর কবির। 'অতিরিক্ত কর ধার্য এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা: সিমেন্ট শিল্প গভীর সংকটে' শীর্ষক এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিসিএমএ।

আলমগীর কবির বলেন, 'অগ্রিম আয়কর, জ্বালানি সংকট, পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি, ডলারের সংকট ও মূল্য বৃদ্ধিসহ নানামুখী সমস্যার কারণে দেশের উদীয়মান খাতের অন্যতম সিমেন্ট শিল্প খাত বর্তমানে এক কঠিন সময় পার করছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে সিমেন্ট উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ধার্য করা হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী প্রতি টন ক্লিংকারে ৭০০ টাকা কাস্টমস ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। যা আগে ছিল ৫০০ টাকা। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকারের ওপর কাস্টমস ডিউটি প্রতি টন ৫০০ টাকা থেকে হ্রাস করে প্রতি টন ২০০ টাকা ধার্য করার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু বাজেটে কাস্টমস ডিউটি না কমিয়ে, উল্টো প্রতি টনে ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।'

> আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকারের ওপর কাস্টমস ডিউটি প্রতি টন ২০০ টাকা ধার্য করার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু বাজেটে কাস্টমস ডিউটি না কমিয়ে, উল্টো প্রতি টনে ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে

বিসিএমএর সভাপতি বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছি, আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ দশমিক ৫০ শতাংশ ধার্য করা যেতে পারে। কিন্তু আগাম আয়কর কোনোক্রমেই চূড়ান্ত দায় হিসাবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। তাই আগাম আয়করকে সমন্বয় করার সুযোগ রাখার আবেদন জানিয়ে আসছি। কিন্তু বাজেটে আমরা তার বিপরীত চিত্র দেখতে পেলাম। সেখানে দেখা গেল, অগ্রিম আয়কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে সিমেন্ট শিল্প লোকসানে পড়লেও তার দায় সমন্বয় করা সম্ভব হবে না।'

তিনি জানান, কোনো শিল্পের প্রধান কাঁচামালের ওপর কাস্টমস ডিউটি সাধারণত আমদানি মূল্যের ওপর প্রায় ৫ শতাংশ হয়। কিন্তু ক্লিংকারের ওপর সম্প্রতি বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী, কাস্টমস ডিউটি দাঁড়ায় আমদানি মূল্যের ১২-১৩ শতাংশ। যা শিল্প মালিকদের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ক্ষতিকর প্রভাব সিমেন্টের বাজারে ভোক্তা সাধারণের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সার্বিক কার্যক্রমে গতি হারানোর উপক্রম হতে পারে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সিমেন্ট শিল্পের পাঁচটি কাঁচামাল যথা ক্লিংকার, স্লাগ, লাইমস্টোন, ফ্লাই অ্যাশ ও জিপসাম আমদানি করতে হয়। বর্তমানে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, এলসি সমস্যা, এলসি খোলার বিপরীতে অনেক ব্যাংকের মাত্রাতিরিক্ত কমিশন আদায়ের কারণে মূলধনি লোকসানের সমস্যায় পড়ছে কোম্পানিগুলো। এক্ষেত্রে খাতটিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা ও ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলে সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের দুর্দশা কিছুটা লাঘব হবে।

বিক্রয় পর্যায়ে অগ্রিম আয়করের বিষয়ে বলা হয়, বর্তমানে বিক্রয় পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর ২ শতাংশ হারে ধার্য করা হচ্ছে। অথচ বিক্রয় পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর দশমিক ৫০ শতাংশ করার দাবি করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। এছাড়া কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে কর নিরূপণ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমদানি মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নির্ধারণ করে। যা অনেক সময় আমদানি মূল্যের ১০ শতাংশের চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর নিরূপণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত বিনিময় হারের চেয়েও বেশি বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় বিভিন্ন সিমেন্ট কোম্পানির প্রতিনিধিরা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

The Financial Express Tuesday | June 13, 2023

Rising worker outflow fails to resurge remittance

FE REPORT

Over the first five months of the current calendar year, Bangladesh dispatched over half a million workers overseas, as per the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET).

The BMET expressed optimism that the sector would surpass last year's record of sending over 1.0 million workers abroad. However, the notion that "the more Bangladeshis seek employment overseas, the greater the inflow of remittances for the country" appears to have faltered.

According to data from the central bank, despite the escalating exodus of workers, remittance income has failed to rebound, with Bangladesh witnessing a 10.27 per cent decline in inward remittances compared to the previous year in May.

The figures indicate that in May this year, the influx of remittances amounted to US$ 1.69 billion, a decline from the US$ 1.88 billion recorded during the same period last year.

Industry insiders attribute this remittance conundrum to 'hundi', an illicit and unofficial avenue for transferring funds back home.

They propose that promoting the official banking channels by offering attractive foreign exchange rates and augmenting incentives would bolster the remittance inflow.

In 2022, Bangladesh sent around 1.1 million workers, witnessing a robust growth trend in recent years after a setback resulting from the Covid-19 pandemic in 2020.

Of the half million Bangladeshis who migrated in the first five months of this year, some 503,401 workers secured employment in various destination countries, according to BMET data.

The country consistently dispatched over 100,000 workers each month, except for April, which saw a decline to 78,833 workers, as shown by the BMET data.

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ১৪, ২০২৩

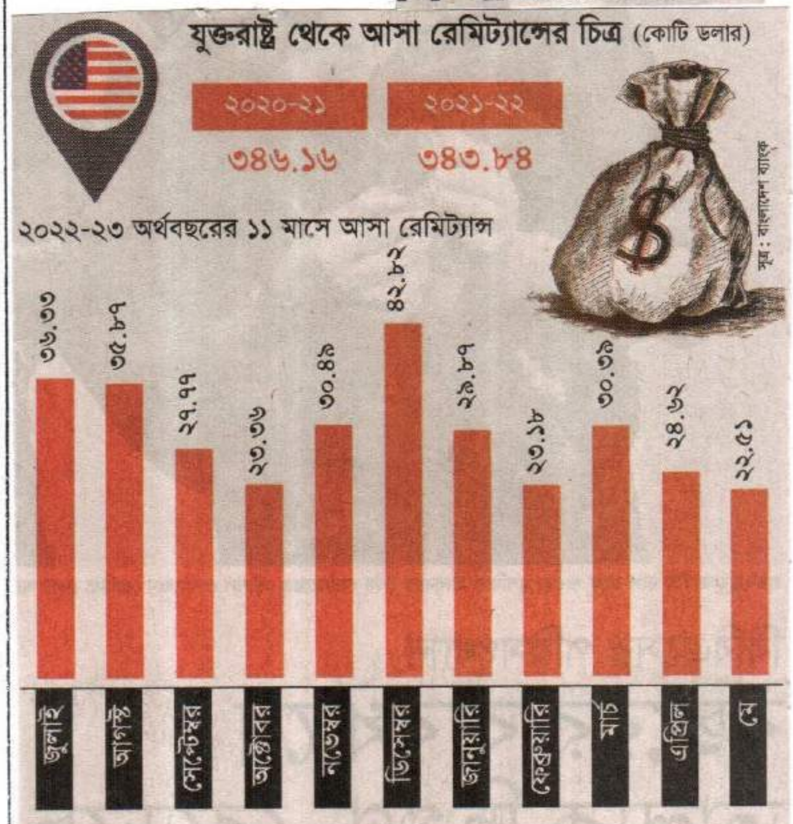

অর্থ পাঠাতে কড়াকড়ি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে কমতে শুরু করেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ

হাছান আদনান ■

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের যে উল্লম্ফন শুরু হয়েছিল, হঠাৎই সেটি থেমে গেছে। মে মাসে দেশটি থেকে যে রেমিট্যান্স এসেছে, তা চলতি অর্থবছরের ১১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে গত মার্চে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩০ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। কিন্তু মে মাসে সেটি কমে ২২ কোটি ৫১ লাখ ডলারে নেমেছে। প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমে যাওয়ায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নাম দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে। ফলে আবারো বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের সবার ওপরে উঠে এসেছে সৌদি আরব।

রেমিট্যান্স হাউজ ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের তথ্য বলছে, প্রবাসী আয় পাঠানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক ও রেমিট্যান্স হাউজগুলো কড়াকড়ি আরোপ করেছে। অর্থের উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটির ভূমিকা থাকতে পারে। এর প্রভাব পড়েছে দেশের সামগ্রিক রেমিট্যান্স প্রবাহের ওপর। মে মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৬৯ কোটি ১৬ লাখ ডলার, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ কম। গত মাসের মতো চলতি জুনেও দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে খরা দেখা যাচ্ছে। চলতি মাসের প্রথম নয়দিন দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৫৭ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। জুনের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা। ঈদ উপলক্ষে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ মাসে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গত ২৪ মে বাংলাদেশীদের জন্য এক নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়। সে অনুযায়ী, নির্বাচনে কারচুপি, ভীতি প্রদর্শন এবং নাগরিক ও গণমাধ্যমের বাকস্বাধীনতায় যারা বাধা দেবে, তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার আগে গত ৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি দিয়ে ভিসা নীতির বিষয়টি জানানো হয়েছিল। এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে দেশটি থেকে হঠাৎ করেই রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার পেছনে নতুন ভিসা নীতির কোনো ভূমিকা রয়েছে কিনা সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষের অবশ্য দাবি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের বিষয়টি অস্বাভাবিক। এর সঙ্গে নতুন ভিসা নীতি ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব থাকতে পারে।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশী প্রবাসী ইকবাল মাহমুদ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় খুবই চাপে আছেন তারা। এ পরিস্থিতিতে দেশে টাকা পাঠানো কষ্টসাধ্য। গত এপ্রিলে ঈদ উপলক্ষে স্বজনদের কিছু টাকা পাঠিয়েছি। মে মাসে আর পাঠাতে পারিনি। তবে গত মাসে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে গিয়ে পরিচিত অনেককেই ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের বাড়তি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে বলে শুনেছি।'

ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশী মকবুল আহমেদ জানান, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। পরিমাণ বেশি হলে আয়ের নথিপত্রও চাওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে প্রকৃত রেমিট্যান্স পাঠানো প্রবাসীরাও দেশে টাকা পাঠাতে নিরুৎসাহিত হবেন।

মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে কোনো দেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হলে সেটির প্রভাব ওই দেশের সব প্রতিষ্ঠানের ওপরও পড়ে বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব সিদ্ধান্তের প্রভাবে দেশটির সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের বিষয়ে সতর্ক থাকবে। এখন ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক প্রদক্ষেপ নেয়, সেটিও আশ্চর্যের বিষয় হবে না।'

এম হুমায়ুন কবির বলেন, 'সাধারণ বাংলাদেশীরা খুব অল্প পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠান। এ ধরনের অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও বড় অংকের অর্থ লেনদেন করতে গেলে সেটির বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয়। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি আরো কঠোরতা আরোপ করা হয়, সেটি ভিন্ন কথা। প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, এমন শঙ্কা থেকেও বাংলাদেশীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো থেকে বিরত থাকতে পারেন।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২০ সালের শুরুর দিক থেকে হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স আসে ৩৪৬ কোটি ১৬ লাখ ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ৩৪৩ কোটি ৮৪ লাখ ডলার প্রবাসী আয় আসে দেশটি থেকে। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩২৭ কোটি ২৫ লাখ ডলার। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৩৬ কোটি ৩৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে, যা দেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকেও প্রায় দেড় কোটি ডলার বেশি। কাজের উদ্দেশে গত দুই বছরে প্রায় ১২ লাখ বাংলাদেশী সৌদি আরবে গেছেন। এর পরও অর্থবছরের শুরু থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমতে থাকে। বিপরীতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের প্রবাহ বাড়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের শীর্ষস্থানে উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রের নাম। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্তও দেশটি থেকে রেমিট্যান্সের উচ্চপ্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। কিন্তু এপ্রিল ও মে মাসে প্রবাহ কমতে শুরু করেছে। গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল প্রায় ৪৩ কোটি ডলার। আর এপ্রিল ও মে মাসে তা যথাক্রমে ২৪ ও ২২ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

পরপর দুই মাস যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স কমে যাওয়ায় আবারো শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে সৌদি আরব। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে দেশটি থেকে প্রবাসী আয় এসেছে মোট ৩৩৫ কোটি ৯২ লাখ ডলার। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩২৭ কোটি ২৫ লাখ ডলার এসেছে। আর তৃতীয় স্থানে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৬৪ কোটি ৪২ লাখ ডলার।

হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স আসার প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় এর উৎস খতিয়ে দেখার দাবি জানায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সন্দেহ হলো দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থই রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসছে। এ বিষয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'বিদেশে লোক যাওয়া ও রেমিট্যান্স পাঠানোর মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য আছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশি রেমিট্যান্স আসছে, যা অস্বাভাবিক। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে পাচার করা অর্থ ফেরত আসছে। যেহেতু রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে আনলে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যায়, সে সুযোগটাই কেউ কেউ নিতে পারেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখতে পারে।'

ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে যারা যায় তাদের বেশির ভাগই হোয়াইট কালার জব করে। অনেকেই ঘরবাড়ি ও জমিজমা বিক্রি করে দেশ থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়। অনেক শিক্ষার্থীও সে দেশে আছে। তারা তো আর টাকা পাঠাতে পারে না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তাহলে বিপুল এ রেমিট্যান্স আসছে কোথেকে?'

প্রসঙ্গত, বণিক বার্তায় গত ১৮ মে 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে এত রেমিট্যান্স কারা পাঠাচ্ছেন?' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের পরিসংখ্যান, তাদের আয়-ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর (ইউএসসিবি) সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের শেষে সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজারের কিছু বেশির। দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের খানাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৬৮ হাজার ডলারের কিছু কম।

ইউএস ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের (ইউএসবিএলএস) হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২১ সালে খানাপিছু গড় ব্যয় ছিল প্রায় ৬৭ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী খানাগুলোর উপার্জনকারীরা বছরজুড়ে আয় করেছেন দেশটির গড় খানাপিছু ব্যয়ের চেয়ে সামান্য বেশি। এ হিসাব আমলে নিলে বাংলাদেশী পরিবারগুলোর উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ও খুব বেশি হওয়ার কথা না। যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এ বাংলাদেশীরাই এখন দেশের রেমিট্যান্সের বড় উৎস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩০৪ কোটি ৭৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশী প্রতি মাসে গড়ে ২ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বাংলাদেশে। যদিও সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বক্তব্য হলো প্রতি মাসে জীবনযাপনের ব্যয় বহন করে দেশে ২ হাজার ডলার পাঠানো বেশির ভাগ প্রবাসীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৯ জুন ২০২৩।

বিভিন্ন দেশ থেকে ১১ লাখ কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালয়েশিয়ায় নতুন করে ১১ লাখ ৩৬ হাজার ২২টি কর্মসংস্থান কোটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দেশটির উৎপাদন, নির্মাণ, সেবা, আবাদ, কৃষি ও খনন খাতে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার মালয়েশিয়ার জাতীয় সংসদ দেওয়ান রাকায়াতে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী ভি শিবকুমার।

এর মধ্যে চার লাখ ৬৭ হাজার ৫৯০টি কোটা চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এখন পর্যন্ত চার লাখ ২৭ হাজার ৭৫৯ জন নতুন কর্মী নিয়োগের অনুমোদন পেয়েছে বাংলাদেশ। মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর মধ্যে চলতি মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত তিন লাখ ৫৭ হাজার ৩২৮ কর্মীর চাহিদাপত্র সত্যায়ন করেছে হাইকমিশন। আর মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন এক লাখ ৬৩ হাজার ৪০৩ কর্মী। এ ছাড়া সত্যায়ন করা এক লাখ ৯৩ হাজার ৯২৫ কর্মী বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর অপেক্ষায় রয়েছেন। এই ১১ লাখ কর্মীর মধ্যে উৎপাদন খাতে চার লাখ ৬৯ হাজার ১০৬টি, নির্মাণ খাতে তিন লাখ ৫৯ হাজার ৮৯৯টি, সেবা খাতে এক লাখ ৭১ হাজার ৪৯০টি, আবাদে ৮৫ হাজার ৬৭৮টি, কৃষিতে ৪৯ হাজার ৪৭৩টি এবং খনি ও খনন খাতে ৩৭৬টি কোটা অনুমোদন করা হয়েছে।

WEDNESDAY JUNE 14, 2023
JAISHTHA 31, 1430 BS
The Daily Star

Training for women in RMG to raise factory productivity

An IFC-ILO assessment finds

STAR BUSINESS REPORT

Training support for women in supervisory roles leads to higher productivity in the garment factories, a new assessment of the International Finance Corporation (IFC) and the International Labour Organisation showed.

The impact assessment which was conducted by the University of Oxford and the BRAC James P Grant School of Public Health on Better Work's Gender Equality and Returns (GEAR) programme funded by the European Union were presented in Dhaka yesterday.

The assessment was conducted across 27 garment factories in Dhaka and Chattogram and showcased the strong impact of the GEAR programme, particularly in improving line efficiency and increased gender equality.

GEAR partnered with global apparel brands such as H&M, M&S, Levi's, Ralph Lauren, and VF Corporation to implement this programme in their supplier factories and helped ensure the high completion and promotion rates.

Over 600 female operators in 78 factories since 2016 with technical skills and skills required for supervisory roles, with nine out of 10 participants completing the training programme and two-thirds being promoted as supervisors.

At supervisory level, trainees are earning 40 per cent more than similar workers not selected as trainees, with potential for further promotions up the management ladder.

"GEAR trainees proved to be more effective as supervisors, with the lines managed by them being 4 per cent more efficient, a gap that grows with supervisory experience," said Christopher Woodruff, professor of the development economics of the University of Oxford and the lead researcher of the study.

Sewing operators on GEAR-trainee managed lines were also reported to have higher levels of well-being and more satisfactory working environments because supervisors were showing a more cooperative and supportive management style, according to the study.

"We are happy to celebrate the success of the programme, which is a first critical step to create upward career opportunities for women in garment factories," said Wagner Albuquerque de Almeida, a global director for manufacturing' agribusiness and services at the IFC.

Having an adequately skilled labour force is critical to the continued growth of the industry, which needs to tap into the broadest possible talent pool, he added.

বণিক বার্তা
বুধবার, জুন ১৪, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ৩১, ১৪৩০

বণিক বার্তা-ডিবিএম বাজেট মতবিনিময় সভা

'রেমিট্যান্স প্রণোদনার সুবিধা নিচ্ছেন ধনীরা'

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রেমিট্যান্সে সরকারের দেয়া ২ শতাংশ প্রণোদনার সুবিধা অবৈধভাবে ধনীরা নিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ। সদ্য প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে গতকাল রাজধানীর সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (সিরডাপ) মিলনায়তনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে 'জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ : স্বস্তির সন্ধানে' শীর্ষক এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বণিক বার্তা ও গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন (ডিবিএম)। সভায় দেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, জ্বালানি, নিরাপত্তাসহ ১২টি খাতের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় ও বাস্তবায়নে নজরদারির তাগিদ জানান খাতসংশ্লিষ্টরা। তারা বলেন, খাদ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে নজরদারি বাড়াতে হবে। শুধু নামমাত্র বরাদ্দ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করলে পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে সময়োপযোগী পরিবর্তন সম্ভব হবে না। এছাড়া নারীদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি, তরুণদের উৎসাহিত ও দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান, কর ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে জাতীয় অগ্রগতি থমকে পড়বে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ বলেন, 'নির্বাচনের সন্ধিক্ষণে এ বাজেট। এরই মধ্যে সরকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপড়েনের মধ্যে রয়েছে। এ সময়ে আন্তর্জাতিক নির্ভরতা থেকে বের হতে চাইলে ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে হবে। একটা পক্ষ নিয়ে নতুন করে শুরু করতে হবে। চীনের কয়লা আসছে, এর মানে কী? আমি যদি কয়লা আমদানির টাকা না পাই তাহলে চীনের কাছ থেকে নেব। চীন থেকে নিলে আবার আমেরিকা, ভারত অখুশি হবে। এ টানাটানির মধ্যে সরকার পড়েছে। আবার চীন যদি কয়লা না দেয় তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব।'

সরকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আপনারা বলেছেন আন্তর্জাতিক বাজারে সার, খাদ্যপণ্য, জ্বালানির দাম কমলে আপনারাও দাম কমাবেন, কিন্তু দাম তো কমেনি। আইএমএফের নীতি অনুযায়ী, ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে। আপনারা করোনাকালে যে ভর্তুকি দিয়েছেন তার চেয়ে আর কমাতে পারবেন না। পরিস্থিতি এখনো অত ভালো হয়নি। সব জায়গায় এখনি ভর্তুকি কমানোর সময় হয়নি। যেখানে দুর্নীতির কারণে সিস্টেম লস হচ্ছে, সেখানে ভর্তুকি দেয়ার দরকার নেই। কিন্তু সার, জ্বালানি, খাদ্যপণ্যের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে ২ টাকা করে প্রণোদনা দিচ্ছেন। এ সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে এখানকার ধনীরা। দেশ থেকে টাকা পাচার করে আবার তা রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে আনছে, লাভবান হচ্ছে তারাই। ফলে পুরো প্রক্রিয়া একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গেছে। দেখা গেল, ২ টাকা প্রণোদনা দেয়ার পর আমেরিকা থেকে রেমিট্যান্স আসা শুরু হলো। অথচ এর আগে রেমিট্যান্স আসত সৌদি আরব থেকে।'

গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা বলেন, 'বাজেটের বড় সমস্যা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার খুবই অভাব। এনবিআরের একটা অবিশ্বাস্য আয় দেখানো হয়, তার ওপর ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এর জন্য কোথাও কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না, সংসদে এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। এনবিআর কেন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারল না, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন হয় না।'

তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশে বাজেটের যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে তৈরি। এর থেকে ভালো কিছু আশা করা ভুল। বাজেটে ব্যক্তি খাতে প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। অথচ আমাদের এখানে অনেক দিন ধরে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। এ অবস্থায় কীভাবে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে তার কিছুই বলা হয়নি। কর ব্যবস্থা ভয়ংকরভাবে পিছিয়ে আছে। পরোক্ষ করে দরিদ্র মানুষজন আয়করের দ্বারা পিষ্ট হচ্ছেন। যারা কর দিচ্ছেন তারা প্রতি বছরই কর দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের করহার ১০ থেকে ১৫, ১৫ থেকে ২০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যারা কর দিচ্ছেন না তারা করমুক্তই থাকছেন, সুবিধা ভোগ করছেন। ভারতে আয়কর আইন পরিবর্তন হয়েছে ১০ বছরের প্রচেষ্টায়। আর আমাদের এখানে রাতারাতি আয়কর আইন পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। এমনটি হলে হিতে বিপরীত হবে।'

ডিবিএমের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য রেবেকা সানইয়াতের সভাপতিত্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ডিবিএমের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার মোস্তফা। তিনি বলেন, 'আটটি বিষয়ের জন্য এ বাজেট দুঃসময় বা অস্বস্তির কাল। সেগুলো হলো রেকর্ড মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, রিজার্ভ বা ডলার সংকট, উৎপাদন, সরবরাহ ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, রাজস্ব আয় হ্রাস, দেশী-বিদেশী সুদ পরিশোধে বাড়তি চাপ, কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষার মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোর সংকোচন।' চলমান বাস্তবতায় ছয়টি করণীয় জানিয়ে তিনি বলেন, 'সামাজিক সুরক্ষাবলয় ও এর গভীরতা বৃদ্ধি, সরাসরি কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা পর্যায়ে ভর্তুকি বা প্রণোদনা বৃদ্ধি, করভার হ্রাস, সরকারি বা বেসরকারি খাতে কর্মসৃজন অব্যাহত রাখার কৌশল ও বিনিয়োগ, কর ফাঁকি রোধ ও অতি ধনিক শ্রেণীর ওপর বর্ধিত হারে কর আহরণ করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কৌশল এবং আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনতে হবে।'

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রোগ্রাম অফিসার মো. সিজুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষা বাজেট ব্যয় ১২ শতাংশের আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। ইউনেস্কোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা ব্যয়ের ৭১ শতাংশই অভিভাবকদের ওপর বর্তায়। শিক্ষা বাজেট ২০ শতাংশ করা দরকার। উপবৃত্তি প্রাথমিকে ৫০০ ও মাধ্যমিকে ১ হাজার টাকা হওয়া উচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিতে হবে। কলমের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে।'

অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মোল্লা বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ, যা খুবই অপ্রতুল। ১ শতাংশও বরাদ্দ না। এ বাজেট দিয়ে তাদের মূল ধারার উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা যাবে না। ৮৫০ টাকা ভাতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ টাকা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের বাজারে তাদের প্রয়োজন পূরণ হবে না। প্রতি ইউনিয়নে ২১ জন প্রতিবন্ধী বৃত্তির আওতায় এসেছে। বিগত পাঁচ বছরে এ সংখ্যারও কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

দলিত অধিকার কর্মসূচি ও নাগরিক উদ্যোগের (দলিত) প্রকল্প সমন্বয়ক এবিএম আনিসুজ্জামান বলেন, 'দেশে ৮০ লাখ দলিত জনগোষ্ঠী রয়েছে। জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে দলিতের কথা বলা নেই। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। আমাদের জন্য খাদ্যনিরাপত্তায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ৫৭ কোটি ৮৭ হাজার টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়। আমরা বলছি, এ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫০০ কোটি টাকা করতে হবে।'

ডিবিএমের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য জাকিয়া শিশির বলেন, 'দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। বাজেটে নারীদের জন্য কিছু নেই, আলাদাভাবে গুরুত্বও পায়নি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চলমান যে কার্যক্রম আছে সেগুলোকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দও অপ্রতুল। বাজেটে নারীকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।'

বিলসের পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন বলেন, '৫ কোটি ৮০ লাখ শ্রমিকের জন্য বাজেটে বরাদ্দ নেই। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৪২টি সেক্টরে নির্ধারণ করা হলেও অন্যান্য সেক্টর সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা হচ্ছে না। চা শ্রমিক, পাদুকা ও তৈরি পোশাক খাতকে বিবেচনায় নিয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। রেশন, বীমা ও ন্যূনতম মজুরির ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।'

সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা বলেন, 'আমাদের প্রকৃত আয় কমেছে। সারা বিশ্বে দ্রব্যমূল্য যখন কমছে বাংলাদেশে তখন বাড়ছে। দ্রব্যমূল্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে বাজেটের কোথাও সুনির্দিষ্ট কিছু পাইনি। শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি মানদণ্ড নেই। নিম্নতম জাতীয় মজুরি বোর্ড আছে, কিন্তু মজুরি নির্ধারণ বোর্ড করে না। মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতাও তার নেই। ফলে বাংলাদেশ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আরো এগিয়ে যাচ্ছে। তবে তা বৈষম্য নিয়েই এগিয়ে যাবে।'

অক্সফাম বাংলাদেশের ক্লাইমেট জাস্টিস অ্যান্ড নেচারাল রিসোর্স রাইটসের প্রোগ্রাম অফিসার মো. রাজু আহম্মেদ মাসুম বলেন, 'বাংলাদেশে জলবায়ু বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এ বাজেট প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট পথরেখা নেই, তার প্রয়োগ নেই। এ বাজেট প্রণয়নের কথা বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু বাজেটটি তারা না করে অর্থ বিভাগ করে। যারা এ বাজেট করছে তাদের সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্কই নেই। যে জলবায়ু অ্যাকশনের কথা জলবায়ু পলিসিতে বলে, তার প্রতিফলন আমরা বাস্তবে দেখতে পাই না। বলা হয়েছে, আইএমএফের ঋণের বড় একটা অংশ জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলার জন্য। সেই ঋণ কোথায় ব্যয় হয় তা আমরা জানি না।'

দি আর্থ সোসাইটির কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মো. মোসলেহ উদ্দিন সূচক বলেন, '১ কোটি ৯০ লাখের মধ্যে চার লাখেরও কম তরুণকে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাকি তরুণরা অদক্ষ জনশক্তি হিসেবে ঘুরছে। কেউবা নিজ উদ্যোগে কাজ করছে। রাষ্ট্রকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। মাদ্রাসার কারিকুলাম, দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে কোনো কথাই বলা হয়নি।'

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এফজিজি কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'বিদ্যুৎ খাত এখন গরিবের আদরে পেলে-পুষে বড় করা সন্তানের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে খাওয়াতে হয় সবসময়, না খাওয়ালে আর চলে না। বড় হয়েছে, কিন্তু কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভব না। এই একটা খাত, আমরা যেখানে নিয়মিত বিনিয়োগ করি, কিন্তু তা থেকে কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। আমাদের প্রধান সমস্যা জ্বালানি। কিন্তু বাজেটে জ্বালানি খাতে বরাদ্দ কমিয়ে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

তিনি আরো উল্লেখ করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ১০ শতাংশ উৎস নবায়নযোগ্য জ্বালানি। একইভাবে ২০৪০ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা, তার মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি। এত বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে কীভাবে তার জন্য কোনো নির্দেশনা নেই, রোডম্যাপ নেই।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সহসভাপতি সালাহউদ্দিন বাবলু বলেন, 'বাজেট প্রণয়নে বঙ্গবন্ধু আমাদের যে নীতি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন তার বিপরীতটা হচ্ছে আমাদের এখানে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু তার প্রথম বাজেটে ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা ছিল উন্নয়ন বাজেটের, বাকি টাকা ছিল রাজস্ব বাজেটের। কিন্তু এখন হচ্ছে তার উল্টোটা। এখন ৭ লাখ কোটি টাকার বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ২ লাখ ৭৭ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ৪ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। আমাদের বার্ডেন হয়ে গেছে আমলারা। চাকরের ব্যয় আমাদের সব খেয়ে ফেলছে। যে দেশে এত বেশি দুর্নীতি, সে দেশে এত বড় বাজেট হতে পারে না। বাজেটের আকার ছোট করতে হবে।'

কেয়ার বাংলাদেশের জানো প্রকল্পের পরামর্শক আকরাম আলী বলেন, 'সরকার মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয় মাত্র ৮০০ টাকা করে। এখন দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি তাতে মায়ের পক্ষে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নিচে যে শিশু মৃত্যুবরণ করে তার ৪৫ শতাংশই অপুষ্টির কারণে মৃত্যুবরণ করে। পুষ্টির প্রতি সরকারের আরো বেশি নজর দেয়া উচিত।'

The Financial Express Monday | June 19, 2023

RMG exports see over 10pc growth in 11 months

The total RMG export during July-May period of fiscal year 2022-23 has reached $42.63 billion, registering a 10.67 per cent year-over-year growth, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

Out of this total RMG export, $21.22 billion went to the EU market with a share of 49.78 per cent of total export, BGMEA Director Md Mohiuddin Rubel said on Saturday, reports UNB.

The UK held a share of 10.77 per cent and a total of $4.59 billion has been exported there; $7.73 billion worth of garments has been exported to the USA market, which accounted for 18.14 per cent of total export; Canada held a share of 3.26 per cent and a total of $1.39 billion has been exported to Canada, while $7.69 billion

garments went to the non-traditional market, which had a share of 18.04 per cent, according to the EPB data.

The European Union has contributed significantly to this growth as it is Bangladesh's largest RMG export destination, with 9.94 per cent growth and $21.22 billion of export during July-May 2022-23, said Mohiuddin, additional managing director of Denim Expert Limited.

RMG export to Germany has declined by 7.22 per cent, with a total export of US$ 6.03 billion, compared to $6.50 billion in July-May 2021-22.

In France and Italy, exports have increased by 23.4 per cent and 44.81 per cent with $ 2.6 billion and $ 2.06 billion of exports respectively.

During the period, exports to the USA dropped by 5.07 per cent, from $ 8.14 billion to $ 7.73 billion, while exports to the UK and Canada have grown by 12.17 per cent and 17.62 per cent respectively.

At the same time, the export to non-traditional markets has increased by 32.74 per cent. Among the major non-traditional markets, Japan has shown 45.80 per cent positive growth while Russia and Chile have shown 28.82 per cent and 11.79 per cent negative growth respectively, the EPB data showed.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৫ আ
১৯ জুন ২০২৩

আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তা

আশিকুর রহমান (তুহিন)

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি পোশাকশিল্প। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পোশাকশিল্পের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। এখনো দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮১ শতাংশই আসে এই খাত থেকে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মূলত পাঁচ ধরনের তুলাভিত্তিক পোশাক তৈরি হচ্ছে, যা আমাদের মোট পোশাক রপ্তানির ৭০ শতাংশেরও বেশিতে অবদান রাখছে। অতএব স্বীকার করতে হবে, আমাদের পোশাকপণ্যে বৈচিত্র্য আনার এবং মানবসৃষ্ট বা কৃত্রিম ফাইবার দিয়ে তৈরি পোশাক আরো বেশি দামে রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে? এটি ব্যাখ্যা করতে হলে একটি আলাদা দীর্ঘ নিবন্ধ লিখতে হবে। যাই হোক, এটা আমার আজকের লেখার বিষয় নয়।

আমি আজ যা তুলে ধরতে চাই তা হলো—বাংলাদেশের বাণিজ্য একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কথায় আছে, 'এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখতে নেই'। রপ্তানির ক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের ওপর বাংলাদেশের যে অতিরিক্ত নির্ভরতা, এটা ভালো লক্ষণ নয়। করোনা মহামারির সময় যেটা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করেছি।

দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮১ শতাংশ অর্থ পোশাক খাত থেকে আসে। পোশাক ছাড়া অন্য সব পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করে মাত্র ১৯ শতাংশ। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৫২ দশমিক ০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ৫২ দশমিক ০৮ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে কেবল পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় ৪৩ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। হোম টেক্সটাইল খাতে ১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে আয় ১ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। যেখানে কৃষিপণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যে যথাক্রমে ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন এবং ১ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে। অন্য খাতগুলোর রপ্তানি আয় উল্লেখ করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

কেউ যদি ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন, তারা লক্ষ করবেন, শহর ও গ্রামে যে রাস্তাগুলোয়

মূলত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো থাকে, সেখানে প্রচলিত একই ধরনের কিছু দোকান রয়েছে। বাংলাদেশের সুপারশপগুলোর মতো। রাস্তার পাশে থাকা এই দোকানগুলো একই ছাদের নিচে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে। এমনকি পোশাক খুচরা বিক্রি করা দোকানেও এখন চামড়ার জুতা ও অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য, টেক্সটাইল ট্রলি ব্যাগ ও অন্যান্য ধরনের ব্যাগ, পাটজাত পণ্য, ঘরে ব্যবহার্য বস্ত্রপণ্য, হস্তশিল্প, ন্যাকড়া, সিরামিক, গৃহস্থালি সামগ্রী, প্লাস্টিকের খেলনা এবং প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য পণ্যের জন্য আলাদা তাক রয়েছে। এই নতুন ট্রেন্ডের সুযোগ আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

সুযোগ কেন কাজে লাগাব না? বহু বছরের পরিশ্রম ও চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের উদ্যোক্তারা পণ্য বিক্রির জায়গা অর্জন করেছেন। এজন্য আমাদের পোশাক ব্যবসাকে ধন্যবাদ। আমাদের বাজারও তৈরি আছে। আমি বলতে চাইছি, যা করতে হবে তা হলো—পোশাকপণ্যের পাশাপাশি চামড়ার জুতা ও চামড়ার অন্যান্য পণ্য, টেক্সটাইল ট্রলি ব্যাগ ও অন্যান্য ধরনের ব্যাগ, পাটজাত পণ্য, ঘরে ব্যবহার্য বস্ত্রপণ্য, হস্তশিল্প, ন্যাকড়া, সিরামিক, গৃহস্থালি সামগ্রী, প্লাস্টিকের খেলনা এবং প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য পণ্য আমাদের গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে উৎপাদন লাইনে সামান্য পরিবর্তন এনে একই পোশাক কারখানায় চামড়ার কিছু জিনিসপত্র, পাটজাত পণ্য, ঘরে ব্যবহার্য বস্ত্রপণ্য, গৃহস্থালির জিনিসপত্র তৈরি করা সম্ভব।

আমাদের সবাইকে যা করতে হবে তা হলো নির্দিষ্ট খাতের প্রচার করার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ডিং করা। আমাদের রপ্তানি গন্তব্যগুলোতে দেশের সব সমৃদ্ধিশালি খাতকে সমন্বয় করে ফলপ্রসূ 'মেইড ইন বাংলাদেশ' প্রদর্শনীর আয়োজন করা একটি ভালো পরিকল্পনা হতে পারে।

অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা সম্ভাবনাময় খাতগুলোর উত্থানে অবদান রাখতে পারে। যদিও আমি বিশ্বাস করি না যে শুধু প্রণোদনায় অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সরকার ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিলেও গত অর্থবছরে পাট খাতে ২ দশমিক ৯১ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। একসময় সোনালি আঁশ হিসেবে পরিচিত পাট তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও পাটের ব্যাগ ও পাটের তৈরি অন্যান্য পণ্য বিশ্বব্যাপী টেকসই পণ্য হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বিপণন কৌশলে সামান্য সমন্বয় করতে পারলে আমাদের রপ্তানি এক লাফে অনেক বাড়তে পারে। নিঃসন্দেহে আমরা যদি উদ্ভাবনকে কাজে লাগাই, সামগ্রিক বিপণন করি এবং সম্মিলিতভাবে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ডিং করি, তাহলে অপ্রচলিত পণ্য আমাদের রপ্তানি আয়ের ঝুড়ি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এটি কেবল আমাদের মোট রপ্তানি আয় বহুগুণে বাড়াবে না, আমাদের অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে এমন সময়ে, যখন বাংলাদেশ এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, তখন এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ।

● লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্যাড গ্রুপ এবং সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ (বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)

যুগান্তর | শুক্রবার ১৬ জুন ২০২৩ | ২ আষাঢ় ১৪৩০

ডব্লিউইএফ'র অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৪র্থ শিল্পবিপ্লবে মানবতা আঘাত না পায়

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (৪আইআর) সরঞ্জামগুলোকে যেন মানবতাকে আঘাত বা ক্ষুণ্ন করে—এমন কাজে ব্যবহার করা না হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) আয়োজিত 'নিউ ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি ইন স্মার্ট বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যাতে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি না করে, এ বিষয়টিও নিশ্চিত করার ওপর প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নিশ্চিত করতে চাই, ৪আইআর আমাদের সমাজের মধ্যে আরও বিভাজন তৈরি করবে না। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা জানান, তার সরকার দেশের তরুণদের ৪আইআর ও ভবিষ্যৎ কাজের জন্য তৈরি করতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা ৪আইআর'কে শুধু অনুসরণ করবে না, বরং প্রকৃতপক্ষে এর নেতৃত্ব দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই ডব্লিউইএফ-এর সঙ্গে অংশীদারত্বে একটি স্বাধীন ৪আইআর কেন্দ্রকে স্বাগত জানাবে। সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ৪আইআর-এর জন্য যথাযথ আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির জন্য কাজ করছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, ন্যানোটেকনোলজি প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক জাতীয় কর্মকৌশল তৈরি করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সাল থেকে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিকভাবে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

তিনি বলেন, ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৫৪৩ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪১.৫ শতাংশ থেকে প্রায় ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ২৫.৫ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যার পর, যারা অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছিল, তারা দেশের মানুষের উন্নয়নে কিছুই করেনি। গণতন্ত্র ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে কাজ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ৫০ লাখ গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে বাড়ি বিতরণের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশে একজন মানুষও গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞা এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপরও চাপ সৃষ্টি করেছে। শেখ হাসিনা অবশ্য বলেন যে, তার সরকার এ চাপ কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। একটি জাতির ভবিষ্যৎ গড়তে ভিশন থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ২০২১ সালের রূপকল্প ঘোষণা করেছিল এবং সেই রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন হয়েছে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে তার সরকার রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার সরকার সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, স্মার্ট গভর্নেন্সের জন্য ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতাদের বিকাশের জন্য আমরা স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমিও চালু করেছি। তাই বাংলাদেশ একটি গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট তৈরির বিষয়ে জাতিসংঘের কাজে আগ্রহী উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমরা আশা করি, এই গ্লোবাল কমপ্যাক্টে ডিজিটাল ও সীমান্ত প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল ব্যবহারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে। তিনি সাইবার আক্রমণ, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অন্যান্য অপকর্মের বিরুদ্ধে সুরক্ষাব্যবস্থা রাখার ওপর জোর দেন। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা মহামারির সময়ে দেশব্যাপী ডিজিটাল কাঠামোর সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেছি। আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে অনলাইনে চালু করেছি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজ কমবেশি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে গেছে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশে বৈশ্বিক উদ্যোগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে বিশ্বের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সংস্থার কাছ থেকে আমরা এটাই আশা করি। বুধবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী 'ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক সামিট : সোশ্যাল জাস্টিস ফর অল'-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে বের হওয়ার পরপরই এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

সামাজিক ন্যায়বিচারের সমর্থনে বর্ধিত, সমন্বিত এবং সুসংহত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী কণ্ঠস্বরগুলোর একটি উচ্চস্তরের ফোরামের এই শীর্ষ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, আমি যা অনুভব করি তা হলো, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সামাজিক ন্যায়বিচার এসডিজির মতো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডায় কেন্দ্রে রাখা দরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচি রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, শ্রমিক, কৃষক, বয়স্ক মানুষ বা বৃদ্ধ মানুষ, ছাত্রছাত্রী এমনকি কর্মজীবী মা বা স্তন্যদানকারী মা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম রয়েছে।

ইত্তেফাক | আষাঢ় ১৪৩০ | ১৮ জুন ২০২৩

যুক্তরাজ্য-কানাডায় পোশাক রপ্তানি বেড়েছে, কমেছে যুক্তরাষ্ট্রে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কমেছে। একই সময়ে যুক্তরাজ্য, কানাডায় রপ্তানি বেড়েছে। একই সঙ্গে অপ্রচলিত বাজারেও তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলের দেশভিত্তিক রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। তাতে এ তথ্য উঠে এসেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশ ২১ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা মোট রপ্তানির ৪৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

এদিকে, জুলাই থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে দেশের মোট পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪২ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে শুধু ইউরোপের বাজার থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ২১ দশমিক ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে যুক্তরাজ্যে ৪ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা মোট রপ্তানির ১০ দশমিক ৭৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে গেছে মোট রপ্তানির ১৮ দশমিক ১৪ শতাংশ পোশাক, যা থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৭ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কানাডায় গেছে আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানির ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ তৈরি পোশাক। এ থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ১ দশমিক ৩৯ মার্কিন ডলার। এছাড়া অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৮ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ, যা থেকে আয় হয়েছে ৭ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি ৫ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ কমেছে। এতে রপ্তানি আয় ৮ দশমিক ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ৭ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার নেমেছে। একই সময়ে যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রপ্তানি যথাক্রমে ১২ দশমিক ১৭ শতাংশ ও ১৭ দশমিক ৬২ শতাংশ বেড়েছে। অপ্রচলিত বাজারে আলোচ্য ১০ মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি ১৮ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বেড়েছে। প্রধান অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে জাপানে ৪৫ দশমিক ৫০ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে রাশিয়া ও চিলিতে যথাক্রমে ২৮ দশমিক ৮২ শতাংশ ও ১১ দশমিক ৭৯ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বিজিএমইএ-এর পরিচালক ও ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। কারণ এটি বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য, যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে সময়ের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মে পর্যন্ত সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। পোশাক রপ্তানির আয় ১৯ দশমিক ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২১ দশমিক ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, জার্মানিতে উল্লেখিত সময়ে আগের অর্থবছরের একই সময়ের (জুলাই-মে) তুলনায় রপ্তানি ৭ দশমিক ২২ শতাংশ কমেছে। রপ্তানি ৬ দশমিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ৬ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমেছে। ফ্রান্সে ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় বেড়ে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আর ইতালিতে ২ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৪৪ দশমিক ৮১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২০ জুন ২০২৩
৬ আষাঢ় ১৪৩০

মুদ্রানীতির প্রভাবে বাড়ছে সুদহার

বৈরী পরিস্থিতির মুখে পড়বে শিল্প খাত

সব খাতে বাড়বে উৎপাদন খরচ, অসম প্রতিযোগিতায় বেশি বিপদে পড়বে রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান

অর্থনৈতিক মন্দায় পণ্য বিক্রি আরও কমবে, কমবে না মূল্যস্ফীতি

যুগান্তর প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে (আইএমএফ) খুশি করতে গিয়ে চরম ক্ষতির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দেশের স্বনামধন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের। রোববার ঘোষিত মুদ্রানীতিতে সরকারের এমন বৈরী আচরণ আরও স্পষ্ট হয়েছে। কেননা ঋণের সুদের হার বাড়ানোকেই মুদ্রানীতির প্রধান হাতিয়ার বানানো হয়েছে। এ কারণে রপ্তানীমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ শিল্প ও ব্যবসা সেক্টরের প্রতিটি ধাপে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ, ডাবল ডিজিটে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে শিল্প চালাতে গেলে নির্ঘাত উৎপাদন খরচ আরও বাড়বে। সে তুলনায় পণ্যের দাম যেমন পাওয়া যাবে না, তেমনই বিক্রিও কমে যাবে। এজন্য মুদ্রানীতির এমন বিরূপ অবস্থানকে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা মোটেই ভালোভাবে নিতে পারছেন না। তারা বলছেন, এটা সে ক আত্মঘাতী। এতে বেশি বিপাকে পড়বেন শিল্প খাতের ভালো ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, অর্থনীতিকে মন্দার কবল থেকে উদ্ধার করতে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উৎপাদন খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়ানো। কিন্তু মুদ্রানীতিতে সেটি করা হয়নি। উলটো বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরকারকে বেশি ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেসরকারি খাত। কারণ, কর্মসংস্থান তৈরি না হলে দেশে উৎপাদন বাড়বে না। মানুষের আয় বাড়বে না। ফলে মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়বে।

সূত্র জানায়, করোনা ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে সাড়ে তিন বছর ধরে দেশে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এবার এর পক্ষে সহায়ক নীতি নেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু এবারও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করায় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ সবকিছু বাধাগ্রস্ত হবে। এসব খাতকে উত্তম সহযোগিতা করার কোনো নীতি রাখা হয়নি। উলটো আরও বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। অথচ দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৯৫ শতাংশই হচ্ছে বেসরকারি খাতে। মাত্র ৫ শতাংশ সরকারি খাতে। সেখানে উচিত ছিল—যারা সত্যিকারের ভালো ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা, যাদের বিরুদ্ধে ঋণখেলাপি ও অর্থ পাচারের কোনো অভিযোগ নেই; তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি না করায় ভালো ব্যবসায়ীরা আরও হতাশ হবেন এবং ভবিষ্যতে তারা শিল্প খাতে নতুন করে বিনিয়োগ করার সাহস দেখাবেন না।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ঘোষিত মুদ্রানীতি ব্যবহার করে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা যাবে না। এতে সুদের হার ও ডলারের দাম বৃদ্ধির ফলে বাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসতে পারে; কিন্তু মূল্যস্ফীতির হারে লাগাম টানা সম্ভব হবে না। বেসরকারি খাতে ঋণের লাগাম বেশি মাত্রায় টানা হয়েছে। এতে বেসরকারি খাতের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। সুদের হার ও ডলারের দাম বাড়ার কারণে শিল্পের খরচ বেড়ে যাবে। ফলে বেসরকারি খাত আরও প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে।

প্রসঙ্গত, রোববার ঘোষিত মুদ্রানীতির প্রভাবে ১ জুলাই থেকে সব ধরনের ঋণের সুদের হার বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে ডলারের দাম। এমনিতেই সাড়ে তিন বছর চলা অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যবসাবাণিজ্যের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এমন পরিপ্রেক্ষিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে বর্ধিত সুদের হার। এরকম ত্রিমুখী সংকটে দেশের সার্বিক অর্থনীতির সূচক আরও নিম্নমুখী হবে। বন্ধ হয়ে যেতে পারে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, উলটো বেকারত্ব আরও বাড়বে।

এ প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা বলেছেন, দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইতোমধ্যে বড় ধরনের সংকটে পড়ে অনেকে প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিয়েছেন। বেকার হয়ে গেছেন বহু শ্রমিক-কর্মচারী। প্রথম সারির বড় শিল্পগুলো অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। এর মধ্যে বৈশ্বিক মন্দার কারণে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দাম বাড়ার পাশাপাশি দেশে ডলারের দাম বেড়েছে লাগামহীন গতিতে। এর ফলে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। অথচ যেভাবে আমদানি ব্যয় বেড়েছে, সেভাবে পণ্যের দাম বাড়ানো যায়নি। আবার দেশের বাজারে পণ্যের দাম কিছুটা বাড়ানোর কারণে বিক্রি কমে গেছে। কারণ, মন্দায় ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিল্প খাতে। রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যয় যেভাবে বেড়েছে, সেই হারে পণ্যের দাম বাড়েনি। ফলে রপ্তানিকারকরা ক্রেতা ধরে রাখার লড়াইয়ে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে আইএমএফ-এর শর্তের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ঋণের সুদের হার ও ডলারের দাম বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। ফলে এখন শিল্প খাতের জন্য যেসব ঋণ ৮ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোর সুদ বেড়ে সোয়া ১০ শতাংশ হবে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের জন্য যেসব ঋণ ৯ শতাংশ সুদে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নিতে হবে সোয়া ১১ শতাংশে। এছাড়া ভোক্তারা ঋণ নিয়ে যেসব শিল্পপণ্য ক্রয় করেন, সেসব ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে সোয়া ১১ শতাংশ। সব খাতেই ঋণের সুদহার বাড়ার কারণে খরচও বেড়ে যাবে।

এদিকে ডলার সংকটের মধ্যে এর দাম বেড়ে আমদানিতে সর্বোচ্চ ১০৯ টাকায় উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই দামে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। ১১২ থেকে ১১৪ টাকা বা এর বেশি দামেও ডলার বিক্রি হচ্ছে। ১ জুলাই থেকে ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। ফলে চাহিদা বেশি থাকলে এর দামও বেড়ে যাবে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে আমদানির জন্য ডলার বিক্রি করবে আন্তঃব্যাংকের দামে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার বিক্রি করে ১০৬ টাকা করে। আন্তঃব্যাংকে এর দাম বেড়ে সর্বোচ্চ ১০৯ টাকায় উঠেছে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ১০৯ টাকা করে ডলার বিক্রি করবে। এতে প্রতি ডলারের দাম বাড়বে ৩ টাকা। আন্তঃব্যাংকে ডলারের চাহিদা থাকলে দামও বাড়বে। এর পাশাপাশি ব্যাংকগুলোয় ডলারের দাম বাড়বে। এতে আমদানি খরচ বেড়ে গিয়ে শিল্প খাত আরও সংকটের মুখে পড়বে।

ডলারের দাম নিয়ে ব্যবসায়ীদের রয়েছে নিরন্তর অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভপাতি জসিম উদ্দিন বলেছেন, ব্যাংকাররা ডলারের দাম নিচ্ছে লুটের মালের মতো। ১১৪ থেকে ১১৫ টাকা দাম নিচ্ছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে, ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে এর দর সর্বোচ্চ ১০৮ টাকার মধ্যেই থাকবে বলে তারা বাজার জরিপে জানতে পেরেছে। কিন্তু বাজারে এখন আমদানির ডলার অফিশিয়ালি ১০৯ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ১০৮ টাকায় খুব কম ব্যাংকেই ডলার মিলছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে ডলার সংকটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী এলসি খোলা যাচ্ছে না। এখন যাদের ডলার আছে, তারাই শুধু এলসি খুলতে পারে। বিশেষ করে রপ্তানিকারক ছাড়া অন্যরা এলসি খুলতে পারছেন না বললেই চলে। ফলে আমদানিনির্ভর ব্যবসায় ধস নেমেছে।

রেমিট্যান্স বাবদ যেসব ডলার আসছে, সেগুলোর বড় অংশই ব্যয় হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে। এসব ডলার বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা পাচ্ছেন না। ফলে আমদানিনির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন হাত গুটিয়ে বসে আছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, দীর্ঘ সময় ডলার সংকটের কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করায় আমদানিনির্ভর শিল্পগুলো সংকটে পড়েছে। এতে পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এখন সরবরাহ সংকটের কারণে মূল্যস্ফীতির হার বাড়তে শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন, কোনো সংকটকে দীর্ঘ সময় চলতে দেওয়া উচিত নয়। ডলার সংকট চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। এ সংকট আরও চলতে থাকলে অর্থনীতিতে চাপের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। যার নেতিবাচক প্রভাব শিল্পের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তাদের ওপর পড়বে।

মুদ্রানীতিতে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৩ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ১০ দশমিক ৯০ শতাংশে। বেসরকারি খাতের চেয়ে সরকারি খাতের ঋণের জোগান বেশি দেওয়ার কারণে সুদের হার যেমন আরও বাড়তে পারে, তেমনই বেসরকারি খাতে টাকার প্রবাহ কমে যাবে। এতে ব্যাংকে তারল্য সংকট আরও বাড়তে পারে, যা বেসরকারি খাতকে আরও আক্রান্ত করবে। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে ব্যাংক থেকে চাহিদা অনুযায়ী ঋণের জোগান দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু বেসরকারি খাতের জন্য সেটি করে না। ফলে বেসরকারি খাতের ঋণের জোগান কমে যাবে।

এদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কমে যাচ্ছে। বর্তমান রিজার্ভ ২ হাজার ৯৮৭ কোটি ডলার। নিট হিসাবে তা ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের মতো। রিজার্ভ কম হলে এলসির ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাংকগুলোয় বাড়তি কমিশন দিতে হবে। তখন আমদানি খরচ আরও বাড়বে। এতে দেশের রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য শিল্প খাত আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ঋণের সুদের হার বাড়ার কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ, এতে উৎপাদন খরচ বাড়বে। সারা বিশ্ব এখন কম দামে বেশি পণ্য রপ্তানির প্রতিযোগিতা করছে।

TUESDAY JUNE 20, 2023
ASHAR 6, 1430 BS
The Daily Star

Migrant workers deserve better

Says chief of JS body on expatriates ministry

STAFF CORRESPONDENT

Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Expatriates' Welfare Ministry Anisul Islam Mahmud yesterday said the country's non-government organisations are working as the voice of migrant workers but it's a "very weak voice".

"They [the NGOs] are also helpless," he said. If the NGOs want to get something for the migrant workers, then the best they can do is raise the issue before bodies like the Bangladesh Parliamentarians' Caucus on Migration and Development (BPCMD) or the expatriates' welfare ministry.

If something is really to be achieved for migrant workers then the caucus has to play a vital role, moving forward along with the NGOs.

The government has been working for the migrant workers but in a very limited way, he added.

He was addressing a seminar on "Migrant Workers' Access to Justice: Challenges and Way Forward" organised by BPCMD and Warbe Development Foundation at the Parliament Members' Club on the Jatiya Sangsad premises in the capital.

Addressing the event as chief guest, the Jatiya Party lawmaker said if something is really to be achieved for migrant workers then the caucus has to play a vital role, moving forward along with the NGOs.

He said amendment of the relevant law for migrant workers is underway. The issue is likely to be discussed in the next meeting of the standing committee.

He also said human trafficking is a challenge for the country's labour migration.

He said the government should provide a fund equal to what a migrant worker contributes, to the wage earners' welfare fund. With the contribution, it will be possible to ensure legal support for migrant workers, he added.

Anisul said it's a "failure" that migrant workers are still not treated well at the country's airports.

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০২৩,

প্রবাসী আয় সাড়ে ছয় শতাংশ বাড়তে পারে

বিশ্বব্যাংক-নোমাড প্রতিবেদন

২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ৩ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। চলতি বছর তা ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বাড়তে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২০২২ সালে নানা কারণে বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমেছে। তবে বিশ্বব্যাংক ও নোমাডের মাইগ্রেশন ডেভেলপমেন্ট ব্রিফে বলা হয়েছে, চলতি ২০২৩ সালে দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বাড়তে পারে। সেই হিসাবে এ বছর দেশে প্রবাসী আয় আসতে পারে ২৩ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। আর ২০২৪ সালে প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ শতাংশ।

নোমাড হলো অভিবাসন ও উন্নয়নবিষয়ক একটি বৈশ্বিক জ্ঞানকেন্দ্র। ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে এই প্রতিষ্ঠানের সচিবালয় অবস্থিত।

চলতি বছর বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিশ্বব্যাংক বলছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে ৪৭০ ডলারের ঋণচুক্তির কারণে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রবাসীদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যদিও বিশ্বব্যাংক বলছে, গালফ কো-অপারেশন জোটভুক্ত যেসব দেশে প্রবাসীরা থাকেন, সেখানকার অবস্থা প্রতিকূল।

বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ৩ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। গত বছর দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ২১ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ২ হাজার ১৫০ কোটি ডলার।

২০২২ সালে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়লেও বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালের প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমেছে। বিশ্বব্যাংক মনে করছে, এসব দেশের টালমাটাল অর্থনীতির প্রভাব প্রবাসী আয়ের প্রবাহে পড়েছে। সেই সঙ্গে এসব দেশের মুদ্রার দরপতন হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এসব দেশের রপ্তানিপণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া, বর্ধিত সুদহারের কারণে ঋণ পরিশোধের ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি ও খাদ্যের উচ্চ মূল্যের কারণে ব্যালান্স অব পেমেন্টে চাপ—এসব কারণে স্থানীয় মুদ্রার দরপতন হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার পেছনে মুদ্রার একাধিক দরের বিষয়টি উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। তারা বলছে, বাংলাদেশে ডলারের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক হারের ব্যবধান ১২ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে। এই ব্যবধান ও দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তার কারণে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রবাসীরা দেশে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের চেয়ে অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে বেশি অর্থ পাঠিয়েছেন।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব, ডলারের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারের মধ্যে ১ শতাংশ ব্যবধানের কারণে আনুষ্ঠানিক খাত থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবাসী আয় অনানুষ্ঠানিক খাতে চলে যায়। সেখানে বাংলাদেশে এই ব্যবধান ১৮ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে। ফলে কী পরিমাণ প্রবাসী আয় আনুষ্ঠানিক খাত থেকে অনানুষ্ঠানিক খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, এই হিসাব থেকে তা ধারণা করা করা যায়।

বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমলেও ২০২২ সালে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বেড়েছে ১২ শতাংশ। গত বছর মোট ১৭৬ বিলিয়ন বা ১৭ হাজার ৬০০ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। এই প্রবৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিশ্বব্যাংক যা বলছে তা এরূপ—উচ্চ আয়ের দেশগুলোর শক্তিশালী শ্রমবাজার, গালফ কো-অপারেশনভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোতে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের উচ্চ চাহিদা এবং জিসিসিভুক্ত দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপের কারণে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি।

২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ভারতে, স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণ এশিয়াতেও তারা শীর্ষে। গত বছর তারা প্রবাসী আয় পেয়েছে ১১১ বিলিয়ন বা ১১ হাজার ১০০ কোটি ডলার। এ ক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধির হার ২৪ শতাংশ। বৈশ্বিক তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান আছে পঞ্চম স্থানে, বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে।

বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রে প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের নিরিখে প্রবাসী আয়ের ভূমিকা অনেক কম, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে নেপালের জিডিপি-প্রবাসী আয়ের অনুপাত সর্বোচ্চ—২৩ দশমিক ১ শতাংশ। এ ছাড়া পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ৭ দশমিক ৯ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ৫ দশমিক ১ শতাংশ, ভুটানের ৩ দশমিক ৬ শতাংশ, ভারতের ৩ দশমিক ৩ শতাংশ, আফগানিস্তানের ২ দশমিক ১ শতাংশ ও মালদ্বীপের শূন্য দশমিক ১ শতাংশ।

অন্যদিকে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রবাসী আয় পাঠানোর খরচ এখনো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি। উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী আয় পাঠানোর ব্যয় সবচেয়ে কম, যদিও তা এসডিজির হারের চেয়ে বেশি।

প্রবাসী আয়ে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশ- ২০২২

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৭ আষাঢ় ১
২১ জুন ২০২৩

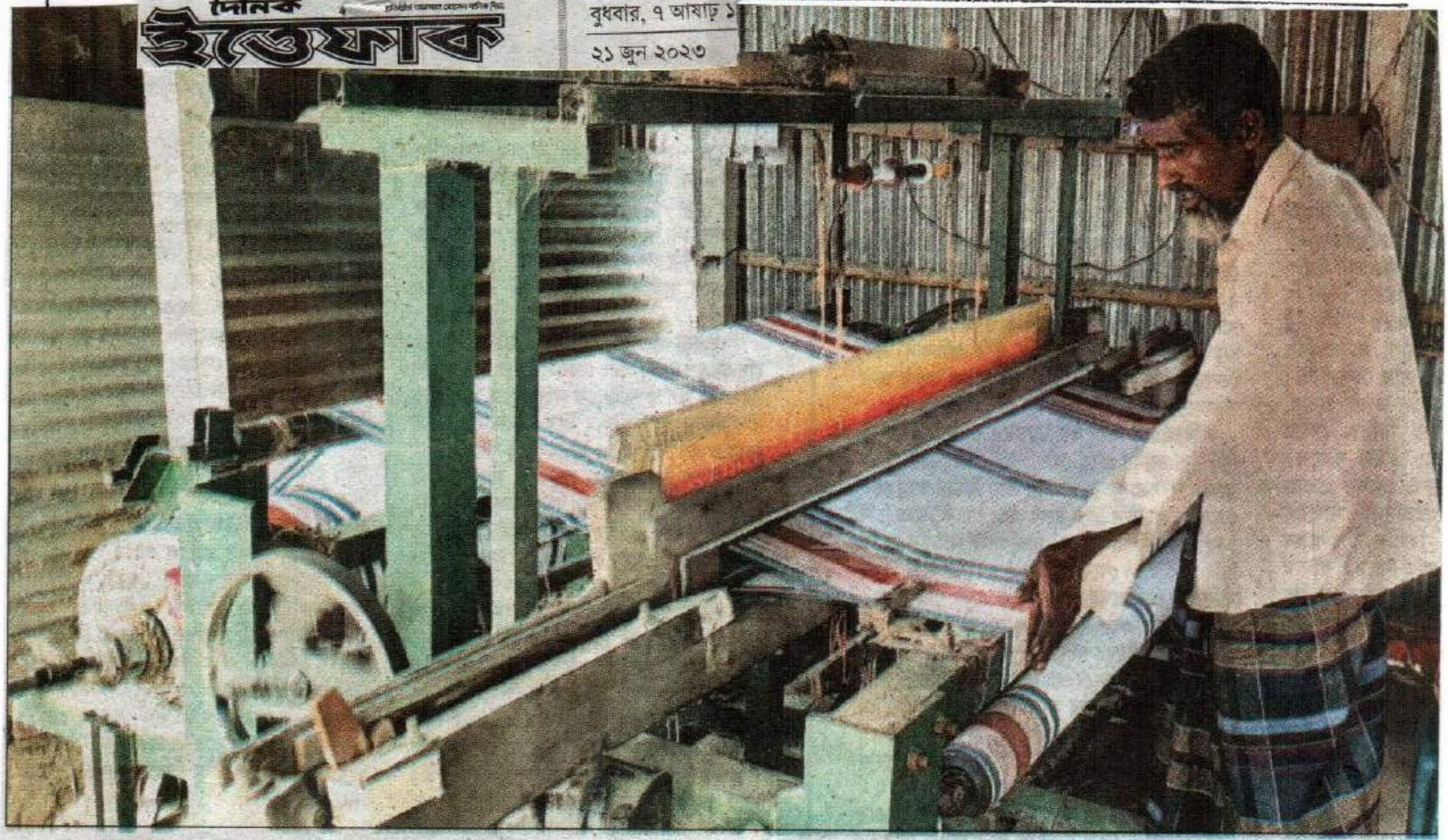

বেড়া (পাবনা) : লোডশেডিংয়ের পর বিদ্যুৎ আসায় কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন তাঁতশ্রমিক। ছবিটি বেড়া পৌর এলাকার হাতিগাড়া মহল্লার

বেড়ায় দুর্দশায় তাঁতিরা

■ রতন কুমার আচার্য্য, বেড়া (পাবনা) সংবাদদাতা

পাবনার বেড়া উপজেলার তাঁতশিল্পে এমনিতেই চরম দুঃসময় চলছে। এর ওপর ঘনঘন লোডশেডিং তাঁতিদের জন্য 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে শাড়ি-লুঙ্গির চাহিদা থাকলেও লোডশেডিংয়ের কারণে কারখানাগুলোতে কাপড় উৎপাদনে ধস নেমেছে। চাহিদামতো বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ তাঁত কারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারখানার মালিকেরা ডিজেল-চালিত জেনারেটরের সাহায্যে পাওয়ার লুম ও তাঁত কারখানা সচল রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতে শাড়ি, লুঙ্গি ও গামছা উৎপাদনে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হওয়ায় তাঁতিদের লোকসানের পাল্লা ভারী হচ্ছে। তাঁত মালিকেরা জানিয়েছেন, উপজেলার বনগ্রাম, হাতিগাড়া, হাটুরিয়া, জগন্নাথপুর, পেঁচাকোলা, রাকশা, আমিনপুর প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ৫ হাজার তাঁত রয়েছে। সুতায় রং দেওয়া, শুকানো, সুতা তৈরি ও কাপড় উৎপাদনের জন্য প্রতি তাঁতে তিন-চার জন শ্রমিকের প্রয়োজন। এতে মালিক ও শ্রমিক মিলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ এ শিল্পে জড়িত।

এখানকার উৎপাদিত লুঙ্গি দেশের বিভিন্ন হাটবাজারে বিক্রি হয়। এমনকি এই কাপড় বিদেশেও রপ্তানি হয়। তবে চাহিদামতো বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ তাঁত কারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। লোডশেডিংয়ের কারণে আগে যেখানে ১০ জন শ্রমিক কাজ করতেন, বর্তমানে ৬ জন শ্রমিক কাজ করছেন। এতে কাপড়ের উৎপাদন কম হচ্ছে। এর ওপর গত ঈদুল ফিতরের তুলনায় এবারের ঈদুল আজহায় লুঙ্গির দাম ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কমে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে কাপড় উৎপাদনের এই ভরা মৌসুমেও বাধ্য হয়ে অনেকে তাঁত কারখানা বন্ধ রাখছেন। তাঁতিরা জানান, সুতা, রংসহ কাপড় উৎপাদনের প্রতিটি উপকরণের দাম

লোডশেডিংয়ে বন্ধ হচ্ছে কারখানা

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর বেড়া কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) হাবিবুর রহমান বলেন, আমাদের কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকলেও পাওয়া যাচ্ছে ৮ থেকে ৯ মেগাওয়াট। এর ফলে লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া বিদ্যুৎ এ এলাকায় বণ্টন করা হচ্ছে

বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় উৎপাদিত শাড়ি-লুঙ্গির দাম না বেড়ে উলটো কমেছে। গত ঈদুল ফিতরের সময় যে লুঙ্গি ২২৫ থেকে ২৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই লুঙ্গি এখন ১৭৫ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ গত বছরের ১১ হাজার টাকা দামের এক ডোপ সুতার দাম এখন ২০ হাজার টাকায় উঠেছে। এ অবস্থায় তাঁত চালু রাখতে গিয়ে এমনিতেই লোকসান গুণতে হচ্ছে তাঁতিদের। এর ওপর আবার ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের কারণে লোকসানের পাল্লা আরো ভারী হয়ে উঠেছে।

বেড়া পৌর এলাকার হাতিগাড়া মহল্লার তাঁতশ্রমিক আক্তার হোসেন বলেন, 'একটা লুঙ্গি বুইন্যা ২৫ টাকা পাই। কারেন্ট থাকলি সারাদিনে আট-দশটা লুঙ্গি বোনা যায়। কিন্তু বারবার কারেন্ট যাওয়ায় এখন তিন-চারটার বেশি লুঙ্গি বুনব্যার পারি না। সামনে ঈদ। অথচ দিনে ১০০ টাকা কামাইও হতেছে না।' একই মহল্লার মো. মাসুদের বাড়িতে তিনটি তাঁত রয়েছে। লোকসানের মুখে তাঁত বন্ধ করে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু ঈদুল আজহায় লাভ হতে পারে ভেবে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধ তাঁতগুলো আবার চালু করেছেন। কিন্তু কাপড়ের দাম কমে যাওয়ার সঙ্গে লোডশেডিং যোগ হওয়ায় আগের চেয়েও বেশি লোকসান দিতে হচ্ছে তাকে। আক্ষেপ নিয়ে মাসুদ বলেন, 'মহাজনের কাছ থেকে বাকিতে রং, সুতা আনছি। এখন না পারতেছি তাঁত বন্ধ করতে, না পারতেছি কাজ শেষ করতে। তাঁতে ওঠানো কাপড় বোনা শেষ হলে আবারো সব তাঁত বন্ধ করে দেব। এর চাইতে রাজমিস্ত্রির কাজই ভালো।' হাটুরিয়া-নাকালিয়া ইউনিয়নের মালদাপাড়া গ্রামের তাঁতি একরাম হোসেন জানান, তাঁত সমৃদ্ধ মালদাপাড়া ও পার্শ্ববর্তী পেঁচাকোলা গ্রামে ৫ হাজারের বেশি তাঁত ছিল। এখন মাত্র কয়েক শ তাঁত চালু আছে। ভয়াবহ লোডশেডিং ও কাপড়ের দাম কমার কারণে এসব তাঁতও বন্ধের পথে।

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর বেড়া কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) হাবিবুর রহমান বলেন, 'আমাদের কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকলেও পাওয়া যাচ্ছে ৮ থেকে ৯ মেগাওয়াট। এর ফলে লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া বিদ্যুৎ এই এলাকায় বণ্টন করা হচ্ছে।'

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জুন ২২, ২০২৩

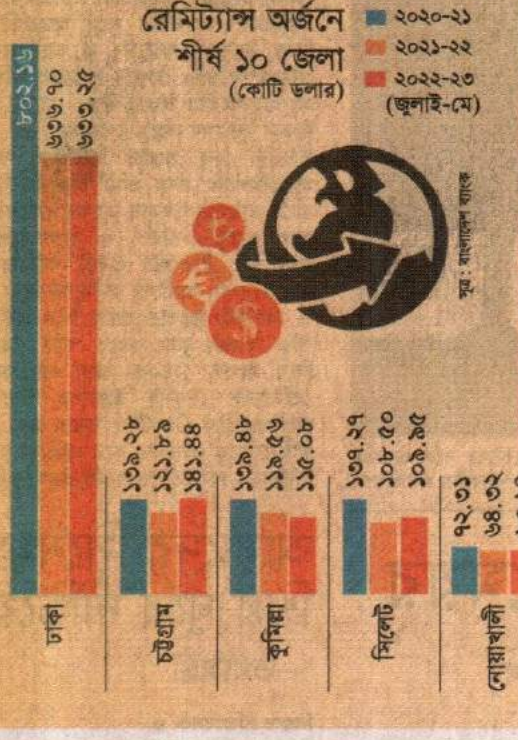

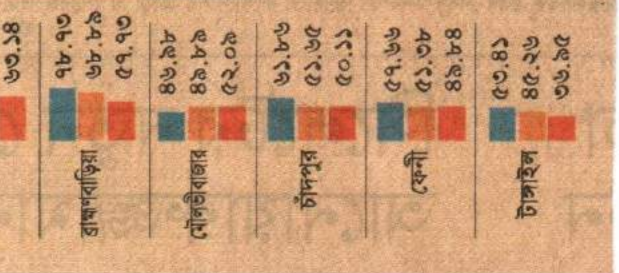

২০২২ সালে প্রবাস গমনে শীর্ষ ১০ জেলা

জেলা	বিদেশ গমন
কুমিল্লা	১,০৫,১১৭
চট্টগ্রাম	৬৯,৪৪৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬২,৬৯৮
নোয়াখালী	৪৮,৩৯৩
চাঁদপুর	৪৫,৪৫৫
টাঙ্গাইল	৪১,৩৭৯
কিশোরগঞ্জ	৩৭,৭৮৫
সিলেট	৩৬,০৯৭
ঢাকা	৩৪,৩৮৭
নরসিংদী	৩২,০৮৭

চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) বাংলাদেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৯৪১ কোটি ১৭ লাখ ডলার। এর মধ্যে ঢাকা জেলায়ই এসেছে মোট রেমিট্যান্সের ৩২ দশমিক ৬২ শতাংশ। যদিও ২০২২ সালে প্রবাসে কর্মসংস্থানের উদ্দেশে গমনকারীদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা মাত্র ৩ শতাংশ

প্রবাসে ঢাকা থেকে শ্রমিক যায় ৩%, রেমিট্যান্সের ৩৩ শতাংশ আসে ঢাকায়

আবু তাহের ■

প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যায় রাজধানীসহ গোটা ঢাকা জেলার অবদান ৩ শতাংশের সামান্য বেশি। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের পাঠানো মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৩৩ শতাংশ আসছে ঢাকা জেলায়।

ব্যাংক খাতের কর্মকর্তাদের বক্তব্য হলো দেশে রেমিট্যান্স আসে তিনভাবে। এর একটি হলো পারসন টু পারসন। অর্থাৎ বিদেশ থেকে একজন ব্যক্তি দেশে থাকা আপনজনের নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠান। এটি রেমিট্যান্স চ্যানেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। দ্বিতীয়ত, বিজনেস টু বিজনেস। বিদেশী কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে থাকা তাদের কর্মীদের বেতন-ভাতা দিলে সেটিও রেমিট্যান্স চ্যানেলে আসে। বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানির কার্যালয়গুলো মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। এ কারণে এ অর্থও ঢাকা জেলায় আসে। তৃতীয়ত, প্রবাসী কোনো ব্যক্তির দেশে ব্যবসা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যাংকিং হিসাব ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রেও লেনদেনকৃত অর্থ ঢাকায় আসতে পারে। এছাড়া কোনো প্রবাসী দেশে টাকা পাঠাতে চাইলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ব্যাংক হিসাবের বাইরে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে তাদের ঠিকানা হিসেবে ঢাকার কোডকেই ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই অর্থ দেশে এসে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় গিয়ে জমা হয়। তবে এর পরও প্রবাসী গমন ও রেমিট্যান্সের হারে এমন অসামঞ্জস্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন তারা।

বিএমইটির হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বিদেশে যাওয়া প্রবাসীর সংখ্যা ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩। এর মধ্যে ঢাকা জেলা থেকে গেছেন মাত্র ৩৪ হাজার ৩৮৭ জন, যা গত বছর প্রবাসে কর্মসংস্থান হওয়া মোট বাংলাদেশীর ৩ শতাংশের কিছু বেশি।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৪৬ বছরে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন মোট ১ কোটি ৪৭ লাখ ৭০ হাজার ৩৪ জন বাংলাদেশী। যদিও তাদের অনেকেই দেশে ফিরে এসেছেন। বেঁচেও নেই অনেকে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মূলত চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

যদিও দেশে রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় গন্তব্য এখন ঢাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) বাংলাদেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৯৪১ কোটি ১৭ লাখ ডলার। এর মধ্যে ঢাকা জেলায়ই এসেছে ৬৩৩ কোটি ২৫ লাখ, যা মোট রেমিট্যান্সের ৩২ দশমিক ৬২ শতাংশ। এর আগে দেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ ডলার এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এ দুই অর্থবছরে ঢাকায় রেমিট্যান্স এসেছিল যথাক্রমে ৬৩৬ কোটি ৭০ লাখ ও ৮০২ কোটি ১৬ লাখ। সে অনুযায়ী গত দুই অর্থবছরেও দেশে আসা মোট রেমিট্যান্সের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি এসেছে ঢাকায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে ঢাকার পরেই ছিল চট্টগ্রাম। জেলাটিতে রেমিট্যান্স এসেছে ঢাকার এক-চতুর্থাংশেরও কম, ১৪১ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। এছাড়া এ তালিকায়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসে ঢাকা থেকে শ্রমিক

১ম পৃষ্ঠার পর

শীর্ষে থাকা অন্যান্য জেলার মধ্যে কুমিল্লায় ১১৫ কোটি ৮ লাখ, সিলেটে ১০৯ কোটি ৯৫ লাখ, নোয়াখালীতে ৬৩ কোটি ১৪ লাখ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫৭ কোটি ৭৩ লাখ, মৌলভীবাজারে ৫২ কোটি ৯ লাখ, চাঁদপুরে ৫০ কোটি ১১ লাখ, ফেনীতে ৪৯ কোটি ৮৪ লাখ ও টাঙ্গাইলে ৩৬ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে।

প্রবাসী গমন তুলনামূলক কম হলেও অন্যান্য জেলার সঙ্গে ঢাকামুখী রেমিট্যান্সের এ ব্যবধান নিয়ে অস্বস্তিতে আছেন ব্যাংকাররা। নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে দেশের প্রথম সারির একটি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী বণিক বার্তাকে বলেন, 'ঢাকায় আসা রেমিট্যান্সের বড় একটি অংশের প্রকৃত সুবিধাভোগী খুঁজে পাওয়া কঠিন। দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের একটি অংশ রেমিট্যান্স আকারে ফিরে আসছে। এ কারণে ঢাকায় রেমিট্যান্সের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি। আবার দেশের হুন্ডি তৎপরতা ও অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ ব্যক্তিরা ঢাকায় বসেই নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করেন। ঢাকায় রেমিট্যান্স বেশি আসার পেছনে এরও ভূমিকা থাকতে পারে।'

দেশে রেমিট্যান্স আনয়নকারী ব্যাংকগুলোর অন্যতম মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি)। ঢাকার সঙ্গে অন্যান্য জেলার রেমিট্যান্স আহরণের ব্যবধান খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'অনেক সময় রেমিট্যান্স প্রেরক ও সুবিধাভোগীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকে না। এজন্য ব্যাংক কর্মকর্তারা সে রেমিট্যান্সের ঠিকানা ঢাকায় দেখিয়ে দেন। ঢাকায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বেশি দেখানোর ক্ষেত্রে এটির ভূমিকা থাকতে পারে। তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসা জেলার সঙ্গে ঢাকার যে ব্যবধান, সেটি স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এর ভেতরে ভিন্ন কোনো কারণ আছে কিনা, সেটি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।'

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন বাংলাদেশী। ২০২২ সালে ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ এবং চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ১ লাখ ৪ হাজার ৫১৩ জন। গত বছর বিদেশ গমনকারী এসব বাংলাদেশীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেছেন কুমিল্লা থেকে। জেলাটি থেকে ১ লাখ ৫ হাজার ৯৯৭ জন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। এছাড়া প্রবাসী গমনে শীর্ষ অন্যান্য জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ৬৯ হাজার ৪৪৮ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ৬২ হাজার ৬৯৮, নোয়াখালী থেকে ৪৮ হাজার ৩৯৩, টাঙ্গাইল থেকে ৪২ হাজার ৩৭৯, কিশোরগঞ্জ থেকে ৩৭ হাজার ৭৮৫, সিলেট থেকে ৩৬ হাজার ৯৭, ঢাকা থেকে ৩৪ হাজার ৩৮৭, নরসিংদী থেকে ৩২ হাজার ৮৭, হবিগঞ্জ থেকে ৩০ হাজার ৮৮৮ ও সুনামগঞ্জ থেকে ২৮ হাজার ৭০৩ জন বিদেশে গেছেন।

দেশের সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে। দেশের বৃহত্তম এ ব্যাংকটির শীর্ষ নির্বাহী মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বলছেন, ঢাকায় যে রেমিট্যান্স আসে, সেটির বড় অংশই প্রবাসী ব্যবসায়ীদের। কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের মতো প্রবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোর প্রবাসীরা যে রেমিট্যান্স পাঠান, সেটির আকার ছোট। আর ঢাকায় আসা রেমিট্যান্সের ধরন বড়। এ কারণে ঢাকার প্রবাসী কম হলেও রেমিট্যান্সের পরিমাণ বেশি।

দেশ থেকে যাওয়া প্রবাসীদের বড় একটি অংশ ফেনী জেলার। যে পরিমাণ প্রবাসী জেলাটি থেকে বিদেশে গমন করেছেন, সেই হারে রেমিট্যান্স আসছে না বলে জানান সেখানকার ব্যাংকের কর্মকর্তারা। প্রবাসী আয়ের বড় অংশ হুন্ডির মাধ্যমে সেখানে লেনদেন হচ্ছে বলে সন্দেহ তাদের।

এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংক ফেনীর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হারুন অর রশীদ মানিক বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় ফেনী থেকে বেশিসংখ্যক মানুষ প্রবাসে রয়েছেন। কিন্তু জেলায় সে অনুপাতে রেমিট্যান্স আসছে না। আনুপাতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন না হলে জানা মুশকিল এখানে কী পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে। তবে বর্তমানে এজেন্ট ব্যাংকিং বিকাশের মাধ্যমে দেশে অর্থ আসছে। প্রতি মাসে ২০-৩০ হাজার টাকা বিকাশের মাধ্যমে তাদের পরিবার ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছে। এ টাকাগুলো ব্যাংকিং চ্যানেলে ঢুকছে না। কিছু এজেন্ট প্রবাসে বাড়তি মূল্যে রেমিট্যান্স ক্রয় করে তা দেশের বন্ধু-বান্ধবদের দিয়ে বিকাশে লেনদেন করছে। দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলার সংকটের এ সময়ে আবার কিছু আমদানিকারী প্রবাসে এজেন্ট বসিয়ে ডলার ক্রয় করে ব্যাংকিং চ্যানেল ছাড়াই পণ্য আমদানি করছেন। এটিও রেমিট্যান্স কম আসার একটি কারণ হতে পারে।'

দেশের জনশক্তি রফতানিতে প্রথম সারিতে রয়েছে চট্টগ্রাম। গত বছরও জেলাটি থেকে ৬৯ হাজার ৪৪৮ জন বাংলাদেশী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। বাণিজ্য ও অর্থনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বন্দরনগরী চট্টগ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকায় গমনের প্রবণতাও অনেক বেশি। বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী প্রবাসে অবস্থান করলেও এ জেলায় বিদেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসার হার তুলনামূলক কম।

এ প্রসঙ্গে এক্সিম ব্যাংকের অতিরিক্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম জাকের হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'চট্টগ্রামের মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হিসেবে কাজ করলেও সেই অনুপাতে রেমিট্যান্স আসে না। গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ তুলনামূলক কম। আমদানি-রফতানিসহ নানা কারণে বিদেশে এখানকার মানুষের কাছে ব্যাংকবহির্ভূত চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর সুযোগ থাকে বেশি।'

চট্টগ্রাম কাস্টমস সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম কাস্টমসের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনায় ১২০টির মতো মামলা চলমান রয়েছে। এছাড়া পাঁচ হাজারের অধিক আমদানি-রফতানি প্রক্রিয়ায় মানি লন্ডারিং সন্দেহে তদন্ত করছে চট্টগ্রাম কাস্টমস। মূলত পণ্য আমদানি কিংবা রফতানিতে মূল্য, পরিমাণ ও ঘোষণা বহির্ভূত পণ্য আমদানির মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনায় হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার হচ্ছে, যা প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টরা সমন্বয় করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানতে চাইলে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক প্রধান সাঈদ মাহমুদ আকতার বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাণিজ্যের সহজলভ্যতায় বৈধ চ্যানেলের বাইরে অন্যভাবেও যে অর্থ আসছে না, সেটি বলা যাবে না। তবে পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণ ছাড়া এ বিষয়ে মন্তব্য করাও ঠিক হবে না। তবে আমদানি-রফতানি ও চোরাকারবারির বাই প্রডাক্ট হিসেবে বিদেশ থেকে দেশে অর্থ আসার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেন প্রবাসীরা।'

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন বণিক বার্তার চট্টগ্রাম ব্যুরোর উপপ্রধান সুজিত সাহা ও ফেনী প্রতিনিধি নুর উল্লাহ কায়সার)

NEWAGE
SUNDAY, JUNE 25, 2023,

40 missing in Italy migrant boat shipwreck

Agence France-Presse · Rome

MORE than 40 people are missing after a migrant boat capsized off the Italian island of Lampedusa, the UN said.

The shipwreck took place on Thursday and at least one newborn baby is among those missing, said UNHCR representative to Italy Chiara Cardoletti.

The vessel left from Sfax in Tunisia and was carrying 46 migrants from Cameroon, Burkina Faso and Ivory Coast, Flavio Di Giacomo, a spokesman for the UN migration agency IOM, said Friday.

The boat capsized in strong winds and high waves, he said. 'Some survivors were taken to Lampedusa and others were brought back to Tunisia'.

'Among those missing were seven women and a minor. The survivors are all adult men', he added.

'We have noticed more arrivals of migrants from sub-Saharan Africa than Tunisians' via the Tunisian route since November, he said.

He explained this was due to people from sub-Saharan Africa fleeing discrimination in Tunisia.

'It is unacceptable to continue counting the dead at the gates of Europe', Cardoletti wrote on Twitter, referring to deadly shipwrecks of migrant boats which have already occurred in Italy, Greece and Spain.

'A coordinated and shared rescue mechanism at sea between states is now also a matter of conscience.'

Di Giacomo also stressed the fragility of the badly welded boats, which sank at the first damage.

'We are therefore not aware of certain shipwrecks,' he said, calling for 'patrols of European ships to monitor the Tunisian route as well as the Libyan route, otherwise we will witness a disaster this summer.'

Located about 145 kilometres (90 miles) from the Tunisian coast, the southern Italian island of Lampedusa is one of the main entry points for migrants crossing the Mediterranean.

Last year, more than 46,000 people arrived there, out of a total of 105,000 in Italy, according to the UNHCR.

Migrant boat shipwrecks have increased in recent months, while the number of migrants entering the EU via the central Mediterranean 'more than doubled' in 2023 compared to the same period last year, according to the European border agency Frontex in mid-June.

Last week a crammed trawler from Libya sank off the Greek coast. The death toll stands at 82, with 104 survivors pulled from the water, but witness accounts suggest many hundreds more went down with the ship, with their remains still missing at sea.

The tragedy occurred a few days after EU ministers reached agreement on a long-stalled revision of the bloc's rules to share the hosting of asylum seekers and migrants more equitably.

In September 2020, the European Commission presented a New Pact on Migration and Asylum, a package of reforms which it hopes to see adopted by spring 2024 which notably concerns compulsory help between EU members in the care of asylum seekers and a strengthening of the external borders.

রবিবার, ১১ আষাঢ় ১৪৩০
২৫ জুন ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

চামড়া সংরক্ষণে ২৬০ কোটি টাকা ঋণ দেবে ব্যাংক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আসন্ন ঈদুল আজহায় কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে ট্যানারি মালিকরা ২৫৯ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ পাবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত এ ঋণের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় ১৮৪ কোটি টাকা কম। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণ করা হবে। চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি ঋণ দিবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক ২৫ কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক ১০০ কোটি টাকা, রূপালী ব্যাংক ৩৫ কোটি এবং অগ্রণী ব্যাংক ৮০ কোটি টাকা দেবে। সরকারি-বেসরকারি মিলে মোট ১২টি ব্যাংক এবারে চামড়া সংরক্ষণে ঋণ দেবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রতি বছর কোরবানি ঈদের সময় ঋণের ব্যবস্থা করতে সরকারের নীতি-সহায়তা চান উদ্যোক্তারা। ট্যানারি শিল্প উদ্যোক্তাদের পূর্বের ঋণের বড় একটি অংশই খেলাপি থাকায় ব্যাংকগুলো সহজে ঋণ দিতে চায় না, যে কারণে ঋণ পেতে সরকারের সহায়তায় চান তারা।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) সূত্র জানিয়েছে, চামড়া একটি পচনশীল পণ্য, যা দ্রুত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয়। সারা দেশ থেকে বিভিন্ন আড়তের মাধ্যমে সংগৃহীত চামড়া কিনতে হয়, যার জন্য নগদ টাকা প্রয়োজন হয় কারণ মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়া কিনে আড়তে বিক্রি করেন। ট্যানারি মালিকরা নিজস্ব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে ব্যবসা করলেও কোরবানির সময় বেশি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়, যা নিজস্ব ফান্ড থেকে ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না। বিটিএ চামড়া খাতের উদ্যোক্তাদের শীর্ষ সংস্থা। এই খাতের শিল্পমালিকরা সারা দেশ থেকে আড়তের মাধ্যমে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করে থাকেন। প্রক্রিয়াকরণের পর উদ্যোক্তারা কেউ কেউ চামড়া শিল্পের সংযোগ শিল্পে বিক্রি করেন ও কেউ কেউ আবার বিদেশে রপ্তানি করেন।

বিটিএর সূত্রমতে, ট্যানারি মালিক ও বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক মিলিয়ে সংগঠনটিতে বর্তমান প্রায় ৮০০ সদস্য রয়েছেন। সারা দেশে ১ হাজার ৮৬৬টি বৃহৎ ও মাঝারি আড়ত রয়েছে। এর বাইরেও ছোট আকারের অনেক আড়ত রয়েছে, যারা মৌসুমি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ঈদুল আজহার সময় চামড়া সংগ্রহ করে। আড়তদাররা মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চামড়া সংগ্রহের পর নিজেরাই লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করেন, পরবর্তীকালে বড় ট্যানারির কাছে বিক্রি করে।

রাজধানীর পোস্তা, নাটোরের রেলওয়ে বাজার, যশোরের রাজারহাট, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী, রংপুরের তারাগঞ্জ, নওগাঁ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, আমিনবাজার ও টঙ্গী-গাজীপুরের আড়তসমূহে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মজুত করা হয়। ব্যবসায়ীরা বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, জাতীয় প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও মূল্য সংযোজনের নিরিখে সম্ভাবনাময় খাত চামড়াশিল্প। এই শিল্পের সিংহভাগ কাঁচা চামড়া সংগৃহীত হয় ঈদুল আজহায়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতি বছর প্রায় ৩০% চামড়া নষ্ট হয়।

২০১৭ সালে উচ্চ আদালতের রায়ে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারিগুলোকে সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়। কমপ্লায়েন্স ইস্যু ও স্থানান্তরের কারণে চামড়া রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, ফলে রপ্তানি কমে যায়। তবে সম্প্রতি আবারও চামড়া রপ্তানি বাড়ছে, যাতে আগামী দিনে সম্ভাবনা দেখছেন উদ্যোক্তারা।

শিল্পের উদ্যোক্তারা জানান, দীর্ঘদিন পর চামড়া রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদেশি ক্রেতাদের চাহিদাও এখন বেশ ভালো। রপ্তানি ত্বরান্বিত করতে ও বর্তমান ট্রেন্ড ধরে রাখতে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১১ মাসে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ১ হাজার ১২০ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। এই রপ্তানির পরিমাণ সরকারের নির্ধারিত টার্গেটের কাছাকাছি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১১৫ মিলিয়ন ডলার।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৬ জুন ২০২৩,

চামড়ার দাম সামান্যই বাড়ল

ঈদুল আজহা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিদেশে রপ্তানিতে আগের চেয়ে মার্কিন ডলারের দাম বেশি পাচ্ছেন রপ্তানিকারকেরা। দেশে মূল্যস্ফীতিও ১০ শতাংশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু কোরবানির পশুর চামড়ার দাম সামান্যই বাড়ল।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে গতকাল রোববার চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার পবিত্র ঈদুল আজহায় ঢাকায় লবণযুক্ত প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম হবে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, যা গত বছরের চেয়ে ৩ টাকা বেশি।

ঢাকার বাইরে লবণযুক্ত প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ থেকে ৪৮ টাকা। গতবার তা ছিল ৪০ থেকে ৪৪ টাকা। খাসি ও বকরির চামড়ার দাম বাড়েনি। খাসির চামড়া প্রতি বর্গফুট ১৮ থেকে ২০ টাকা এবং বকরির চামড়া ১২ থেকে ১৪ টাকায় বিক্রি হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছর ঈদুল আজহার সময় প্রতি মার্কিন ডলারের দাম ছিল ৯৬ টাকার মতো। এখন রপ্তানিতে তা ১০৭ টাকা। মানে হলো, ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিতে ১১ শতাংশ বেশি মূল্য পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ওদিকে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) ১৮ জুন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর আধা প্রক্রিয়াজাত চামড়ার (ওয়েট ব্লু ও ক্রাস্ট) দাম বিশ্ববাজারে ৪ থেকে ৬ শতাংশ বেড়েছে।

কমিশন প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম ৫০ থেকে ৬০ টাকা এবং খাসি ও বকরির চামড়ার ১০ থেকে ২০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিল।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রথম আলোকে বলেন, চামড়ার যে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বর্তমান বাজার প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলেই প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম হওয়ার উচিত ৫২ থেকে ৫৭ টাকা। তাঁর মতে, বর্তমানে চামড়া খাতে রপ্তানির গতি কম। সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। তবে মূল্যস্ফীতি ও টাকার অবমূল্যায়ন যদি ১৫ শতাংশও ধরা হয়, তাহলেও চামড়ার দাম ৫৪-৬০ টাকা হওয়া উচিত।

গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, যেভাবে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে চামড়ার অর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনা করা হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, চামড়াকে এখনো দানের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় না।

দেশের চামড়াশিল্প খাতে সবচেয়ে ভালো মানের এবং বড় অংশের চামড়া ঈদুল আজহায় সংগ্রহ করা হয়। ২০১৪ সালে বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে চামড়া বেচাকেনা হয়। সেবার বাণিজ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চামড়া ব্যবসায়ীদের তিন সংগঠন—বাংলাদেশ প্রস্তুত চামড়া, চামড়াপণ্য ও জুতা রপ্তানিকারক সমিতি (বিএফএলএলএফইএ), বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) এবং বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করে ৭০-৭৫ টাকায়। ঢাকার বাইরে দর ছিল ৬০-৬৫ টাকা। তবে শেষ পর্যন্ত ঈদের দিন পুরান ঢাকার লালবাগের পোস্তায় লবণবিহীন প্রতি বর্গফুট চামড়া বিক্রি হয় ৯০-১০০ টাকায়।

পরের বছরগুলোতে কোরবানির পশুর চামড়ার ধারাবাহিকভাবে কমেছে। নির্ধারিত দামে চামড়া বেচাকেনা হয়নি কোনো বছরই। ২০১৯ সালে দাম না পেয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চামড়া ফেলে দেন অনেকে। মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘটনাও ঘটে। তখন বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিছু উদ্যোগ নেয়। গত তিন বছর চামড়া নষ্টের ঘটনা না ঘটলেও কেনাবেচা হয়েছে কম দামে।

The Financial Express Monday | June 26, 2023 METRO/NEWS

Elderly family members endure woes for migration of offspring

FE REPORT

Survey reveals at RMMRU workshop

- Some 56pc of the elderly members of the international migrant households

- 46pc of internal migrant households suffer from anxiety and insecurity due to migration of their offspring

The elderly family members of both domestic and international migrants suffer from anxiety, insecurity, loneliness and neglect as social cost of migration of their offspring, according to a survey.

The survey styled 'Social Cost of Migration on Left-behind Elderlies and Siblings' revealed on Sunday that the elderly members enjoy better food, housing, social status, medical treatment opportunity at the cost of sending off their sons and daughters away.

Findings of the study conducted by Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) were published at a workshop at Brac Centre Inn in the city.

In 20 districts of Bangladesh, the study covered 6,000 interviews to examine the social cost and social gains experienced by elderly people and siblings.

The study conducted by Prof Tasneem Siddiqui and her team found both parents of migrants make major contributions--- in case of international migration 70 per cent of the parents contributed on an average Tk 3,47,000 to finance while one-fifth of the parents of internal migrants also contribute around Tk8,000 for migration of their children.

Parents also work as collateral for migration loan, the survey said.

According to the findings, some 56 per cent of the elderly members of the international migrant households and 46 per cent of internal migrant households suffer from anxiety and insecurity due to migration of their offspring.

Both types of parents experience loneliness and some also experience neglect, it said.

In the absence of migrant member, the survey found, 26 per cent international and 16 per cent internal migrant households take over the major task of rearing the child of the migrant.

Instead of receiving care, they become the care providers, the findings said.

The survey said more than 60 per cent of them enjoy better food, housing and social status while more than 70 per cent enjoy better medical treatment opportunity.

The survey said a majority of the left behind elderly people while facing the challenges also develop their own agency.

Being absorbed in work, social and political engagements, communication with migrant offspring through cell phones is some of the ways to adjust with the changed situation.

It said that 81 per cent of the parents of international migrants use mobile phone and 65 per cent use both mobile phone and IMO.

Around 12 per cent parents of international migrants and 7 per cent parents of internal migrants cannot cope with the absence of their children and they require external support, the survey found.

Contrary to popular perception, the study finds that left behind siblings also contribute in the migration project of the household.

One of the major social costs of migration on the siblings is disincentive to join work (in case of 7 per cent of international migrant households.

The survey found that 30 per cent of the siblings think their education suffered loss as they had to shoulder many household responsibilities in the absence of the migrant brother/sister.

Female siblings identified personal insecurity in the absence of their migrant sibling.

The survey said conflicts also arise among the siblings due to selling of property for financing migration of the migrant child.

On the other hand, the survey found siblings also experienced better quality education, medical treatment and employment generation, access to modern gadgets such as cell phone and televisions and higher social standing.

The study recommends that along with migrant children and spouses, parents and siblings also should be covered under the 2016 National Policy on Overseas Employment.

The study also recommended targeted services towards left-behind elderly members need to be planned under Wage Earners' Welfare Fund programmes and special care programmes can be designed for migrant families that have persons with disability and special needs.

Skills and enterprise development programmes can be designed particularly for the siblings, it said.

Bilateral and multilateral development partners should place the issue of annual leave for migrant workers to reduce many social problems i.e., feeling of isolation and loneliness, the survey recommended.

bdsmile@gmail.com

সমকাল ▪ বৃহস্পতিবার । ১ জুন ২০২৩

নির্মাণাধীন সেতুর মাটি ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

- অনিরাপদ পরিবেশে চলছিল কাজ
- ঠিকাদার আ'লীগ নেতার ভাই

▪ ফরিদপুর অফিস ও সদরপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় একটি নির্মাণাধীন সেতুর কাজ করার সময় মাটি ধসে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মাটিচাপা পড়ে আহত হয়েছেন চারজন। অনিরাপদ পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই ঠিকাদার জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতার ভাই।

বুধবার উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের জমাদারডাঙ্গী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত শ্রমিকরা হলেন– বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার উদয়পুর গ্রামের আল আমিন খাঁর ছেলে জাবেদ খাঁ (২৩), ফরিদপুর সদর উপজেলার কবিরপুর গ্রামের আফজাল শেখের ছেলে অন্তর শেখ (২২) ও কুফুরদিয়া গ্রামের ইসমাইল মীরের ছেলে জুলহাস মীর (২১)। আহতদের সদরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সদরপুর উপজেলার আমীরাবাদ এলাকার ভুবনেশ্বর নদ থেকে শুরু হয়ে একটি খাল কবিরহাট এলাকার দিকে গেছে। ওই খালের জমাদারডাঙ্গী এলাকার তোতা ফকিরের বাড়ির সামনে সেতুটির নির্মাণকাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেতু নির্মাণের জন্য গভীর গর্ত করে পাইলিং করা হয়। গর্তের মাটি খালের পাড়ে তোতার বাড়ির কিনার ঘেঁষে স্তূপ করে রাখা হয়েছিল। বৃষ্টিতে সেই মাটির কিছু অংশ ধসে খালে পড়ে। গতকাল খালে নেমে সেই মাটি অপসারণ করছিলেন শ্রমিকরা। এ সময় খালের পাশে স্তূপ করে রাখা মাটি এবং খালপাড়ের মাটি ধসে সাত শ্রমিক চাপা পড়েন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলে জানান সদরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আবদুস সালাম। আহত শ্রমিকদের এলাকাবাসী আগেই উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

তোতা ফকির বলেন, সেতুর পাইলিংয়ের জন্য খালের পাশে তাঁর পাকা ভবনের কিনার ঘেঁষে গভীর গর্ত করে মাটি কাটা হয়। এ সময় তিনি ঠিকাদারের কাছে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিকাদার তাঁর কথা শোনেননি। কয়েকজন শ্রমিক জানান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বারবার মাটি সরানোর কথা বলা হলেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তারা উল্টো শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে কাজে বাধ্য করছিল।

কাজ করা অবস্থায় চতুর্দিকে প্যালাসাইডিং ও প্রটেকশন না দেওয়ার কারণে সাইড থেকে মাটি ভেঙে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. ইশতিয়াক আরিফের ভাইয়ের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স আসিফ ইমতিয়াজ ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু নির্মাণের কাজ পায়। সেতুটির দরপত্র মূল্য ছিল ৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা। তিন শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলতে আসিফ ইমতিয়াজের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সদরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান মাহমুদ বলেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার বলেন, নির্মাণ কাজটি এলজিইডির। তবে এত বড় দুর্ঘটনার দায় আমরা কেউ এড়িয়ে যেতে পারি না। সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে এত বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

সদরপুর থানার ওসি সুব্রত গোলদার বলেন, মৃত শ্রমিকদের স্বজনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গভীর সমুদ্র থেকে ২১ জেলে উদ্ধার

▪ সমকাল প্রতিবেদক

গভীর সমুদ্র থেকে ২১ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী। গতকাল বুধবার কোস্টগার্ড সদরদপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আব্দুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ফিশিং ট্রলার ১৬ এফভি জুনায়েদ ভোলার মনপুরা থেকে মাছ ধরার উদ্দেশে সাগরে যায়। মঙ্গলবার ট্রলারটি বিকল হয়ে নিয়ন্ত্রহীনভাবে সাগরে ভাসতে থাকে। এক পর্যায়ে ভাসতে ভাসতে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে জেলেরা কোস্টগার্ড নৌবাহিনীর কাছে উদ্ধার সহায়তা চান। তবে সাগরে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁরা তথ্য দিতে ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে কোস্টগার্ডের জাহাজ সবুজ বাংলার অধিনায়ক লে. কমান্ডার আব্দুল্লাহ-আল-মামুনের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে বুধবার মাছ ধরার ট্রলারসহ ২১ জেলেকে গভীর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১ জুন ২০২৩

ব্রিজের মাটি ধসে তিন শ্রমিক নিহত আহত ৪

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের সদরপুরের ভাসানচর ইউনিয়নের জমাদ্দার ডাঙ্গী এলাকার নির্মাণাধীন একটি ব্রিজের পাশের মাটি ধসে পড়ে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় মাটিচাপা পড়ে আরও চার শ্রমিক আহত হয়। আহতদের ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বেলা ১২টার দিকে।

স্থানীয়রা জানান, সদরপুর-কৃষ্টপুর বাইপাস সড়কের জমাদ্দার ডাঙ্গী এলাকায় একটি বড় ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছিল। ১০/১২ জন শ্রমিক নির্মাণাধীন ব্রিজের নিচে লোহার রড বাঁধাইয়ের কাজ করছিল। এ সময় হঠাৎ ব্রিজের পাশের মাটির বিশাল একটি অংশ ধসে কর্মরত শ্রমিকদের কয়েকজনের ওপর পড়ে। এতে সাত/আটজন শ্রমিক মাটির নিচে চাপা পড়ে। কয়েক শ্রমিক মাটির নিচ থেকে উঠে আসতে পারলেও তিনজন উঠে আসতে পারেননি। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। নিহত শ্রমিকরা হলেন– হৃদয় (২২), জাভেদ খাঁ (২১) ও জুলহাস মীর (২২)।

খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাশগুলো উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, স্থানীয় থানার ওসি। স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, নির্মাণাধীন ব্রিজের কাজ করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিশাল গর্ত করে ব্রিজের বেজ কাটে। ফলে ব্রিজের আশপাশের বাড়িঘর ঝুঁকির মধ্যে ছিল। বিষয়টি ঠিকাদারকে জানালেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেননি। বর্তমানে একটি একতলা বাড়ি রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। যে কোনো সময় বাড়িটি ধসে যেতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৯
২ জুন ২০২৩

মধুপুর ও ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই দম্পতিসহ নিহত ৭

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বাসচাপায় বৃহস্পতিবার স্বামী-স্ত্রী ও শিশুসন্তানসহ চার জন এবং ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইলের মধুপুরে বাসচাপায় একই পরিবারের তিন জনসহ চার জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মধুপুর উপজেলার গাংগাইরের গোমা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মাইন উদ্দিন (৪২), তার স্ত্রী ছালেহা বেগম (৩০) ও তাদের সন্তান সিয়াম (৬) এবং ভ্যানচালক ফরহাদ হোসেন (৪০)। মধুপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাস্টার হেমায়েল কবির জানান, মধুপুর থেকে ঢাকাগামী একটি বাস টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংগাইর গোমা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান রিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোভ্যানের চালকসহ তিন জন নিহত হন। আহত এক শিশুকে উদ্ধার করে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐ শিশুটির মৃত্যু হয়। মধুপুর থানার উপপরিদর্শক আপেল মাহমুদ জানান, ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। বাসটিকে আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেনী : বুধবার মধ্যরাতে চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথে ফেনীর লেমুয়া কসকা বাজার নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীসহ তিন জন নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনী সদর উপজেলার কসকা বাজার এলাকায় মালবোঝাই পিকআপ ভ্যান পিছন থেকে একটি লরিকে ধাক্কা দিলে পিকআপটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে পিকআপ ভ্যানের যাত্রী ও চালকসহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন কুমিল্লার রামকৃষ্ণপুর সোয়ারামপুর এলাকার মো. শিমুল (২৯), তার স্ত্রী ইয়াসমিন (২১) ও পিকআপ ভ্যানের চালক আবু সাঈদ (২৯)। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফাজিলপুর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মো. রাশেদ খান চৌধুরী বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২০ জ্যৈ
৩ জুন ২০২৩

হোসেনপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

■ হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

হোসেনপুরে পল্লী বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনে কাজ করতে গিয়ে আব্দুল হাদী (২২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা সদরের কোর্ট মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হাদী পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাচবাগ ইউনিয়নের শাখচুড়া-মালিমারা এলাকার ফরজুল মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা সদরের কোর্ট মসজিদের এলাকায় কাজ করতে বিদ্যুতের লাইনের খুঁটিতে উঠেন শ্রমিক আব্দুল হাদী। এ সময় বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ থাকার কথা থাকলেও লাইন চালু ছিল। আব্দুল হাদী বিদ্যুতের তারে হাত দেওয়া মাত্রই স্পৃষ্ট হয়ে ঝুলে পড়েন। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে হোসেনপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান টিটু জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল ● শুক্রবার । ২ জুন ২০২৩

বাসচাপায় এক পরিবারের তিনজনসহ নিহত ৪

■ মধুপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় বাসচাপায় চারজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন একই পরিবারের। গতকাল বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের মধুপুর উপজেলার গাংগাইর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার পাইস্কা ইউনিয়নের পাইটকা গ্রামের ময়েন উদ্দিন (৪৫), তাঁর স্ত্রী ছাহেরা বেগম (৩৫) ও তাঁদের একমাত্র ছেলে সিয়াম (৬) এবং একই গ্রামের ভ্যানচালক ফরহাদ হোসেন (৩৫)।

ময়েন উদ্দিনের ছোট ভাই সাদ্দাম হোসেন জানান, ঘাটাইলে চিকিৎসা নিয়ে ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন ছাহেরা, তাঁর স্বামী ও সন্তান। গাংগাইর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে মধুপুর থেকে ঢাকাগামী বিনিময় সার্ভিসের একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা ভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়।

মধুপুর থানার ওসি (তদন্ত) মুরাদ হোসেন জানান, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বাস জব্দ করা হয়েছে। চালক ও তার সহকারী পলাতক।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২ জুন ২০২৩

টাঙ্গাইলে বাস-অটো সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানসহ নিহত ৪

প্রতিদিন ডেস্ক

ফেনীতে দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ

টাঙ্গাইলে বাস-অটোভ্যান সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানসহ চারজন নিহত হয়েছেন। একই দিন বিভিন্ন স্থানে সড়কে আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। **টাঙ্গাইল :** মধুপুরে বাস ও অটোভ্যান সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের গোমা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ধনবাড়ী উপজেলার পাইস্কা গ্রামের মাঈনুদ্দিন (৫০), তার স্ত্রী তাহেরা (৩০), তার ছেলে সিয়াম (৬) ও একই গ্রামের ফরহাদ (৪৫)। **ফেনী :** ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাজিরদিঘী এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পিকআপের ধাক্কায় স্বামী ও স্ত্রীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- কুমিল্লার হোমনা উপজেলার জামাল মিয়ার ছেলে শিমুল (৩০), শিমুরের স্ত্রী ইয়াসমিন (২৮) ও পিকআপচালক আবু সাঈদ (২৯)। **নোয়াখালী :** সুবর্ণচরে পথচারীকে শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মারা গেছেন চালক সূর্য লাল (৫০)। **নীলফামারী :** সৈয়দপুরে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় নিহত হয়েছেন চালকের সহকারী পলক চন্দ্র (২৫)। **চাঁদপুর :** শাহরাস্তিতে মাটিবাহী মিনি ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা উল্টে এক যাত্রী নিহত এবং তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। এছাড়া কক্সবাজারের মহেশখালী ও দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া সড়কে প্রাণ গেছে দুজনের।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৬ জুন ২০২৩ ॥

বাসার ছাদে পানি দেওয়ার সময় নিচে পড়ে কেয়ারটেকারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর শনিরআখড়ায় একটি বাসার পাঁচ তলার ছাদে পানি দেওয়ার সময় ওপর থেকে পড়ে এক কেয়ারটেকারের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম শহিদুল শিকদার (৫০)। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় এ ঘটনা ঘটে। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়। ঢামেক সূত্র জানায়, শনিরআখড়া জাপানি বাজার ৬ নম্বর রোডের একটি বাসায় কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করতেন শহিদুল। সকালে ছাদে পানি দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক বেলা ১১টায় মৃত ঘোষণা করেন। তার বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া গ্রামে।

রোববার, জুন ৪, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ২১, ১৪৩০ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় মা-মেয়েসহ তিন জেলায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লার হোমনায় মা-মেয়ে, লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে দুজন ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে দুজনসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গাইবান্ধা : জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো চারজন। শুক্রবার রাতে উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের সাতগিরি গ্রামের দুলা খলিফার ছেলে জাকিরুল ইসলাম (২৭) ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার মোজাম্মেল হকের ছেলে অটোরিকশাচালক নাজমুল ইসলাম (৩৮)।

আহতরা হলেন নিহত জাকির হোসেনের স্ত্রী লিমা আক্তার (২৪), সোনারায় ইউনিয়নের ছাইতানতলা গ্রামের কচর আলীর ছেলে নুরুল ইসলাম, নুরুল ইসলামের স্ত্রী জুই আক্তার (২৪) ও ছেলে রাকিব বাবু (১)।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার রাতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙ্গা থেকে নিউ সাফা পলাশবাড়ী এক্সপ্রেস নামের একটি বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাসটি সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদের পুরনো ভবনের সামনে এসে ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা ছয় যাত্রী আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে রাত ১২টার দিকে জাকিরুল ইসলাম ও গতকাল দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নাজমুল ইসলাম মারা যান।

বামনডাঙ্গা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এমএ আজিজ জানান, বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। বাস ও অটোরিকশা জব্দ করে তদন্ত কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৫ জুন ২০২৩,

শীতলক্ষ্যায় জাহাজের ট্যাংকারে বিস্ফোরণ, আটজন দগ্ধ

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীতে একটি জাহাজের ট্যাংকারে বিস্ফোরণে আটজন দগ্ধ হয়েছেন। গত শনিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার গাজী সেতুর পাশে দড়িকান্দি ডকইয়ার্ডে নিজস্ব জেটিতে নোঙর করে রাখা 'ও টি সাংহাই-৮' নামে জাহাজে এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন জাহাজটির শ্রমিক-কর্মচারী মান্নান রাহাদ (২৩), হুমায়ুন কবির (৫৪), তাজুল ইসলাম লিমন (২৪), ইমতিয়াজ আহমেদ (৪২), রুবেল (৩৮), সোহেল (৩৮), নাজমুল (৩৩) ও রাকিব (২৪)। এঁদের মধ্যে পাঁচজনকে ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বলেন, বন্দরে তেল খালাস করার পর খালি জাহাজটি ঘাটে নোঙর করা ছিল। রাতে ট্যাংকারের ভেতরে জমে থাকা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মুহূর্তেই আগুন ধরে জাহাজের শ্রমিক ও কর্মচারীরা দগ্ধ হয়েছেন।

রূপগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) পরিদর্শক আতাউর রহমান বলেন, রাতে বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট এসে আগুন নেভায়। তেলবাহী জাহাজের খালি ট্যাংকারে জমা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ধারণা করা হচ্ছে।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ৫, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ২২, ১৪৩০

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে তিনজন, টাঙ্গাইলের মধুপুরে দুজন ও নেত্রকোনার আটপাড়ায় এক ব্যক্তিসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

হবিগঞ্জ : জেলার শায়েস্তাগঞ্জে বাসচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। গতকাল সকালে উপজেলার কলিমনগর এলাকায় হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ বাইপাস সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার উবাহাটা গ্রামের আবদুল হকের ছেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক রফিক মিয়া (৩৫), বানিয়াচং উপজেলার রঘু চৌধুরীপাড়ার আজির হুসেনের ছেলে জিয়াউল হক (৩৬) ও আজমিরীগঞ্জ উপজেলার মুছা মিয়া (৬৫)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে হবিগঞ্জ থেকে ঢাকা উদ্দেশে ছেড়ে আসা বাস হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ বাইপাস সড়কের কলিমনগর এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি উল্টে ঘটনাস্থলে চালকসহ তিন আরোহী মারা যান। আহত হন অন্তত ১০ জন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা হতাহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠান।

শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ নাজমুল হক কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কালের কণ্ঠ । রবিবার । ৪ জুন ২০২৩ ।

বাহুবলে পাইপচাপায় শ্রমিক নিহত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

হবিগঞ্জের বাহুবলে একটি সিরামিক কম্পানির নির্মাণকাজ চলাকালে পাইপের নিচে চাপা পড়ে জুয়েল মিয়া (২৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার ডুবাঐ এলাকায় অবস্থিত কনিকা সিরামিক কম্পানিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল মিয়া বাহুবল উপজেলার পুটিজুরী ইউনিয়নের ডুবাঐ বালুউনা বাড়ির মৃত মানিক মিয়ার ছেলে। স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কনিকা সিরামিক কম্পানিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন জুয়েল। প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও কাজে যান তিনি। সেখানে সকাল থেকে মাটি গর্ত করে পাইপ বসানোর কাজ চলছিল। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গর্তে থাকা অবস্থায় পাইপের নিচে চাপা পড়ে মারাত্মক আহত হন তিনি। এ সময় অন্য শ্রমিকরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা ৭টার দিকে জুয়েলকে মৃত ঘোষণা করেন।

Dhaka : Sunday 4 June 2023
সংবাদ

কুয়েতে অগ্নিকাণ্ডে দুই বাংলাদেশির মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কুয়েতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এ অগ্নিকাণ্ডে দুই বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে দেশটির জিলিব আল সুয়েখ আব্বাসিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ঢাকা কেরানীগঞ্জের বাস্তা ইউনিয়নের রাজবাড়ী অগ্রখোলা গ্রামের মোহাম্মদ ইমরান, অন্য জন হলেন আসাদুল।

নিহতের আত্মীয় সাইদুল জানান, ইমরান ও আসাদুল ডিউটি শেষে রুমে ঘুমিয়ে ছিল। দুইজনেই সম্পর্কে মামাতো ফুফাতো ভাই। ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুতে শর্ট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রচণ্ড কালো ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায় তারা।

'ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা এসে মরদেহ উদ্ধার করে। বর্তমানে মরদেহ ফরওয়ানিয়া হাসপাতালের হিমাগারে রাখা আছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে পাঠানো হবে' জানান তিনি।

সময়ের আলো
শনিবার। ৩ জুন ২০২৩।

বিদ্যুতের লাইন মেরামত করতে গিয়ে লাইনম্যানের মৃত্যু

■ হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত করার সময় অসাবধানতাবসত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবদুল হাদি মিয়া নামের এক লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে পৌরসভার কোর্ট মসজিদ এলাকায় কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কোর্ট মসজিদের পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে কাজ করার সময় হাদি মিয়া বেল্ট বাঁধা অবস্থায় খুঁটিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আটকে যান। সেখানেই পুড়তে থাকে তার দেহ। স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দিলে হোসেনপুর ও কিশোরগঞ্জ স্টেশনের ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে নিহত হাদি মিয়ার এলাকার লোকজন কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির হোসেনপুর উপকেন্দ্রে ভাঙচুর করার চেষ্টা করে। পরে হোসেনপুর থানা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৪ জুন ২০২৩।

অটোরিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে পোশাককর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অটোরিকশার চাকার সঙ্গে গলার ওড়না পেঁচিয়ে নার্গিস আক্তার (৩০) নামের এক পোশাককর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোড এলাকায় পাওয়ার হাউসের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নার্গিস চাঁদপুর সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের মেয়ে। তিনি আদমজী ইপিজেডে একটি পোশাক কারখানায় অপারেটর পদে চাকরি করতেন। নার্গিসের ভাই মামুন বলেন, 'শনিবার সকালে চিটাগাং রোডের বাসা থেকে অটোরিকশায় করে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় গলার ওড়না অটোরিকশার চাকার সঙ্গে পেঁচিয়ে গুরুতর আহত হয় নার্গিস। উদ্ধার করে প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।' ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, 'মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।'

মঙ্গলবার, জুন ৬, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৩, ১৪৩০ বণিক বার্তা

নওগাঁয় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ফেনীতে সড়কে আরো দুই প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক

নওগাঁর মহাদেবপুরে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ফেনীর ছাগলনাইয়ায় মোটরসাইকেল আরোহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিরা জানান—

নওগাঁ : জেলার মহাদেবপুরে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকসহ চার যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর ১টার দিকে উপজেলার চকগৌরী বাগাচাড়া মোড়ে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন নওগাঁ সদর উপজেলার চকপাথুরিয়া গ্রামের গাজী সরদারের ছেলে অটোরিকশাচালক পাপ্পু সরদার (৫০), একই উপজেলার বর্ষাইল গ্রামের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান প্রিয় (১৩), সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার খলিশাকুড়া গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে নাজমুল হোসেন (৩০) ও একই উপজেলার সাটিকাবাড়ী গ্রামের আবদুল জব্বারের ছেলে তানভীর আহম্মেদ (২৪)।এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের দুজনের পকেটে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

স্থানীয় ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মহাদেবপুরের নওহাটা মোড় থেকে ছয়জন যাত্রী নিয়ে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়ক হয়ে নওগাঁ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক পাপ্পু। পথে অটোরিকশাটি উপজেলার বাগাচাড়া মোড়ে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুত গতির একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে ভেতরে চাপা পড়েন চালকসহ চার যাত্রী। বাকি দুজন সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুই যাত্রীকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায় স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় অটোরিকশা কেটে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, 'সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহগুলো নিহতদের স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৫ জুন ২০২৩

সড়কে দুই বন্ধুসহ নিহত ৯

প্রতিদিন ডেস্ক

হবিগঞ্জে গতকাল পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া টাঙ্গাইলে দুই বন্ধু, বাগেরহাটে শিশু এবং লালমনিরহাটে বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জ থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী মর্ডান পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন চুনারুঘাট উপজেলার উবাহাটা গ্রামের সিএনজিচালক রফিক মিয়া (৩৫), বানিয়াচংয়ের জিয়াউল হক (৩৬) ও আজমিরীগঞ্জের মুছা মিয়া (৬৪)। এদিকে নবীগঞ্জ উপজেলার দিনারপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র শিবলু হাসান মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়। শিবলু উপজেলার মোড়াউড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। এ ছাড়া চুনারুঘাট উপজেলার দেউন্দি এলাকায় অজ্ঞাত পরিবহনের চাপায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। **টাঙ্গাইল :** মধুপুর উপজেলায় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার মহিষমারা ইউনিয়নের গারোবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো ঘাটাইল উপজেলার টেপি কুশারিয়া গ্রামের সাব্বির আলম (১৮) ও হাবিব (১৭)। আহত সাদিককে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। **বাগেরহাট :** শরণখোলা উপজেলায় ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নারিয়া নাম ৯ মাসের এক শিশু মারা গেছে। আহত হয়েছেন নিহত শিশুটির মা নাসরিন বেগমসহ আরও চারজন। **লালমনিরহাট :** হাতীবান্ধার বড়খাতার-জলঢাকা মহাসড়কে সকালে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সিরাজুল ইসলাম কান্দুরা (৬০) নামে পথচারীর মৃত্যু হয়েছে।

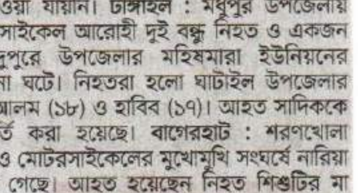

হবিগঞ্জে দুর্ঘটনা কবলিত বাস

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৭ জুন ২০২৩ ॥

সেপটিক ট্যাংকে নেমে শ্রমিকের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

দুর্গাপুরে নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে আরজ আলী (৫০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পৌর শহরের উৎরাইল বাজার এলাকায় গতকাল এ ঘটনা ঘটে। আরজ আলী উপজেলার পলাশকান্দি গ্রামের রজব আলীর ছেলে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উৎরাইলের রমজান মিয়ার বাড়িতে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। কয়েক দিন আগে ওই বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের সাটারিংয়ের কাজ শেষ হয়। গতকাল দুপুরে সাটারিংয়ের কাঠ খুলতে ট্যাংকে নামেন আরজ আলী ও তার এক সহযোগী। এ সময় ট্যাংকের ভিতরে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসে ও তীব্র গরমে জ্ঞান হারান আরজ। স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 6 June 2023

সেনবাগে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ২ নির্মাণশ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, সেনবাগ (নোয়াখালী)

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় মো. নুর হোসেন নামে আরেক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। গত রোববার সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের চিলাদি উত্তরপাড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন– চিলাদি গ্রামের উদানিয়া বাড়ির মৃত আবদুর রশিদের ছেলে মো. রিপন ও পাঁচতুপা গ্রামের মিয়াজী বাড়ির মৃত আবু বকরের ছেলে মো. নাছির উদ্দিন। খবর পেয়ে রাত ৮টায় সেনবাগ থানা পুলিশের একটি দল তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

যুগান্তর
বুধবার ৭ জুন ২০২৩
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

মুন্সীগঞ্জে গুদাম ও কারখানায় আগুন

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জ সদরের পঞ্চসার ইউনিয়নের ভট্টাচার্যেরভাগে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে একটি তুলার গুদাম ও প্লাস্টিক কারখানা। মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস আধঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে হঠাৎ মোফাজ্জল হোসেনের তুলার গুদামে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের প্লাস্টিকের কারখানায়। এ সময় আশপাশের লোকজন পানি ও বালু ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠান দুটির মালিক মোফাজ্জল হোসেন জানান, দুপুরে বিদ্যুৎ যাওয়ার পর আমরা সবাই বসেছিলাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ আসায় মেশিনে হিট দিতে গেলে দেখি তুলার গোডাউনে আগুন।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
৫ জুন ২০২৩, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

শীতলক্ষ্যায় তেলের জাহাজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে নোঙর করা একটি লাইটারেজ জাহাজে বিস্ফোরণে আটজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর দগ্ধ পাঁচজন রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত শনিবার গভীর রাতে গাজী সেতুর পাশে দড়িকান্দি ডকইয়ার্ডের জেটিতে নোঙর করে রাখা 'ওটি সাংহাই-৮' নামে তেলবাহী একটি ট্যাংকারে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বন্দরে তেল খালাস করার পর খালি জাহাজটি ঘাটে নোঙর করা ছিল। পরে রাতে ট্যাংকারের ভেতরে জমে থাকা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিস্ফোরণে দগ্ধরা হলেন– জাহাজটির কর্মী আ. মান্নান রাহাদ (২৩), হুমায়ুন কবির (৫৪), তাজুল ইসলাম লিমন (২৪), ইমতিয়াজ আহমেদ (৪২), রুবেল (৩৮), সোহেল (৩৮), নাজমুল (৩৩) ও রাকিব (২৪)।

ইছাপুরা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাহবুবুর রহমান জানান, দড়িকান্দি এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীতে রাত ২টার দিকে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায় ওই জাহাজে। আগুনের শিখা ২০ থেকে ৩০ ফুট উচ্চতায় উঠে যায়। এ সময় জাহাজে থাকা সব কর্মী দগ্ধ হন। খবর পেয়ে পাশের কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নেভান।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০২৩,

ট্রাক-পিকআপের সংঘর্ষ, প্রাণ গেল ১৪ শ্রমিকের

সড়ক দুর্ঘটনা

সিলেটে এই ১৪ জন ছাড়াও দেশে ৬ জেলায় আরও ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

মানাউবী সিংহ, *সিলেট*

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। জরুরি বিভাগের সামনে ৫০ থেকে ৬০ জনের ভিড়। সেখান থেকে ভেসে আসছে আহাজারির শব্দ। জরুরি বিভাগের পাশে ক্যাজুয়ালটি বিভাগের ভেতরে আহত বেশ কয়েকজন শ্রমিক।

গতকাল বুধবার সকাল আটটার দিকের দৃশ্য এটি। এর একটু পরেই সেখানে বিলাপ করতে দেখা গেল সাবেরা বেগমকে। তিনি চিৎকার করছিলেন আর বলছিলেন, 'আমার আর কিছুই রইল না। আমি এখন কারে নিয়া বাঁচমু।'

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার নাজিরবাজারে গতকাল ভোরে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত একলিম মিয়ার (৫৫) স্ত্রী সাবেরা। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার চাতলপাড় গ্রামের একলিম মিয়াসহ ওই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৪ জন। তাঁরা সবাই নির্মাণশ্রমিক।

নিহত অন্যরা হলেন দিরাইয়ের মো. সিজিল মিয়া (৫৫), হারিছ মিয়া (৬৫), সৌরভ মিয়া (২৭), সাজেদুর (৬০), বাদশা মিয়া (৩০), সাধু মিয়া (৫০), রশিদ মিয়া (৫০) ও মেহের (২৫); সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার শাহীন মিয়া (৪০), দুলাল মিয়া (২৬) ও আওলাদ হোসেন (৫০); হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের আমিনা বেগম (৪৫) এবং নেত্রকোনার বারহাট্টার আওলাদ মিয়া (৪০)।

নিহত একলিম মিয়ার স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি ঢালাইশ্রমিক ছিলেন। পরিবার নিয়ে থাকতেন সিলেট নগরের পীর মহল্লা এলাকার ভাড়া বাসায়। একলিম-সাবেরা দম্পতির চার মেয়ে ও এক ছেলে আছে।

যেভাবে ঘটে দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনায় বেঁচে ফেরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, একজন ঠিকাদার একটি ভবনের ঢালাইকাজের জন্য মিক্সার যন্ত্রসহ পিকআপে করে সিলেট থেকে ওসমানীনগর উপজেলার গোয়ালাবাজারের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পিকআপে ২৮ জন শ্রমিক ছিলেন। পথে নাজিরবাজার এলাকায় পৌঁছালে একটি ট্রাকের সঙ্গে পিকআপটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

পিকআপটিতে থাকা জয় (২৮) নামের এক আহত শ্রমিক বলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটি ডান দিকে চলে এসেছিল। এতে সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৪ শ্রমিক। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে সিলেট মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (ট্রাফিক) মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব বলেন, প্রায়ই শ্রমিকেরা ঝুঁকিপূর্ণভাবে খোলা গাড়িতে যাতায়াত করেন। ট্রাফিক সদস্যরা দায়িত্ব পালনকালে এমনটি দেখলে নামিয়ে দিয়ে থাকেন। তবে ঘটনাটি ভোরে ঘটেছে। সে সময় ট্রাফিক সদস্যরা দায়িত্ব পালনে ছিলেন না।

দুর্ঘটনার পর গতকাল বিকেলে ইজাজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় ট্রাকের অজ্ঞাতনামা চালক ও পিকআপের অজ্ঞাতনামা চালককে আসামি করা হয়েছে।

নিহত সাধু মিয়ার স্ত্রী জোসনা বেগমের (বাঁয়ে) আহাজারি। গতকাল সকালে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে। ছবি : আনিস মাহমুদ

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) সুদীপ দাস বলেন, মামলার পর গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া দুই যানের চালকের পরিচয়ও জানা যায়নি।

৬ জেলায় নিহত আরও ৯ জন

সিলেটের দুর্ঘটনা ছাড়াও গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঁচ জেলায় দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার রাতে পাবনার ঈশ্বরদীর তেঁতুলতলা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের মাহবুবুর রহমান (৪০) ও তাঁর দেড় বছর বয়সী ছেলে আবদুর রহমান নিহত হন। দুর্ঘটনায় অটোরিকশার চালক, মাহবুবুরের স্ত্রী ও আরেক সন্তান আহত হয়।

ফেনী সদর উপজেলার কসকা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গতকাল সন্ধ্যায় একটি পিকআপভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এরপর অন্য একটি গাড়ির পেছনের অংশে ধাক্কা দিয়ে উল্টে পড়ে। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক মো. সোহাগ (৩০) ও তাঁর সহকারী মো. জহির (২৬) নিহত হন।

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের কিসমত ছৈলাবুনিয়া গ্রাম এলাকায় গতকাল সকালে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মো. ইউনুস ফারাজী (৬৫) নামের এক পথচারী নিহত হন।

বগুড়ার আদমদীঘির পূর্ব ঢাকা রোড এলাকায় মঙ্গলবার বিকেলে বাসের চাপায় আহত হন রফিকুল ইসলাম (৫৪)। গতকাল ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার পুলিয়া এলাকায় মঙ্গলবার রাতে আড়ুরভর্তি একটি ট্রাক উল্টে চালক আবদুস সালাম (৩২) নিহত হন।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ভবানীপুর ডিগ্রি কলেজের কাছে ট্রাকের চাপায় শিশু রাফিয়া (৭) নিহত হয়। সে উপজেলার হাবড়া ইউনিয়নের পিরোজপুর কলেজপাড়া গ্রামের টুটুল ইসলামের মেয়ে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের ভান্ডারির ডেবা এলাকায় গতকাল দুপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের চালক ফরহাদ হোসেন (২৩) নিহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৬
৯ জুন ২০২৩

চট্টগ্রামে ক্রেন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ক্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে জসিম উদ্দিন নামে এক শ্রমিক মারা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইপিজেড থানার উপ-পরিদর্শক বেলায়েত হোসেন জানান, নিহত জসীম ইস্টার্ন রিফাইনারিতে দৈনিক মজুরিতে কাজ করতেন। অতিরিক্ত গরমে তিনি মাথা ঘুরে ক্রেন থেকে পড়ে যান। এ সময় তার শরীরের একটি অংশ ক্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ৮ জুন ২০২৩।

ওয়ারীতে গ্যাস লাইনের আগুনে দগ্ধ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ওয়ারী টিপু সুলতান রোডে রাস্তায় গর্ত করে বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করার সময় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ২টার দিকে টিপু সুলতান রোডের পুরোনো ওয়ারী থানা ভবনের পাশে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই দগ্ধদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। দগ্ধরা হলেন–ডিপিডিসির সাইট ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন (২১), শ্রমিক মো. সোহেল (৩৫)। মামুন রিয়েল এস্টেট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক মো. মামুন (৪৭), নিরাপত্তাকর্মী হেলাল (৪০) ও আবদুর রশিদ (৬৫)। বার্ন ইনস্টিটিউটের দায়িত্বরত চিকিৎসকরা জানান, সোহেলের শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে, মামুনের ১২, আনোয়ারের ২২, হেলালের ১০ ও আবদুর রশিদের ৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে সোহেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২(
৮ জুন ২০২৩

আশুলিয়ায় ক্যাপ তৈরির কারখানায় আগুন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় একটি ক্যাপ কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট টানা সাত ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল বুধবার ভোর ৫টার দিকে আশুলিয়ার জিরানী বাজার এলাকার এক্সজাকো লিমিটেড নামক ক্যাপ তৈরির কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোর ৫টার দিকে এক্সজাকে লিমিটেড নামক ৫ তলা ক্যাপ কারখানার ২য় তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়রা কারখানা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়।

ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার লিডার আনোয়ার হোসেন বলেন, কারখানায় আগুনের সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। এ সময় আমাদের পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তীকালে জিরাবো থেকে একটি, সারাবো থেকে একটি, কালিয়াকৈর থেকে দুটি এবং ফায়ার সার্ভিসের দুটি কমান্ড ভেহিক্যাল আগুন নিয়ন্ত্রণ কাজে যোগ দেয়। এসময় টানা সাত ঘণ্টা চেষ্টার পর দুপুর ১২টার দিকে আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানা যায়নি। হতাহতেরও কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ জুন ২০২৩
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

কালিয়াকৈরে গরমে কারখানার অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউনিয়নের কামরাঙাচালায় ল্যাভেন্ডা নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় বৃহস্পতিবার গরমে নারীসহ অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। পরে সহকর্মীরা উদ্ধার করে কোনাবাড়ী ও মৌচাক এলাকার কয়েকটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করে। যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেওয়ার পর বাসায় ফিরেও গেছেন দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের। কারখানার শ্রমিক সাইফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম এবং রোজিনা আক্তার জানান, সকালে কাজ করার সময় কয়েকজন শ্রমিক প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর অর্ধশতাধিক অসুস্থ হয়ে পড়লে কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ধার করে ক্লিনিকে নিয়ে চিকিৎসা দেন। কারখানার সিনিয়র ম্যানেজার মনিরুজ্জামান জানান, তীব্র গরমে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেকেই সুস্থ হয়ে বাসায় চলে গেছে। অতিরিক্ত গরম থাকায় কারখানাটি একদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৯ জুন ২০২৩

দুই জেলায় বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে সদর ও আশুগঞ্জ উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। তাঁরা হলেন সদর উপজেলার মাছিহাতা ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর গ্রামের কৃষক শাহজাহান মিয়া (৫০) ও আশুগঞ্জ উপজেলার চরচারতলা গ্রামের হৃদয় মিয়া (২২)। একই সময়ে বজ্রপাতে খেওয়াই গ্রামে কৃষক মনা ভুঁইয়ার তিনটি গরু ও মোজালক মিয়ার একটি গরু মারা গেছে। এদিকে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বজ্রপাতে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। মৃত জান্নাত বেগম উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের আবুল কালামের স্ত্রী।
–ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী প্রতিনিধি

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ জুন ২০২৩
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোটরসাইকেল আরোহী ও লোহাগাড়ায় পথচারী, গাজীপুরের টঙ্গী ও গাছায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী, ফেনীতে পিকআপভ্যানের চালক ও হেলপার, নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কলেজছাত্র, মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পথচারী এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয় ট্রাক চালকের সহকারী রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁ উপজেলার টিপরদী এলাকায় মধুমতি সিএনজি পাম্পের সামনে বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাকের ধাক্কায় মো. মেহেদী হাসান নামের এক ট্রাক হেলপার নিহত হয়েছে। নিহত মেহেদী হাসানের বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার মেরামতপুরে।

ফেনী : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর খাইয়ারা এলাকায় পিকআপভ্যান রাস্তার বিভাজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা হলেন–পিকআপভ্যান চালক মো. সোহাগ। তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়তলী এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। অপরজন হচ্ছেন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার খামার পাঁচগাছিয়া গ্রামের মো. মুনতাহারের ছেলে জহির আহাম্মদ।

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ জুন ২০২৩
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সিদ্ধিরগঞ্জে পোশাক কারখানায় আগুন

৬ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে এমএস এন্টারপ্রাইজ নামের একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। বুধবার রাত পৌনে ১২টায় পাইনাদী নতুন মহল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে ফজর আলী গার্ডেন সিটির পঞ্চম তলার কারখানাটিতে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের কর্মীরা ৬ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় পুরোপুরি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পোশাক কারখানার কাপড় ও বিভিন্ন জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুন লাগার পর ধীরে ধীরে পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে কারখানার লোকজন ও স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে প্রথমে আদমজী ইপিজেডের ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
১১ জুন ২০২৩, ২৮ জ্যৈষ্ঠ

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চালকের মৃত্যু

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের রাওনা ইউনিয়নের দিঘা গ্রামে গত শুক্রবার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সুমন মিয়া (২৫) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। রাওনা ইউপির চেয়ারম্যান শাহাবুল আলম জানান, দিঘা গ্রামের সুমন মিয়া নিজ বাড়িতে গ্যারেজে অটোরিকশায় চার্জ দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন সুমনকে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ
১১ জুন ২০২৩

সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্র ও শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

আত্রাই (নওগাঁ) : আত্রাইয়ে সড়ক দুর্ঘটানায় এক ভটভটি চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মহিবুব হোসেন (১৮)। সে উপজেলার সোনইডাঙ্গা গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চার জন। আত্রাই থানার ওসি মো. তারেকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখা হবে।

নন্দীগ্রাম (বগুড়া) : নন্দীগ্রামে সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলো সিএনজি চালক শাহাবুল ইসলাম (২৪)। শনিবরি সকাল ৬টার দিকে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে নন্দীগ্রাম উপজেলার কুন্দারহাট হাইওয়ে থানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ওসি আব্বাস আলী বলেন, অটোরিকশা ও পিকআপ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) : ফুলবাড়ীতে দ্রুতগামী স্টীল পাইপবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম হামিন রহমান (৪০)। গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ফুলবাড়ী উপজেলার এলুয়ারি ইউনিয়নের পুটকিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ী থানার ওসি আশ্রাফুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি আটক করেছে। তবে চালক ও হেলপার পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আটক করা যায়নি। নিহতের পরিবার অভিযোগ দিলে এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বণিকবার্তা রোববার, জুন ১১, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় পঞ্চগড়ে দুজন, খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে দুজন এবং বগুড়ার নন্দীগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর, রাজশাহীর মোহনপুর ও দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে চারজনসহ আটজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পঞ্চগড় : জেলার সদর উপজেলার অজ্ঞাত গাড়িচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী চাচা ও ভাতিজা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার সাড়ে নয়মাইল এলাকার পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের হাগুড়াগছ গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে শেখ ফরিদ (২৪) ও জনাব আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম (২২)।

তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যার পর শেখ ফরিদ তার ভাতিজা শরিফুল ইসলামকে নিয়ে মোটরসাইকেলে শ্বশুরবাড়ি পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে সদর উপজেলার সাড়ে নয়মাইল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিকে থেকে আসা একটি গাড়ি তাদের ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই তারা দুজন নিহত হন। খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশের সদস্যরা গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন।

খাগড়াছড়ি : জেলার মানিকছড়িতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। উপজেলার গাড়িটানা এলাকায় খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক লেদু ওরফে বাছা মিয়া (৩৫) ও আম ব্যবসায়ী মোতালেব হোসেন (৪৫)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে উপজেলার তিনটহরী বাজার থেকে মোতালেব হোসেন অটোরিকশায় চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। গাড়িটানা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার যাত্রী মোতালেব হোসেন ও চালক বাছা মিয়ার মৃত্যু হয়। তারা দুজনই চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মুনিয়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা।

মানিকছড়ি থানার ওসি আনচারুল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ঘটনা তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বগুড়া : জেলার নন্দীগ্রামে পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে শাহাবুল ইসলাম (২৪) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৬টায় উপজেলার কুন্দারহাট হাইওয়ে পুলিশ কার্যালয় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহাবুল রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মানিক মন্ডলের ছেলে।

নন্দীগ্রাম উপজেলার কুন্দারহাট হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা যায়, মাছবোঝাই একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা বগুড়া শহরের দিকে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক মারা যান।

নন্দীগ্রাম উপজেলার কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ওসি আব্বাস আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : জেলার বিজয়নগরে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সবুজ মিয়া (২০) নামের এক মোটরসাইকেলের আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার সিংগারবিল ইউনিয়নের মিরাশানী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সবুজ ওই গ্রামের উত্তরপাড়ার আব্দুল সাত্তারের ছেলে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা আরেকজন আহত হয়েছেন। বিজয়নগর থানার ওসি রাজু আহমেদএ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রাজশাহী : জেলার মোহনপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সুকুমার মণ্ডল (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ৯টার দিকে উপজেলার কেশরহাটে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুকুমার মণ্ডল নওগাঁ সদরের সতীষ মণ্ডলের ছেলে। মোহনপুর থানার ওসি সেলিম বাদশা এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, সকালে মোহনপুরের একদিলতলা বাজারে আসছিল একটি খালি মিনি ট্রাক। ওই ট্রাকে সুকুমার মণ্ডলসহ ৮-১০ জন লোক ছিলেন। ট্রাকটি কেশরহাটের ধানহাটায় পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। এতে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় ট্রাকটি। ঘটনাস্থলেই মারা যান সুকুমার মণ্ডল।

দিনাজপুর : জেলার ফুলবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় হামিন রহমান (৪০) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৮টায় ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের পুটকিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হামিন রহমান নবাবগঞ্জ উপজেলার পলি মির্জাপুর গ্রামের বুদু মিয়ার ছেলে। ফুলবাড়ী থানার ওসি আশ্রাফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

সময়ের আলো
শনিবার। ১০ জুন ২০২৩।

চার্জার ফ্যান বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৫ জন দগ্ধ

● নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি বাড়িতে চার্জার ফ্যান বিস্ফোরণে একই পরিবারের শিশুসহ ৫ জন দগ্ধ হয়েছে। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে কাশিপুর ইউনিয়নের সরদারবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন–রিকশাচালক সালাম মণ্ডল (৫৫), তার স্ত্রী বুলবুলি বেগম (৪০), তাদের মেয়ে সোনিয়া আক্তার (২৭), নাতনি মেহজাবিন (৭) এবং ছেলে টুটুল (২৫)। তাদের গ্রামের বাড়ি নাটোরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফতুল্লার কাশিপুর এলাকার একটি ভাড়া বাসায় রিকশাচালক সালাম মণ্ডলের পরিবারের সদস্যরা রাতে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। ভোরে হঠাৎ আগুন আগুন বলে চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে যায়। সেখানে তাদের সবার শরীরে আগুন দেখতে পায়। পরে আগুন নিভিয়ে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে যাওয়া ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক মো. মোহসীন বলেন, রাতে চার্জার ফ্যান বৈদ্যুতিক সংযোগের সঙ্গে চার্জ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে চার্জার ফ্যানে আগুন ধরে যায়। সেখান থেকে বিছানায় আগুন ধরে গেলে পাঁচজন

চার্জার ফ্যান

শেষ পৃষ্ঠার পর

দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, ন্যারায়ণগঞ্জ থেকে আসা দগ্ধদের মধ্যে সালাম মণ্ডলের শরীরের ৭০ শতাংশ, তার ছেলে টুটুলের ৬০ শতাংশ, মেয়ে সোনিয়া আক্তারের ৪২ শতাংশ, নাতনি মেহজাবিনের ৩৫ শতাংশ ও স্ত্রী বুলবুলির শরীরের ২৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ১০, ২০২৩

বজ্রপাতে চার জেলায় পাঁচজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বজ্রপাতে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে কৃষি শ্রমিক, শেরপুরের নকলায় মাদ্রাসা ছাত্র ও কৃষক, কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে কৃষক এবং মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মানিকগঞ্জ : জেলার সিঙ্গাইরে বজ্রপাতে মো. রাকিবুল ইসলাম (৩৫) নামের এক কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার জয়মন্টপ ইউনিয়নের বাহাদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া রাকিবুল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের মহসিন মিয়ার ছেলে। স্থানীয়রা জানান, গতকাল বাহাদিয়া এলাকার শের আলীর জমিতে ধানের চারা রোপণের কাজ করছিলেন রাকিবুল। দুপুরে বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় হঠাৎ করে রাকিবুলের ওপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

সিঙ্গাইর থানার ওসি সৈয়দ মিজানুর ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেরপুর: জেলার নকলায় পৃথক বজ্রপাতে মাদ্রাসাছাত্রসহ দুজন নিহত হয়েছেন।

গতকাল দুপুরে উপজেলার চরঅষ্টধর ইউনিয়নের নারায়ণখোলা দক্ষিণ গ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে ও গণপদ্দী ইউনিয়নের বরইতার গ্রামে ঘোড়ামারা নদীর পাড়ে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

বজ্রপাতে মৃতরা হলেন নারায়ণখোলা দক্ষিণ গ্রামের শফিক মিয়ার ছেলে ও স্থানীয় কুটেরচর জোনাব আলী দাখিল মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাব্বির মিয়া (১৬) এবং বরইতার গ্রামের আতশ আলীর ছেলে কৃষক শিপন মিয়া (৪৫)।

চরঅষ্টধর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম রব্বানী জানান, ছাব্বির বৃষ্টির মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে ফুটবল খেলছিল। এ সময় বজ্রপাত হলে ছাব্বির গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে গণপদ্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামছুর রহমান আবুল জানান, বৃষ্টির মধ্যে শিপন গরু আনতে ঘোড়ামারা নদীর পাড়ে যান। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া উম্মুল বানিন জানান, বজ্রপাতে মৃতদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।

কুড়িগ্রাম: জেলার ভূরুঙ্গামারীতে বজ্রপাতে দেলোয়ার হোসেন জুয়েল (৩৯) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তার স্ত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার জয়মনিরহাট আমবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দেলোয়ার হোসেন জুয়েল ওই এলাকার জাবেদ আলী মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে হঠাৎ ঝড়ো বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হলে দেলোয়ার হোসেন স্ত্রীসহ লাকড়ি কুড়াতে যান। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে জুয়েল মারা যান। জয়মনিরহাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াদুদ জানান, স্বামী-স্ত্রী দুজনের ওপরে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে স্ত্রী আহত হলেও স্বামী মারা গেছে।

শনিবার, জুন ১০, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৭, ১৪৩০ বণিক বার্তা

জামালপুরে চারজনসহ ছয় জেলায় সড়কে নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

জামালপুর সদর উপজেলার রানাগাছা ইউনিয়নে জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে গতকাল চারজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। এছাড়া মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন আরো ছয়জন। প্রতিনিধিরা জানান—

জামালপুর: জেলার সদরের রানাগাছা ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় গতকাল দুপুরে ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় চারজন নিহত এবং আহত হয়েছেন আরো অন্তত তিনজন। হতাহতদের বাড়ি জামালপুর সদরের নরুন্দি ইউনিয়নের ইটাইল গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশে কয়েকজন মুসল্লি অটোরিকশাযোগে নরুন্দি ইটাইল থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি মসজিদে যাচ্ছিলেন। অটোরিকশাটি জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ওঠার পর বিপরীত দিক থেকে আসা ময়মনসিংহ অভিমুখী একটি দ্রুতগামী ট্রাক অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

স্থানীয়রা হতাহতদের দ্রুত উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সদর উপজেলার নরুন্দি ইউনিয়নের ইটাইল এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে সোলায়মান ও একই এলাকার সদর আলীর ছেলে আব্দুল মজিদকে মৃত ঘোষণা করেন। এ সময় গুরুতর আহত একই এলাকার হানিফ, শফিকুল, খলিল, সাহেদ আলী ও জয়নালকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে জয়নাল ও সাহেদ আলী মারা যান। নিহত অটোরিকশাচালক জয়নাল ওই এলাকার সোবাহান আলীর ছেলে এবং সাহেদ আলীর বাবার নাম ফয়েজ উদ্দিন।

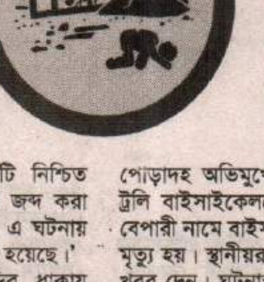

জামালপুর সদর থানার ওসি কাজী শাহেনওয়াজ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বণিক বার্তাকে বলেন, 'ট্রাকটি জব্দ করা গেলেও এর চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় জামালপুর সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।'

মুন্সিগঞ্জ: জেলার গজারিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় মাইক্রোবাসের এক যাত্রী নিহত এবং চালকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া পাখির মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম এমদাদ হোসেন শাওন। তিনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার মিয়াপুর গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

আহতরা হলেন বেগমগঞ্জের মিয়াপুর গ্রামের শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী রত্না বেগম, একই গ্রামের দুলাল মিয়ার স্ত্রী কাজল ও বরিশালের উজিরপুর উপজেলার মফিজ মিয়ার ছেলে মাইক্রোবাসচালক আল আমিন।

গজারিয়ার ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এ এস এম রাশেদুল ইসলাম বলেন, 'ঢাকা থেকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে যাচ্ছিল একটি মাইক্রোবাস। পথিমধ্যে রাত সাড়ে ৩টার সময় মাইক্রোবাসটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়ার বাউশিয়া পাখির মোড় এলাকায় পৌঁছালে একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে সবাই আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। সেখানে এমদাদ হোসেন নামে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।'

কুমিল্লা: জেলার চৌদ্দগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারুক হোসেন নামে এক পোশাককর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের নালঘর রাস্তার মাথায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত ফারুক গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানায় দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের নিয়াজ মন্ডলের ছেলে। তিনি একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম লোকমান হোসাইন। তিনি বলেন, 'গতকাল সকালে ফারুক মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে কর্মস্থল আমির শার্ট গার্মেন্টিসে যাচ্ছিলেন। পথে পেছন থেকে আসা অজ্ঞাত একটি গাড়ি চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।'

লালমনিরহাট: জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে ওমর আলী নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো চারজন। গতকাল সকালে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের শ্রুতিধর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওমর আলী নীলফামারীর জলঢাকা আদর্শপাড়া এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে। আহতরা হলেন একই এলাকার নূর মোহাম্মদ, মামুনুর রশিদ, সাইফুল ইসলাম ও ইয়াকুব আলী। নিহত ওমর আলী ও আহত সবাই শ্রমিক ছিলেন।

কুষ্টিয়া: জেলার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুজন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার সময় কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার খাজানগর এলাকায় এবং রাত ৯টার দিকে খোকসা বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার সময় কুষ্টিয়া-পোড়াদহ সড়কের খাজানগর এলাকায় পোড়াদহ অভিমুখে একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ট্রলি বাইসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে হাসেম বেপারী নামে বাইসাইকেল আরোহীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা ওই ট্রলিটি জব্দ করে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এদিকে একই দিন রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়ার খোকসা বাসস্ট্যান্ডে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হন। এতে আরো তিন মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন। খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চট্টগ্রাম: রেলওয়ের তেল পরিবহনের রেল ওয়াগন-গ্যাসবাহী কনটেইনার লরির সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। তেলবাহী ওয়াগন চট্টগ্রাম বন্দর ক্রসিং এলাকা পেরিয়ে যাওয়ার সময় ধাক্কা দিলে চাপা পড়ে রাইডশেয়ারিংয়ে যুক্ত একজন মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। চট্টগ্রাম বন্দর থানা সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি তেলবাহী ওয়াগনের সঙ্গে গ্যাস পরিবহনের কনটেইনারের সংঘর্ষ হয়।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার সিনহা জানান, দুর্ঘটনার ফলে ব্যস্ত সড়কে যানবাহন চলাচল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কনটেইনার লরিটি ডিপো থেকে বেরিয়ে আসার পরপর ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে চাপা পড়ে একজন মোটরসাইকেল চালক মারা যান।

দেশ রূপান্তর | শনিবার | ১০ জুন ২০২৩, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ট্রাকের ধাক্কায় টুকরো টুকরো অটোরিকশা, নিহত ৪

রূপান্তর ডেস্ক

জামালপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত হয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সদর উপজেলার রানাগাছা উত্তরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে গত বৃহস্পতিবার রাত ৩টা থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিনজনের প্রাণহানির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গাজীপুরের শ্রীপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় মাইক্রোবাসের যাত্রী এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গাড়ির ধাক্কায় পথচারী এক গার্মেন্টস কর্মী নিহত হয়েছেন।

জামালপুরের দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন– সোলায়মান (৫৫), আব্দুল মজিদ (৪৮), জয়নাল আবেদীন (৪২) ও সাহেদ আলী (৫৫)। তারা সবাই জামালপুর সদর উপজেলার ইটাইল ইউনিয়নের ইটাইল গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহতরা হলেন– হানিফ (৫৮), শফিকুল ইসলাম (৫৫) ও খলিল (৬০)।

জামালপুর সদর থানার এসআই নিজাম উদ্দিন জানান, দুপুরে ইটাইল গ্রাম থেকে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য কয়েকজন মুসল্লি অটোরিকশায় পাশের জেলা শেরপুরের মুন্সীদিপুর এলাকার এক পীরের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। অটোরিকশাটি ইটাইল থেকে জামালপুরের দিকে আসছিল। পথে রানাগাছা উত্তরপাড়া এলাকায় যাত্রাবিরতি দেয়। এ সময় জামালপুর থেকে ময়মনসিংহগামী একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকা অটোরিকশাটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে পাশের ধানক্ষেতে পড়ে যায়। পরে এলাকাবাসী আহতদের উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোলায়মান ও আব্দুল মজিদকে মৃত ঘোষণা করেন। সেখান থেকে গুরুতর আহত হানিফ, খলিল, সাহেদ আলী ও জয়নালকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে অটোরিকশাচালক জয়নাল আবেদীন ও সাহেদ পথে মারা যান।

জামালপুর সদর থানার ওসি কাজী শাহনেওয়াজ জানান, ট্রাকটি জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে গেছে।

সড়কে ঝরল আরও ৩ প্রাণ

শ্রীপুরে মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু : গাজীপুরের শ্রীপুরে দাওয়াত খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে তেলিহাটি ইউনিয়নের টেংরা গ্রামের বৃন্দাবন এলাকায় টেংরা-ছাতিরবাজার আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়, তার সঙ্গে থাকা আরেক আরোহীকে গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। নিহত ফয়সাল আহমেদ (২৫) পাশের উত্তর পেলাইদ গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে। তিনি নয়নপুর এলাকার ডিবিএল সিরামিক কারখানায় চাকরি করতেন।

শ্রীপুর মডেল থানার এসআই কবির হোসেন বলেন, 'একটি প্রাইভেট কার মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। প্রাইভেট কারটিকে সনাক্ত করা যায়নি, ঘটনার পরেই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছেন চালক। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মুন্সীগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় মাইক্রোবাস দুমড়েমুচড়ে যাত্রী নিহত : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় মাইক্রোবাস দুমড়েমুচড়ে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। মাইক্রোবাসটির চালকসহ আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে বাউশিয়া পাখির মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এমদাদ হোসেন শাওন (২৮) নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের মিয়াপুর গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। মাইক্রোবাস চালক আহত আল-আমিন (২৮), যাত্রী রত্না বেগম (৪০) ও কাজলকে (৩৫) গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

চৌদ্দগ্রামে গার্মেন্টস কর্মী নিহত : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারুক হোসেন (২৫) নামে এক গার্মেন্টস কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নালঘর রাস্তার মাথায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারুক গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের নিয়াজ মণ্ডলের ছেলে। সে ছুপুয়া আমির শার্ট গার্মেন্টসে চাকরি করত।

মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ওসি এসএম লোকমান হোসাইন জানান, গতকাল সকালে ফারুক হোসেন প্রতিদিনের মতো মহাসড়কের পাশ দিয়ে তার কর্মস্থল আমির শার্ট গার্মেন্টসে যাচ্ছিলেন। পথে পেছন থেকে একটি গাড়ি (শনাক্ত করা যায়নি) ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুরতহাল শেষে লাশ উদ্ধার করে।

সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলার প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো তথ্যে প্রতিবেদনটি তৈরি

কালের কণ্ঠ | শনিবার | ১০ জুন ২০২৩

বাবার লাশ নিয়ে ফেরার পথে ছেলের মৃত্যু

- জামালপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ৪
- সড়কে আরো ৩ মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ঢাকা থেকে বাবার লাশ নিয়ে ফিরছিলেন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার মিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা এমদাদ হোসেন শাওন (২৮)। কিন্তু তিনিও বাড়ি ফিরলেন বাবার মতো লাশ হয়ে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া বাউশিয়া পাখির মোড় এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন এমদাদ। এদিকে জামালপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকসহ চারজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া কুমিল্লা, গাজীপুর ও বগুড়ায় মারা গেছেন তিনজন।

মুন্সীগঞ্জে নিহত এমদাদের বাবা দেলোয়ার হোসেন ঢাকায় চিকিৎসাধীন গত বৃহস্পতিবার মারা যান। তাঁর লাশ নিয়ে মিয়াপুর গ্রামের শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী রত্না বেগম (৪০), দুলাল মিয়ার স্ত্রী কাজলকে (৩৫) নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ঘটনায় রত্না বেগম, কাজল ও মাইক্রোবাসচালক বরিশালের উজিরপুর উপজেলার মফিজ মিয়ার ছেলে আল আমিন (২৮) আহত হন। গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এ এস এম রাশেদুল ইসলাম জানান, অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাইক্রোবাসটি রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডারে উঠে যায়। এতে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং আরোহী সবাই আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠালে কর্তব্যরত চিকিৎসক এমদাদকে মৃত ঘোষণা করেন। মাইক্রোবাসটির চালক আলামিনসহ অন্য তিনজন গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন।'

এদিকে গতকাল শুক্রবার দুপুরে জামালপুর-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের রানাগাছা মুদিপাড়া এলাকায় একটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক। ঘটনায় নিহত চারজন হলেন জামালপুর সদর উপজেলার ইটাইল ইউনিয়নের কান্দারপাড়া গ্রামের অটোরিকশাচালক জয়নাল আবেদীন (৪২), একই গ্রামের সোলায়মান হোসেন (৫৫), আব্দুল মজিদ (৪৮) এবং সাহেদ আলী (৫৫)। জামালপুর সদর থানার ওসি কাজী শাহনেওয়াজ বলেন, জামালপুর সদরের রানাগাছায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহতদের মধ্যে সোলায়মান হোসেন ও আব্দুল মজিদের লাশ জামালপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া নিহত জয়নাল আবেদীনের লাশ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে এবং নিহত সাহেদ আলীর লাশ রাস্তা থেকে তাঁর স্বজনরা বাড়িতে নিয়ে গেছে।

একই দিনে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কালিকাপুর ইউনিয়নের নালঘর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়িচাপায় ফারুক হোসেন (২৫) নামের এক গার্মেন্টকর্মী নিহত হয়েছেন। ফারুক গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানায় দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের নিয়াজ মণ্ডলের ছেলে। তিনি চৌদ্দগ্রামের ছুপুয়া আমির শার্ট গার্মেন্টে চাকরি করেন। গাজীপুরের টঙ্গীতে কাভার্ড ভ্যানচাপায় আব্দুল হাকিম (৪০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন।

সমকাল
সোমবার ॥ ১২ জুন ২০২৩

শীতলক্ষ্যায় জাহাজে বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও ৩ জনের মৃত্যু

■ সমকাল প্রতিবেদক ও রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে জাহাজের ইঞ্জিন রুমে বিস্ফোরণ ও আগুনে দগ্ধ আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে দু'জন ও গতকাল রোববার সকালে একজনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজনের মধ্যে চারজনই মারা গেলেন।

রোববার সকালে মারা যাওয়া শ্রমিক মো. সোহেলের (৩৮) শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে। আর শনিবার রাতে মৃত্যু হয় হুমায়ুন কবির (৫৪) ও মো. রুবেলের (৫৪)। তাঁদের মধ্যে হুমায়ুনের বাড়ি ঢাকার আশুলিয়ার পলাশবাড়িতে ও রুবেলের ভোলার লালমোহন উপজেলায়। এর আগে দুর্ঘটনার পরদিন ৪ জুন তাজুল ইসলাম লিমন নামে একজন মারা যান।

চট্টগ্রাম থেকে তেল নিয়ে নরসিংদীতে আনলোডের পর জাহাজটি রূপগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর ডকইয়ার্ডে ভেড়ানো ছিল। ৩ জুন রাত ১টার দিকে জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। এতে আট শ্রমিক দগ্ধ হন। পরে তাঁদের বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে তিনজন বাড়ি ফেরেন।

বার্ন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, দগ্ধ পাঁচজনের মধ্যে চারজন মারা গেছেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জুন ২০২৩
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সাপের কামড়ে কালিহাতীতে কৃষক, সিংড়ায় ছাত্রীর মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

সাপের কামড়ে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে কৃষক ও নাটোরের সিংড়ায় এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাত ও সোমবারে এসব ঘটনা ঘটে। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একজন চিকিৎসাধীন। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চুয়াডাঙ্গায় কামড় দেওয়া সাপ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি

কামড় দেওয়া সাপ নিয়ে রোববার রাতে **চুয়াডাঙ্গা** সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন রায়হান উদ্দিন নামে এক চিকিৎসক। রায়হান চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার। জানা যায়, রোববার রাত ৯টার দিকে আন্দুলবাড়ীয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে ডা. রায়হান উদ্দিনকে সাপে কামড় দেয়। এ ঘটনায় স্বজনরা রাত ১১টার দিকে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। কামড় দেওয়া সাপটি মৃত অবস্থায় তারা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে সাপটি বিষধর নয় বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গার পরিবেশবাদী সংগঠন 'পানকৌড়ি'র প্রতিষ্ঠাতা বখতিয়ার হামিদ। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত ডা. মশিউর রহমান বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত বলে ধারণা করছি।

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে কাগমাড়ী পাথাইলকান্দি গ্রামে বিষধর সাপের কামড়ে নুরুজ্জামান নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, রোববার রাত ৮টার দিকে বাড়ির পাশের চা-স্টল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার পায়ে বিষধর সাপ কামড় দেয়। স্বজনরা প্রথমে ওঝা দিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা চলায়। অবস্থার অবনতি হলে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে রাত ২টার দিকে তার মৃত্যু হয়। নুরুজ্জামান কাগমাড়ী পাথাইলকান্দি গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে।

নাটোরের সিংড়ায় সাপের কামড়ে অনুষা ঘোষ নামের এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল ৬টায় শিক্ষার্থী অনুষা ঘোষকে নিজ ঘরে বিষধর সাপ কামড় দিলে তার মৃত্যু হয়। অনুষা বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসুতোষ ঘোষের মেয়ে এবং বনকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৯ জ্যৈ
১২ জুন ২০২৩

রূপগঞ্জে জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে আরো এক জনের মৃত্যু

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মো. সোহেল (৩৭) নামে আরো একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার জনে। গতকাল রবিবার সকাল ৯টায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে মারা যান সোহেল। নিহত অন্য তিন জন হলেন তাজুল ইসলাম, মো. হুমায়ুন কবির ও মো. রুবেল। গত শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে মারা যান রুবেল। হুমায়ুন কবির মারা যান রাত ১০টার দিকে। এর আগে তাজুল ইসলাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গত ৩ জুন এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে আট জন দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. তরিকুল ইসলাম জানান, রূপগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে জাহাজের আগুনের ঘটনায় মোট আট জন ভর্তি হন। তাদের মধ্যে তিন জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ইমতিয়াজ নামে আরো একজন চিকিৎসাধীন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Monday 12 June 2023

২ জেলায় সড়কে নিহত ২ জন

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ডে সিএনজি ও পিক-আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালকের এবং দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে পাইপ বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। বগুড়া এবং ফুলবাড়ী থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন–

বগুড়া : বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ডে গত শনিবার সকাল ৬টায় সিএনজি পিক-আপ মুখোমুখি সংঘর্ষে শাহাবুল ইসলাম নামে এক সিএনজি চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শাহাবুল ইসলাম রাজশাহী জেলার বাঘা থানার হরিরামপুর গ্রামের মানিক মন্ডলের ছেলে। এ বিষয়ে কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ওসি আব্বাস আলী জানান, দুর্ঘটনায় অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। অটোরিকশা ও পিক-আপ ভ্যানটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে পাইপ বোঝাই দ্রুতগামী একটি ট্রাকের ধাক্কায় হামিন রহমান নামে এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সকাল ৮টায় উপজেলার এলুয়াড়ী ইউনিয়নের পুটকিয়া নামকস্থানে (ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক) এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হামিন রহমান নাবাবগঞ্জ উপজেলার আফতাবগঞ্জ পলি মির্জাপুর গ্রামের বুদু মিয়ার ছেলে। এ বিষয়ে ফুলবাড়ী থানার ওসি আশ্রাফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ট্রাকটি আটক করে থানায় আনা হয়েছে। ট্রাক চালক ও সহোযোগী পালিয়ে যাওয়ায় তাদেরকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১২ জুন ২০২৩ ॥

গাজীপুরে ঝুট গুদামে আগুন

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করছে। গতকাল রাতে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের হাজি মার্কেটের পাশে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার জৈনাবাজার-শৈলাট সড়কের হাজি মার্কেটের পাশে জায়গা ভাড়া নিয়ে শাকিল নামের এক ব্যক্তি শেড তৈরি করে পরিত্যক্ত তুলাসহ গার্মেন্টের ঝুট গুদামজাত করে রেখেছিল। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওই ঝুট গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।

শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার আবু রায়হান জানান, আগুনের খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। রাত ১১টা ৪০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Friday 16 June 2023

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার পাঁচকমলাপুরে বজ্রপাতে আব্দুল গাফ্ফার (৩২) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টায় পাঁচকমলাপুর মাঠে কৃষিকাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল গাফ্ফার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের আলিহাটনগর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে।

এ সময় তার পাশে থাকা হালিম নামে তার এক বন্ধু আহত হয়েছেন। পরে তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, সেখানে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল গাফ্ফারকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০২৩,

৭ জেলায় ঝরল ১১ প্রাণ

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

সিলেটে সড়কে বিকল হওয়া ট্রাক মেরামতের কাজ চলছিল। এ সময় ওই ট্রাকে ধাক্কা দেয় আরেকটি ট্রাক। এতে তিনজন নিহত হন। গতকাল সোমবার ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামির এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

একই দিনে দেশের সাত জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে আরও আটজনের। গতকাল ভোর থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেটের ওসমানীনগরে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের দুজন হলেন বিল্লাল হোসেন (৪৮) ও রফিক শেখ (২৩)। তাঁরা দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকগুলোর কোনো একটির চালক ও চালকের সহকারী বলে জানা গেছে। নিহত আরেকজনের পরিচয় জানা যায়নি।

জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় ট্রাকচাপায় মো. মাইদুল ইসলাম (২১) নামের আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের টিকরপাড়া বাজার এলাকায় গতকাল বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাইদুল মোটরসাইকেলে করে সিলেট শহরের দিকে যাচ্ছিলেন।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা হলেন মজিবর রহমান (৪০) ও জিল্লুর রহমান (৮০)। এর মধ্যে গতকাল সকালে উপজেলার কসবা ইউনিয়নের চন্দ্রনা পাওয়ার প্ল্যান্টের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যান মজিবর। এরপর ট্রাকটি তাঁর ওপর দিয়ে গেলে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। সকালে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের উত্তর মল্লিকপুর এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন জিল্লুর রহমান।

এদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার মধুপুর এলাকায় গতকাল ভোরে কালভার্টের রেলিংয়ের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লেগে চালক অলিউদ্দিন (৩২) নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন চালকের সহকারী। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ফরিদপুরের মধুখালীতে বাসের চাপায় সিয়াম মণ্ডল (২৭) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের আড়কান্দি সেতুর কাছে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিয়াম মণ্ডল কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ছুটি নিয়ে মোটরসাইকেলে করে মধুখালীতে গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি।

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় অটোরিকশাকে বাস চাপা দিলে তাসলিমা বেগম (৫০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। তিনি ওই অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় অটোরিকশাচালকসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার বাঁশতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসের চালক ইমদাদুল হককে আটক করেছে পুলিশ।

দিনাজপুরের হাকিমপুরে ট্রাকের ধাক্কায় আবদুল হালিম (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। উপজেলার হিলি-ঘোড়াঘাট মহাসড়কে আলিহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সামনে গতকাল বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বালুবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম ইব্রাহিম গাজী (৪০)।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৩১ জৈ
১৪ জুন ২০২৩

নবীগঞ্জে অটোরিকশা ও মাইক্রোবাস শ্রমিকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) সংবাদদাতা

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি কিবরিয়া চত্বরে সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক ও মাইক্রোবাস শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় চার-পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার আউশকান্দি মাদ্রাসা স্ট্যান্ডের সিএনজি চালক জাবেদ মিয়ার সিএনজিতে করে আউশকান্দি হীরাগঞ্জ বাজারে আসেন আউশকান্দি কিবরিয়া চত্বরের মাইক্রোবাস চালক নোমান মিয়া। নোমান মিয়া সিএনজি ভাড়া হিসেবে ১৫ টাকা দেন। এ সময় সিএনজি চালক জাবেদ ১০ টাকার নোট ছেঁড়া দাবি করে পরিবর্তন করে দেওয়ার কথা বললে নোমান অপারগতা জানান। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানার একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ডালিম আহমেদ বলেন, অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২৩।

ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশাচালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর দক্ষিণখান ও উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় পৃথক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলো–নির্মাণ শ্রমিক সবুজ (২২) ও রিকশাচালক হৃদয় (২৩)। সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া।

দক্ষিণখানের আশকোনা আমতলা এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে নিচে পড়ে সবুজের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতকে নিয়ে আসা ওই ভবনের সাইট সুপারভাইজার জহিরুল ইসলাম বলেন, সবুজ আকাশ এন্টারপ্রাইজের নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। নির্মাণাধীন ভবনটির ১০ তলার নবম তলায় কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ও পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সবুজের গ্রামের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। সে আশকোনার আমতলা এলাকায় থাকত।

এ ছাড়া উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় একটি গ্যারেজে অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশা চালক হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের স্ত্রী তানজিলা জানান, তার স্বামী পেশায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক। সোমবার দিয়াবাড়ি নাহিদের অটোরিকশা গ্যারেজে ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৩১ জৈ
১৪ জুন ২০২৩

সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গল ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা): গোবিন্দগঞ্জে দ্রুতগামী ট্রাক্টর থেকে ছিটকে পরে চাকায় পিষ্ট হয়ে হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আবু হানিফ (১৮)। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-গাইবান্ধা ভায়া নাকাই সড়কের বড়দহ ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ): জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ-স্বাধীন বাজার সড়কে একটি অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হরিয়ে সড়কের পাশে উল্টে গিয়ে হারুন মিয়া নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে।

আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) : আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বন্ডবিলের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নির্মাণশ্রমিক টুকু (৬৫) উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ট্রাক ও চালককে আটক করেছে পুলিশ। আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (তদন্ত) একরামুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মধুখালী (ফরিদপুর) : মধুখালী উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের নওপাড়া ইউনিয়নের আড়কান্দি ব্রিজের পশ্চিম পাশে সড়কের উপর কামারখালী থেকে ফরিদপুরগামী একটি লোকাল বাসের চাপায় মো. সিয়াম মণ্ডল নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। করিমপুর হাইওয়ে পুলিশের এসআই আ. রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : মহাদেবপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু ও শিশুসহ ছয় জন আহত হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের তেঁতুলপুকুর এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাল গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সাগর উড়াও (২৫) নামের এক জনের মৃত্যু হয়। ঐ দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী আরো দুই জন গুরুতর আহত হন। একই দিন উপজেলার সরস্বতীপুর কদমতলী মোড়ে একটি তেলবাহী ট্রাঙ্কলরী যাত্রীবাহী অটোচার্জার ভ্যানকে চাপা দিলে শিশুসহ চার জন গুরুতর আহত হন। মহাদেবপুর থানার ওসি মো. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) : ফরিদগঞ্জে মোটরসাইকেল ও বালুবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন, মোটরসাইকেল চালক ইব্রাহিম গাজী (৪০)। ফরিদগঞ্জ পৌর সদরের কাছিয়াড়া এলাকায় সোমবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মো. আবদুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কালের কণ্ঠ
১৩ জুন ২০২৩ । ৩
২৩ জিলকদ ১৪৪৪

সিলেটে ফের সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

সিলেট অফিস ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে ১৪ জন নিহতের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে পাঁচ দিনের মাথায় ঝরল আরো চারটি তাজা প্রাণ। এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে।

গতকাল সোমবার ভোরে ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের নিজ কুরুয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজন এবং বিকেল ৪টায় বিয়ানীবাজারের টিকরপাড়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের নিজ কুরুয়ায় ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সিলেটগামী একটি ট্রাক উপজেলার নিজ কুরুয়া নামক স্থানে আসার পর টায়ার পাংচার হলে চালক ও সহকারী মিলে চাকা পরিবর্তন করছিলেন। কাজের শেষ পর্যায়ে সিলেটগামী আরেকটি ট্রাক এসে পেছন থেকে তাঁদের ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের চালক, চালকের সহকারীসহ তিনজন ঘটনাস্থলে নিহত হন।

ওসমানীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লিডার ফখরুল ইসলাম বলেন, 'ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। মারাত্মক আহত আরেকজনকে ওসমানী মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

সিলেটের বিয়ানীবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী মো. মাইদুল ইসলাম (২১)। তিনি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার মো. নওশের আলীর ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি কম্পানির মার্কেটিং ব্যবস্থাপক ছিলেন। ওসমানীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিচয় গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত ট্রাকচালক জসিম (৩৫) মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার বাইনি গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের বিয়ানীবাজারের টিকরপাড়া বাজার এলাকায় সিলেট থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগামী ট্রাক পেছন থেকে মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী মাইদুল নিহত হন।

সিলেট জেলা পুলিশের সহকারী মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা শ্যামল বণিক বলেন, 'দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালাতক। তাঁকে ধরতে অভিযান চলছে।'

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত

পৃথক ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নাচোল পৌরসভার এক কর্মচারী ও সড়ক পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে ঘটনাগুলো ঘটে। নিহতরা হলেন নাচোল পৌরসভার কর্মচারী মজিবুর রহমান আব্বাস (৩৫) ও জিল্লুর রহমান (৮০)। নাচোল থানার ওসি মিন্টু রহমান বলেন, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় কসবা ইউনিয়নের চন্দনা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে দ্রুতগামী ১০ চাকার একটি খালি ট্রাক মজিবুরকে চাপা দেয়। তাঁকে উদ্ধার করে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক পালিয়ে যায়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উত্তর মল্লিকপুর এলাকায় বাড়ির কাছের রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান বৃদ্ধ জিল্লুর রহমান। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালকও আহত হন। তাঁকে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ওসি মিন্টু রহমান বলেন, পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধারের পর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। উভয় ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান ওসি।

WEDNESDAY JUNE 14, 2023
JAISHTHA 31, 1430 BS
The Daily Star

SYLHET ROAD CRASH

Pick-up driver sent to jail after surrender

OUR CORRESPONDENT, *Sylhet*

Following a road accident, a Sylhet court sent a pick-up van driver to jail after he surrendered before it yesterday.

Abdur Rahim, 30, of Bajitpur village in Sunamganj's Dowarabazar upazila was driving the pick-up that collided with a truck in Sylhet's Dakshin Surma upazila around 5:00am on June 7. The accident claimed the lives of 15 of its 28 commuting construction workers.

Eleven of the injured died on the spot while the other four succumbed to their injuries while undergoing treatment at Sylhet MAG Osmani Medical College Hospital.

A case was filed under the Road Transport Act with Dakshin Surma Police Station on the day of the incident, accusing unnamed truck and pickup drivers.

Rab arrested Rahim from Patuakhali on June 10. He surrendered before the Sylhet Metropolitan Magistrate Court-2 which sent him to jail.

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১৩ জুন ২০২৩, ৩০ জ্যৈষ্ঠ

সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে নিহত ১ চারজন আহত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে মো. শামীম (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের মগুরাকান্দা গ্রামের ফসলি জমিতে কাজ করতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শামীম ওই গ্রামের ওয়াহেদ উল্লাহর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার দুপুরে মগুরাকান্দা চকের ফসলি জমিতে শামীমসহ অন্যরা কাজ করার সময় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় তারা চকের মাঝখানে সেচ ঘরে আশ্রয় নেন। হঠাৎ ওই ঘরের ওপর বজ্রপাত হলে শামীম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা মোক্তার, কামাল, জয়নাল ও নূরুল ইসলাম আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০২৩,

ঢাকা

আগুনে দগ্ধ একজনের মৃত্যু

রাজধানীর ওয়ারীর টিপু সুলতান রোডে রাস্তায় গর্ত করে বিদ্যুতের লাইনের কাজ করার সময় গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধ মো. সোহেল (৩৫) মারা গেছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সোহেল ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) শ্রমিক ছিলেন। জানা গেছে, ৬ জুন দিবাগত রাতে ওয়ারীর টিপু সুলতান রোডে ডিপিডিসির লোকজন কাজ করছিলেন। তখন অসাবধানতাবশত গ্যাসের লাইন ছিদ্র হয়ে যায়। এরপর শ্রমিকেরা সিগারেট খেতে আগুন জ্বালালে পাঁচজন দগ্ধ হন। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন মো. তারিকুল ইসলাম বলেন, সোহেলের শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল তিনি মারা গেছেন। সোহেলের ভগ্নিপতি মনির বলেন, সোহেলের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চরকাজল গ্রামে। রাজধানীর নীলক্ষেত বই মার্কেটের পাশে বাকুশা মাজার এলাকায় থাকতেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুগান্তর | শনিবার ১৭ জুন ২০২৩ | ৩ আষাঢ় ১৪৩০

ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল বাকৃবি শিক্ষার্থীর

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া চার জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে আরও চারজনের। তার মধ্যে গাজীপুরের টঙ্গীতে মোটরসাইকেল আরোহী, ভোলার লালমোহনে শিশু, চাঁদপুরের হাইমচরে ব্যবসায়ী ও বরগুনার আমতলীতে ব্যবসায়ী রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

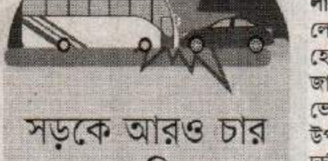

সড়কে আরও চার জেলায় নিহত ৪

বাকৃবি ও নেত্রকোনা : ট্রাকচাপায় নিহত ফরিদ উজ জামান রিফাত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ভেটেরিনারি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ও ঈশা খাঁ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে নেত্রকোনার পূর্বধলায় শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কের ফাজিলপুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষার্থী উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আব্দুস সাত্তারের ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবাহী ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী রিফাতকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পূর্বধলা থানার ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) : টঙ্গীর আমতলী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত বুলু লালমনিরহাটের আরাজি চুঙ্গাদাড়া গ্রামের মইমুদ্দিনের ছেলে। বৃহস্পতিবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বুলু গাজীপুরের পূবাইলের তালুটিয়া এলাকায় একটি পোশাক কারখানার কাজ করতেন। মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। টঙ্গীর শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক বুলুকে মৃত ঘোষণা করেন।

লালমোহন (ভোলা) : ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত মো. জিসান লালমোহনের হোসেন চৌমুহনী এলাকার মো. জাহাঙ্গীরের ছেলে। শুক্রবার সকালে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার হোসেন চৌমুহনী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তা পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয় শিশুটি।

চাঁদপুর : ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে নিহত খোকন শিকদার চাঁদপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড যমুনা রোডের মরহুম নুরু মিয়া শিকদারের ছেলে। শুক্রবার ভোরে হাইমচরের সাবু মাস্টার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আমতলী (বরগুনা) : ট্রলিচাপায় নিহত রেজাউল কবির আমতলীর বাইনবুনিয়া গ্রামের আলতাফ মিয়ার ছেলে। উপজেলার গোছখালী বাজার সংলগ্ন সড়কে স-মিলের কাছে মোটরসাইকেলকে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রলি চাপা দেয়। শুক্রবার দুপুরের এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন মোটরসাইকেল চালক রেজাউল।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ১ | ১৫ জুন ২০২৩

গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী শ্রমিক নিহত যানবাহন ভাঙচুর

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছে। ঐ ঘটনার জের ধরে কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ও ভাঙচুর করে। গতকাল বুধবার সকালে নগরীর কাশিমপুর থানাধীন জিরানী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলপনা আক্তার ঐ এলাকার হামিম গ্রুপের একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। এলাকাবাসীর ও থানা পুলিশ জানায়, কালিয়াকৈর চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে একটি ভ্যানরিকশাযোগে আলপনা আক্তার নামে এক শ্রমিক কারখানায় যাচ্ছিলেন। পথে রিকশা ভ্যানটি জিরানী বাজার এলাকায় পৌঁছালে পিছন দিক থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আলপনা নিহত হন। সড়ক দুর্ঘটনায় নারী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর কারখানায় ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে সকাল দশটা থেকে ঐ সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। পরে উত্তেজিত শ্রমিকরা ইট পাটকেল ছুড়ে বেশ কিছু যানবাহনের কাঁচ ভাঙচুর করে। এ সময়ে আশপাশের আরো কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যানবাহন ভাঙচুর চালায়। এতে কালিয়াকৈরের চন্দ্রা নবীনগর সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে বেলা দেড়টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ঐ কারখানা এক দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করে।

কারখানার শ্রমিক জসিম উদ্দিন জানান, তাদের সহকর্মী নারী শ্রমিক আলপনার মৃত্যুর খবর কারখানায় পৌঁছালে সবাই কাজ বন্ধ করে বিচারের দাবি জানানো হয়। তখন উত্তেজিত কিছু শ্রমিক মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে তবে শ্রমিকরা কোনো ভাঙচুর করেনি। গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কাশিমপুর থানার ওসি রাফিউল করিম জানান, নিহত শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। এ ঘটনায় কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | শুক্রবার, ২ আষাঢ় | ১৬ জুন ২০২৩

মনপুরার মেঘনায় তিন ট্রলারডুবি

৯ ঘণ্টা পর নিখোঁজ ২০ জেলে উদ্ধার

মনপুরা (ভোলা) সংবাদদাতা

মনপুরার চরনিজামসংলগ্ন মেঘনায় প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে ট্রলারের তলা ফেটে তিনটি ট্রলার ডুবে যায়। এর মধ্যে মনপুরার দুটি ও নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরের একটি। ডুবে যাওয়া তিন ট্রলারের মধ্যে মনপুরার দুই ট্রলারে থাকা ৩৬ জেলের মধ্যে ২০ জন নিখোঁজ হওয়ার ৯ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডুবে যাওয়া ট্রলারের মালিক নান্নু মাঝি ও দুলাল মাঝি।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মনপুরা উপজেলার দক্ষিণে চরনিজামসংলগ্ন ভাসানচর থেকে নিখোঁজ ২০ জেলেকে উদ্ধার করে মনপুরা নিয়ে আসেন ট্রলার নিয়ে উদ্ধার অভিযানে যাওয়া আড়তদার এনাম হাওলাদার। বুধবার সকালে মনপুরার মেঘনার শেষ প্রান্ত চরনিজামের পূর্ব পাশে মেঘনায় ইলিশ শিকারের সময় এ ঘটনা ঘটে।

মনপুরা উপজেলার দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউপি চেয়ারম্যান অলি উল্লা কাজল জানান, মনপুরার দুটি ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরের একটি ট্রলারসহ তিনটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ ২০ জেলেসহ ট্রলার উদ্ধার করা হয়েছে।

মনপুরার ডুবে যাওয়া দুটি ট্রলারের আড়তদার এনাম হাওলাদার জানান, প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে তলা ফেটে দুটি ট্রলারডুবির খবর পেয়ে অন্য একটি ট্রলার নিয়ে চরনিজাম গিয়ে ভাসানচর থেকে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধার করে মনপুরা নিয়ে আসা হয়েছে।

মনপুরা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জহিরুল ইসলাম জানান, ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ সব জেলে উদ্ধার হয়েছে।

মনপুরা কোস্টগার্ডের কন্টিজেন্ট কমান্ডার মো. হানিফ জানান, মেঘনায় প্রবল ঢেউয়ে ট্রলার ডুবি ঘটনায় নিখোঁজ সব জেলে উদ্ধার হয়েছে। দুর্ঘটনায় পড়া ট্রলারগুলোও উদ্ধার হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | শুক্রবার, ২ আষাঢ় | ১৬ জুন ২০২৩

পেপার মিলের মেশিনে জড়িয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঈশ্বরদী (পাবনা) সংবাদদাতা

ঈশ্বরদীতে পেপার মিলের মেশিনে জড়িয়ে মাথায় আঘাত লেগে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রিক্ত হোসেন (২০)। বুধবার বিকালে সাঁড়াগোপালপুর এলাকায় মল্লিক পেপার মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রিক্ত ঈশ্বরদী পৌরসভার সাঁড়াগোপালপুর এলাকার জাইদুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রিক্ত কাগজ কলের রিয়ান্ডা মেশিনে কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ মেশিনের বেল্টে জড়িয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঈশ্বরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়। মল্লিক পেপার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাহাবুদ্দিন মল্লিক নান্নু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত শ্রমিকের পরিবারকে আমরা যথোপযুক্ত সহায়তা করব। ঈশ্বরদী থানার অফিসার ইনচার্জ অরবিন্দ সরকার বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Saturday 17 June 2023

২ জেলায় সড়কে ঝরল চার প্রাণ

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

বগুড়ায় গাড়িচাপায় ৩ সিএনজি যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে মাগুরার মহম্মদপুরে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক নিহত হয়েছেন। বগুড়া ও মহম্মদপুর থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন–

বগুড়া : বগুড়ায় অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় শিশুসহ ৩ সিএনজি যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গাড়ীদহ ইউনিয়নে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুর মডেল মসজিদের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন– উপজেলার হামছায়াপুর এলাকার তানজিলা আক্তারের ৪ বছর বয়সী মেয়ে নুরে জান্নাত লুবা, মো. গোলাম কবির ও অজ্ঞাত এক নারী এবং আহতরা হলেন– তানজিলা আক্তার, মোজাম্মেল হক, আসাদ ও অজ্ঞাত আরো একজন। এ বিষয়ে ছিলিমপুর মেডিকেল ফাঁড়ির ইনচার্জ কামাল হোসেন বলেন, নিহতদের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মহম্মদপুর (মাগুরা) : মাগুরার মহম্মদপুরে খালি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি রেন্ট্রি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক আনোয়ার হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ট্রাকের হেলপার গুরুতর আহত হয়ে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন। গত বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় উপজেলার ধোয়াইলের চর এলাকার মহম্মদপুর-মাগুরা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক আনোয়ার হোসেন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার কাজলী গ্রামের আব্দুস সালাম মোল্যার ছেলে। এ বিষয়ে মহম্মদপুর থানার ওসি (তদন্ত) মুজিবর রহমান বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৬ জুন ২০২৩
২ আষাঢ় ১৪৩০

বগুড়ায় সড়কে মা মেয়েসহ নিহত ৫

রায়গঞ্জে ঝরল মা, শিশুসহ তিন প্রাণ

পাঁচ জেলায় আরও সাত প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার শাজাহানপুরে বাড়ির সামনে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মা ও মেয়ে এবং শেরপুরে ট্রাকচাপায় শিশুসহ অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের নলকায় বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে প্রাণ ঝরেছে দুই নারী ও এক শিশুর। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। এছাড়া পাঁচ জেলায় আরও সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। তাদের মধ্যে নরসিংদীতে দুজন, বান্দরবানের আলীকদমে মোটরসাইকেলচালক, চুয়াডাঙ্গায় বাইসাইকেল আরোহী, মাগুরার মহম্মদপুরে ট্রাকচালক, নেত্রকোনার কলমাকান্দায় স্কুলছাত্র ও পূর্বধলায় শিশু রয়েছে। রাজশাহীর পুঠিয়ায় আহত হয়েছেন তিনজন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

বগুড়া ও শেরপুর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শাজাহানপুর উপজেলার রানীরহাটের জোড়া বটতলায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় কারচালক আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন শাজাহানপুর উপজেলার আশেকপুর পশ্চিমপাড়ার কৃষক শিপন আলীর স্ত্রী দোলেনা বেগম ও তার শিশু মেয়ে আয়েশা খাতুন। এছাড়া বৃহস্পতিবার বিকালে শেরপুর উপজেলার মহিপুর হাজীপুর মডেল মসজিদের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন বগুড়ার শেরপুরের জামালপুর গ্রামের আজাদুল ইসলামের স্ত্রী চায়না আকতার, হামছায়াপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের শিশু মেয়ে নুরে জান্নাত লুবা এবং রাজশাহীর বাসিন্দা গোলাম কবির। আহতরা হলেন নিহত শিশু লুবার মা তানজিলা আকতার, যাত্রী মোজাম্মেল হক, যাত্রী আসাদ হোসেন এবং অটোরিকশাচালক রুবেল মিয়া।

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) : বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম মহাসড়কের নলকা সেতু এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উল্লাপাড়া উপজেলার গজাইল এলাকার মান্নান মন্ডলের স্ত্রী চান বানু, সদর সিরাজগঞ্জ সদস উপজেলার ফজল খান রোডের রিপন শেখের স্ত্রী ডলি আক্তার এবং তার সাত মাস বয়সি শিশু নিহাল শেখ।

নরসিংদী : নরসিংদীতে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার যাত্রী দলিল লেখকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সদর উপজেলার শীলমান্দী'র বাঘহাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহাদাৎ হোসেন নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী কাঁঠালিয়া ইউনিয়নের ফজুরকান্দি গ্রামের মির্জা আবু হানিফের ছেলে। তিনি নরসিংদীতে দলিল লেখকের কাজ করতেন। অপর নিহত হলেন একই গ্রামের আব্দুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা : ট্রাকচাপায় নিহত বাইসাইকেল আরোহী শ্রমিক গফ্ফুর আলী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শঙ্করচন্দ্র গ্রামের সিয়াম মন্ডলের ছেলে। তিনি নিজ গ্রামে ভুসিমালের আড়তে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার সকালে গফ্ফুর আলী বাইসাইকেলে বাড়ি থেকে বের হন। মোকামতলা মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়।

আলীকদম (বান্দরবান) : আলীকদমে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের সংঘর্ষে মো. শাকিল নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত মো. শাকিল চৈক্ষ্যং মান্নান মেম্বারপাড়ার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে আলীকদম ফাঁসিয়াখালী সড়কের কাঁকড়া ঝিড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় মো. শরিফ নামে অপর এক বাইক আরোহী আহত হয়েছেন।

মহম্মদপুর (মাগুরা) : মহম্মদপুরে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক আনোয়ার হোসেন নিহত হয়েছেন। এ সময় হেলপার গুরুতর আহত হয়ে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার ধোয়াইলের চর এলাকায় মহম্মদপুর-মাগুরা সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার হোসেন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার কাজলী গ্রামের আব্দুস সালাম মোল্যার ছেলে।

নেত্রকোনা ও কলমাকান্দা : পূর্বধলায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার নিচে চাপা পড়ে আবু সাইদ নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে উপজেলার জারিয়া ইউনিয়নের পূর্ব মৌদাম গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাইদ ওই পূর্ব মৌদাম গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে। এছাড়া বৃহস্পতিবার স্কুল শেষে সাইকেলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছিল ১১ বছরের শিশু অর্ঘ্য। এ সময় একটি অটোরিকশা পেছন থেকে তার সাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে তার সামনে থাকা একটি লরির পেছনের বডিতে চাপা পড়ে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। নিহত অর্ঘ্য নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চাঁনপুর গ্রামের ক্ষীরদীশ রায়ের একমাত্র সন্তান। সে কলমাকান্দা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

পুঠিয়া (রাজশাহী) : পুঠিয়ায় দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে দুই ট্রাকচালকসহ গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের গোপালহাটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুন ১৬, ২০২৩

বজ্রপাতে সুনামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরে তিনজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সুনামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলায় বজ্রপাতে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে তাদের নিজ নিজ বাড়ির পাশে হাওরে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন দোয়ারাবাজার উপজেলার নোয়ারাই ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. ইসমাইল হোসেন (৪২) ও ছাতক উপজেলার নোয়ারাই ইউনিয়নের কাড়ইলগাঁ গ্রামের মৃত ওয়াহাব আলীর ছেলে আমীর আলী।

দোয়ারাবাজার থানার ওসি দেব দুলাল ধর ও ছাতক থানার ওসি খান মোহাম্মদ মাঈনুল জাকির তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, হাওরের মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে ওই দুই জেলের মৃত্যু হয়।

এদিকে লক্ষ্মীপুরে বৃষ্টির মধ্যে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে আবদুর রহিম (৪৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে সদর উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের বিজয়নগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া আবদুর রহিম একই এলাকার রাধাবাড়ীর আবদুল মতিনের ছেলে।

লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি মোসলেহ উদ্দিন বলেন, 'বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি আমাকে ঘটনাস্থল থেকে জানানো হয়েছে।'

কালের কণ্ঠ ১৫ জুন ২০২৩

লরির চাপায় অটোরিকশা চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে লরিচাপায় আল-আমিন (২১) নামের এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে চৌরাস্তা পুলিশ বক্সের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। আল-আমিনের বাড়ি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার রানীপুর গ্রামে। তিনি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মফিজুল আলম বলেন, আল-আমিন রাতে ব্যাটারির অটোরিকশা চালিয়ে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লরির চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে খবর পেয়ে রাতেই লরিটি জব্দ করা হয় এবং চালক দেলোয়ারকে (২৭) আটক করা হয়েছে। মরদেহ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সময়ের আলো

শুক্রবার। ১৬ জুন ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জেলায় নিহত ১৪, আহত ১৫

● সময়ের আলো ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার সাত জেলায় ১৪ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের নলকা সেতু এলাকায় শিশুসহ নিহত ৪ ও আহত ২, বগুড়ার শেরপুরে শিশুসহ নিহত ৩ ও আহত ৪, গাজীপুরের শ্রীপুরে ২ শিশু নিহত ও আহত ৬, ঝিনাইদহে শৈলকুপা উপজেলার আবাইপুর গ্রামে কৃষক নিহত, চুয়াডাঙ্গায় শ্রমিক নিহত, নরসিংদীতে নিহত ২ ও আহত ১ এবং বান্দরবানে আলীকদমে একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন।

সিরাজগঞ্জের নকলা এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে চার যাত্রী নিহত হয়েছেন ● সময়ের আলো

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে জেলার নকলা এলাকায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে চার যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। খবর পেয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করেন। নিহতরা হলেন–উল্লাপাড়া উপজেলার গজাইল এলাকার মান্নান মণ্ডলের স্ত্রী চাঁন বানু (৫০), সদর থানার ফজল খান রোড এলাকার রিপন শেখের স্ত্রী ডলি আক্তার (২৫) ও তার ৭ মাস বয়সি শিশু নিহাল শেখ। অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মরদেহ উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি বদরুল কবীর জানান, ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার তিনজন যাত্রী নিহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় বাসটি আটক করে থানায় আনা হয়েছে।

বগুড়ার নিজস্ব প্রতিবেদক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে জেলার শেরপুর উপজেলার মহিপুর ইউনিয়নের ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের মডেল মসজিদের সামনে ট্রাকচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় চিকিৎসাধীন আছেন আরও চারজন। নিহতরা হলেন–উপজেলার হামছায়াপুর এলাকার তানজিলার মেয়ে নুরে জান্নাত লুবা (৪), গোলাম কবির (৪০) ও চায়না আক্তার (৩০)। এদের মধ্যে গোলাম কবির বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আর আহতরা হলেন–তানজিলা আক্তার (২৪), মোজাম্মেল হক (৫০), আসাদ (৪০) ও অটোরিকশাচালক রুবেল (৩০)। ছিলিমপুর মেডিকেল ফাঁড়ির এএসআই লালন হোসেন হতাহতদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শেরপুরে দুর্ঘটনায় পাঁচজনকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসে। সেখানে গোলাম কবির নামের একজনের মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার শৈলকুপা উপজেলার আবাইপুর গ্রামে বালুবাহী ইঞ্জিনচালিত ট্রলির ধাক্কায় জাবুল শেখ (৫১) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহত জাবুল আবাইপুর গ্রামের আবদুর রশিদ শেখের ছেলে। শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, আবাইপুর গ্রামে জাবুল শেখ নামের এক ব্যক্তি বালু বোঝাই ইঞ্জিনচালিত ট্রলির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন বলে শুনেছি।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে জেলা সদরে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহী এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত গফুর আলী (৪৫) সদর উপজেলার শঙ্করচন্দ্র গ্রামের মাঠপাড়ার মৃত সিয়াম মণ্ডলের ছেলে ও আড়তে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। সদর থানার এসআই ভবতোষ জানান, সকালে গফুর আলী শঙ্করচন্দ্র বাজারের আড়তে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হন বাইসাইকেলযোগে। পথিমধ্য মোকামতলা মোড়ে পৌছালে দ্রুতগতির একটি ট্রাকচাপা দিলে গুরুতর আহত হন। তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে তার মৃত্যু হয়।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা প্রতিনিধি জানিয়েছেন, জেলার শ্রীপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় রাহাত (৮) ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চাপায় মাহিয়া আক্তার (৯) নামের দুই শিশু নিহত হয়েছে। এ দুই ঘটনায় আরও ছয়জন আহত হয়েছে। কাভার্ড ভ্যান চালককে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের শ্রীপুর পৌর এলাকার মাওনা চৌরাস্তা উড়াল সেতুর নিচে কাভার্ড ভ্যান চাপায় রাহাত ও সকাল ৮টায় উপজেলার মাওনা-বরমী আঞ্চলিক সড়কে পল্লী বিদ্যুৎ মোড় এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চাপায় মাহিয়া আক্তার মারা যায়। নিহত রাহাত ময়মনসিংহ জেলার পাগলা থানার কুরচাই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। সে পরিবারের সঙ্গে টঙ্গী এলাকায় থেকে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে পড়ত। নিহত শিশু মাহিয়া আক্তার (৯) ময়মনসিংহের পাগলা থানার আমিনুল ইসলামের মেয়ে। সে শ্যারস স্কুলের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। মাহিয়া পরিবারের সঙ্গে শ্রীপুরের মুলাইদ গ্রামে বসবাস করত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি কংকন কুমার বিশ্বাস।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার শীলমান্দীর বাঘহাটা এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অটোরিকশাকে ট্রাক ধাক্কা দিলে দুজন নিহত ও অন্য আরেক যাত্রী আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন–শাহাদাৎ হোসেন (৫৮) আবদুর রহমান (৭০)। শাহাদাৎ হোসেন সদর উপজেলার মাধবদী কাঠালিয়া ইউনিয়নের ফজুরকান্দি গ্রামের মৃত মির্জা আবু হানিফের ছেলে। আবদুর রহমানের বাড়ি একই গ্রামে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়ির এসআই কবির হোসেন ভূঁইয়া।

বান্দরবান প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার চৈক্ষ্যংয়ে কাঁকড়া ঝিড়ি এলাকায় আলীকদম-ফাঁসিয়াখালী সড়কে মোটরসাইকেল ও ডাম্পার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. শাকিল (১৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই আরোহী। নিহত মো. শাকিল চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড মান্নান মেম্বার পাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্র জানায়, মো. শাকিলসহ তিন বন্ধু মোটরসাইকেলযোগে লামা থেকে আলীকদমের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কেয়ারার ঝিরি এলাকায় পৌছলে বিপরীত দিক থেকে বেপরোয়াগতিতে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে তিন বন্ধু ছিটকে পড়েন। মুহূর্তে মধ্যে আরেকটি ট্রাক মোটরসাইকেলসহ তিনজনকে চাপা দিলে মো. শাকিল ঘটনাস্থলে মারা যান। এতে তার দুই বন্ধু মো. শরীফুল ইসলাম (২০) ও মো. বাবু (২০) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে লামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে নিশ্চিত করে আলীকদম থানার ওসি নাছির উদ্দিন সরকার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে না। ডাম্পার ট্রাকচালককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৬ জুন ২০২৩ ॥

বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ নিহত ৪

প্রতিদিন ডেস্ক

সিরাজগঞ্জে গতকাল বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ চারজন নিহত হয়েছেন। একই দিন আরও পাঁচ জেলায় মা-মেয়েসহ ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। **সিরাজগঞ্জ :** সলঙ্গা থানার নলকা এলাকায় সকালে বাস ও অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন- উল্লাপাড়া উপজেলার মান্নানের স্ত্রী চান বানু (৫০), সদরের রিপন শেখের স্ত্রী ডলি (২৫), তার ছেলে নিহাল (সাত মাস) এবং অটোচালক কাইয়ুম (৩৫)। **বগুড়া :** শেরপুর উপজেলার হাজীপুরে বিকালে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- উপজেলার হাবিবুর রহমানের মেয়ে নূরে জান্নাত (৪), গোলাম কবির (৪০) ও অজ্ঞাত নারী (৪৫)। বিকালে শাজাহানপুর উপজেলায় রাস্তা পর হওয়ার সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহতরা হলেন শিপন আলীর স্ত্রী দোলেনা বেগম (২২) ও তার মেয়ে আয়েশা (৫)। **নরসিংদী :** ট্রাকচাপায় দলিল লেখকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। দুপুরে সদর উপজেলার শীলমান্দীর বাঘহাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শাহাদাৎ হোসেন (৫৮) ও আবদুর রহমান (৭০)। **শ্রীপুর (গাজীপুর) :** মাওনা চৌরাস্তা উড়াল সেতুর নিচে কভার্ডভ্যান চাপায় রাহাত (৮) ও মাওনা-বরমী আঞ্চলিক সড়কে অটোরিকশাচাপায় মাহিয়া (৯) নামের দুই শিশু নিহত হয়েছেন। রাহাত ময়মনসিংহের সাইফুল ইসলামের ছেলে এবং মাহিয়া আমিনুল ইসলামের মেয়ে। **ঝিনাইদহ :** শৈলকুপায় ট্রলির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন জাবুল শেখ (৫০) নামে এক কৃষক। **বান্দরবান :** আলীকদমে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন শাকিল (১৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী।

পাঁচ জেলায় সড়কে আরও ১১ প্রাণহানি

শুক্রবার ১৬ জুন ২০২৩
২ আষাঢ় ১৪৩০
যুগান্তর

মালয়েশিয়ায় আগুনে দুই প্রবাসীর মৃত্যু

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় আগুনে নিহত ২ বাংলাদেশি শ্রমিকের পরিচয় পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সংবাদ প্রচার হওয়ার পর পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। হাইকমিশনের মিনিস্টার লেবার নাজমুছ সাদাত সেলিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের ফুলবাড়ী গ্রামের বোরক আলীর ছেলে লিটন(৩৪) ও পাবনার সুজানগরের পারঘোরাধা গ্রামের মো. কোরবান মোল্লার ছেলে মোরাদ মোল্লা (৩৪)।

এদিকে দগ্ধ ৪ বাংলাদেশি শ্রমিকের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কারণ আইসিইউতে তাদের চিকিৎসা চলছে। তবে তাদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পুলিশ ও হাসপাতাল উভয়ের সঙ্গে হাইকমিশন থেকে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান মিনিস্টার লেবার। শুক্রবার সকালে হাইকমিশনের প্রতিনিধি দল সারডাং হাসপাতালে যাবেন বলে জানিয়েছেন কল্যাণ সহকারী (লেবার) জাহাঙ্গীর আলম। বৃহস্পতিবার ভোরে দেশটির সেলাঙ্গর রাজ্যের বান্ডারবারু বাঙ্গীর তামান ইন্ডাস্ট্রি সোলেমানের জুমু এসডিএন বিএইচডি নামের একটি ছাপাখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের সময় ৬ বাংলাদেশি ছাপাখানায় আটকা পড়েন। পরে তাদের মধ্যে ৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

বণিক বার্তা রোববার, জুন ১৮, ২০২৩

বজ্রপাতে নওগাঁ ও সুনামগঞ্জে প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নওগাঁ ও সুনামগঞ্জ

নওগাঁয় বজ্রপাতে চার কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে জেলার পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলার পৃথক স্থানে বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া কৃষকরা হলেন পত্নীতলা উপজেলার আকবরপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আব্দুস সামাদ মণ্ডলের ছেলে খাদেমুল ইসলাম (৪০) ও হবিবর রহমানের ছেলে মোতাহার হোসেন (৩২), ছোট মহারন্দী গ্রামের সইফুদ্দিনের ছেলে মাসুদ হোসেন (২৫) এবং পোরশা উপজেলার নীতপুর ইউনিয়নের সোহাতী গ্রামের আজিজুল হক (৬৫)।

পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র দেবনাথ বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যুর বিষয়টি বণিক বার্তাকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'বিকালে হঠাৎ করেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং থেমে থেমে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছিল। ওই মুহূর্তে তারা তিনজনই মাঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা মরদেহগুলো উদ্ধার করে স্বজনের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

পোরশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহুরুল হক বজ্রপাতে একজন কৃষকের মৃত্যুর বিষয়টি বণিক বার্তাকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'বাড়ির পাশের মাঠে গরুকে ঘাস খাওয়াতে গিয়েছিলেন আজিজুল হক। বিকালে হঠাৎ করে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে তিনি মারা যান। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়ি নিয়ে আসেন।

এদিকে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে এবং বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নদীতে বালি উত্তোলন করতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল ভোরে দিরাই উপজেলার ছায়ার হাওরে মাছ ধরতে যান উপজেলার চরনারচর ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে আব্দুল মালেক। এ সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে থাকে। একপর্যায়ে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আব্দুল মালিকের। স্থানীয়রা মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

এছাড়া সকাল ১০টার দিকে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নের জিনারপুর গ্রামের দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া শ্রমিকরা হলেন জিনারপুর গ্রামের ফরহাদ মিয়ার ছেলে সেলিম মিয়া (২৭) ও শিশু মিয়ার ছেলে জয়নাল মিয়া (৩৫)। তারা সকালে সদর উপজেলার চলতি নদীতে বালি উত্তোলন করতে গিয়েছিলেন।

দিরাই থানার সহকারী উপপরিদর্শক মনি রাণী দাশ জানান, সকালের দিকে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ১৮ জুন ২০২৩

আলাউদ্দিন

কুয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত

কুয়েত প্রতিনিধি

কুয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় আলাউদ্দিন নামে এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে দেশটির বয়ান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের বাড়ি নরসিংদী সদর থানার আলোক বালি ইউনিয়নের সাতপাড়া গ্রামে। তিনি কুয়েতের ন্যাশনাল ক্লিনিং কোম্পানিতে ফোরম্যান হিসাবে কাজ করতেন।

নিহতের ভাতিজা সাইদুর সরকার জানান, সকালে কাজ করার সময় দ্রুতগামী একটি গাড়ি এসে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন আলাউদ্দিন। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে যাবরিয়া মোবারক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

৪ বছর আগে কুয়েতে এ কোম্পানিতে কাজ নেন আলাউদ্দিন। দেশে ছুটি কাটিয়ে ৩ মাস হল তিনি কুয়েতে আসেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ দেশে পাঠানো হবে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৬ জুন ২০২৩

ঝড়ে গাছচাপা ও বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বরিশালে ঝড়ে গাছচাপায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় মেঘনা নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বরিশালের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ে অন্তত ২৫টি ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ছাড়া একইদিন বজ্রপাতে সুনামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরে মারা গেছে তিনজন।

বরিশালে গাছচাপায় মারা যাওয়া বৃদ্ধের নাম শেখ মোহাম্মদ রজিত বিহারী (৭৫)। তিনি উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের রাঢ়ীমহল গ্রামের বাসিন্দা।

চরবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মাহতাব হোসেন সুরুজ জানান, নিজের টিনের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন বৃদ্ধ রজিত বিহারী এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে। সকালে ঝড়ে ঘরের ওপর একটি চাম্বলগাছ উপড়ে পড়লে এর চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান রজিত। তবে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান অক্ষত রয়েছে।

যুগান্তর | রোববার ১৮ জুন ২০২৩ | ৪ আষাঢ় ১৪৩০

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

যুগান্তর ডেস্ক

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে দুই শ্রমিক, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে অটোরিকশা চালক ও সুবর্ণচরে শিশু, গাজীপুরের কালিয়াকৈর ও ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, বগুড়ার শাজাহানপুরে এনজিওকর্মী, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে স্কুলছাত্র রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে পিকআপভ্যান চাপায় আকিজ জুট মিলের দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পুরাতন মুকসুদপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মাদারীপুরের রাজৈর থানা রোড গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মোক্তার শেখ ও যশোরের নওয়াপাড়ার অভয়নগরের আজহার মোল্যার ছেলে মিজানুর রহমান মিঠু।

নোয়াখালী, সোনাইমুড়ী ও সুবর্ণচর : সোনাইমুড়ী উপজেলায় বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশা চালক মো. মানিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাসে আগুন দিয়েছে স্থানীয়রা। শনিবার দুপুরে সোনাইমুড়ী-চাটখিল সড়কের বারকোট পোলের গোড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মানিক লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার বাদুর ইউনিয়নের হানুবিশ গ্রামের আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। এ ছাড়া সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নে দাদার সঙ্গে বাজারে আসার পথে পিকআপভ্যান চাপায় আশিক হোসেন নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। শনিবার সকালে সোনপুর-চেয়ারম্যানঘাট সড়কের চরবাটা ভূইয়ারহাট বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আশিক হাতিয়া উপজেলার আফাজিয়া গ্রামের পূর্ব আজিমনগরের আশ্রাফ আলীর ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার, ৪ আষাঢ় | ১৮ জুন ২০২৩

বজ্রপাতে চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে শুক্র ও শনিবার বজ্রপাতে চারজনের প্রাণ গেছে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

সুনামগঞ্জ : জেলার বিশ্বম্ভরপুরে শনিবার দুপুরে বজ্রপাতে দুই বালু শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন-বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার জিনারপুর গ্রামের ফরহাদ মিয়ার ছেলে সেলিম মিয়া (২৭) ও শিশু মিয়ার ছেলে জয়নাল মিয়া (৩৫)। উপজেলার ধোপাজান এলাকায় বারকি নৌকায় বালু শ্রমিকরা কর্মরত ছিলেন। নদীর মাঝ পর্যন্ত গেলে প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হয়। তারা দুজন নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার আগেই বজ্রপাতের আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সলুকাবাদ ইউপি চেয়ারম্যান নূরে আলম সিদ্দিকী।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) : দিরাইয়ে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে আব্দুল মালেক (৬০) নামে এক সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে উপজেলার জয়পুর গ্রামের পাশ্ববর্তী হাওরে মাছ শিকার করতে (উজাই মারা) যান আব্দুল মালেকসহ আরো কয়েক জন। শনিবার ভোরে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে আব্দুল মালেক মারা যান। তিনি চরনারচর ইউনিয়নের পশ্চিম দৌলতপুর গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে। দিরাই থানার ওসি মোক্তাদির হোসেন ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) : পাকুন্দিয়ায় বজ্রপাতে হেদায়াতুল্লাহ (২০) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার এগারোসিন্দুর ইউনিয়নের লাউতলী বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত হেদায়াতুল্লাহ উপজেলার আদিত্যপাশা গ্রামের গোলাপ মিয়ার ছেলে। তিনি শুক্রবার বিকেলে বৈদ্যুতিক কাজের জন্য মঠখোলা বাজার থেকে তার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। লাউতলী বাজার সংলগ্ন ফসলী জমির আইল দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। বাবা গোলাপ মিয়া ছেলে হেদায়াতুল্লাহর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার, ৪ আষ | ১৮ জুন ২০২৩

নওগাঁয় বজ্রপাতে চার কৃষক নিহত

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁয় বজ্রপাতে চার কৃষক নিহত হয়েছেন। শনিবার বিকেলে পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় তারা নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন-পত্নীতলা উপজেলার আকবরপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের খাদেমুল ইসলাম (৪৫), মোতাহার হোসেন (৩৫), দিবর ইউনিয়নের ছোটমহারস্বন্দী গ্রামের মাসুদ রানা (১৯) ও পোরশা উপজেলার নিতপুর সোহাতী গ্রামের মৃত তছির উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে আজিজুল হক (৬৫)।

পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পলাশ চন্দ্র দেব জানান, খাদেমুল ইসলাম ও মোতাহার হোসেন বিকেলে একটি আম বাগানে আম নামানোর কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ দক্ষিণ আকাশে ঘন মেঘ দেখা দেয়। কিছু পরেই ঝড়, বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে ঘটনাস্থলে বজ্রপাতে তারা মারা যান।

অপরদিকে মাসুদ রানা অন্য একটি আম বাগানে আম নামানোর কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যান। অপরদিকে পোরশা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল হক জানান, কৃষক আজিজুল হক বিকেলে তার বাড়ির পাশের একটি মাঠে গরুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য গরু নিয়ে যান। এ সময় হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে ঘটনাস্থলে বজ্রপাতে তিনি মারা যান।

সংবাদ | ঢাকা : রোববার ৪ আষাঢ় ১৪৩০ | Dhaka : Sunday 18 June 2023

সোনাইমুড়ীতে বাস-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল সিএনজিচালকের

প্রতিনিধি, চাটখিল, সোনাইমুড়ি (নোয়াখালী)

চাটখিল-সোনাইমুড়ী সড়কের ভাওরকোট নামক স্থানে জননী বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক সিএনজি চালকের। নিহত সিএনজি চালক লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ভাদুর ইউনিয়নের হানুবাইস গ্রামের মো. আবদুল কুদ্দুসের ছেলে মো. মানিক (২৬)। এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা ওই জননী বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সড়ক অবরোধ করে। পরে সোনাইমুড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিহত সিএনজি চালকের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার দুপুরে চাটখিল থেকে সিএনজি সোনাইমুড়ীর দিকে যাওয়ার সময় ভাওরকোট নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া জননী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালক মানিক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক | বাংলাদেশ প্রতিদিন | রবিবার ॥ ১৮ জুন ২০২৩

তিন জেলায় বজ্রপাতে আটজনের মৃত্যু

সুনামগঞ্জ ও জয়পুরহাট প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জের দিরাই মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নদীতে বালু তুলতে গিয়ে দুই বারকি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জানা যায়, গতকাল ভোররাতে দিরাই উপজেলার ছায়ার হাওরে মাছ ধরতে যান উপজেলার চরনারচর ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামের আবদুল মালেক। এ সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে আকস্মিক বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে সকাল ১০টার দিকে ধোপাজান নদীর ডলুরা এলাকায় বালু তুলছিলেন দুই বারকি শ্রমিক। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন সেলিম মিয়া (২৭) ও জয়নাল মিয়া (৩৫)।

অন্যদিকে জয়পুরহাটের কালাইয়ে বজ্রপাতে রনি (২৬) এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুনট-মোসলেমগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কালাই থানার ওসি এস এম মঈনুদ্দীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। রনি কালাই উপজেলার গোপীনাথপুর (আপলাপাড়া) গ্রামের ধলু মিয়ার ছেলে বলে। ওসি জানান, রনি পুনট বাজারে ভুষি মালের দোকানে কাজ করতেন। শুক্রবার রাতে কাজ শেষে বৃষ্টির মধ্যে বাইসাইকেলে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হন। মোসলেমগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে পৌঁছলে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। অন্যদিকে নওগাঁয় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলায় বজ্রপাতে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

দেশ রূপান্তর রবিবার
১৮ জুন ২০২৩, ৪ আষাঢ় ১৪৩০

বজ্রপাতে প্রাণ গেল ৯ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

সানামগঞ্জ কিশোরগঞ্জ ও নওগাঁয় গতকাল শনিবার বজ্রপাতে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে একজন ও নদীতে বালু উত্তোলন করতে গিয়ে দুই শ্রমিকের বজ্রপাতে মৃত্যু হয়। গতকাল শনিবার সকালে জেলার দিরাই ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। তারা হলেন, দিরাই উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে আবদুল মালেক (৩৫), বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার জিনারপুর গ্রামের ফরহাদ মিয়ার ছেলে সেলিম মিয়া (২৮) ও শিশু মিয়ার ছেলে জয়নাল মিয়া (৩৫)। জানা যায়, শনিবার ভোরে দিরাই উপজেলার ছায়ার হাওরে মাছ ধরতে যান আবদুল মালেক। এ সময় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে আশপাশের লোকজন তার লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

এদিকে সদর উপজেলার চলতি নদীতে বালু উত্তোলন করতে যান বিশ্বম্ভরপুরের সেলিম মিয়া ও জয়নাল মিয়া। সেখানে বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী জানান, নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে। এ ছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় হাওরে না যাওয়ার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন।

কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু : জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে হাওর থেকে গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। বজ্রপাতে নিহতরা হলেন– আদমপুর ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে বাবুল (২৭) ও একই ইউনিয়নের বরাইকান্দি গ্রামের ফরিদ মিয়ার ছেলে সজীব (২৪)।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সজীব ও বাবুল বিকেলে গরু নিয়ে ঘাস খাওয়াতে হাওরে নিয়ে যান। সন্ধ্যার পর হাওর থেকে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গরু নিয়ে নিজ নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বজ্রপাতে দুজনে গুরুতর আহত হন। পরে আহত অবস্থায় তাদের পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। অষ্টগ্রাম থানার ওসি মোর্শেদ জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নওগাঁয় বজ্রপাতে ৪ জনের মৃত্যু : নওগাঁর পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলায় বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে পত্নীতলা উপজেলায় তিনজন ও পোরশায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতরা হলেন, পত্নীতলা উপজলোর আকবরপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের খাদেমুল ইসলাম (৪৫), দিবর ইউনিয়নের ছোটমহারন্দী গ্রামের মাসুদ রানা (২০), মোতাহার হোসেন (৩২), ও পোরশা উপজেলার নিতপুর সোহাতী গ্রামের আজিজুল হক (৬২)।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন পোরশা থানার অফিসার ইনচার্জ জহুরুল ইসলাম ও পত্নীতলা থানার অফিসার ইনচার্জ পলাশ চন্দ্র দেব।

পত্নীতলা থানার ওসি পলাশ চন্দ্র দেব নিহতদের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, শনিবার বিকেলে মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে খাদেমুল ইসলাম, মোতাহার হোসেন এবং মাসুদ রানা মারা যান।

যুগান্তর
সোমবার ১৯ জুন ২০২৩
৫ আষাঢ় ১৪৩০

রাজশাহী দাকোপ শ্যামনগরে বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহী, খুলনার দাকোপ ও সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার এসব ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : **রাজশাহীতে** বৃষ্টিতে গোসল করতে গিয়ে বজ্রপাতে সাহাবুল নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকাল ৫টার দিকে মহানগরীর হেতমখাঁ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সাহাবুল রাজশাহী কলেজের মাস্টার্স শেষবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। **খুলনার দাকোপে** রোববার বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা হলেন পাইকগাছার সোনাতনকাঠি গ্রামের মৃত রহিম শেখের ছেলে খোরশেদ আলম। তিনি পেশায় একজন বাঁশ বিক্রেতা। বটবুনিয়া বাজারের অদূরে ঢাকি নদীতে নৌকায় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়েছে। বাকি চিলডাঙা ইউনিয়নের কাকড়াবুনিয়া গ্রামের মৃত সাত্তার শেখের ছেলে আজিজুল শেখ এবং সুতারখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড কালাবগী গ্রামের কৃষ্ণপদ মণ্ডলের ছেলে সুজিত মণ্ডল কাজের জন্য ঘরের বাইরে থাকায় বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। **সাতক্ষীরার শ্যামনগরে** রোববার চাঁদখালী বিলের মধ্যে বজ্রপাতে অঙ্কুর নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। অঙ্কুর চাঁদখালীর পরিমল বৈদ্যর ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২০ জুন ২০২৩
৬ আষাঢ় ১৪৩০

পদ্মা সেতু থেকে অটোরিকশা চালকের ঝাঁপ

লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

পদ্মা সেতু থেকে অজ্ঞাতনামা অটোরিকশাচালক পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। রোববার রাত পৌনে ৩টায় পদ্মা সেতুর ২১ নম্বর পিলার সংলগ্ন পদ্মার ওপর থেকে ঝাঁপ দেন ওই ব্যক্তি। এ ঘটনায় সোমবার সকাল ১০টা থেকে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি টিম। তবে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অটোরিকশা চালক। মাওয়া টোলপ্লাজা থেকে জাজিরা প্রান্তের দিকে উলটো দিক দিয়ে ওই চালক অটোরিকশা নিয়ে অবৈধভাবে সেতু পারাপারের জন্য রওয়ানা হয়। বিষয়টি হঠাৎ সেতুর নিরাপত্তাকর্মীদের নজরে এলে চালকের দিকে এগিয়ে যান তারা। তাদের দেখে চালক দ্রুত অটোরিকশাটি চালাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যান। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা কাছাকাছি চলে এলে ভয়ে পদ্মা সেতুর ২১ নম্বর পিলার বরাবর পদ্মা নদীতে ঝাঁপ দেন তিনি।

পরে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা, ফায়ার সার্ভিস, নৌপুলিশ ও ডুবুরি টিম যৌথভাবে উদ্ধার তৎপরতা চালান। ঢাকা থেকে সকালে ৬ সদস্যের ডুবুরি দল এসে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলমগীর হোসাইন জানান, রাতে সোহেল নামক পদ্মা সেতুর নিরাপত্তাকর্মী আমাদের কল করে তথ্য দেন। পরে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। সকালে ঢাকা থেকে ডুবুরি দল আসে। উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে। উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. আব্দুল মতি জানান, পদ্মায় তীব্র স্রোতের কারণে ডুবুরিদের উদ্ধার অভিযানে বেগ পেতে হচ্ছে। তবুও আমাদের উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে।

সমকাল ● সোমবার । ১৯ জুন ২০২৩ ।

লাশ আনতে স্বজনের আকুতি

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের মাদরা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে প্রবাসী সিরাজুল ইসলাম (২৪) মালয়েশিয়ায় দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এক সপ্তাহ আগে। তবে জটিলতার কারণে তাঁর লাশ দেশে ফেরাতে না পারায় উদ্বেগে রয়েছেন স্বজনেরা।

গত ১২ জুন বাংলাদেশ সময় বেলা ১২টার দিকে তিনতলা ভবন থেকে পড়ে সিরাজুল মাথায় আঘাত পান। পরে সহকর্মীরা একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতে চিকিৎসাধীন তিনি মারা যান।

ভুক্তভোগীর ভাই মালয়েশিয়া প্রবাসী মফিজুল ইসলাম জানান, হাসপাতালে ভর্তি করলেও বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাঁর কোম্পানি সহায়তা করেনি। হাসপাতাল থেকে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট দিয়েছে। তাঁর ধারণা, কোম্পানিটি যোগসাজশ করে এ রিপোর্ট করিয়েছে; যাতে লাশ দেশে না নেওয়া যায়। এতে কোম্পানিও ঝামেলায় পড়বে না। বিষয়টি বাংলাদেশ হাইকমিশনে জানানো হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রবাসীর মৃত্যু

সিরাজুলের মামা মনিরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করলেও এখনও ফলপ্রসূ কিছু হয়নি। কোম্পানি থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না।

ছেলের লাশ দেশে আনতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চেয়েছেন সিরাজুলের বাবা-মা। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বেনজির হোসেন হেলাল বলেন, পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী কোম্পানিটি করোনা পজিটিভ রিপোর্ট করানোয় লাশ দেশে আনতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মালয়েশিয়া জোনের মিনিস্টার (শ্রম) নাজমুস সাদাত সেলিম বলেন, প্রবাসীদের মৃত্যুর পর নাটকীয়তার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অবৈধ প্রবাসীর মৃত্যু হলে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। কেউ রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে তিনি হয়তো সুফল পাবেন। হাইকমিশনে অভিযোগ করলে বিষয়টি দেখবেন বলে জানান তিনি।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৩ জুন ২০২৩ | ৯ আষাঢ় ১৪৩০

যশোরে সড়কে ত্রিমুখী সংঘর্ষে ঝরল ২ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

যশোরে সড়কে ত্রিমুখী দুটি সংঘর্ষে ঝরেছে দুই প্রাণ। গাজীপুরে ট্রাকচাপায় বিজিবি সদস্য নিহত হয়েছেন। এছাড়া পাঁচ জেলায় প্রাণহানি হয়েছে আরও পাঁচজনের। তাদের মধ্যে নরসিংদীর মনোহরদী ও ফরিদপুরের ভাঙ্গায় দুই ব্যবসায়ী, মাদারীপুরের ডাসারে প্রাইভেট কারচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে বৃদ্ধ এবং কুমিল্লার দাউদকান্দিতে মোটরসাইকেলচালক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

যশোরের রূপদিয়ায় মু
যাওয়া পিকআপ ও কাভা

গাজীপুরে ট্রা
সদস
পাঁচ জেলায় আ

যশোর : ত্রিমুখী দুটি সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোর-খুলনা মহাসড়কের রূপদিয়া ও খাজুরা-কালীগঞ্জ সড়কের যাদবপুরে এ দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। রূপদিয়ায় পিকআপ ভ্যান, ট্যাংক লরি ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে পিকআপ ভ্যানচালক রাজীব তালুকদার নিহত এবং চারজন আহত হন। নিহত রাজীব বরিশালের বাবুগঞ্জের আব্দুল হাকিম তালুকদারের ছেলে। যাদবপুরে দুই মোটরসাইকেল ও ট্রলির সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক আশরাফুল ইসলাম নিহত ও তার স্ত্রী চম্পা খাতুন আহত হয়েছেন। নিহত আশরাফুল বাঘারপাড়া উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে।

সংবাদ | বুধবার ৭ আষাঢ় ১৪৩০ | Wednesday 21 June 2023

ওয়ারীতে গ্যাস লাইন লিকেজ-দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর ওয়ারীর টিপু সুলতান রোডে রাস্তার গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুনে ৫ জন দগ্ধের ঘটনায় ১৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি হলেন ডিপিডিসির সাইট ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন (২১)। গতকাল সকাল ১০টার দিকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। জানা গেছে, আনোয়ারের শ্বাসনালীসহ শরীরের ২২ শতাংশ দগ্ধ ছিল।

এর আগে, এই ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ জুন মারা যান ডিপিডিসির শ্রমিক সোহেল (৩৫)। ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারের বাড়ি নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার রামপুর গ্রামে।

বাবার নাম নুরুল ইসলাম। গত ৬ জুন রাত সোয়া ২টার দিকে টিপু সুলতান রোডের পুরাতন থানা ভবনের পাশে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই দগ্ধ ৫ জনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর দগ্ধ মো. মামুন হাসপাতালে জানান, টিপু সুলতান রোডে পুরাতন থানা ভবনের পাশে তাদের প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন ভবন। যে দিন ঘটনাটি ঘটে তার দুই সপ্তাহ আগে থেকে ওই সড়কটিতে খনন করে ডিপিডিসির মেরামত কাজ চলছিল। ওইদিন রাতে তাদের প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন ভবনের ঠিক সামনে কাজ করছিল ডিপিডিসির লোকজন।

সারারাত তিনি এবং তার প্রতিষ্ঠানের দুই নিরাপত্তা কর্মী সেই কাজ তদারকি করছিলেন যাতে তাদের ভবনের কোন লাইন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। রাত সোয়া দুইটার দিকে হঠাৎ তাদের এসকেভেটর মেশিন দিয়ে রাস্তা খননের সময় গ্যাস লাইন লিক হয়ে যায়।

সেখান থেকে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বের হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ডিপিডিসির কর্মীরা তিতাসকে বিষয়টি জানায়।

লিকেজের কিছুক্ষণ পর তারা সেই জায়গা থেকে একটু দূরে সরে বসেছিলেন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর হঠাৎ সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে এবং মুহূর্তেই তাদের শরীর ঝলসে যায়। এতে দগ্ধ হন ডিপিডিসির সাইট ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন (২১), শ্রমিক মো. সোহেল (৩৫), মামুন রিয়েল এস্টেট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক মো. মামুন (৪৭), নিরাপত্তাকর্মী হেলাল (৪০) ও আবদুর রশিদ (৬৫)। চিকিৎসকরা জানান, আনোয়ারের শরীরের ২২ শতাংশ, সোহেলের ৮০ শতাংশ, মামুনের ১২ শতাংশ, হেলালের ১০ শতাংশ ও আবদুর রশিদের ৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ার ও সোহেল মারা যান।

দেশ রূপান্তর | শুক্রবার | ২৩ জুন ২০২৩, ৯ আষাঢ় ১৪৩০

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর বাড্ডা থানা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে নিচে পড়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও একজন। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আফতাবনগর জি ব্লকের ৪ নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– রবিউল ইসলাম (৩৭), সুমন (৩৮) ও কামাল হোসেন (২৩)। আর আহত শ্রমিকের নাম সাইফ হাসান (২৪)। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জানান, গুরুতর আহত সাইফ হাসান হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে ভর্তি আছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিহতদের মধ্যে রবিউল কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার কাজাইকাটা গ্রামের মংলা শেখের ছেলে। আর সুমন একই গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। আফতাবনগরের ওই ভবনেই থাকতেন তারা।

সংবাদ | ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৮ আষাঢ় ১৪৩০ | Dhaka : Thursday 22 June 2023

মান্দায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মান্দা (নওগাঁ)

নওগাঁর মান্দায় ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে রাকিবুল ইসলাম রকি নামে এক ভাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুর ১টায় উপজেলার গনেশপুর ইউনিয়নের মিরপুর/সৈয়দপুর এলাকায় অবস্থিত মেসার্স হাজেরা ব্রিক্স ফিল্ড নামক ইট ভাটায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিবুল ইসলাম রকি রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার রাইঘাটি ইউনিয়নের লালোইচ দক্ষিনপাড়া গ্রামের আবু তালেবের ছেলে। সে গত ১৫ দিন ধরে ওই ভাটায় এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি সড়ানোর কাজ করছিল।

এ বিষয়ে মান্দা থানার ওসি নূর-এ-আলম সিদ্দিকী জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ২১ জুন ২০২৩,

বজ্রপাতে ইটভাটার শ্রমিক ও কৃষকের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই উপজেলায় বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নাসিরনগর ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন নাসিরনগরের সোনাতলা গ্রামের মোজাম্মেল হক (৩২) ও বাঞ্ছারামপুরের মানিকপুর গ্রামের মনু মিয়া (৪৫)। তাঁদের মধ্যে মোজাম্মেল ইটভাটার শ্রমিক ও মনু কৃষক ছিলেন। নাসিরনগর থানার ওসি হাবিবুল্লাহ সরকার বলেন, নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় মোজাম্মেল হক নিহত হন। বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও এ কে মিত্র চাকমা বলেন, ঘটনার সময় জমিতে কাজ করছিলেন মনু মিয়া।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০২৩

বজ্রপাতে দুই ভাইসহ ছয় জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে বুধবার দুই ভাইসহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

রাণীনগর (নওগাঁ) : রাণীনগরে দুপুর পৌনে ১২টায় বজ্রপাতে দুই ভাই সামিউল আলম (১০) ও রিফাত হোসেনের (৩) মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মিরাট ইউনিয়নের জালালাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা ঐ গ্রামের লাভলু ফকিরের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করে রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সেলিম রেজা জানান, বৃষ্টি আসার আগে বাড়ির উঠানে খেলছিল সামিউল ও রিফাত। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তারা গুরুতর আহত হয়। তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। পরে লাশ দুইটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) : গোপালপুরে বজ্রপাতে দুই জন মারা গেছেন। দুপুরে ঝড়বৃষ্টির সময় মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা গেছেন কৃষক ফজলুল হক (৫০)। তার বাড়ি নগদাশমিলা ইউনিয়নের বাইশকাইল গ্রামে। অন্যদিকে, বিকাল ৫টায় মাঠে ঘাস কাটতে গেলে বজ্রপাতে মারা যান আবুল কাশেম (৪০) নামের এক ব্যক্তি। তার বাড়ি উত্তর পাঁথালিয়া গ্রামে। গোপালপুর থানার ওসি মোশারফ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কল্যাণী গ্রামে বজ্রপাতে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মাহমুদুল হক রিয়াদ (২১) আব্দুল আজিজের ছেলে। কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সবুর জানান, বিকাল ৩টার দিকে রিয়াদ বাড়ির পাশে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলছিল। এ সময় বজ্রপাতে তার শরীর ঝলসে যায়। তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বরিশখালী গ্রামে বজ্রপাতে গোলাম মহম্মদ (৫৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি মো. আবু আজিফ জানান, খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হয়। বজ্রপাতে গোলাম মহম্মদ মাঠেই মারা যান।

যুগান্তর
বুধবার ২১ জুন ২০২৩
E-mail: anandonas

বজ্রপাতে কালীগঞ্জে শ্রমিক রৌমারীতে যুবকের মৃত্যু

শরীয়তপুরে ছাদে টিকটকের সময় নারী আহত

যুগান্তর ডেস্ক

রৌমারী সীমান্তে বজ্রপাতে মঙ্গলবার যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কালীগঞ্জে মারা গেছে এক শ্রমিক। শরীয়তপুরে ছাদে টিকটকের সময় নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া আগৈলঝাড়ায় আহত হয়ে দুই গৃহবধূ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। যুগান্তরের প্রতিনিধিরা জানান :

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বজ্রপাতে আমির হামজা নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের নতুন শৌলমারী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সকালে প্রবল বৃষ্টির সময় নতুন শৌলমারী সীমান্তে গরু আনতে যান আমির হোসেন ও তার সাথীরা। এ সময় বজ্রপাতে আমির হামজা ঘটনাস্থলেই মারা যান। **সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে** মাছের ঘেরে কাজের সময় বজ্রপাতে আব্দুর রউফ নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। মঙ্গলবার উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুর রউফ শ্রীরামপুর গ্রামের আব্দুল গফুর সানার ছেলে। আহতরা হলেন শ্রীরামপুর গ্রামের রেজাউল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম ও সোহরাব হোসেন। ওসি মামুন রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
শনিবার ২৪ জুন ২০২৩
১০ আষাঢ় ১৪৩০

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন চারজন। তাদের মধ্যে বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ভ্যানচালক শিশু, নওগাঁর পত্নীতলায় এক বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে একজন ও হবিগঞ্জের মাধবপুরে এক বৃদ্ধ রয়েছেন।

প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বাগেরহাট : বেপরোয়া গতির কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত শাহীন আলম মোল্লা মোল্লাহাটের বাসাবাড়ি গ্রামের আজিজুর মোল্লার ছেলে। দুর্ঘটনার সময় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল শাহীন। শুক্রবার সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার জয়ডিহি বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পেছন থেকে কাভার্ডভ্যান শাহীনকে চাপা দেয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নওগাঁ : ভুটভুটি-ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত মতিয়ার রহমান জয়পুরহাটের দোগাছী গ্রামের মৃত ইছাহাক আলীর ছেলে। শুক্রবার সকালে পত্নীতলার মোবারকপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভ্যান আরোহী মতিয়ার মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উপজেলার বাড়িউড়া নামক স্থানে গাড়িচাপায় পিষ্ট হয়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকুল চন্দ্র বিশ্বাস বিষয়টি নিশ্চিত করেন। শুক্রবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধবপুর সদরে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী রফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার মীরনগর গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার, জুন ২৩, ২০২৩ ■ আষাঢ় ৯, ১৪৩০ বণিক বার্তা

যশোরে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে ৯ শ্রমিক আহত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ যশোর

যশোরে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলাকালীন সেটি ধসে ছয় শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার খোলাডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) খুলনার আওতায় যশোর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জন্য এ ভবনটি তৈরি করা হচ্ছিল। এর নির্মাণকাজ করছে ঢাকার আইডিয়াল ইলেকট্রিক্যাল এন্টারপ্রাইস নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

ঘটনাস্থলে কর্মরত শ্রমিকরা জানান, নির্মাণাধীন ভবনের ছাদের বিম ঢালাইয়ের শেষ পর্যায়ে গতকাল বেলা দুপুর ১২টার দিকে তা হঠাৎ ধসে পড়ে। এতে নয়জন আহত হন। তাদের যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছাদের নিচে কেউ আটকা পড়েছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। আহত শ্রমিকরা হলেন ঝিকরগাছার কায়েমকোলা গ্রামের তরিকুল ইসলাম (৪৫), হাফিজুর রহমান (৫০), চৌগাছার খোকন মোল্লা (৩৭), সদরের দত্তপাড়ার মমিনুল (২৭), আকিদুল (৩৫), শিমুল (২৮), মাহিদিয়ার আবদুল হাই (২৮), দিয়াপাড়ার ইলিয়াস (৪৫) ও মণিরামপুরের পলাশী গ্রামের ইমান আলী (৫০)।

যশোর সেনানিবাস ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার নাহিদ মাহমুদ ঘটনাস্থল থেকে জানান, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে এসেছেন। ওজোপাডিকো যশোরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, 'এটি ওজোপাডিকো ঝিনাইদহের একটি প্রজেক্টের কাজ। ধসে পড়ার খবর তারা পেয়েছেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন।'

ভবদহ অঞ্চলে বিপর্যয়ের শঙ্কা : যশোরের ভবদহ স্লুইস গেট থেকে নদীর বড়োয়াড়িয়া পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকার জনপদে বিপর্যয়ের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। গতকাল ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির নেতারা প্রেস ক্লাব যশোরে সংবাদ সম্মেলনে এ আশঙ্কার কথা জানান। সেখানে বলা হয়েছে, আগামী ৫ জুলাই জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সদস্য সচিব চৈতন্য কুমার পাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ইকবাল কবির জাহিদ, উপদেষ্টা তসলিম-উর-রহমান, আহ্বায়ক রণজিত বাওয়ালী, জিল্লুর রহমান ভিটু, অধ্যাপক অনীল বিশ্বাস, পারভীনা বেগম, চৈতন্য বিশ্বাস, আজিজ সরদার, মিজানুর রহমান, আজিজুর রহমান, পলাশ বিশ্বাস।

সময়ের আলো শুক্রবার। ২৩ জুন ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭ আহত ১৬, আটক ২

■ সময়ের আলো ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জেলায় ৭ জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও পাঁচজন আহত, গাজীপুর ড্রামট্রাক চাপায় বিজিবি ১ সদস্য নিহত ও আহত ৬, নরসিংদীর মনোহরদীতে প্রাইভেটকার চাপায় ব্যবসায়ী নিহত, বগুড়ার আদমদীঘিতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক বৃদ্ধ নিহত, মাদারীপুর মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক নিহত ও আহত ৫ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, মহানগরীর রাজেন্দ্রপুর এলাকায় একটি ড্রামট্রাকের চাপায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ৬ বিজিবি সদস্য আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রাজেন্দ্রপুর এলাকার বিকেবাড়ী সংযোগ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বিজিবি সদস্য শাহিদুর রহমান (৩৮) সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার শাহাজাদপুর (খেশরা) গ্রামের দেলবর ফকিরের ছেলে। আহতরা হলেন–নায়েক মো. জহির, নায়েক শেখ রিয়াজুল, ল্যান্স নায়েক মোহাম্মদ আকাশ, ল্যান্স নায়েক ফয়সাল, ল্যান্স নায়েক মেহেদী ও সিপাহি সংগ্রাম। তাদের রাজেন্দ্রপুর এলাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ড্রামট্রাকের চালক নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার নোয়াপাড়া গ্রামের আহমেদ আলী ছেলে মোহাম্মদ ইয়াসিন (৩০) ও সহকারী আলীকে ট্রাকসহ আটক করা হয়েছে। সদর থানার ওসি জিয়াউল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টায় গাজীপুরের হোতাপাড়ায় কর্মরত বিজিবি সদস্যরা পিটি করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশ দিয়ে রাজেন্দ্রপুর ফায়ারিং রেঞ্জে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ড্রামট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিজিবি সদস্যদের চাপা দেয়।

যশোরের নিজস্ব প্রতিবেদক জানিয়েছেন, জেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোর-খুলনা মহাসড়কের রূপদিয়া ও খাজুরা-কালীগঞ্জ সড়কের যাদবপুরে এ দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। রূপদিয়ায় পিকআপ, ট্যাঙ্কলরি ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে পিকআপ চালক রাজীব তালুকদার (৩০) নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে যাদবপুরে দুই মোটরসাইকেল ও মাটিবাহী ট্রলির সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক স্বামী আশরাফুল ইসলাম (৪০) নিহত ও স্ত্রী চম্পা খাতুন (৩০) আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে যশোরের রূপদিয়া শহিদ স্মৃতি কলেজের সামনে যশোর-খুলনা মহাসড়কের বটতলা মোড়ে পিকআপ, ট্যাঙ্কলরি ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় পিকআপ চালক রাজীব তালুকদার ঘটনাস্থলে নিহত হন। নিহত রাজীব বরিশালের বাবুগঞ্জের আবদুল হাকিম তালুকদারের ছেলে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। এর মধ্যে দুজনকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় তিনটি গাড়িই দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

নরসিংদী মনোহরদী প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার চালাকচর বাসস্ট্যান্ডে প্রাইভেটকার চাপায় কাজল মিয়া (৫০) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। কাজল মিয়া উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের পীরপুর গ্রামের মৃত মান্নানের ছেলে। নিহতের প্রতিবেশী নয়ন ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ঈদকে সামনে রেখে ভোরে নরসিংদীর বাবুরহাট থেকে কাপড় কেনার জন্য বাড়ি থেকে রওনা হয়ে চালাকচর বাসস্ট্যান্ড পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে প্রাইভেটকারটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাজল মিয়াকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই কাজল মিয়া নিহত হন। মনোহরদী থানার ওসি মো. ফরিদ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বগুড়ার আদমদীঘি প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার রেলওয়ে থানাধীন এলাকার বীরকুটশা স্টেশন এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে আমজাদ হোসেন শেখ (৬১) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃত আমজাদ হোসেন শেখ নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার খটেসম্বর এলাকার মৃত জবু শেখের ছেলে। বুধবার রাতে চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী রকেট মেইল ট্রেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে সান্তাহার রেলওয়ে থানার ওসি মুক্তার হোসেন জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে রাতেই পিবিআইর একটি দল মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে সান্তাহার রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা এবং মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলার ডাসার উপজেলার পান্তপাড়া নামক স্থানে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে মাইক্রোবাসের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে জগৎ মৃধা (৩৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। নিহত জগৎ মৃধা বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট থানার চাউলটুরী এলাকার মৃত কিরণ মৃধার ছেলে। আহত ৫ যাত্রীকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে মাইক্রোবাসের চালক পলাতক আছে। সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নিশ্চিত করে মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ওসি আবু নাঈম মো. মোফাজ্জেল হক বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার নবীনগর উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকার কাচারী মোড়ে অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে উল্টে পড়ে গেলে বাচ্চু মিয়া (৭৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হন। নিহত বাচ্চু গোপালপুর মধ্যপাড়ার মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। নবীনগর থানার ওসি মো. সাইফুদ্দিন আনোয়ার বলেন, সকালে বাচ্চু মিয়া বাড়ি থেকে অটোরিকশায় করে নবীনগর সদরে আসছিল। পথিমধ্যে শ্রীরামপুর এলাকায় অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে উল্টে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় বাচ্চুকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহটি ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ জুন ২০২৩,

শ্রমিক নিহত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি কারখানার রোলার যন্ত্রে পেঁচিয়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া পূর্বদি মুজাহিদনগর এলাকায় একটি কারখানায় ঘটনাটি ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম মো. আকাশ (২২)। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কারখানাটির এক শ্রমিক বলেন, 'আকাশ রোলার যন্ত্রের ভেতরে কাঁচামাল ঢালতে গিয়ে পা পিছলে মেশিনের ভেতরে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।' বিষয়টিকে দুর্ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন জননী টিস্যুর মালিকানা প্রতিষ্ঠান জননী ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুদ।
প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

সময়ের আলো
শনিবার। ২৪ জুন ২০২৩

সেপটিক ট্যাঙ্কে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

■ রংপুর ব্যুরো

রংপুর নগরীর রাধাবল্লভ এলাকায় সেপটিক ট্যাংকে ২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে মহানগরীর ঠিকাদার গোলাম আহমেদ মুকিতের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন–রংপুরের দামোদরপুরের বড় ময়দান গ্রামের হাসানুর (২৭) ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র (২৭)।

ঠিকাদার মুকিত জানান, তাদের বাড়িতে নতুন একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। কয়েক দিন আগে ট্যাঙ্কের ওপরে ঢালাই করা হয়। দুপুরে হাসানুল ও গৌরাঙ্গ ট্যাঙ্কের ভেতরে নেমে ঢালাইয়ের সেন্টারিংয়ের কাঠ খুলছিলেন। এক পর্যায়ে ভেতর তাদের গোঙানির শব্দ শুনতে পাই। পরে তাদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তারা মারা যান। তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হবে বলেও জানান তিনি।

কোতোয়ালি থানার ওসি এবিএম জাহিদুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। শনিবার ময়নাতদন্ত করে লাশ তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় একটি ইউডি মামলা করা হয়েছে।

শনিবার, জুন ২৪, ২০২৩ ■ আষাঢ় ১০, ১৪৩০ বণিকবার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ তিন জেলায় নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ময়মনসিংহের ভালুকায় ট্রাকচাপায় বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বৃদ্ধ, বাগেরহাটের মোল্লাহাটে কিশোর ও ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় ট্রাকচালকের সহকারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বাগেরহাট : জেলার মোল্লাহাটে কাভার্ডভ্যানচাপায় শাহীন আলম মোল্লা (১৪) নামের এক কিশোর ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মোল্লাহাট উপজেলার জয়ডিহি বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহীন আলম মোল্লা উপজেলার বাসাবাড়ি গ্রামের আজিজুর মোল্লার ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মহাসড়কের পাশে ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শাহীন আলম মোল্লা। এ সময় পেছন থেকে কাভার্ডভ্যানটি ধাক্কা দিলে সে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার এসআই রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো শনিবার। ২৪ জুন ২০২৩

১ তরুণের মৃত্যুর খবর মিলেছে

ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নরসিংদীর ১৩ তরুণ নিখোঁজ

● রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি

দালালের মাধ্যমে লিবিয়া হয়ে সমুদ্রপথে ইতালি যাওয়ার পথে ১৩ জন তরুণ নিখোঁজ হয়েছেন। এ ছাড়া ১ তরুণের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তারা প্রত্যেকেই নরসিংদীর বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা। এর মধ্যে নিহত তরুণের নাম আবদুল নবী। তিনি রায়পুরা উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের বড়চর গ্রামের মৃত হযরত আলীর ছোট ছেলে। আর নিখোঁজদের মধ্যে ৬ জনের বাড়ি পার্শ্ববর্তী বেলাব উপজেলার টান লক্ষীপুর ও চর লক্ষীপুর গ্রামে। বাকিরা জেলার অন্যান্য উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

নিখোঁজ তরুণদের মধ্যে ৭ জনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন–বেলাব উপজেলার টান লক্ষীপুর ও চর লক্ষীপুর এলাকার বিল্লাল মিয়ার ছেলে সৈকত (২০), রহিম মিয়ার ছেলে আবু তাহের (২৭), রতন মিয়ার ছেলে জহিরুল ইসলাম (১৯), আউয়াল মিয়ার ছেলে উজ্জল (১৮), ওবায়দুল্লাহর ছেলে রহমত উল্লাহ (২০), মোক্তার হোসেনের ছেলে জিহাদ (১৯) এবং কুলিয়ারচর উপজেলার বড় ছয়সুতি এলাকার বাছেদ মিয়ার ছেলে স্বপন (২৭)। এ তরুণরা ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা খরচ করে দালাল চক্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছিলেন।

শুক্রবার সকালে নিহত আবদুল নবীর বাড়িতে গেলে তার ভাই ও মা সাংবাদিকদের জানান, আবদুল নবী এর আগে ৫ বছর সৌদিপ্রবাসী ছিলেন। সৌদি থেকে দেশে ফিরে ৪ মাস আগে তিনি দালাল চক্রের মাধ্যমে লিবিয়া হয়ে ইতালি পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশে দেশ ছাড়েন। এক মাস আগে পরিবারের সঙ্গে শেষ যোগাযোগ হয়েছিল আবদুল নবীর। এরপর আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে খবর আসে আবদুল নবীর মরদেহ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বেলাব উপজেলায় নিখোঁজ হওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লিবিয়া থেকে সমুদ্রপথে ইতালি যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের শেষ কথা হয় প্রায় ১ মাস আগে। এরপর অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেও কথা বলতে পারেনি। তাদের সন্তান জীবিত আছে নাকি মারা গেছে, এ নিয়ে তাদের বাবা-মা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে লিবিয়া হয়ে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ হওয়ার খবরে দালাল আলমের বাড়িতে আহাজারি করছিলেন নিখোঁজ হওয়া তরুণদের পরিবারের সদস্যরা। দালাল চক্রের সদস্য আলম বেলাব উপজেলার টান লক্ষীপুর এলাকার মনা মিয়ার ছেলে।

নিহত আবদুল নবীর বড় ভাই মাহ আলম বলেন, এর আগেও তারা ইতালি যাওয়ার পথে ৮-১০ কিলোমিটার যেতে না যেতেই বোট ফেটে যাওয়ায় ভয়ে ফিরে আসে। পরে দালালের অভিভাবকদের সঙ্গে গ্রাম্যসালিশে বসে তাদের পাসপোর্ট ফেরত দিতে বলি কিন্তু সে দেয়নি। জোর করে সে মানুষগুলোকে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে রায়পুরা থানার ওসি মো. আজিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি মুখে মুখে শুনেছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো • রোববার, ২৫ জুন ২০২৩,

ঢাকা

ভবন থেকে ক্রেন পড়ে তিন নির্মাণশ্রমিক নিহত

রাজধানীর ডেমরার সানারপাড়ে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ওপর থেকে পড়া ক্রেনের চাপায় তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তিন নির্মাণশ্রমিক হলেন মো. মোস্তফা (৪২), মো. জাফর (৫০) ও মো. মিজান (৩২)। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডেমরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফারুক মোল্লা। ফারুক মোল্লা বলেন, সানারপাড়ের কোদালদিয়া এলাকায় নির্মাণাধীন ওই ভবনের সাততলায় ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। বেলা দুইটার দিকে ঢালাইয়ের উপকরণ ক্রেনের সাহায্যে ওপরে ওঠানো হচ্ছিল। হঠাৎ ক্রেনটি নিচে পড়ে যায়। এতে ক্রেনের চাপায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। ফারুক মোল্লা জানান, ময়নাতদন্তের জন্য তিনজনের মরদেহ পুরান ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুগান্তর | সোমবার ২৬ জুন ২০২৩ | ১২ আষাঢ় ১৪৩০

ফুলবাড়ীতে ঈদের কেনাকাটা করা হলো না বাবা-ছেলের

চিতলমারী (বাগেরহাট) : চিতলমারীতে ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে রাস্তার পাশে খালে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে বাগেরহাট চিতলমারী সড়কের শিবপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এজাজ আহম্মেদ কুনিয়া গ্রামের আফজাল শেখের ছেলে।

মধুপুর ও সখীপুর (টাঙ্গাইল) : ধনবাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী দুই কিশোর বন্ধু নিহত হয়েছেন। রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের বাজিতপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা বালাসুতি গ্রাম থেকে রাজারহাট হয়ে কেন্দুয়া যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনায় পড়েন। নিহতরা হলেন ধনবাড়ী উপজেলার পচনখালি গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রিফাত ও একই গ্রামের আয়নাল হকের ছেলে অন্তর। এ ছাড়া সখীপুরে ট্রাকচাপায় হারুন দেওয়ান নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার বোয়ালী দক্ষিণপাড়া গ্রামের ছোমেদ আলীর ছেলে। রোববার ভোর সাড়ে ৫টায় পৌর শহরের মুখতার ফোয়ারা চত্বরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা সোমবার, জুন ২৬, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ তিন জেলায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে ইটবাহী ট্রলির ধাক্কায় বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্সিগঞ্জে তিনজন ও টাঙ্গাইলে তিনজনসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টাঙ্গাইল: জেলার ধনবাড়ী ও সখীপুর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সখীপুরে ট্রাকচাপায় হারুন অর রশীদ (৩৫) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হন। আহত হয়েছেন সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য দুই চালক। গতকাল ভোরে সখীপুর পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্র মোখতার ফোয়ারা চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হারুন অর রশীদ উপজেলার নলুয়া গ্রামের ছোমেদ আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল ভোর ৫টার দিকে সখীপুর পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্র মোখতার ফোয়ারা চত্বরে প্রতিদিনের মতো সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকরা যাত্রীদের অপেক্ষায় সড়কে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় একটি ট্রাক অটোরিকশাচালক হারুন অর রশীদকে চাপা দেয়।

এছাড়া ধনবাড়ীতে গাছে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী দুই ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়। গতকাল সকালে উপজেলার বাজিতপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো উপজেলার পাঁচনখালী গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রিফাত (১৪) ও মৃত আয়নাল হকের ছেলে অন্তর আলী (১৬)। তারা দুজনই উপজেলার বীরতারা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কর্মী। ধনবাড়ী থানার ওসি জসিম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১১ আষা ২৫ জুন ২০২৩

সুরক্ষা ছাড়া নির্মাণ থামছে না

এবার ক্রেন ছিঁড়ে চার শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এবার রাজধানীর ডেমরায় নির্মাণাধীন একটি ভবনে কাজের সময় ক্রেন ছিঁড়ে পড়ে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে সানারপাড়ের নূর মসজিদের কাছে সাততলা ঐ ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দুই দিন আগে গত বৃহস্পতিবার একইভাবে নির্মাণাধীন একটি ভবনের বাঁশের মাচা ভেঙে পড়ে তিন জন শ্রমিক মারা যান। একই দিনে নির্মাণাধীন ভবন থেকে রেলিং পড়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। সুরক্ষা ছাড়া নির্মাণকাজ কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ করা যাচ্ছে না।

নির্মাণশ্রমিকদের মৃত্যুর বিষয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ডেমরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফারুক মোল্লা সাংবাদিকদের বলেন, ডেমরা থানার সানারপাড়ের কোনাপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের সাততলায় ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। বেলা ২টার দিকে ঢালাইয়ের উপকরণ সিমেন্ট, বালুসহ মালামাল ক্রেনের সাহায্যে ওপরে ওঠানো হচ্ছিল। এসব উপকরণ নিয়ে যখন মাঝপথে যায়, তখন রশি ছিঁড়ে ক্রেনটি নিচে পড়ে যায়। তখন সেটি ভবনের নিচে কাজ করতে থাকা শ্রমিকের ওপরে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তিন জন মারা যান।

গতকাল নিহত চার জনের মধ্যে তিন জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন— মিজান (৩২), মোস্তফা (৪০) ও জাফর (৫০)। পরিদর্শক (তদন্ত) ফারুক মোল্লা সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনাস্থলে তিন জন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পরে এক জন মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর যার মৃত্যু হয়েছে, তার নাম জানা যায়নি। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল? জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, শ্রমিক এবং নির্মাণকাজে ব্যবহৃত মালামাল উঠানো-নামানোর কাজে ব্যবহৃত অস্থায়ী ক্রেনটি ছিঁড়ে নিচে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে তিন জন মারা যান। এই ঘটনায় ভবন মালিকদের কোনো দায় আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঐ ভবনটি কয়েক জন মালিক মিলে তৈরি করছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা ফারুক মোল্লা। এ ঘটনায় আহত আরো এক জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন উল্লেখ করে পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত বৃহস্পতিবার এই ডেমরার মাতুয়াইলে নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলা থেকে রেলিং ভেঙে মাথায় পড়ে মো. গোলাম মোস্তফা ফয়সাল (২৭) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। নিহতের ছেলে রাসেল জানান, তার বাবা একটি কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতেন। সকালে বাসা থেকে বের হয়ে অফিসে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই বাড্ডার আফতাবনগরে নির্মাণাধীন ভবনে কাজের সময় বাঁশের মাচা ভেঙে পড়ে মারা গেছেন তিন জন শ্রমিক। তারা হলেন রবিউল ইসলাম (৩০) ও সুমন হোসেন (৩২) ও কামাল হোসেন (৩০)। নিহত রবিউলের বড় ভাই তৌফিজ শেখ জানান, আফতাবনগরে নির্মাণাধীন সাততলা ঐ ভবনের চারতলার বাইরের অংশে মাচা বেঁধে সেখানে দাঁড়িয়ে প্লাস্টারের কাজ করছিলেন তারা। এক পর্যায়ে মাচা ভেঙে সবাই নিচে পড়ে যায়। এতে তার ভাইসহ তিন জন মারা যান। একই দিন যশোরে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের দ্বিতীয়তলা ছাদ ধসে পড়ে ১০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হন।

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৬ জুন ২০২৩

পচা-গলা লাশ উদ্ধারের পর অপমৃত্যুর মামলা

মাহবুব মমতাজী

সবজি বিক্রি করার জন্য বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের হয়েছিলেন মেছের আলী। রাতে সবজি বিক্রি করে বাসায় ফেরেন। রাত ১১টায় মেছের আলী তার নাতি নাইমকে বলেন যে তিনি বাসার বাইরে যাচ্ছেন। রাতে বাসায় ফিরবেন না বলেও জানান। নাতিকে বাসায় তালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে যেতে বলেন। এরপর মেছের আলী আর বাসায় ফেরেননি। এ ঘটনা ২০ মে'র। দুই বছর আগেও কয়েকবার তিনি এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আর বাসায় ফেরেননি। তাই স্বজনদের কাছে ঘটনাটি স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। ২৩ মে রাজধানীর খিলক্ষেতে আশিয়ান হাউজিং প্রজেক্টের বালুর চরে মেছের আলীর পচা-গলা লাশ শনাক্ত করেন স্বজনরা। লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তাই এটিকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভেবে খিলক্ষেত থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেন মেছের আলীর ছেলে আল আমিন। অপমৃত্যু মামলাটির তদন্তের সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ক্যান্টনমেন্ট জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) ইফতেখায়রুল ইসলামসহ তদন্তসংশ্লিষ্টরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, পরিদর্শনের সময় ঘটনাস্থলে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়। সেই ব্যাগের ভিতর থেকে কাস্তে, কম্বলসহ কিছু নতুন-পুরান কাপড় এবং মিনা নামে একজনের জন্মনিবন্ধন ও টিকা কার্ড পাওয়া যায়। ওই ব্যাগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলের আশপাশের সব সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যাগের ভিতর থেকে পাওয়া জন্মসনদের পরিপ্রেক্ষিতে মিনা ও তার স্বামী শাহাবুদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। মিনা ও শাহাবুদ্দিন জানান, ঈদুল ফিতরের কয়েক দিন আগে শাহাবুদ্দিন তাদের

তদন্তে মিলল হত্যার রহস্য, ব্যাগের সূত্র ধরে হত্যাকারী শনাক্ত

গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনায় যাচ্ছিলেন। যখন তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আসেন, তখন এক বয়স্ক লোক তাকে বলেন, ভাতিজা, আমিও নেত্রকোনায় যাব। চলো আমরা একসঙ্গেই যাই। আমরা যদি এখানে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি তাহলে আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে।' বয়স্ক লোকটি একটি বিকল্প রাস্তার কথা বলেন। তা হলো, কারওয়ান বাজার থেকে বাসে করে যাওয়া। শাহাবুদ্দিন কমলাপুর থেকে সরল বিশ্বাসে রমজান নামে বয়স্ক লোকটির সঙ্গে কারওয়ান বাজারে যান। সেখানে দুজনে চা পান করেন। রমজান চা পানের পর শাহাবুদ্দিনকে বলেন, 'তোমার ব্যাগটি তুমি আমার কাছে দিয়ে দাও। এটা মানুষজন নিয়ে নিতে পারে তোমার কাছ থেকে।' এ ছাড়া তার কাছে কোনো টাকা থাকলে তাও রমজান আলীর কাছে দিয়ে দিতে বলেন। এই কথা বলে শাহাবুদ্দিনের কাছে থাকা ৪০০ টাকা এবং তার ব্যাগটি রমজান আলী তার নিজের কাছে রাখেন। তখন শাহাবুদ্দিন রমজান আলীর মোবাইল ফোন থেকে স্ত্রী মিনাকে কল দিয়ে জানান, তিনি এই চাচার সঙ্গে তার গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন, এই চাচাও একই এলাকায় যাবেন। শাহাবুদ্দিনের চোখে একটু ঘুম এলে তার ব্যাগ ও টাকা নিয়ে পালিয়ে যান রমজান। পরে তিনি সাধারণদের সাহায্য নিয়ে ট্রেনে গ্রামের বাড়ি পৌছান এবং স্ত্রী মিনাকে ফোন করে জানান, তিনি ঠিকমতো গ্রামের বাড়ি পৌছেছেন। রমজান আলী তার ব্যাগ ও টাকা নিয়ে চলে গেছেন- এ কথাও জানান। মিনা তখন তাকে বিকাশের মাধ্যমে ৫০০ টাকা পাঠান। তদন্ত কর্মকর্তা জানান, লাশ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে পাওয়া ব্যাগটি শাহাবুদ্দিনকে দেখানো হলে তিনি ব্যাগটি শনাক্ত করেন। পরে তথ্যপ্রযুক্তি এবং সিসিটিভি পর্যালোচনা করে বোঝা যায় রমজান আলী খুনের ঘটনায় সম্পৃক্ত। রমজান আলীকে রবিবার রাত সাড়ে ১২টায় গাজীপুরের শ্রীপুরের মাওনা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এডিসি ইফতেখায়রুল ইসলাম জানান, মেছের আলীকে নিয়ে খিলক্ষেতের রেলগেটের সামনে চা পান করেন রমজান। চা পান করার সময় রমজান আলী চায়ের মধ্যে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে দেন। মেছের আলীর কাছে থাকা ৪ হাজার টাকা নেওয়াই রমজান আলীর মূল উদ্দেশ্য ছিল। চা পান করার পর দুজন বালুর চরে উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরই মেছের আলী অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর তাকে একটু দূরে বড় বড় ঘাসের মাঝখানে রেখে পালিয়ে যান রমজান। পালানোর সময় ভুল করে শনাক্ত হওয়া ব্যাগটি ঘটনাস্থলে রেখে চলে যান।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
৭ জুন ২০২৩, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

গাইবান্ধায় কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার গয়েশপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের মারপিটে জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ (৪০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহত জাহাঙ্গীর ওই গ্রামের লাল মিয়া আকন্দের ছেলে। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। এ ঘটনায় আসামি নান্নু মিয়া, রেজ্জাক মিয়া ও সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সাদুল্লাপুর থানার ওসি মাহাবুব আলম। তিনি মুঠোফোনে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, কৃষক জাহাঙ্গীর ও স্থানীয় কয়েকজন সম্প্রতি কৃষিজমি থেকে মাটি কাটাচ্ছিলেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আসামিদের জমির ওপর দিয়ে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর যাতায়াত নিয়ে তাদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের তর্ক হয়। এ নিয়ে একই গ্রামের আব্দুর রেজ্জাক মিয়া ও নান্নু মিয়া জাহাঙ্গীর আলমকে কিলঘুষি ও লাঠির আঘাতে আহত করে। খবর পেয়ে, স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে জাহাঙ্গীরের লাশ নিয়ে অভিযুক্ত রেজ্জাকের বাড়িতে রেখে আসেন স্বজনরা। খবর পেয়ে রাতেই রেজ্জাকের বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওসি মাহাবুব আলম জানান, এ ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীর আলম আকন্দের ভাই লিখন আকন্দ ২১ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। মামলার পর তিন আসামিকে আটক করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি।

প্রথম আলো • বুধবার, ৭ জুন ২০২৩,

বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার সীমান্তঘেঁষা গ্রাম ধজনগরে এ ঘটনা ঘটে। আহত কৃষকেরা হলেন আরজন আলী (৫৫) ও ইকবাল হোসেন (৩৫)। তাঁদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজিবি ও স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় কয়েকজন চোরাকারবারিকে ধাওয়া করে বিএসএফের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ অংশে ঢুকে পড়েন। সেখানে গরু চরাচ্ছিলেন আরজন আলী। পাশেই পুকুরে মাছের খাবার দিচ্ছিলেন ইকবাল। বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের কাছে চোরাকারবারিদের বিষয়ে জানতে চান। একপর্যায়ে তাঁরা জানতে চান, বিএসএফ কেন বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করেছে। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বিএসএফের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে ছররা গুলি ছুড়েন।

সুলতানপুর ৬০ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিক হাসান উল্লাহ বলেন, দুই দেশের অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হয়েছে। বিএসএফ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

প্রতিনিধি, *কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৬ জুন ২০২৩
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

গাজীপুরে পার্লারে বিউটিশিয়ানের হাত-পা বাঁধা লাশ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর আদাবৈ এলাকা থেকে রোববার রাতে এক বিউটিশিয়ানের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ। রুবিনা ওই এলকার আবদুস সালামের মেয়ে।

বাড়ির পাশেই দীর্ঘদিন পার্লার চালাতেন রুবিনা। রাতে পার্লারের একটি কক্ষে থাকতেন। রোববার রাতে রুবিনার মা খাবার দিতে গিয়ে মেয়েকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। রুবিনার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ রাত ১১টায় ওই তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ড ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৯ জৈ
২ জুন ২০২৩

রূপগঞ্জে গুলিবিদ্ধ হোটেল বাবুর্চি বিল্লাল হাওলাদারের মৃত্যু

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার বরপা বাসস্ট্যান্ডের প্রিন্স হোটেলে গুলিবিদ্ধ বাবুর্চি বিল্লাল হাওলাদারের (৪০) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানায়, ৩০ মে বিকাল সাড়ে ৫টায় মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসস্ট্যান্ডের প্রিন্স হোটেলে তারা মীমাংসায় বসে। একপর্যায়ে এক পক্ষের সমর্থিত সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হোটেলের বাবুর্চি বিল্লাল হাওলাদার গুলিবিদ্ধ হন। এ সময় তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করতে করতে পালিয়ে যায়। পরে বিল্লাল হাওলাদারকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনায় বিল্লালের স্ত্রী সাজেদা বেগম বাদী হয়ে ২১ জনকে আসামি করে তখন হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এফ এম সায়েদ বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

সময়ের আলো শনিবার। ১০ জুন ২০২৩

চুরির অপবাদ দিয়ে নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের 'টর্চারসেল' থেকে উদ্ধার এক শ্রমিক, আটক ৪

● নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের নির্মাণাধীন ভবনে কর্মরত নয়ন নামে এক শ্রমিককে চুরির অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শ্রমিককে আটকে নির্যাতনের খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় নয়নকে উদ্ধার করে। পরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কথিত টর্চারসেল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় আইয়ুব আলী নামে আরেক শ্রমিককে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আহত ওই শ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ৪ জন নির্যাতনকারীকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা সবাই হাসপাতালের নির্মাণাধীন ভবনের দায়িত্বে থাকা ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। নির্মাণাধীন ওই ভবনের কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিকের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, শুক্রবার ভোরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার আমিনুলের নেতৃত্বে নয়ন ও আইয়ুব আলীকে ঘুম থেকে তুলে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের হাত-পা বেঁধে লোহার রড ও পাইপ দিয়ে পেটাতে থাকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মীরা। এ সময় তারা ১ লাখ টাকা ও কয়েকটি মোবাইল চুরির অভিযোগ আনে ওই দুই শ্রমিকের বিরুদ্ধে। এদিকে শ্রমিককে আটকে নির্যাতনের খবর পেয়ে মেডিকেল ক্যাম্পের পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় নয়নকে সকাল ৯টার দিকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নিলে হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আরেক শ্রমিক আইয়ুব আলীকে আটকে নির্যাতনের বিষয়টি জানতে পেরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের টর্চারসেলে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার আজবাহার আলী শেখ জানান, শ্রমিক নির্যাতনের পর হত্যার খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ সময় নির্যাতনে আহত শ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে চার নির্যাতনকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১০ জুন ২০২৩।

চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা

সিলেট অফিস ▷

চুরির অভিযোগে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মীয়মাণ ভবনে নয়ন (২০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ওই শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নয়নের বাড়ি সিলেটের বিশ্বনাথে।

শ্রমিকদের সূত্রে জানা যায়, টাকা আর মুঠোফোন চুরির অভিযোগে শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার আমিনুলের নেতৃত্বে কয়েকজন নয়ন ও আইয়ুব আলীকে হাত-পা বেঁধে লোহার রড ও পাইপ দিয়ে নির্যাতন করে। খবর পেয়ে ওসমানী মেডিক্যাল ক্যাম্পের পুলিশ গিয়ে নয়নকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আরেক শ্রমিক আইয়ুব আলীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের উপকমিশনার আজবাহার আলী শেখ বলেন, পুলিশ এ ঘটনায় ঠিকাদারসহ চারজনকে আটক করেছে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
১১ জুন ২০২৩, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ব্যবসায়ীসহ পাঁচ জেলায় ৫ খুন

রূপান্তর ডেস্ক

মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় মুন্সীগঞ্জে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে মাদক কারবারীরা। এর আগে তার ছেলেকে কোপানো হয়। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ব্যবসায়ীকে গলা কেটে এবং ফতুল্লায় অপর ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শরীয়তপুরে ভাতিজাদের হাতে চাচা খুন হয়েছেন চাচা। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় কাঠমিস্ত্রিকে খুন করা হয়েছে গলা কেটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মুন্সীগঞ্জ : মাদক বিক্রিতে বাঁধা দেওয়ায় গতকাল শনিবার দুপুরে মুন্সীগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ নয়াগাঁওয়ে মতিউর রহমান কালাই (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে সকালে তার ছেলে মো. শাকিলকে (২৩) কুপিয়ে জখম করে মাদক কারবারীরা। তাকে ভর্তি করা হয়েছে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে। নিহত মতিউর রহমান কালাই ওই গ্রামের মৃত আব্দুল আলিম মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, নয়াগাঁও পূর্বপাড়ার দীল মোহাম্মদ দিলা ও তার দুই ছেলে জুবায়ের এবং জিহাদ দীর্ঘ দিন ধরে মাদক বিক্রি করে আসছিল। এতে প্রতিবেশী মতিউর রহমান ও তার ছেলে শাকিল বাঁধা দিত। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মতিউর রহমানের ছেলে শাকিল মাদক বিক্রিতে বাঁধা দিলে দীল মোহাম্মদের দুই ছেলের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে শাকিলকে এলোপাতাড়ি কোপায় তারা। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাবা মতিউর রহমান কালাইকেও সড়কে কুপিয়ে হত্যা করে। সদর থানার ওসি মো. তারিকুজ্জামান হত্যার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ : ফতুল্লায় আবু তাহের (৪০) নামে এক ফল ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ৯টায় ধর্মগঞ্জ ঢালিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবু তাহের ঢালিপাড়া এলাকার নুর মোহাম্মদের ছেলে। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) মহসিন মিয়া জানান, শিশুদের ঝগড়া থামাতে গেলে একপক্ষ আবু তাহেরের ওপর হামলা চালায়। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : রূপগঞ্জে সোলায়মান মিয়া (৫৮) নামের এক ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার রাত ৮টায় উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার কালাদি এলাকার এশিয়ান হাইওয়ে বাইপাস সড়কের পাশে ঘটে এ ঘটনা। হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালাদিসহ আশপাশের এলাকার মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। নিহত সোলায়মান মিয়া কাঞ্চন পৌরসভার কালাদি বড়বাড়ী এলাকার মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে। হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রূপগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আতাউর রহমান।

শরীয়তপুর : জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভাতিজাদের হাতে চাচা খুনের অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে সদর উপজেলার রুদ্রকর ইউনিয়নের দেওভোগে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাত্তার ফকির (৫৫) দেওভোগ গ্রামের মৃত এনাছ উদ্দিন ফকিরের ছেলে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মাসুদ ও নিহতের পরিবারের সদস্যরা বলেন, সাত্তার ফকিরকে কামাল ফকিরের হুকুমে তার ছেলে এসকেন, আরিফসহ সাত থেকে আটজন মিলে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। শরীয়তপুর সদরের পালং মডেল থানার ওসি আক্তার হোসেন বলেন, এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ : মুক্তাগাছায় বসতঘর থেকে শাহজাহান (৫৫) নামে এক কাঠমিস্ত্রির গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় তার স্ত্রীকে আহত অবস্থায় বাড়ির পাশের ধান ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়। উপজেলার মানকোন ইউনিয়নের ঘাটুরি গ্রামে গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাজাহান ওই এলাকার মৃত ইয়ার উদ্দিনের ছেলে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
১২ জুন ২০২৩, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

রেলকর্মীকে ছুরিকাঘাত

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি

ঈশ্বরদীতে রেলওয়ের কর্মচারী মোখলেসুর রহমান সেন্টু বিশ্বাসকে (৬২) দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাত করেছে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। গত শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের চররূপপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গতকাল রবিবার দুপুরে ঈশ্বরদী থানার ওসি অরবিন্দ সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে পেছন থেকে কয়েক দুর্বৃত্ত তাকে ছুরিকাঘাত করতে থাকে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২৩

পাঠাও চালক রিফাতকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে হত্যা

জোড়া খুনসহ ১৪ মামলার আসামি কাজল

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শেয়ার রাইড পাঠাও চালিয়ে পরিবারের হাল ধরেন মো. শরীফ হোসেন রিফাত (২০)। টানাটানির সংসারের খরচ মেটাতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাইজুল ইসলাম ওরফে কাজলের (৩২) কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেয়। ওই টাকাই রিফাতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ধারের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ক্ষিপ্ত হয় কাজল। টাকা না পেয়ে এক পর্যায়ে কাজল পরিকল্পনা করে রিফাতকে হত্যা করার। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৫ জুন ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে কাজল তার আরেক বন্ধু সোহাগের মাধ্যমে রিফাতকে বাসা থেকে ডেকে আনে। এরপর সন্ধ্যায় তুরাগ নদী পার হয়ে তারা সাতাশকান্দি চরে যায়। সেখানে কিল-ঘুসি মেরে হাত-পা বেঁধে নৃশংসভাবে হত্যার পর লাশ নৌকায় করে তুরাগ নদে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী তাইজুল ইসলাম ওরফে কাজল ও নৌকার মাঝি এমারত হোসেনকে (৩৮) গাজীপুর ও ময়মনসিংহ থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

সোমবার দুপুরে রাজধানীর উত্তরা র‍্যাব-১ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এসব তথ্য জানান ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোসতাক আহমদ। তিনি জানান, পাঠাও চালক রিফাতকে গুম করার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে ডেকে রেদ্রপুর এলাকায় তুরাগ নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করে কাজল, তার সহযোগী সোহাগ ও নৌকার মাঝি এমারত হোসেন। এরপর লাশ অর্ধগলিত হওয়ায় ভাসমান অবস্থায় উদ্ধারের পর ছেলের পরনে থাকা কাপড় ও মুখমণ্ডল দেখে লাশ শনাক্ত করেন মো. ফারুক হোসেন। গাছা থানায় মামলার পর র‍্যাব সদস্যরা আসামি গ্রেফতার করতে তৎপরতা শুরু করে। এরপর রোববার রাতে গাজীপুর ক্যাম্পের একটি দল ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ও প্রধান আসামি তাইজুল ইসলাম ওরফে কাজল ও গাছার পলাশোনা খেয়াঘাট এলাকা থেকে নৌকার মাঝি এমারত হোসেনকে গ্রেফতার করে। তাদের গ্রেফতারের পর বেরিয়ে আসে হত্যার লোমহর্ষক তথ্য।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোসতাক আহমদ গ্রেফতারকৃতদের বরাত দিয়ে আরও জানান, কাজল ও রিফাত পূর্ব পরিচিত। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মাসখানেক আগে তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক দেনা পাওনা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। রিফাত পাওনা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে কাজলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর পরই মূলত রিফাতকে হত্যার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৫ জুন বিকাল ৫টায় কাজল তার অপর সহযোগী সোহাগের সহায়তায় ভিকটিম রিফাতকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে ডেকে আনে। পরে তারা তুরাগ নদী পার হয়ে সাতাশকান্দি চরে যায় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তারা বাসায় যাওয়ার উদ্দেশে রওনা করে। ওই সময় আগের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে কাজল ও সোহাগ রিফাতকে কিল-ঘুসি মেরে নদীর পাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কাজল এ সময় জালের রশি দিয়ে রিফাতের হাত-পা বেঁধে ফেলে। তখনও রিফাত জীবিত ছিল এবং গোঙাতে থাকে। এরপর খেয়াঘাটের অপর পাড়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাখা মাঝি এমারত হোসেনকে ডাক দিয়ে এপাড়ে নিয়ে আসে। এরপর কাজল ও সোহাগ রিফাতকে টেনেহিঁচড়ে নৌকায় উঠায়। নৌকায় মাঝ নদীতে এলে কাজল ও সোহাগ রিফাতের গায়ের টি-শার্ট ও গেঞ্জি খুলে হাত-পা বেঁধে গুম করার উদ্দেশ্যে রিফাতকে মাঝ নদীতে ফেলে দেয়। রিফাতের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে তারা সেখান থেকে দ্রুত ঘাটে চলে আসে। স্থানীয় পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার ভয়ে রিফাতের মোটরসাইকেল রেখে হেঁটে কিছু দূর এসে ইজিবাইকে করে দুজন যার যার বাড়ি চলে যায়। এরপর রিফাতকে খোঁজাখুঁজি করলে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে কানাঘুষা শুনে তারা বাড়ি থেকে আত্মগোপনে চলে যায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, কাজলের বিরুদ্ধে এরশাদ নগরে চাঞ্চল্যকর শরিফ-জুম্মন জোড়া হত্যা, ফয়সাল হত্যা, নজির হত্যা, অস্ত্র, মাদক, ছিনতাইসহ ১৪টি মামলা রয়েছে। সে জামিনে বেরিয়ে ফের ছিনতাই, মাদক ব্যবসা করত।

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ১৪, ২০২৩

রাঙ্গামাটিতে ৩ নির্মাণ শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলা থেকে সওজের রিটেইনিং ওয়াল (ধারক দেওয়াল) নির্মাণকাজে নিয়োজিত তিন শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ জানায়, গত সোমবার রাত ৮টায় উপজেলার গাইন্দ্যা ইউনিয়নের লংগদুপাড়া থেকে তারা নিখোঁজ হন। তিন নির্মাণ শ্রমিকের সেলফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। নিখোঁজরা হলেন রূপক (১৮), সোহাগ (২০) ও বিশ্বজিৎ (২২)। তিনজনই নেত্রকোনা জেলার বাসিন্দা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও থানা পুলিশ নিখোঁজের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবি, শ্রমিকদের বন্দুকধারী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাইছে।

নির্মাণ শ্রমিক সরবরাহকারী ও বাঙালহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এমদাদুল হক মিলন বলেন, 'আমাদের তিনজন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। সোমবার রাত ৮টা থেকে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনার পর আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করেছি। যদি অপহরণ হয়েও থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সম্ভাব্য জায়গায় কথা বলেছি, কিন্তু তিন শ্রমিকের কোনো হদিস মেলেনি।'

রাঙ্গামাটি-বান্দরবান আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ করছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। নির্মাণকাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স (এনডিই)।

এনডিইর সাইট ইঞ্জিনিয়ার রাকিব হোসেন বলেন, 'আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, কয়েকজন অস্ত্রধারী তিন শ্রমিককে অপহরণ করেছে। বিস্তারিত প্রকল্প ব্যবস্থাপক জানবেন।' ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মমতাজুল আলম বলেন, 'স্থানীয় কিছু চাঁদাবাজ শ্রমিকদের অপহরণ করে চাঁদা দাবি করেছে। তারা শ্রমিক মুক্তির বিনিময়ে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে।'

রাজস্থলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসাইন বলেন, 'সোমবার রাত থেকে তিনজন নির্মাণ শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। এখন পর্যন্ত পরিবার কিংবা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দেয়া হয়নি। নিখোঁজ শ্রমিকদের মোবাইল ফোনগুলো বন্ধ রয়েছে। তবে আমরা এখনো অপহরণ হওয়ার মতো কোনো প্রমাণ পাইনি। তিনজন আত্মগোপনে কিংবা নিখোঁজ থাকতে পারেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৪ জুন ২০২৩ ॥

ছেঁড়া টাকা নিয়ে সংঘর্ষে দোকানির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুর এলাকায় ছেঁড়া টাকা না নেওয়ায় ক্রেতার কিল-ঘুসিতে মো. হাফিজুল ইসলাম (২৭) নামে এক ফাস্ট ফুড দোকানির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় মিরপুর-১০ নম্বরের সেকশন-৬ এর ৩ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। হাফিজুলের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর শিবপুরে। এ ঘটনায় আসাদুজ্জামান চয়ন নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডিএমপির মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসীন গতকাল এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, খবর পেয়ে আমরা সোমবার রাতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে হাফিজুলের লাশ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠাই। স্বজনদের মাধ্যমে জানতে পারি, সোমবার সন্ধ্যার দিকে গ্রেফতার আসাদুজ্জামান চয়ন, তারেকসহ অজ্ঞাত তিন-চারজন হাফিজুলের ফাস্ট ফুডের দোকানে যায়। তারা চিকেন ফ্রাই নিয়ে একটি ছেঁড়া ১০০ টাকার নোট দেয়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জুন ২০২৩ ●
E-mail: anandonagar

রায়পুরায় প্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি

রায়পুরার আতস আলী বাজারে আব্দুল করিম নামের এক নৈশপ্রহরীকে রোববার রাতে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি উপজেলার নিলক্ষ্যা ইউনিয়নের সোনাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। ইউপি সদস্য মো. সিদ্দিক জানান, করিম ও আসাদ নামে দুইজন নৈশপ্রহরী বাজার পাহারায় ছিলেন। মাঝরাতে আসাদ আরেক প্রহরী করিমের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে তার পাহারা দেওয়ার স্থানে যান। এ সময় করিমকে জখম অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের খবর দেন আসাদ। এসআই সালাম জানান, রাত ১টা থেকে ৩টার মধ্যে কে বা কারা আব্দুল করিমকে হত্যা করে। খবর পেয়ে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠান পুলিশ। আব্দুল করিমের হাতে, পায়ে ও পিঠে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
১৫ জুন ২০২৩, ১ আষাঢ়

চাঁদা দিতে দেরি অটোরিকশা চালককে পেটালেন শ্রমিক লীগ নেতা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা স্ট্যান্ডে চাঁদা দিতে দেরি হওয়ায় এক চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে শ্রমিক লীগ নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার দুপুরে মাওনা পল্লী বিদ্যুৎ মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত চালকের নাম শফিকুল ইসলাম। তাকে মারধরের অভিযোগ ওঠা রমজান আলী ভাণ্ডারি (৪৫) উপজেলা শ্রমিক লীগের সদস্য বলে নিশ্চিত করেন উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক আরজু সরকার। আহত সিএনজি অটোরিকশাচালক শফিকুল বলেন, 'রমজান আলী ভাণ্ডারি প্রতিদিন প্রত্যেক সিএনজি থেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করে। এতে চালকরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ করলেও কোনো সমাধান হচ্ছে না। এ চাঁদার টাকা তারাসহ পুলিশ ভাগবাটোয়ারা করে খায়।'

তিনি আরও বলেন, 'আজও (বুধবার) ২০০ টাকা দাবি করেন। টাকা রাতে দেব বলায় ক্ষুব্ধ হন রমজান আলী ভাণ্ডারি। একসময় তার সঙ্গে তর্ক হলে মারধর শুরু করেন। এ সময় আমাকে রক্ষায় অন্য সিএনজি চালকরা এগিয়ে এলে তাদের সঙ্গেও বাগ্‌বিতণ্ডা বাধে।'

তবে শ্রমিক লীগ নেতা রমজান আলী মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। বেশ কয়েকজন চালক মাদক সেবন করে। তাদের বাধা দেওয়ার কারণে তারা অন্যদের উসকে দিয়েছে আমার বিরুদ্ধে। আমি শুধু সিরিয়াল মেনটেইন করি।'

উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক আরজু সরকার বলেন, 'শ্রমিক লীগের কেউ কোনো প্রকার চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত না। কেউ করে থাকলে উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এ বিষয়ে মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি কংকন কুমার বিশ্বাস বলেন, 'পুলিশের নামে কোনো চাঁদা ওঠানো হয় না। কেউ বলে থাকলে সেটা মিথ্যা বানোয়াটি। তবে কেউ আমাদের নাম ব্যবহার করে চাঁদা তুলে থাকলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।'

শ্রীপুরের ইউএনও তরিকুল ইসলাম বলেন, 'সিএনজি অটোরিকশা চালকদের অভিযোগগুলো আমার কাছে এসেছে। আমি স্টেশনে না থাকায় পরদিন (বৃহস্পতিবার) বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে বলেছি। তবে তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এসিল্যান্ডের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে।'

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৫ জুন ২০২৩
১ আষাঢ় ১৪৩০

গরুতে পাটখেত নষ্ট

দৌলতপুরে দুই কৃষককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর প্রতিনিধি

দৌলতপুর উপজেলায় গরুর পাটখেত নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে দুই কৃষককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের ভুরকাপাড়া হাটখোলা এলাকায় সরদার ও মালিথা বংশের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। এতে মালিথা বংশের দুজন নিহত হন। এছাড়া উভয়পক্ষের ২০ জন আহত হন। নিহতরা হলেন—ভেলোশ মালিথা (৪০) ও বজলু মালিথা (৪২)।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান জানান, পাটখেত নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। এরই জের ধরে বুধবার একপক্ষের লোকজন হামলা করে দুজনকে হত্যা করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও নানা বিষয়ে সরদার ও মালিথা বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এরইমধ্যে মঙ্গলবার বজলু মালিথার পাটখেত সরদার বংশের ফরিদ খসরুর গরু নষ্ট করে। এ নিয়ে উভয়পক্ষের লোকজনের মাঝে উত্তেজনা শুরু হয়। বুধবার বিকাল ৫টার দিকে সরদার বংশের দুই যুবক রাব্বি ও রিপন মালিথাপাড়ায় গেলে তাদের মারধর করা হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে কুড়াল, রামদা, ফলা নিয়ে সরদার বংশের শতাধিক লোকজন মালিথা বংশের লোকজনের ওপর হামলা করে। এ সময় গুলির শব্দও শোনা যায়। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। এ সময় আসাদ সরদার, সাহাজউদ্দিন, ওয়ারিশ সরদার, ফরিদ খসরু, সাগর সরদার, মুজা সরদারসহ ২০ জন আহত হন। আহতদের প্রথমে দৌলতপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর চারজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বজলু মালিথার ছেলে স্কুলছাত্র কমল মালিথা জানায়, পাটখেত নষ্ট করায় আমার বাবা প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে সরদার বংশের লোকজন যখন দলবেঁধে আমাদের বাড়িতে হামলা করে এবং আমার বাবাকে কয়েকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। রক্তক্ষরণে আমার বাবা মারা গেছেন। সামনে যাকে পেয়েছে তার ওপরই তারা হামলা করেছে। অনেকের ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে।

১নং ওয়ার্ড মেম্বার নান্টু রাজ জানান, পাটখেত নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার থেকে দুই বংশের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। বুধবার সরদার বংশের লোকজন মালিথাদের ওপর হামলা করে। এ সময় কুপিয়ে ও গুলি করে দুজনকে হত্যা করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুজ্জামান জাহিদ জানান, ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুলি করে ও কুপিয়ে দুজনকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে তারা মারা গেছেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার ও সরদার বংশের মাতবর জামাল উদ্দিনের মোবাইল ফোনে কল দিলে তার স্ত্রী ধরেন। হত্যার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জুন ২০২৩
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

নিখোঁজের ৫ দিন পর কালিয়াকৈরে চালকের লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের বরাব এলাকার গহিন জঙ্গল থেকে সোমবার সকালে সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামে এক অটোরিকশা চালকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে মৌচাক ফাঁড়ি পুলিশ। নিহত সাদ্দাম হোসেন পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার আওতাপাড়া এলাকার মৃত হাতেম মোল্লার ছেলে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। সাদ্দাম হোসেন উপজেলার ভান্নারা পশ্চিমপাড়া এলাকার বাবু মোল্লার বাসায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভাড়া থাকতেন। জানা যায়, পাবনার ঈশ্বরদী থেকে কাজের সন্ধানে প্রায় ৮ বছর আগে সাদ্দাম হোসেন স্ত্রী মুক্তি আক্তারকে নিয়ে কালিয়াকৈরে আসেন। তাদের সামিউল নামে দেড় বছরের এক সন্তান রয়েছে। পরে তিনি দর্জির কাজ করতেন। দর্জির আয়ে সংসার না চলায় মাসখানেক আগে এক লাখ টাকা দিয়ে অটোরিকশা কিনে নিজেই চালাতেন। ৮ জুন বিকালে সাদ্দাম রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এদিকে রাত গভীর হলেও সাদ্দাম বাসায় না ফেরায় স্ত্রী মুক্তি বেগম ও তার স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে শুক্রবার বিকালে মৌচাক ফাঁড়িতে অভিযোগ করেন। পরে ১২ জুন সকালে উপজেলার বরাব এলাকায় গহিন জঙ্গলে নিহতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। নিহতের শরীরে বিভিন্ন অংশে দাড়ালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। পুলিশের ধারণা, মাদক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এ হত্যাকাণ্ড হতে পারে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন ২০২৩,

কেরানীগঞ্জ

সড়কে পড়ে ছিল লাশ

ঢাকার কেরানীগঞ্জে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় সড়কের পাশ থেকে আবদুল হক (২৭) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আবদুল হক মাদারীপুরের কালকিনির মাইজপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আবদুর রশিদের ছেলে। গতকাল বুধবার কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়নের আটিবাজার-বটতলী সড়কের নিমতলী এলাকায় সড়কের পাশ থেকে ওই অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির ভগ্নিপতি খোকন মাদবর জানান, আবদুল হক তাঁর স্ত্রী ও দুই বছরের শিশুসন্তানকে নিয়ে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তিনি রাতের বেলায় অটোরিকশা চালাতেন। গত মঙ্গলবার তিনি দিবাগত রাত ১২টার দিকে গ্যারেজ থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন। সেদিন ভোর চারটার দিকে খোকনের সঙ্গে তাঁর মুঠোফোনে শেষবারের মতো কথা হয়। পরে গতকাল সকালে গ্যারেজ থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে জানান, আবদুল হকের লাশ পাওয়া গেছে।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২৩।

নেশার টাকার জন্য খুন করা হয় অটোরিকশাচালককে

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের টঙ্গীতে নেশার টাকা জোগাড় করতে এক অটোরিকশাচালককে গলা কেটে খুন করেছিলেন পাঁচ যুবক। তাঁদের গ্রেপ্তার করার পর অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন তাঁরা। গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টঙ্গী পূর্ব থানার পুলিশ এই তথ্য জানায়।

পুলিশ জানায়, টঙ্গীর পাগার এলাকার এক খালি জায়গায় শুক্রবার সকালে মোশারফ করিম (২৫) নামে এক যুবকের গলা কাটা লাশ পাওয়া যায়। ঘটনার পর টঙ্গী পূর্ব থানা, গাছা থানা, পুবাইল থানা এবং ডিএমপি ঢাকার খিলগাঁও থানার যৌথ অভিযানে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার সোহেল মিয়া (২২), গাজীপুরের পুবাইল থানার জুনায়েদ হোসেন জুনু (১৯), ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার হৃদয় (২১), টঙ্গীর পাগার এলাকার রাসেল ওরফে বাবু (২৬) এবং রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ থানার রোমান (১৮)। তাঁরা সবাই টঙ্গী এলাকায় বসবাস করেন। পরে অভিযান পরিচালনা করে রাসেল উরফে বাবুর গ্যারেজ থেকে অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৭ জুন ২০২৩,

ইউপি চেয়ারম্যানের নির্দেশে রব্বানিকে হত্যা : পুলিশ

জামালপুরে সাংবাদিক হত্যা

পুলিশ ১০ জনকে আটক করলেও অভিযুক্ত চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলমসহ কয়েকজন পালিয়েছেন।

প্রতিনিধি, *জামালপুর*

গোলাম রব্বানি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার সাংবাদিক গোলাম রব্বানিকে হত্যা করা হয়েছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নির্দেশে—রব্বানির স্বজন ও সহকর্মী সাংবাদিকদের এ অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি উঠে এসেছে।

রব্বানি হত্যার ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা সবাই চেয়ারম্যানের অনুসারী বলে পরিচিত। তবে চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম পালিয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা হয়নি।

এদিকে রব্বানির বিচারের দাবিতে জামালপুরে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকেরা। হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে পেশাজীবী, মানবাধিকার ও বেসরকারি সংগঠন।

রব্বানির স্বজন, সহকর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রব্বানির ওপর হামলার পরও সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম ও তাঁর সহযোগীরা এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এলাকা ছেড়েছেন।

জামালপুরের পুলিশ সুপার নাছির উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত, ওই চেয়ারম্যানের নির্দেশেই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। ঘটনাস্থলের অনেকের ভাষ্যমতে, ওই হত্যাকাণ্ডের মূল মদদদাতা ওই চেয়ারম্যান (মাহমুদুল আলম)। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

মাহমুদুল আলম বকশীগঞ্জ উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিক রব্বানির ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন ওই চেয়ারম্যান।

বকশীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শুধু বকশীগঞ্জের মানুষ নয়, সারা বাংলাদেশের মানুষ ওই চেয়ারম্যানকে (মাহমুদুল আলম) অভিযুক্ত করছেন। ইতিমধ্যে জেলা আওয়ামী লীগ ওই চেয়ারম্যানকে দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁকে বহিষ্কার করা হবে।'

ভিডিও ফুটেজ দেখে ছয়জনকে আটক

রব্বানি হত্যার ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত মামলা হয়নি। ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করে উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে গোলাম কিবরিয়া ওরফে সুমন, মো. তোফাজ্জল, মো. কফিল উদ্দিন, মোহাম্মদ আয়নাল হক, মো. শহিদ ও ফজলুল হককে আটক করে। তাঁদের সবার বয়স ২৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে গোলাম কিবরিয়ার বাড়ি ঘটনাস্থল পাটহাটি এলাকায়। তিনি যুবলীগের কর্মী হিসেবে পরিচিত। আয়নাল হক চেয়ারম্যান মাহমুদুলের অতি ঘনিষ্ঠজন হিসেবে এলাকায় পরিচিত। বাকিরা চেয়ারম্যানের অনুসারী বলে স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সাংবাদিক গোলাম রব্বানির মা আলেয়া বেগমের আহাজারি। গতকাল সকালে জামালপুরের বকশীগঞ্জের বাড়িতে। ছবি : প্রথম আলো

জামালপুরের পুলিশ সুপার নাছির উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখনো (গতকাল সন্ধ্যা) থানায় মামলা হয়নি। তবে দ্রুত মামলা হবে। এ ঘটনায় আগে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আরও চারজনকে আমরা আটক করতে সক্ষম হয়েছি।'

কান্না থামছে না

গতকাল সকাল নয়টার দিকে বকশীগঞ্জে রব্বানির বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, তাঁর মা আলেয়া বেগম (৬৫) আহাজারি করছেন। বলছিলেন, 'পেপারের মধ্যে (পত্রিকায়) দেওয়াতে বাবু চেয়ারম্যান (মাহমুদুল আলম) আমার বাবাকে খাইছে গো।' গোলাম রব্বানির বাবা আবদুল করিম বিলাপ করছিলেন, 'আমার ছেলেরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তুমরা গো, আমার বাবার হত্যার বিচার করতে পারবে গো?' প্রতিবেশীরা নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের।

দাফন সম্পন্ন

বকশীগঞ্জের গোমেরচর এলাকায় পারিবারিক কবরস্থানে গতকাল রব্বানির দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বকশীগঞ্জের এন এম নূর মোহাম্মদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গোমের চর এলাকায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়। স্থানীয় সাংবাদিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন।

> প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত, ওই চেয়ারম্যানের নির্দেশেই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।
>
> নাছির উদ্দিন আহমেদ, পুলিশ সুপার, জামালপুর

র‍্যাবের ছায়া তদন্ত

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, সাংবাদিক রব্বানি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সংস্থাটি ছায়া তদন্ত শুরু করেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শিগগিরই আইনের আওতায় আনা হবে। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, নিন্দা

গোলাম রব্বানি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জামালপুর অনলাইন জার্নালিষ্ট নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সভা হয়েছে। জামালপুর শহরের শহীদ হারুন সড়কের ওই সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রতিবাদ সভা হয়। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চেয়ারম্যান মাহমুদুলের গ্রেপ্তারের দাবিতে রব্বানির জানাজায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকেরা বকশীগঞ্জ থানা চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ ছাড়া বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বকশীগঞ্জ উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারণের ব্যানারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ওই তিনটি কর্মসূচিতেই বক্তারা চেয়ারম্যান মাহমুদুলকে হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁকেসহ জড়িত সবাইকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

রব্বানি হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং মানবাধিকার ও সাংবাদিকদের সংগঠন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক বিবৃতিতে সাংবাদিক হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এ ঘটনা জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) রব্বানি হত্যাকাণ্ডকে মুক্ত সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে হতাশাজনক ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছে। টিআইবি বলেছে, ক্ষমতাশালীদের অনিয়ম-দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করার জেরে সাংবাদিকদের ওপর অবারিতভাবে চলমান হামলা, মামলা, নির্যাতন ও হত্যা বাংলাদেশে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ), গণসংহতি আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বিবৃতি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে মানববন্ধন করেছে ছাত্র ইউনিয়নের একাংশ।

রব্বানি হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)। একই সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা দিতে আইনের খসড়া প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানায় প্যারিসভিত্তিক এই সংগঠন।

গত বুধবার রাতে সন্ত্রাসীরা রব্বানির ওপর হামলা চালায়। পরদিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। রব্বানি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জামালপুর জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি একাত্তর টিভির বকশীগঞ্জ উপজেলার সংবাদ সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৬ জুন ২০২৩

কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে গ্রাহকের মারধরে এনজিওকর্মীর মৃত্যু

সাভার প্রতিনিধি

সাভারে কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে গ্রাহকের মারধরে নিহত হয়েছেন এক এনজিওকর্মী। বুধবার রাতে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার বিকালে ব্র্যাক এনজিও সাভারের রাজফুলবাড়িয়া শাখার ফিল্ড অফিসার রেজাউল করিম পানপাড়ার ডাওয়ালীয়াপাড়া এলাকার একটি ডাইং কারখানার শ্রমিক শাহীন আলীর কাছে কিস্তির টাকা তুলতে যান। এ সময় কথা কাটাকাটির জের ধরে শাহীন রেজাউল করিমকে পিটিয়ে হত্যা করে তার সঙ্গে থাকা টাকা লুটে নিয়ে লাশ ঘরের সামনে ফেলে রাখে। রাতে বাড়ির অন্য ভাড়াটিয়ারা তার লাশ দেখে সাভার মডেল থানা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় পুলিশ হত্যাকারী শাহীন আলীকে গ্রেফতার করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা জেলার পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফি সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরপর সাভার মডেল থানার ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়ির আইসি রাসেল মোল্ল্যা অভিযান চালিয়ে শাহিনকে গ্রেফতার করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৬ জুন ২০২৩

রাঙামাটিতে নিখোঁজ তিন শ্রমিক উদ্ধার

রাঙামাটি প্রতিনিধি

রাঙামাটির রাজস্থলীতে নিখোঁজ তিন শ্রমিককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারা হলেন– সোহাগ (২০) রূপক (১৮) ও বিশ্বজিৎ (২২)। বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার গাইন্দ্যা ইউনিয়নের লংগদু পাড়া থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। গতকাল বিকালে এ তথ্য জানায় পুলিশ। গত সোমবার লংগদু পাড়া এলাকায় সড়কের কাজে নিয়জিত এই তিন শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২ আষাঢ়
১৬ জুন ২০২৩

রাজস্থলী থেকে অপহৃত তিন শ্রমিক উদ্ধার

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি

রাঙ্গামাটির রাজস্থলীর লংগদুপাড়া থেকে অপহৃত তিন শ্রমিককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত শ্রমিকরা হলেন সোহাগ (২০), রূপক (১৮) ও বিশ্বজিত দে (২২)। বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় অপহৃতদের উদ্ধারের পর রাজস্থলী থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানিয়েছেন, রাজস্থলী থানার ওসি মো. জাকির হোসেন।

রাজস্থলী থানার ওসি মো. জাকির হোসেন জানান, গত ১২ জুন দিবাগত রাত সাড়ে আটটায় রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়ার লংগদুপাড়ায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে অস্ত্রের মুখে তিন শ্রমিককে অপহরণ করেন বলে জানিয়েছিলেন অপহৃত সোহাগ ও রূপকের বড় ভাই সবুজ। সবুজ জানিয়েছেন, তিন মাস ধরেই তারা ১৪ জন শ্রমিক রাজস্থলী-বাঙ্গালহালিয়া সড়কের লংগদু পাড়ার লেবার শেডে অবস্থান করে পাশের সড়কে ধারক দেওয়াল নির্মাণকাজে নিয়োজিত ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায়ও কাজ শেষ করে লংগদুপাড়ার লেবার শেডে অবস্থান করছিলেন ঐ তিন শ্রমিক। এ সময় অন্য শ্রমিকরা একটু অদূরে চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন চা-নাস্তা করতে। ঐ সময় পাঁচ-ছয় জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খুঁটি থেকে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে লেবার শেডে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে তিন জনকে অপরহরণ করে। ওসি আরো বলেন, উদ্ধারের পর অপহৃতদের থানায় আনা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে অপহরণের ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

যুগান্তর
শনিবার ১৭ জুন ২০২৩
৩ আষাঢ় ১৪৩০

রাজধানীতে যাত্রীবেশী ছিনতাইকারীর কবলে অটোরিকশাচালক

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মুগদায় যাত্রীবেশী ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে সেকেন্দার শেখ নামের এক অটোরিকশাচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে মানিকনগর সরদার বাড়ির গলিতে এ ঘটনা ঘটে। আহত রিকশাচালক জানান, এদিন রাতে এক যুবক মান্ডা থেকে ওই চালকের রিকশায় যাত্রী বেশে ওঠেন। বলেন, কাপ্তানবাজারে মুরগি কেনার জন্য যাবেন। বাজারে যাওয়ার পর জানান মানিব্যাগ বাসায় রেখে এসেছেন আবার মান্ডায় যেতে হবে। মান্ডায় নিয়ে যাওয়ার পথে ওই এলাকায় পৌঁছালে চালকের পিঠে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে। পরে ছিনতাইকারী রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলে চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসে। তখন রিকশাটি রেখেই পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। আহত অবস্থায় ওই চালকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন আছে। তাকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো • রোববার, ১৮ জুন ২০২৩,

ঢাকা

সবুজবাগে গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর সবুজবাগের একটি বাসা থেকে শামীমা খাতুন (১৮) নামের এক গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সবুজবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিছুর রহমান গতকাল শনিবার প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সবুজবাগ থানার এসআই আজমিন নাহার প্রথম আলোকে বলেন, ইমন নামের এক যুবকের সঙ্গে শামীমার বিয়ে হয়। তবে বনিবনা না হওয়ায় পর শামীমা তাঁর বড় বোন ফাতেমার বাসায় চলে আসেন। পরে ৬ জুন পূর্ব বাসাবোর নাঈমা হোসেন নামের এক নারীর বাসায় গৃহকর্মীর কাজ শুরু করেন শামীমা। শুক্রবার রাতে শামীমাকে বাসায় রেখে বাইরে যান নাঈমা। বাসায় ফিরে শামীমাকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি পুলিশকে খবর দেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুগান্তর
রোববার ১৮ জুন ২০২৩ ● ৪ আষাঢ় ১৪৩০

দুর্গাপুরে সাংবাদিকের হাত পা ভেঙে দিল দুর্বৃত্তরা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সাংবাদিক কলি হাসানকে হত্যাচেষ্টা ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করার ঘটনায় মামলা হয়েছে। শুক্রবার রাতে সাংবাদিকের স্ত্রী সাজেদা আক্তার মামলাটি করেন। এতে দুজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিরা হলেন—পৌরসভার খরস এলাকার বাসিন্দা হান্নান মিয়া ও দিবারপাড়া এলাকার আসাদ মিয়া। ৯ জুন রাতে কলি হাসানকে দুর্গাপুর পৌরসভার বাগিচাপাড়া টিচার্স লেনসংলগ্ন রাস্তায় পথরোধ করে হামলা চালিয়ে দুর্বৃত্তরা ডান হাত ও ডান পা ভেঙে দেয়।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৯ জুন রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিক কলি হাসান বাগিচাপাড়া টিচার্স লেনসংলগ্ন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকজন তার পথরোধ করে হামলা চালায়। হামলাকারীরা হাতুড়ি ও রড দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে, ডান হাত ও ডান পায়ে আঘাত করে। এতে তার হাত ও পা ভেঙে যায়। হামলাকারীরা তার দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ টাকাও ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। টানা এক সপ্তাহ চিকিৎসা শেষে কিছুটা সুস্থ হয়ে প্লাস্টার নিয়ে তিনি বৃহস্পতিবার বাসায় ফেরেন। এ ঘটনায় শুক্রবার তার স্ত্রী থানায় মামলা করেন।

কলি হাসান বলেন, ৯ জুন রাতে পাঁচ দুর্বৃত্ত অতর্কিতে আমার ওপর হামলা চালিয়ে হাতুড়ি ও রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এ সময় আমার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। হামলাকারীদের মধ্যে হান্নান মিয়া ও আসাদ মিয়াকে চিনেছি। পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের নাম বললে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। কলি হাসানের দাবি, একটি সংবাদ প্রকাশের জের ধরে তার ওপর এ হামলা চালানো হয়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অভিযুক্ত হান্নান মিয়া ও আসাদ মিয়ার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, হামলার খবর পেয়ে সাংবাদিক কলি হাসানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের গ্রেফতার করতে পারব। সাংবাদিক কলি হাসান দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় দুর্গাপুর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি আমাদের সময় পত্রিকার দুর্গাপুর উপজেলা প্রতিনিধি। এছাড়া তিনি দুর্গাপুর সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২৩।

নিখোঁজের পাঁচ দিন পর মিলল লাশ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ দিন পর বনের ভেতর মিলল সাদ্দাম হোসেন নামের এক অটোরিকশাচালকের অর্ধগলিত লাশ। গতকাল সকালে বরাব এলাকার গহিন বনের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে মৌচাক ফাঁড়ি পুলিশ। গত ৮ জুন বাড়ি থেকে অটোরিকশা বের হয়ে নিখোঁজ হন সাদ্দাম (৩০)। তিনি পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার আওতাপাড়া এলাকার মৃত হাতেম মোল্লার ছেলে। কালিয়াকৈরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভাড়া থাকতেন তিনি। নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহতের শরীরে বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মুক্তি আক্তার কালিয়াকৈর থানায় মামলা করেছেন। মৌচাক ফাঁড়ির ইনচার্জ শহীদুল ইসলাম বলেন, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

NEW AGE
SUNDAY, JUNE 18, 2023, ASHARH 4, 1430 BS

3 arrested over rape, murder attempt on moving bus

Our Correspondent · Mymensingh

ONE bus driver and two assistants were arrested in a case of attempted rape and murder of a garment worker on a moving bus in Mymensingh's Bhaluka upazila on Friday night.

The accused are Ananda Das, 19, resident of Kashiganj area of Mymensingh's Trishal police station, Arif, 20, of Raimoni area of Trishal and driver Rakib, 21, of Kumarpara area of Dhanbari police station in Tangail district.

The victim claimed that on her way home from work on Friday night when she was alone on the bus, the assistants tried to rape her and pushed her out of the moving vehicle leaving her seriously injured.

Local people rescued the injured woman and took her to Bhaluka Upazila Health Complex.

Later, the garment worker filed a case with the police station.

Bhaluka model police station officer-in-charge Kamal Hossain said that the accused confessed to their guilt during a primary interrogation and were sent to the court on Saturday.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রথম আলো • রোববার, ১৮ জুন ২০২৩,

রবিবার ॥ ১৮ জুন ২০২৩ যুগান্তর

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে চলন্ত বাস থেকে নিক্ষেপ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

পোশাক কারখানায় কাজ শেষে হাইওয়ে মিনিবাসে বাসায় ফিরছিলেন এক নারী (৩৫)। পথে ভালুকা সিডস্টোর এলাকায় অন্য যাত্রীরা নেমে যান। এ সময় ওই নারী একা থাকায় চলন্ত বাসেই ধর্ষণের চেষ্টা চালান চালক ও দুই সহকারী। প্রতিরোধের চেষ্টা করেন নারী। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা প্রথমে তাকে মারধর করেন, তারপর চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেন।

জানা গেছে, চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেওয়ায় ওই নারী মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাকে স্থানীয়রা প্রথমে ভালুকা সিডস্টোরের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ভোরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা জানান, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার সিডস্টোর বাজারে অন্যসব যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়ার পর এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই হাইওয়ে পুলিশ বাসটি আটক করেছে। ওই রাতেই পুলিশ চালকের দুই সহকারীকে ভালুকা ও চালককে ত্রিশাল থেকে গ্রেফতার করেছে। তারা হলেন চালক রাকিব (২১), সহকারী আরিফ (২০) ও সুপারভাইজার আনন্দ দাস (১৯)। ভালুকা মডেল থানার ওসি কামাল হোসেন জানান, গতকাল বিকালে ভালুকা থানায় ভুক্তভোগীর ভাই বাদী হয়ে মামলা করেছেন। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

রোববার ১৮ জুন ২০২৩
E-mail: anandonagai

সৌদিতে দাগনভূঞার গাড়িচালক জামালের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

দাগনভূঞা (ফেনী) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে দাগনভূঞার গাড়িচালক জামাল উদ্দিনের (৫৫) বস্তাবন্দি লাশ শুক্রবার সকালে উদ্ধার করেছে সে দেশের পুলিশ। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, উপজেলার দক্ষিণ আলীপুর গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দিন দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের বাতা মার্কেট সংলগ্ন সাফা মক্কা হসপিটালের পাশে ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিলেন। তিনি নিজে গাড়ি চালাতেন এবং অন্যকে গাড়ি চালনো শিখাতেন। গত তিন দিন আগে কে বা কারা কুপিয়ে হত্যা করে লাশ বস্তাবন্দি করে রাখে। শুক্রবার সকালে সৌদি আরবে থাকা একমাত্র ছেলে আবু সাইদ বাবার খোঁজে বাসায় এসে দেখতে পান রুম তালাবদ্ধ এবং ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঘটনাটি সে দেশের পুলিশকে জানালে তারা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। নিহতের স্ত্রী ফরিদা আক্তার ছেলের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, কি কারণে দুর্বৃত্তরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে তা জানা যায়নি। তবে আমার স্বামীর হাত ও পায়ের রগ কাটা রয়েছে। নিহতের স্বজন দিদার জানান, লাশ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

ডিবির হেফাজত থেকে হাসপাতালে, ৬ দিন পর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলাল উদ্দিন

রাজধানীর বাউনিয়ায় ৫ জুন রাতে এক নারী খুন হন। এ ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন আসামি তাঁর স্বামী। পরদিন সন্ধ্যায় ওই বাড়ির দারোয়ান আলাল উদ্দিনকে (৫০) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসে ডিবি পুলিশ। ১০ জুন আলালকে ভর্তি করা হয় পঙ্গু হাসপাতালে। সেখান থেকে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

স্বজনদের অভিযোগ, ডিবি হেফাজতে নির্যাতনের কারণে আলাল মারাত্মক আহত হন এবং পরে মারা গেছেন।

তবে এ বিষয়ে গতকাল শনিবার রাত পর্যন্ত ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। আলালকে কবে ধরে আনা হয়েছে, কত দিন হেফাজতে ছিলেন, কেন তাঁকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (পঙ্গু হাসপাতাল) ভর্তি করাতে হলো, কোন পরিস্থিতির কারণে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিতে হলো; মৃত্যুর এক দিন পরও এসব বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ডিবির উত্তরা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্য জানতে গতকাল দিনভর মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। খুদে বার্তা (এসএমএস) পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁরা সাড়া দেননি।

পরে সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হলে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, আলালকে একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অসুস্থ হয়ে পড়লে আদালতের নির্দেশে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

তুরাগ থানার পুলিশ সূত্র জানায়, ৬ জুন সকালে বাউনিয়ার একটি বাসা থেকে ফাতেমা আক্তার (৩৩) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ফাতেমার ভাই মুরাদ মিয়া তুরাগ থানায় ফাতেমার স্বামী সাইফুল ইসলামকে আসামি করে মামলা করেন। সাইফুলকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওই বাড়ির দারোয়ান আলালের ফুফাতো ভাই নেহাজ উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই নারীর লাশ উদ্ধারের পর ওই দিন সন্ধ্যায় (৬ জুন) আলালকে ডিবি তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর ব্যাপারে পরিবারকে আর কিছু জানানো হয়নি।

নেহাজ বলেন, 'শুক্রবার (১৬ জুন) রাত ১০টার দিকে হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয়, আলাল মারা গেছেন। আমরা হাসপাতালে ছুটে যাই। কিন্তু আমাদের লাশের কাছে যেতে দেয়নি; পুলিশ জানায়, ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে লাশ নিতে হবে।' তাঁর দাবি, 'আলালের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। তাঁকে সন্দেহ করে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আলালের লাশের ছবি দেখেছি।'

আলালের বাড়ি বাউনিয়া এলাকায়। তাঁর বাবার নাম নূর উদ্দিন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার হায়দার আলীর বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি করতেন।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল সূত্র জানায়, ডিবির পরিদর্শক সিদ্দিকুর রহমান শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আলালকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালের সিসিইউতে (করোনারি কেয়ার ইউনিট) পাঠানো হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসক তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছেন।

হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় বেলাল হোসেন বলেন, ওই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর হাসপাতালের পক্ষ থেকে নিকটবর্তী শেরেবাংলা নগর থানাকে জানানো হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া মেনে লাশ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর আগে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে লাশের সুরতহাল তৈরি করে পুলিশ।

গতকাল রাত আটটার দিকে আলালের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে লাশের সঙ্গে সুরতহাল প্রতিবেদন পাঠানো হয়নি বলে মর্গ সূত্র থেকে জানা গেছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৪ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Sunday 18 June 2023

ভৈরবে নারী হোটেল শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে নারী হোটেল শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল দুপুর ৩টার দিকে পৌর শহরের কাঠ বাজার জামে মসজিদ সংলগ্ন জুয়েল মিয়ার ৩য় তলা বিল্ডিং থেকে রিনা বেগম (৩৭) এর লাশ উদ্ধার করে ভৈরব থানা পুলিশ। রিনা বেগম শেরপুর জেলার নকলা থানা টাকলী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর মেয়ে।

১৫ বছর আগে রিনার স্বামী মারা গেলে ৫ বছর আগে দুই ছেলে নিয়ে ভৈরবে আসে কাজের সন্ধানে। দুলাল মিয়ার মাধ্যমে দুই ছেলের কাজের ব্যবস্থা ও রিনা বেগমের চাকরির ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে রিনা ও দুলাল একসঙ্গে বসবাস শুরু করেন। এ ঘটনায় নিহতের মামাতো ভাই হোটেল শ্রমিক দুলাল মিয়াকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেড়মাস আগে কাঠ বাজার জামে মসজিদ রোড এলাকায় জুয়েল মিয়ার বিল্ডিংয়ে ৩য় তলা একটি ইউনিট ভাড়া নেন। দুই রুমের ইউনিটে ২ ছেলে ও মামাতো ভাই দুলাল মিয়াকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এর আগেও তারা বিভিন্ন জায়গায় বাসা ভাড়ায় থাকতেন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুলাল মিয়ার মাধ্যমে স্থানীয়রা জানতে পারেন বিল্ডিংয়ে রিনা বেগমের লাশ তার শয়নকক্ষে পড়ে আছে। পরে এলাকাবাসী স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে খবর দিলে তিনি এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশে খবর দেন। স্থানীয়রা আরও জানান, রিনা এবং দুলাল মিয়া দীর্ঘদিন যাবত স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে থাকতো।

এ বিষয়ে দুলাল মিয়া জানান, আমি এবং রিনাসহ তার দুই ছেলে সকালে বাসা থেকে কাজে বের হয়ে যাই। রিনা ভৈরব বাজার জনতা হোটেলে কাজ করে। আমি দুধ বাজার আম্মাজান হোটেলে চাকুরি করি। রিনার দুই ছেলে চকবাজারে কাজ করে। বেলা ১২টায় আমি হোটেল থেকে বের হয়ে রিনাকে জনতা হোটেলে পাইনি। হোটেল মালিক জানিয়েছে সে বাসায় চলে গেছে। পরে বাসায় গিয়ে দেখি ওড়না পেঁচানো অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। ঘরের জিনিসপত্র অগোছালো ছিল। রিনার মোবাইলটি নিয়ে গেছে। তবে কে বা কারা মেরেছে তা আমি বলতে পারছি না।

এ বিষয়ে নিহতের ছেলে রিয়াজ মিয়া জানান, সাড়ে ১২টায় খবর পায় বাসায় অঘটন ঘটেছে। বাসায় এসে দেখি আমার মায়ের লাশ পড়ে আছে। আমরা একই বাসায় থাকতাম। আমার মা দুলাল মামার সঙ্গে থাকতেন। তবে আমরা জানি আমার মাকে দুলাল মিয়া বিয়ে করেছে। কিন্তু আজ জানলাম তাদের বিয়ে হয়নি।

ভৈরব থানা ওসি মোহাম্মদ মাকছুদুল আলম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি রিনা বেগমের লাশ পড়ে আছে। গলায় ওড়না পেঁচানো আছে। প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। দুলাল মিয়াকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৪ আষা
১৮ জুন ২০২৩

নিখোঁজের তিন দিন পর বরিশালে রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

■ বরিশাল অফিস

তিন দিন নিখোঁজের পর বরিশালে মো. হাসান (২৪) নামে এক রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় ঢাকা-ভোলা সড়কের বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়ায় চরআইচার ডাক্তার সোহরাবের মাছের ঘের থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। হাসান বরিশাল নগরীর কাউনিয়া থানাধীন কালা খাঁ বাড়ির বাসিন্দা। সে ১৫ জুন নিখোঁজ হয়। হাসানের দুলাভাই সৌরভ জানান, লোন করে নতুন একটি রিকশা কিনেছিল হাসান। হয়তো সেই রিকশা নিয়ে ভোলার রাস্তায় ট্রিপ নিয়ে আসে। সেই সময় তাকে হত্যা করে রিকশা ছিনতাই করা হয়েছে সম্ভবত। তিন দিন ধরে নিখোঁজ থাকায় কাউনিয়া থানায় জিডি করা হয়েছিল শনিবার সকালে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৯ জুন ২০২৩

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেওয়া নারীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, *ময়মনসিংহ*

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় এক নারী পোশাকশ্রমিককে চলন্ত বাসে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বাসের চালক ও তাঁর সহকারীরা। কিন্তু ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে চলন্ত বাস থেকে সড়কে ফেলে দেন ওই নারীকে। দুই দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল রোববার সকালে তিনি মারা যান।

ওই নারীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক জাকিউল ইসলাম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মাথায় আঘাত পাওয়া ওই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আঘাত গুরুতর হওয়ায় তিনি মারা যান।

এদিকে ওই নারীকে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনে শুক্রবার রাতেই তাঁর ভাই বাদী হয়ে ভালুকা থানায় মামলা করেন। এরপর অভিযুক্ত বাসচালক টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার কুমারগাটা গ্রামের রাকিব মিয়া (২১), চালকের সহকারী ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার রায়মনি গ্রামের আনন্দ দাস (১৯) এবং আরেক সহকারী ত্রিশালের কাশীগঞ্জ গ্রামের আরিফ মিয়াকে (২১) গত শনিবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ভালুকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন সাংবাদিকদের জানান, হত্যাচেষ্টা মামলাটি এখন হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হবে। তিনি জানান, আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে ওই নারীকে বাস থেকে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নিহত নারীর বাড়ি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায়। তিনি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় বসবাস করতেন। গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন তিনি।

গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পর ওই নারীর সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। পুলিশ সূত্র জানায়, হাইওয়ে মিনিবাস নামের একটি পরিবহনের বাসে ওই ঘটনা ঘটে। গত শুক্রবার রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার দিকে শ্রীপুর থেকে ভালুকায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওই নারী বাসে ওঠেন। ভালুকা আসতে আসতে বাসের সব যাত্রী বিভিন্ন স্থানে নেমে যান। বাসটি ভালুকার জামিরদিয়া এলাকায় পৌঁছালে চালক ও চালকের দুই সহকারী ওই নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। বাধা দেওয়ায় চলন্ত বাস থেকে ওই নারীকে ফেলে দেন তাঁরা।

পুলিশ আরও জানায়, স্থানীয় বাসিন্দারা ওই নারীকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শনিবার ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মাছুম আহম্মদ ভূঁঞা তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে যান।

নিহত নারীর ছোট ভাই গতকাল রাতে মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, রাতে তাঁর বোনের জানাজা হয়েছে, তাঁকে দাফন করা হচ্ছে।

এদিকে গতকাল বিকেলে পৌনে চারটার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সামনে থাকা নিহত নারীর ওই ভাই জানান, তাঁর বোনের এক মেয়ে আর দুই ছেলে। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি পোশাক কারখানায় কাজ করে সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতেন। তাঁর বোনকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি জানান তিনি।

যুগান্তর
সোমবার ১৯ জুন ২০২৩

বরিশালে অটোরিকশা ছিনতাই করতে চালককে হত্যা

বরিশাল ব্যুরো

বরিশালে নতুন অটোরিকশা ছিনতাই করতেই চালক হাসানকে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার রাতে নিহতের বড় বোন মেট্রোপলিটন বন্দর থানায় মামলা করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বরাত দিয়ে রোববার নগরীর রূপাতলীতে র‌্যাব-৮ হেডকোয়ার্টারে সংবাদ সম্মেলন করে এই তথ্য জানান উপপরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীর আলম। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রুবেল হাওলাদার ও পটুয়াখালী সদর উপজেলার ১১ নম্বর ওয়ার্ড চানমারির বাসিন্দা মামুন তালুকদার। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীর আলম বলেন, নতুন অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ১৫ জুন হাসানকে নগরীর বাংলাবাজার থেকে ভাড়া করেন আসামি মামুন তালুকদার। সেখান থেকে আসামিরা সদর উপজেলাধীন বরিশাল-ভোলা আন্তঃজেলা মহাসড়কে নিয়ে হাসানকে শ্বাসরোধে হত্যা করে। এরপর অটোরিকশা নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। মামুনই নতুন অটোরিকশাটি হাসানের কাছে বিক্রি করেছিল। এই ঘটনায় হত্যায় ব্যবহৃত রশি উদ্ধারসহ দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। বন্দর থানার ওসি আসাদুজ্জামান বলেন, গ্রেফতার দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য ১৭ জুন বরিশাল সদর উপজেলার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বরিশাল-ভোলা সড়ক সংলগ্ন সোহরাব ডাক্তারের পুকুর থেকে হাসানের লাশ উদ্ধার করা হয়। হাসান বরিশাল নগরীর কাউনিয়া এলাকার কালা খাঁ বাড়ির বাসিন্দা।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২০ জুন ২০২৩।

ঘুমন্ত কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

● নিজস্ব প্রতিবেদক কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম রবি (৪৮) নামের একজন কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে মুখোশধারী এক দুর্বৃত্ত। রোববার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নওদা খাদিমপুর গ্রামের গাংপাড়ায় নিহতের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রবিউল ইসলাম রবি নওদা খাদিমপুর গ্রামের গাংপাড়ার মৃত মুক্তার বিশ্বাসের ছেলে। পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানিয়েছে, রোববার রাত সাড়ে ১২টার দিকে স্ত্রীর সঙ্গে নিজ বসতঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এক মুখোশধারী রবিউলের ওপর হামলা চালায়। এ সময় সে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় স্ত্রীর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে মিরপুর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, রবিউল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনাটির তদন্ত চলমান। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৯ জুন ২০২৩

‘ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে’

ডিবি হেফাজতে মৃত্যু

অভিযোগের বিষয়ে ডিবির ঊর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কেউ ফোন ধরেননি।

নুরুল আমিন, *ঢাকা*

আলাল উদ্দিন

সুস্থ আলাল উদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে ডেকে নিয়ে যান ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগের কর্মকর্তারা। ডিবি কার্যালয়ে আটক রেখে তাঁর ওপর চালানো হয় নির্যাতন। সেই নির্যাতনেই আলাল মারা গেছেন বলে দাবি পরিবারের।

পরিবারের ভাষ্য, ৬ জুন রাতে আলালের মুঠোফোনে কল করে বাসা থেকে ডেকে নেন ডিবির কর্মকর্তারা। পরে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে তাঁরা আলালকে গাড়িতে তোলেন। গাড়িতে তুলে আলালের দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যান। এরপর ১০ দিন তাঁরা আলালের কোনো খোঁজ পাননি। আলালকে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিবির একজন কর্মকর্তা যে মুঠোফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নম্বরে একাধিকবার কল করা হয়েছে। ফোন ধরে কোনো পরিচয় না দিয়ে এক ব্যক্তি বলেন, ‘আলাল সুস্থ আছে। আমরা তাঁকে ছেড়ে দেব।’ গত শুক্রবার রাতে ডিবি পুলিশ নয়, হাসপাতাল থেকে ফোন করে আলালের মৃত্যুর খবর জানানো হয় পরিবারকে।

তুরাগ থানার পুলিশ সূত্র জানায়, ৬ জুন সকালে তুরাগের বাউনিয়ার সাততলা একটি বাড়ির দোতলা থেকে ফাতেমা আক্তার (৩৩) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই বাসায় দারোয়ানের কাজ করতেন আলাল উদ্দিন। এ ঘটনায় ফাতেমার ভাই মুরাদ মিয়া তুরাগ থানায় ফাতেমার স্বামী সাইফুল ইসলামকে আসামি করে মামলা করেন। সাইফুলকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলালের মৃত্যুর খবর শনিবারে পেয়েছেন বাউনিয়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দারা। গতকাল রোববার ওই এলাকায় গিয়ে কথা হয় আলালের বড় ভাই জহির দেওয়ানের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘ওরা আমার ভাইকে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে গেছে। পরে নির্যাতন করে তাঁর পা ভেঙে দিয়ে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। ডিবি আমার ভাইকে হত্যা করেছে।’ তাঁর দাবি, তুলে নেওয়ার পর ১০ দিন আলাল যাঁদের কাছে ছিলেন, তাঁরাই এ হত্যার জন্য দায়ী।

পরিবারের এই অভিযোগের বিষয়ে জানতে ডিবির ঊর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কেউ ফোন ধরেননি। পরে একই বিষয়ে বক্তব্য জানতে ডিএমপি গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার ফারুক হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিনি ফোন ধরেননি। তাঁর মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানো হলেও সাড়া দেননি তিনি।

পরে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ ও অভিযান) খন্দকার মহিদ উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, এটা ডিবির বিষয়।

পুকুরপাড় এলাকার একটি আধা পাকা বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকতেন আলাল। চাকরি থেকে ১৪ হাজার টাকা বেতন পেতেন। দুই ছেলেমেয়ের পড়ালেখা খরচ মিটিয়ে যে টাকা বাঁচত, তা দিয়েই সংসার চালাতেন আলাল। স্বামীর এমন মৃত্যুতে দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত আলালের স্ত্রী পারভিন আক্তার শুরুতে কোনো কথা বলতেই চাইলেন না। শুধু বললেন, ‘ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে। কিছু বললে যদি আমার সন্তানদের ক্ষতি করে?’

সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে আহাজারি করছেন আলালের মা মহর বানু। তাঁর কথা, ‘তোমরা আমার আলালকে এনে দাও।’

আলালের ফুফাতো ভাই নেহাজ উদ্দিন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘হাসপাতালে আমাদের আলালের লাশ দেখতে দেয়নি পুলিশ। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনও আমাদের দেখানো হয়নি।’

আলালের প্রতিবেশী আরিফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, আলালরা পাঁচ ভাই খুবই নিরীহ প্রকৃতির। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা জিডি আছে বলে তাঁদের জানা নেই। তারপরও যদি কোনো অন্যায় করে থাকে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

এদিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে আলাল উদ্দিনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৭ আষাঢ় ১৪৩০
২১ জুন ২০২৩

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মার খেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে সাংবাদিক

চবিতে মানববন্ধন

■ চবি সংবাদদাতা

চায়ের দোকানে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাংবাদিককে বেধড়ক কিল-ঘুসি ও লাথি মেরে গুরুতর আহত করেছেন শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গত সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশনে একটি চায়ের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। শাখা ছাত্রলীগের আইন সম্পাদক খালেদ মাসুদ ও উপদপ্তর সম্পাদক আরাফাত রায়হানের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী সাংবাদিক দোস্ত মোহাম্মদ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের

২০১৬-১৭ সেশনের শিক্ষার্থী। এছাড়া তিনি চবি সাংবাদিক সমিতির সদস্য ও একটি অনলাইন পোর্টালের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। তাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।

এদিকে দোষীদের স্থায়ী বহিষ্কার ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে চবি সাংবাদিক সমিতি। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চত্বরের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে চবি সাংবাদিক সমিতি। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এদিকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার বলেন, ‘আমার শিক্ষার্থীর ওপর হামলা হয়েছে। আমি এর বিচার করবই। দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অথবা নিরাপত্তাপ্রধান বাদী হয়ে মামলা করবেন এবং জড়িতদের স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে।’

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৯ আষাঢ়
২৩ জুন ২০২৩

শ্রীবরদীতে বজ্রপাতে কৃষকের তিন গরুর মৃত্যু

■ শ্রীবরদী (শেরপুর) সংবাদদাতা

শ্রীবরদীতে বজ্রপাতে এক কৃষকের তিনটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌরসভার পূর্ব ছনকান্দা গ্রামে ঐ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কৃষক সাহেব আলী নিঃস্ব হয়ে গেছে। জানা যায়, সকালে সাহেব আলী ছনকান্দা গ্রামে ধানখেতে ঘাস খাওয়ার জন্য গরু রেখে আসেন। দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাতে তার তিনটি গরু ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

কৃষক সাহেব আলী বলেন, আমার পরিবারের উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম ছিল। প্রতিদিন গরুর দুধ বিক্রি করে আমার পরিবার চলত। গরুগুলো মারা যাওয়া আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ২৪, ২০২৩

অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কক্সবাজার

কক্সবাজারের খুরুশকুলে চালককে ছুরিকাঘাতে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সকালে খুরুশকুল আশ্রয় প্রকল্পের পাশে বশিরপাড়ার বিল থেকে মো. আজিজ নামে ওই চালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, বৃহস্পতিবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বাসা থেকে বের হন আজিজ। প্রতিদিন তিনি রাত ১০টার দিকে বাড়ি ফিরলেও সেদিন ফেরেননি। তার সেলফোনটিও বন্ধ পাওয়া যায়। সারারাত বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। গতকাল সকাল ১০টার দিকে মরদেহ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। কক্সবাজার সদর থানার ওসি (তদন্ত) নাজমুল হক জানান, সকাল ৮টার দিকে স্থানীয় লোকজন বিলের মধ্যে একটি মরদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
২২ জুন ২০২৩, ৮ আষাঢ় ১৪৩০

ছুরিকাঘাতে আহত বাইকচালক মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর সেকশন এলাকায় ছুরিকাঘাতে আহত মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সুরুজ আলী (৪০)। তিনি ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করতেন। গত মঙ্গলবার সকালে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রাতেই মৃত্যু হয় তার। গতকাল বুধবার সুরুজের মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়। পরিবারের ধারণা, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে সুরুজের। তবে পুলিশ বলছে, ঘটনা রহস্যজনক।

কাফরুল থানার ওসি মো. হাফিজুর রহমান দেশ রূপান্তরকে বলেন, আহত এক মোটরসাইকেল চালক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। পরে তার স্ত্রী থানায় এসে আমাদের জানিয়েছেন। নিহত ব্যক্তি মোটরসাইকেলে ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করতেন। তবে তার মোটরসাইকেল, মোবাইল, টাকাপয়সা সবই অক্ষত আছে। আমাদের টিম কাজ শুরু করেছে।

সুরুজের স্ত্রী বন্যা আক্তার জানান, ছিনতাইকারীরা মোটরসাইকেল নেওয়ার জন্য তার স্বামীকে ছুরিকাঘাত করে বলে জানতে পেরেছেন। মঙ্গলবার ভোরে রক্তাক্ত অবস্থায় সুরুজকে উদ্ধার করে পথচারীরা তাদের বাসায় নিয়ে যায়। তখন তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার নিচিন্তপুর গ্রামের মো. ভোলা মিয়ার ছেলে সুরুজ। মিরপুর ১২ নম্বরে পরিবার নিয়ে থাকতেন। দুই ছেলের জনক ছিলেন তিনি।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
২৪ জুন ২০২৩, ১০ আষাঢ় ১৪৩০

গৃহকর্মীকে ছাদ থেকে ফেলে হত্যাচেষ্টা

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর মিরপুর রূপনগর এলাকায় এক গৃহকর্মীকে নয়তলার ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর ৬টার দিকে রূপনগর আরামবাগ ৪ নম্বর রোডের ৪০ নম্বর বাসায় এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তামান্না নামে ওই গৃহকর্মীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

রূপনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান জানান, সকালে খবর পেয়ে আরামবাগের ৪ নম্বর রোডের ওই বাসার সামনে থেকে আহত গৃহকর্মীকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পঙ্গু হাসপাতাল ঘুরে সর্বশেষ দুপুরে তাকে নিয়ে ভর্তি করা হয় ঢামেক হাসপাতালে।

এসআই জানান, ওই গৃহকর্মী অভিযোগ করেছে, গৃহকর্ত্রী তাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। অভিযোগের পরিপেক্ষিতে গৃহকর্ত্রী অরুনিমা মৌকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। গৃহকর্মীর হাত, কোমরসহ শরীরের কয়েক জায়গায় ফ্যাকচার হয়েছে। তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হা ছে নাকি সে নিজেই লাফিয়ে পড়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তামান্নার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের তারাকান্দা থানার কালিকা গ্রামে। বাবার নাম নিজাম উদ্দিন। আরামবাগের বাসায় চার মাস ধরে কাজ করে সে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৭ আষা
২১ জুন ২০২৩

আশুলিয়ায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে আহত পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতের ঘটনার ছয় দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোকসানা বেগম (৩৪) নামের এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের সাবেক স্বামী লিচু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোকসানা সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার অচিন্তপুর গ্রামের রেনু মিয়ার মেয়ে। তিনি আশুলিয়ার জিরানী পুকুরপাড় এলাকায় ভাড়াবাসায় থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

নিহতের সাবেক স্বামী গ্রেফতারকৃত লিচু মিয়া কিশোরগঞ্জের মিঠামইন থানাধীন আগলাহাটি (ইসলামপুর) এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে। সে আশুলিয়ার জিরানী বাজার পুকুরপাড় এলাকার তার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন। রোকসানা ছিলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী। দুই মাস আগে তাদের ডিভোর্স হয়।

আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত ১৪ জুন সকালে আশুলিয়ার জিরানী পুকুরপাড় এলাকায় পোশাক কারখানায় কাজে যাওয়ার পথে প্রকাশ্যে রোকসানাকে ছুরিকাঘাত করেন তার সাবেক স্বামী লিচু মিয়া।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৮ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Thursday 22 June 2023

শ্রীপুরে নারী শ্রমিককে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ২

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক নারী পাদুকা শ্রমিক কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে সংঘবদ্ধ ধর্ষণে শিকার হয়েছেন। গত সোমবার রাতে পাশের ভালুকা উপজেলার একটি জুতার কারখানায় কাজ শেষে অন্য এক সহকর্মীর সাথে বাড়ি ফেরার পথে তেলিহাটি ইউনিয়নের আবদার গ্রামে ওই নারী শ্রমিক দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন। এই ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার সকালে শ্রীপুর থানায় ৩ জনকে আসামি করে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই নারী। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধান ধর্ষকসহ ২ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃত ২ আসামি হলো– শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের যুগিরসিট গ্রামের আবুবক্কর সিদ্দিকের ছেলে দেলোয়ার হোসেন এবং একই ইউনিয়নের শিমুলতলী গ্রামের আবদুল মান্নানের ছেলে ইমন হোসেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১১ আষাঢ়
২৫ জুন ২০২৩

নিখোঁজ ভ্যানচালকের লাশ পাটখেত থেকে উদ্ধার

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর পাটখেত থেকে হাসেম আলী (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মানিকগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কামরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। গতকাল শনিবার সকালে বাড়ির ৩০০ গজ দূরের পাটখেত থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে সাটুরিয়া উপজেলার গাছবাড়ী এলাকায়।

জানা গেছে, সাটুরিয়া উপজেলার দরগ্রামের গাছবাড়ী গ্রামের এ্যাংরোজ আলীর ছেলে মো. হাসেম আলী দরগ্রাম বাজারে শুক্রবার সন্ধ্যায় চা খেয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় আত্মীয়স্বজনরা রাতে খোঁজাখুঁজি করে পায়নি। গতকাল শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ভ্যানচালক হাসেম আলীর লাশ পাটখেতে দেখতে পায়। পরে তার আত্মীয়স্বজনকে খবর দিলে পরিবারের লোকজন লাশ শনাক্ত করে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। লাশের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সাটুরিয়া থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) ইমাম আল মেহেদী বলেন, পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, নারীঘটিত বা মাদক ও জমিজমা নিয়ে কেউ এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৭ জুন ২০২৩।

বাসায় ঢুকতে বাধা দেওয়ায় নিরাপত্তাকর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

হত্যাকারী সাগর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক

পূর্ববিরোধের জেরে বাসায় ঢুকতে না দেওয়ায় রাজধানীর পশ্চিম আগারগাঁওয়ে এক নিরাপত্তাকর্মীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রোববার ভোররাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম দেওয়ান আজিম (৬০)।

বাড়ির মালিক জানান, ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক দেওয়ান আজিমকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় হত্যাকারী সাগর হোসেনকে (১৬) গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৩। সোমবার শাহবাগ এলাকা তাকে গ্রেফতার করা হয়।

নিহত দেওয়ান আজিম টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার ডুবুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তার বাবার নাম মৃত মিজুন মিয়া। তিনি রাজধানীর পশ্চিম আগারগাঁওয়ের আবাসিক ভবন মিয়া টাওয়ারের (বাসা নং ৫৯) নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।

বাড়ির মালিক মো. ইমাম হোসেন বলেন, রোববার ভোররাত ৩টার দিকে এক যুবক আমার বাসায় জোর করে ঢোকার চেষ্টা করে। নিরাপত্তাকর্মী আজিম তাকে বাধা দেন। ওই যুবক নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। এক পর্যায়ে সে আজিমকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে ওই যুবক চলে যায়। পরে টের পেয়ে আমরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে আনার পর চিকিৎসক আজিমকে মৃত ঘোষণা করেন। আজিমের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া।

সময়ের আলো শনিবার । ২৪ জুন ২০২৩

নড়াইলে ভ্যানচালক হত্যা রহস্য উদঘাটন

স্ত্রীকে খুশি করতে আপন ভাইকে খুন

● নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইলে দেলোয়ার গাজী নামে ভ্যানচালককে হত্যার রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতেও সক্ষম হয়েছে তারা। গ্রেফতার ওই ব্যক্তি নিহতের আপন ছোট ভাই ইকরামুল গাজী (৩৮) বলে জানা গেছে। বুধবার রাতে নড়াইল সদর উপজেলার বিছালি ইউনিয়নের মধুরগাতি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নড়াইল সদর থানার ওসি মাহামুদুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার বিকালে আসামি ইকরামুল গাজী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক হত্যাকাণ্ডে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন।

গ্রেফতার ব্যক্তির স্বীকারোক্তির বরাত দিয়ে ওসি জানান, ইকরামুল গাজীর স্ত্রী ও নিহত দেলোয়ার গাজীর স্ত্রীর মাঝে সাংসারিক ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হয়। বিষয়টি আসামির স্ত্রী তাকে জানালে ইকরামুল গাজী তার বড় ভাই দেলোয়ার গাজীর কাছে প্রতিকার চান। একাধিকবার জানানোর পরও দেলোয়ার এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় ইকরামুলের স্ত্রী রাগ করে তার বাবার বাড়িতে চলে যান। একই সঙ্গে ঘটনার সমাধান না হলে আর স্বামীর বাড়ি ফিরবেন না বলে হুমকি দেন। তাই নিজের স্ত্রীকে খুশি করতে ইকরামুল তার সহযোগী বন্ধুদের সঙ্গে মিলে বড় ভাই দেলোয়ার গাজীকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করে। আর এর জন্য গত ২৯ মে রাতে দেলোয়ার গাজীকে কৌশলে ডেকে নিয়ে যান ইকরামুলের বন্ধু।

এ সময় ইকরামুল ও তার অপর সহযোগী একত্রে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দেলোয়ারের ভ্যানে চড়ে আটঘরা গ্রাম থেকে নাউসোনা মহাশ্মশানগামী রাস্তা দিয়ে আসতে থাকেন। পথে স্থানীয় নূর মোহাম্মদ বিশ্বাস নামে জনৈক ব্যক্তির মৎস্য ঘেরের কাছে এলে ইকরামুল গাজীর বন্ধু তার গামছা দিয়ে পেছন থেকে দেলোয়ার গাজীর গলায় পেঁচিয়ে ধরে। তখন সে ইকরামুলকে গামছা ধরে টান দিতে বলে। এরপর দুজনে দুই পাশ থেকে গামছা টেনে শ্বাসরোধ করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। পরে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী জেলা যশোরের অভয়নগর থানাধীন বুনোরামনগর এলাকায় তার ভ্যানটি রেখে পালিয়ে যায় আসামিরা।

উল্লেখ্য, গত ৩০ মে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী ইউনিয়নের খলিশাখালী আটঘরা শ্মশানের কাছ থেকে ভ্যানচালক দেলোয়ার গাজীর (৫৮) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে ২৯ মে তিনি নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় ৩১ মে নিহতের সেজো ভাই গাজী মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নড়াইল সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

সময়ের আলো মঙ্গলবার । ২৭ জুন ২০২৩

নারীর ডাকে ঢাকা থেকে কুমিল্লা, অতঃপর খুন

● কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লায় ছুরিকাঘাত করে খুন করা হয়েছে ইজাজ নামে এক তরুণকে। রোববার রাতে নগরীর কান্দিরপাড় এলাকায় ফাইন্ড টাওয়ারের সামনে তাকে দুই পায়ে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে কুমিল্লা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরান হোসেন জানান, ইজাজ সৌদি প্রবাসী ছিলেন। সৌদি থেকে এসে ঢাকায় একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিলেন তিনি। ঘটনার আগে তিনি এক বন্ধুকে বলেছিলেন, একজন মেয়ের সঙ্গে তার আর্থিক লেনদেন রয়েছে। সে সন্ধ্যায় তাকে কান্দিরপাড় যেতে বলে। এরপর ঢাকা থেকে এসে আর বাড়ি যাননি তিনি। তবে যখন তিনি কান্দিরপাড় আসেন তখন ফাইন্ড টাওয়ারের সামনে দুজন যুবক এসে তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে, পরে আরও ৫-৭ জন সেখানে যুক্ত হয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে। তিনি বলেন, যারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশের একাধিক টিম তাদের ধরতে কাজ করছে। আশা করি, খুব দ্রুত তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

কান্দিরপাড় এলাকার আনন্দ সিটি সেন্টারের সামনে দুজন হকার ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কিছুটা পূর্বদিক থেকে আহত অবস্থায় দৌড়ে এসে ইজাজ আনন্দ সিটি সেন্টারের সামনে লুটিয়ে পড়ে। সেখান থেকে লোকজন তাকে ধরে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায়। সে সময় তার দুই পা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাওন শিকদার জানান, ইজাজ নামে আহত ব্যক্তির দুই পায়ের হাঁটুর ওপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আঘাতের স্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার আগে ইজাজকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১২ আষাঢ়
২৬ জুন ২০২৩

গাজীপুরে হামলায় গার্মেন্টস শ্রমিক নেতার মৃত্যু, আহত ২

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহনগরীর টঙ্গীতে গাজীপুরা সাতাইশ বাগানবাড়ী এলাকায় হামলায় গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের সহকর্মীরা অভিযোগ করেছেন, শ্রমিকদের পক্ষে বেতন-ভাতা নিয়ে কথা বলায় স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় তার মৃত্যু হয়। হামলায় আরো দুই নেতা আহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রাতে তারগাছ এলাকায় শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

নিহত শ্রমিক নেতা হলেন, মো. শহিদুল ইসলাম ওরফে শহীদ (৫০), বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের গাজীপুর শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার রাজাবাড়ি এলাকার আজগর আলীর ছেলে। হামলায় আহত হয়েছেন, মো. মোস্তফা কামাল ও আহমেদ শরীফ নামের দুই নেতা আহত হয়েছেন।

শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গাজীপুরের সাতাইশ বাগানবাড়ি এলাকায় প্রিন্স জ্যাকর্ড সোয়েটার লিমিটেড নামের পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকদের চলতি মাসসহ দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এছাড়া ঈদের বোনাসও দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে বেশ কয়েক দিন যাবৎ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ চলে আসছিল। শ্রমিক পক্ষে থেকে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের গাজীপুর শাখার সভাপতি শহিদুল ইসলাম মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রবিবার শ্রমিকদের বকেয়া এবং ঈদ বোনাস দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষা করিয়ে বেতন বোনাস কারখানা কর্তৃপক্ষ দেয়নি। রাত ৯টার দিকে শহিদুল ইসলামসহ তিন জন কারখানা থেকে বের হয়ে প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান করা অবস্থায় ১০-১২ জনের একটি সন্ত্রাসী দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা তিন জনই গুরুতর আহত হয়। পরে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে তারগাছ এলাকার তয়রুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজ হাসপতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শহিদুল ইসলাম মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১১ আষাঢ়
২৫ জুন ২০২৩

মধুখালীতে চালকের গলা কেটে ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা

■ মধুখালী (ফরিদপুর) সংবাদদাতা

মধুখালী উপজেলার কোড়কদি ইউনিয়নের মোল্লাডাঙ্গী বাঁশভাঙ্গা ব্রিজের কাছে রাস্তার ওপর চালকের গলা কেটে ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত ভ্যানচালকের নাম আবু শেখ (৫০)। শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভ্যানচালক আবু শেখ কামারখালী বাজার থেকে অজ্ঞাত একজন যাত্রী নিয়ে কোড়কদি বাজারের উদ্দেশে আসছিলেন। পথে কোড়কদি ইউনিয়নের মোল্লাডাঙ্গী গ্রামের বাঁশডাঙ্গা ব্রিজের কাছে পৌছালে যাত্রী ভ্যান থামাতে বললে চালকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি ভ্যান চালাতে থাকেন। তখন যাত্রী রেগে ভ্যানের ওপর উঠে তার গলায় ধারালো ছুড়ি দিয়ে পোচ দিয়ে দ্রুত চলে যায়। স্থানীয় সেলিম আবু শেখকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে চিকিৎসার জন্য দ্রুত মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুরে রেফার্ড করে। মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম জানান, মধুখালী থানায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার
২৭ জুন ২০২৩ । ১৩ আষাঢ়

আগারগাঁওয়ে নিরাপত্তাকর্মী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আজিম ইসলাম (৬০) নামে এক নিরাপত্তাকর্মী খুন হয়েছেন। তিনি পশ্চিম আগারগাঁওয়ের বিজ্ঞান জাদুঘরের পাশে মিয়া টাওয়ারে নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে চার ঘণ্টার মধ্যে শাহবাগ এলাকা থেকে সাগর (১৮) নামে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। নিহতের বাবার নাম মৃত লুৎফর রহমান। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার ধুবুরিয়া এলাকায়।

বাড়ির মালিক ইমাম হোসেন জানান, রবিবার রাত ৩টার দিকে খবর পেয়ে নিচতলায় নিরাপত্তাকর্মীর রুমের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় আজিমকে উদ্ধার করে গতকাল সোমবার ভোরে দ্রুত শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। র‍্যাব-৩-এর স্টাফ অফিসার (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ফারজানা হক বলেন, 'পশ্চিম আগারগাঁওয়ে নিরাপত্তাকর্মী আজিম হত্যাকাণ্ডের মূল আসামি সাগর নামে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই বাসার ভাড়াটিয়া মো. হান্নান হোসেনের ছেলের সঙ্গে আজিমের আগে থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাগবিতণ্ডা ছিল। এরই জের ধরে আজিম খুন হন।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ১৮ | ১ জুন ২০২৩

ট্যানারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা দাবি

ট্যানারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অডিটরিয়ামে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের (বিএলআরজেএফ) যৌথ উদ্যোগে সলিডারিটি সেন্টার-বাংলাদেশ অফিস আয়োজিত আলোচনাসভায় এ দাবি জানান।

আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান। বিএলআরজেএফের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক। আলোচনাসভা সঞ্চালনা করেন বিএলআরজেএফের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান। বক্তারা বলেন, ট্যানারি কারখানা ঢাকা থেকে সাভারের হেমায়েতপুরে স্থানান্তর হলেও শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। সেখানে শ্রমিকদের জন্য আবাসনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ঢাকা থেকে প্রতিদিন কারখানায় যেতে হয় কাজে। আলোচনাসভায় বক্তারা আসন্ন কোরবানির ঈদের পশুর চামড়ার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণেরও দাবি জানান। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ২৪ জ্যৈ | ৭ জুন ২০২৩

শ্রমিকদের দ্বন্দ্বে নওগাঁর অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা ও নির্বাচনের দাবিতে জেলার অভ্যন্তরীণ রুটে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের একটি অংশের ডাকে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

গত ২৯ মে নওগাঁ শহরের বালুডাঙ্গা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে শ্রমিক ইউনিয়নের একাংশ বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে আগামী সাত দিনের মধ্যে সাধারণ সভা, বর্তমানে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি অনিয়ম দুর্নীতি ও নির্বাচনের দাবিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই নির্ধারিত সাত দিন পর হয়ে যাওয়ায় সকাল থেকে নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তবে এর মধ্যে শ্রমিক একটি একাংশ বাস চলাচল শুরু করে দিয়েছে। এ নিয়ে শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে হঠাৎ বাস বন্ধের কারণে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। দূরদূরান্ত থেকে এসে বাস না পেয়ে ছোটখাটো যানবাহনে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে তাদের। এতে করে সময় এবং ভাড়া বেশি গুনতে হচ্ছে। তবে বালুডাঙ্গা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।

নওগাঁ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এই কমিটির মেয়াদে সাধারণ সদস্যরা মৃত্যু অনুদান, চিকিৎসা অনুদানসহ বিভিন্ন আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই কমিটির নেতারা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার টাকা না দিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই অবস্থায় নির্বাচন দিলে হার নিশ্চিত জেনে তারা আর নির্বাচন দিচ্ছে না।

নওগাঁ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউজ্জামান মতি বলেন, গত জানুয়ারি মাসে সাধারণসভা আহ্বান করা হয়েছিল। ঐ সভায় ইউনিয়নের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বর্তমান কমিটির মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে নওগাঁ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজহারুল ইসলাম জানান, এরই মধ্যে কিছু বাস চলাচল শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সব বাস চলাচল স্বাভাবিক হবে।

কালের কণ্ঠ | শুক্রবার। ২ জুন ২০২৩

ভালুকায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, গুলি-টিয়ার শেল

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

বকেয়া বেতনের দাবিতে ময়মনসিংহের ভালুকায় মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অ্যাডভান্স টেক্সটাইল অ্যান্ড কম্পোজিট লিমিটেড নামের কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বিকেলে মাস্টারবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নেমে প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু শ্রমিকরা মহাসড়ক না ছাড়ায় পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়নের কাশর গ্রামে অবস্থিত অ্যাডভান্স টেক্সটাইল অ্যান্ড কম্পোজিট লিমিটেড নামের ওই কারখানায় এক হাজার ৬৫০ নারী ও পুরুষ শ্রমিক কর্মরত। কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের গত এপ্রিল মাসের বকেয়া বেতন না দিয়ে একের পর এক তারিখ দিয়ে আসছিল। গতকাল দুপুরের খাবার খেতে কারখানা থেকে বের হয়ে যান শ্রমিকরা। খাবার খেয়ে কারখানায় প্রবেশ করতে গিয়ে দেখেন কারখানার গেট বন্ধ। এতে বকেয়া বেতন পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহসড়কে নেমে এসে প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন।

শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহ জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কাজী সাইদুর রহমান বলেন, '১৭ রাউন্ড টিয়ার শেল ও ২৮ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুঁড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করা হয়।'

বণিক বার্তা | শনিবার, জুন ৩, ২০২৩

তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

৬০% বেতন বৃদ্ধি ও নবম জাতীয় বেতন স্কেল দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

৬০% বেতন বৃদ্ধি ও নবম জাতীয় বেতন স্কেলের দাবি জানিয়েছেন প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা। সম্প্রতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সর্বশেষ ২০১৫ সালে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানের পর গত আট বছরে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, ওষুধ, চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শতভাগ মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি কর্মচারীরা অর্থকষ্টে জীবন যাপন করছেন। গত আট বছরে বার্ষিক ৫% হারে মোট ৪০% বেতন বৃদ্ধি হলেও অবশিষ্ট ঘাটতি পূরণের জন্য ৬০% অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধি ও অবিলম্বে জাতীয় নবম বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য নিরসনকল্পে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মতো সচিবালয়বহির্ভূত দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের দপ্তরে কর্মরত প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, কম্পিউটার অপারেটরসহ সমমানের সমমর্যাদার কর্মচারীদের পদবি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও বেতন স্কেল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপদে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল, ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় সমশিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান ও বেতন স্কেল প্রদানের জোর দাবি জানানো হয়।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১ জুন ২০২৩ | ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

কালিয়াকৈরে নিখোঁজ শ্রমিকের সন্ধানের দাবিতে বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় এমএসএ স্পিনিং কারখানায় আমিন খান (৩৫) নামে এক শ্রমিক নিখোঁজের গুজবে ওই শ্রমিকের সন্ধানে বিক্ষোভ করেছেন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা। বুধবার সকালে এমএসএ কারখানার ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় শ্রমিকরা কারখানার ভেতরে হামলা চালিয়ে অফিসের কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। একপর্যায়ে কারখানার তিন কর্মকর্তাকে মারধর করে। শ্রমিকদের হামলায় কারখানার অ্যাডমিন ম্যানেজার নির্মল চন্দ্র সাহা, সহকারী ম্যানেজার আনোয়ারুল হক ও কোয়ালিটি ম্যানেজার রুহুল কদ্দুস আহত হন। তাদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক আমিন খান (৩৫), নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার আহসানগঞ্জ এলাকার আশরাফ খানের ছেলে। তিনি কারখানার পাশে আন্দারমানিক এলাকায় বাড়ি করে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজন একই কারখানায় চাকরি করতেন।

কালিয়াকৈর থানার ওসি আকবর আলী খান বলেন, নিখোঁজ শ্রমিকের স্ত্রী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তার লোকেশন জেনে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১ জুন ২০২৩

শ্রমিক নিখোঁজ বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় গতকাল সকালে শ্রমিক নিখোঁজের ঘটনায় এমএসএ স্প্রিং লিমিটেড কারখানায় বিক্ষোভ হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার আহসানগঞ্জ এলাকার আশরাফ খানের ছেলে আমিন খান (৩৫)। উপজেলার আন্ধারমানিক এলাকার শহিদের বাসায় ভাড়া থেকে ওই কারখানায় কাজ করতেন।

পুলিশ ও কারখানার শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকার এমএসএ স্প্রিং লিমিটেড কারখানার এসি প্লান্টে কাজ করছিলেন আমিন খান। গত মাসে তাকে কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করে। অবশ্য তিনি আলাপ-আলোচনা করে পুনরায় চাকরি ফেরত পান। অভিযোগ ওঠে, এরই সূত্র ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তার ওপর বিভিন্ন সময়ে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করে। এরপর গত মঙ্গলবার আমিন খান নিখোঁজ হন। খবরটি কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে গতকাল সকালে তারা কাজ না করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে পুলিশ আমিন খানকে খুঁজে বের করার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা চলে যান। তবে এ বিষয়ে এমএসএ স্প্রিং লিমিটেড কারখানার কেউ কথা বলতে রাজি হননি। নিখোঁজের স্ত্রী সুমনা আক্তার জানান, আমার স্বামী কারখানা থেকে মঙ্গলবার বাসায় ফেরেননি, কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আমার স্বামীকে ফেরত চাই। শ্রমিক শামীম হোসেন জানান, আমিন খান নামে এক শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ায় আমরা বিক্ষোভ করেছি। আমরা আমাদের শ্রমিক ভাইকে ফেরত চাই। শিল্পপুলিশের কালিয়াকৈর জোনের ওসি নিতাই চন্দ্র সরকার জানান, শ্রমিক নিখোঁজ ঘটনায় শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। তবে শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Saturday 3 June 2023

বকেয়া বেতন দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের ভালুকায় পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত সময়ে বকেয়া বেতন না পেয়ে আবারো মহাসড়ক অবরোধ করে এ্যাডভান্স টেক্সটাইল এন্ড কম্পোজিট লিমিটেড নামের কারখানার শ্রমিকরা। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তারা উপজেলার মাষ্টারবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নেমে প্রায় দুই ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সময় শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন। কিন্তু শ্রমিকরা মহাসড়ক না ছাড়ায় পুলিশ টিয়ার সেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহ জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কাজী সাইদুর রহমান জানান, এ্যাডভান্স টেক্সটাইল এন্ড কম্পোজিট কারখানার শ্রমিরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামে। পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সময় শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বকেয়া বেতনর পরিশোধের জন্যে ঢাকা থেকে আনা টাকা প্রদর্শন করে। তাতেও কাজ না হওয়ায় পুলিশ টিয়ার সেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। বর্তমানে এলাকার পরিবেশ পুলিশের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১ জুন ২০২৩
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ফতুল্লায় ক্ষমা চেয়ে শ্রমিকদের শান্ত করল মালিকপক্ষ

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় এসরোটেক্স গার্মেন্টে ব্যঙ্গ কার্টুন প্রিন্ট করা দেড় হাজার টি-শার্ট পুড়িয়ে ও ক্ষমা চেয়ে বুধবার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের শান্ত করেছে মালিক পক্ষ। এদিকে একই ঘটনায় কয়েক ঘন্টা পর অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে ৭/৮টি কারখানায় ঢিল ছুড়ে ভাঙচুর চালায়। জানা যায়, ৪ হাজার টি-শার্টের অর্ডার পায় এসরোটেক্স গার্মেন্টি। এতে সম্প্রতি তারা ছবিসহ ১৭৫০ পিস টি-শার্ট তৈরি করেন। টি-শার্টগুলো সৃষ্টির প্রথম মানব আদম হাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করার মতো মানহানিকর মনে হওয়ায় মালিকপক্ষের কাছে আপত্তি জানায় শ্রমিকরা। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আপত্তি আমলে না নিয়ে অর্ডারের বাকি কাজ শেষ করার নির্দেশ দেয়। শ্রমিকরা মালিক পক্ষের নির্দেশ না মেনে কাজ বন্ধ করে বুধবার কয়েকশত শ্রমিক বিক্ষোভ করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের অভিযোগ শুনে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। দীর্ঘ আলোচনায় মালিকপক্ষের লোকজন আপত্তিকর ছবি টি-শার্টে প্রিন্ট করায় ভুল স্বীকার করেন এবং আপত্তিকর ছবিসহ প্রিন্ট করা ১৭৫০ টি-শার্ট গার্মেন্টসের কর্মকর্তা জুবায়ের নিজ হাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। এরপর শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়।

যুগান্তর
রোববার ১১ জুন ২০২৩
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ ডাক কর্মচারীদের ১০ দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন

ডাক বিভাগের ৮ হাজার শাখা ডাকঘরে কর্মরত ২৩ হাজার অতিরিক্ত বিভাগীয় কর্মচারীর মাসিক বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও চাকরি জাতীয়করণসহ ১০ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন। শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান ইউনিয়নের নেতারা। এতে ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম নিজাম বলেন, 'আমরা ডাক বিভাগের প্রচলিত সকল সেবা ইউনিয়ন পর্যায়ে দিয়ে থাকি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও আমরা এখনও হেঁটে ডাক আদান-প্রদান করে থাকি। ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ঘরে হেঁটে ডাক ও ডাকঘরের অন্যান্য সেবা পৌঁছে দিয়ে থাকি। একজন বিভাগীয় কর্মচারী উপজেলা পোস্ট অফিস, সাব পোস্ট অফিস ও হেড পোস্ট অফিসগুলোতে যে ধরনের কাজ করে থাকে একই কাজ ইউনিয়ন পর্যায়ে আমরা করে থাকি।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩০
১৩ জুন ২০২৩

ডাক বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি

ডাক বিভাগের ২৩ হাজার অতিরিক্ত বিভাগীয় কর্মচারীদের ভাগ্যের চাকা উন্নতি হয়নি। বর্তমানে ২৩ হাজার কর্মচারীর জনপ্রতি বেতন মাত্র ৪ হাজার ৪৬০ টাকা। শনিবার বাংলাদেশ ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলা হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক কর্মচারী সমিতির উপদেষ্টা মো. আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। লিখিত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক ১০ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হলো—বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা, ২৩ হাজার কর্মচারীর বেতন জাতীয়করণ, প্রতি ছয় মাস অন্তর কমিটির সভার মাধ্যমে কর্মচারীদের আবেদন বিবেচনা করে মঞ্জুরী প্রদানসহ ইডি কল্যাণ তহবিলের অর্থের নীতিমালা প্রণয়ন করা, শাখা ডাকঘর কর্মচারী বিধিমালা প্রণয়ন, সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় সব ছুটির সুযোগ সৃষ্টি করা, বয়স্ক ও পেনশন যোগ্যদের এককালীন গ্রাচুয়িটির ব্যবস্থা করা, কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পোশাক সরবরাহ, সব ধরনের উৎসব ভাতার ব্যবস্থাসহ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ডিজিটাল যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সংবাদ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডাক কর্মচারী সমিতির উপদেষ্টা মূছা আহমেদ, ফকরুল ইসলাম চৌধুরী, মো. ইদ্রিস আলী শেখ, গোলাম হোসেন মুকুল, মো. আব্দুল মন্নাফ, মো. আব্দুল হাই, সুনিল রঞ্জন তালুকদার, মো. গোলাম হোসেন মুকুলসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৩ জুন ২০২৩

আশুগঞ্জে শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহার

প্রশাসনের আশ্বাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ নদী বন্দরে অনির্দিষ্টকালের জন্য নৌযান ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল বন্দরে কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা। নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ বাহার মাস্টার জানান, প্রশাসন থেকে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি সুষ্ঠু সমাধান করবে। তাই আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছি। শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেছেন। জানা যায়, শনিবার আশুগঞ্জ নৌবন্দরে তদারকি করতে কার্গো জাহাজ মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতারা ও ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের নেতারা আসেন। এ সময় তীরে নোঙরে থাকা ১৮টি জাহাজের শ্রমিকদের মালিক পক্ষের লোকজন কোনো কারণ ছাড়াই মারধর করেন। প্রতিবাদে রবিবার থেকে ধর্মঘট পালন করছেন শ্রমিকরা।—ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

প্রথম আলো • শনিবার, ১৭ জুন ২০২৩,

নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিক সমাবেশ

অনিয়ন্ত্রিত বাজার, অসহনীয় লোডশেডিং, পরিষেবা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদান এবং অবিলম্বে ২৫ হাজার টাকা মজুরি নিশ্চিতের দাবিতে সমাবেশ করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি নারায়ণগঞ্জ জেলা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে এই সমাবেশ হয়। সংগঠনের জেলার আহ্বায়ক কাউসার হামিদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলার সম্পাদক আবদুল আল মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক মেহেদী হাসান, পঞ্চবটি আঞ্চলিক শাখার আহ্বায়ক অভি হাওলাদার, সিদ্ধিরগঞ্জ ইপিজেড অঞ্চলের আহ্বায়ক মো. জিয়া প্রমুখ। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক জাহিদ সুজন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, অসহনীয় লোডশেডিং ও অনিয়ন্ত্রিত বাজারের কারণে শ্রমিকের জীবন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। দফায় দফায় শ্রমিক সংগঠনগুলো ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির কথা বললেও সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। শ্রম আইনে পাঁচ বছর পরপর বেতন বাড়ানোর কথা থাকলেও এসব এখন কার্যকর হয় না। বেতন বাড়লেও তার বর্তমানের জীবনমানের ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৫
৮ জুন ২০২৩

বকেয়ার দাবিতে চিনিকলের অবসরপ্রাপ্তদের বিক্ষোভ

ইত্তেফাক ডেস্ক

চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা বকেয়া পরিশোধের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। বুধবার তারা এ কর্মসূচির আয়োজন করেন। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : বকেয়া, অবসরোত্তর ও গ্র্যাচুইটি ভাতার দাবিতে মানববন্ধন এবং সড়ক অবরোধ করেছেন মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। বুধবার সকালে কালীগঞ্জ মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। কর্মসূচিতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও কল্যাণ সমিতির সভাপতি আতিয়ার রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক সোহেল আহম্মেদ, সুগার মিল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রসুলসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, ২০১৮ সাল থেকে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ২২০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর গ্র্যাচুইটি দেওয়া বন্ধ রয়েছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন অবসরপ্রাপ্তরা। তাই দ্রুত তাদের পাওনা ১৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা দেওয়ার দাবি জানান। ঈদের আগে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা না হলে ঈদের পর কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি দেন তারা। পরে ঝিনাইদ-যশোর মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা।

জয়পুরহাট : জয়পুরহাট সুগার মিলের অবসরপ্রাপ্ত ২২২ জন কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারীর পিএফ এবং গ্র্যাচুয়েটির প্রায় ১৬ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। জয়পুরহাট সুগার মিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারীরা সুগার মিল চত্বর হতে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনের সড়কের পাশে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। পরে সেখানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন, শ্রমিক নেতা দেওয়ান বদিউজ্জামান বদি প্রমুখ।

জয়পুরহাট : মানববন্ধনে শ্রমিক-কর্মচারীরা —ইত্তেফাক

জয়পুরহাট চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখলাছুর রহমান জানান, জয়পুরহাট সুগার মিলের অবসরপ্রাপ্ত ২২২ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের ১৫ কোটি ৬৪ লাখ বকেয়া রয়েছে। বরাদ্দ না থাকায় তাদের প্রাপ্য টাকা যথা সময়ে পরিশোধ করা যাচ্ছে না। তবে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি টাকা বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

নাটোর : বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নাটোর চিনিকল প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের করা হয়। পরে বিক্ষোভ মিছিলটি চিনিকল গেটে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নাটোর চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা কল্যাণ পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান ভুলু, নাটোর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আলী প্রমুখ।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) : দুপুরে উপজেলার মহিমাগঞ্জের রংপুর চিনিকলের প্রধান ফটকের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির ব্যানারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রংপুর চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ জে এম শহীদুল আলম, নজমুল হক প্রমুখ।

মধুখালী (ফরিদপুর) : মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির আয়োজনে চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তারা উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের রেলগেট এলাকায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সভা করেন। ফরিদপুর চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি আলী আকবর শেখের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ফরিদপুর চিনিকল শ্রমজীবী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহিন মিয়া, সাবেক কৃষি কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা মো. আবুল বাশার বাদশা প্রমুখ। মানববন্ধন কর্মসূচি-পরবর্তী বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের রেলগেট এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমকাল
সোমবার । ১২ জুন ২০২৩

মারধরের অভিযোগে নৌ শ্রমিকদের ধর্মঘট মালিকদের অস্বীকার

আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

মারধরের অভিযোগে এবং এর প্রতিবাদে রোববার দুপুর থেকে আশুগঞ্জ নদীবন্দরে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন নৌযান শ্রমিকরা। তবে জাহাজ মালিক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শ্রমিকদের নিয়মবহির্ভূত পণ্য পরিবহনের বিষয়ে তদারকি করায় ধর্মঘট শুরু করেছেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে বন্দরে জাহাজ থেকে পণ্য ওঠানামা বন্ধ রয়েছে। এটিকে শ্রমিক-মালিকদের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এ কে এম হাবিবুল্লাহ বাহার বলেন, শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের নেতারা তিনটি ট্রলারে আশুগঞ্জ ও ভৈরব নৌবন্দরে যান। এ সময় তাঁরা কোনো কারণ ছাড়াই নোঙর করা সব জাহাজের শ্রমিকদের মারধর করেন।

এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেন। সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজে যোগ দেবেন না বলে জানিয়েছেন। শ্রমিকদের ভাষ্য, তাঁরা জাহাজে কাজ করেন মালিকের নির্দেশনায়। নিয়ম ভাঙলে তাঁরা জবাবদিহি করবেন।

বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের কো-কনভেনার মো. নাজমুল হোসাইন হামদু বলেন, শ্রমিকরা চট্টগ্রামের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিরিয়াল না নিয়ে বিভিন্ন পণ্যভর্তি ২৫টি জাহাজ নিয়ে আশুগঞ্জ ও ভৈরব বন্দরে আসে। খবর পেয়ে তাঁরা বিষয়টি তদারকি করতে জাহাজে যান এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়।

আশুগঞ্জ থানার ওসি মো. নাহিদ আহম্মেদ বলেন, শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার অনুরোধ করলেও তাঁরা প্রত্যাখান করেছেন। মালিক ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) উপপরিচালক ও আশুগঞ্জ-ভৈরব বন্দরের কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, বিষয়টি কোনো পক্ষ জানায়নি। পণ্য পরিবহন নিয়ে এটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০২৩,

সড়কে পুলিশের হয়রানির প্রতিবাদে অটোরিকশাচালকদের বিক্ষোভ

মুন্সিগঞ্জ

অটোরিকশাচালকদের অভিযোগ, গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেই বিভিন্ন দোষ দেখিয়ে ট্রাফিক পুলিশ তাঁদের হয়রানি করছে।

রাস্তা অবরোধ করে পুলিশের বিরুদ্ধে অটোরিকশাচালকদের বিক্ষোভ। গতকাল সকালে মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বেতকা চৌরাস্তা মোড়ের স্ট্যান্ডে। ছবি : প্রথম আলো

প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের হয়রানি, অযথা জরিমানা আদায়ের অভিযোগে সড়ক অবরোধ করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বেতকা চৌরাস্তা মোড়ের স্ট্যান্ডে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করেন চালকেরা।

টঙ্গিবাড়ী, লৌহজং, সিরাজদিখান ও শ্রীনগর উপজেলা থেকে মুন্সিগঞ্জ সদরে যাতায়াতের প্রধান সড়কে সকাল ৯টার দিকে চালকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলে। এর ফলে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এ পথে নিয়মিত যাতায়াতকারী, স্থানীয়, পথচারী, চাকরিজীবী, শিক্ষার্থীসহ সব পেশার মানুষকে চরম বিপাকে পড়তে হয়।

বিক্ষোভকারী অটোরিকশাচালকদের অভিযোগ, গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেই বিভিন্ন দোষ দেখিয়ে ট্রাফিক পুলিশ তাঁদের হয়রানি করছে। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে যাত্রী নিলে অথবা রাস্তার কোনো পাশে দাঁড়ালেই গাড়ির চাবি নিয়ে যায়। গাড়ির সামনের কাচ, লাইট ভেঙে দেয়। কোনো কথা বললে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে। গাড়ি আটকে রেখে জরিমানার নামে জোর করে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা চাঁদা আদায় করে। কখনো কখনো সারা দিনের জন্য ট্রাফিক কার্যালয়ে গাড়ি আটকে রাখা হয়। পুলিশের এমন কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকলে যাত্রী চলাচলের একমাত্র বাহন অটোরিকশা বন্ধ করে আরও কঠোর কর্মসূচির হুমকি দেন বিক্ষোভকারীরা।

কর্মসূচি চলার সময় সকাল ১০টার দিকে টঙ্গিবাড়ী থানার এক দল পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাঁরা চালকদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ-অবরোধ বন্ধ করেন চালকেরা।

এ বিষয়ে টঙ্গিবাড়ী থানার ওসি মো. রাজীব খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে কথা বলেছি। বিনা কারণে চালকদের হয়রানি না করার অনুরোধ করি। কারও দোষ থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করি। যাঁরা বিক্ষোভ করছিলেন, তাঁদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলি। আমাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ বন্ধ করে গাড়ি চালানো শুরু করেন।'

প্রথম আলো • রোববার, ১৮ জুন ২০২৩,

সাংবাদিক গোলাম রব্বানি হত্যার প্রতিবাদে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জামালপুরের বকশীগঞ্জে সাংবাদিক গোলাম রব্বানি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) দুই অংশ।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পৃথকভাবে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিএফইউজে—বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কয়েকটি দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক, বিএফইউজের মহাসচিব দীপ আজাদ, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন।

পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি

গতকাল বেলা দুইটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করে বিএফইউজে ও ডিইউজের আরেক অংশ। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সাংবাদিক নেতারা অবিলম্বে সাংবাদিক গোলাম রব্বানি হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও তাঁর পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব এম এ আজিজ, বর্তমান সভাপতি এম আবদুল্লাহ, মহাসচিব নুরুল আমিন, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী প্রমুখ।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৩ জুন ২০২৩।

টঙ্গিবাড়ীতে পুলিশের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ

অটোচালকদের অবরোধে জনদুর্ভোগ

• টঙ্গিবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে পুলিশের চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয় অটোরিকশাচালকরা। সোমবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উপজেলায় বেতকা চৌরাস্তা অবরোধ করে রাখে তারা। এতে টঙ্গিবাড়ী, লৌহজং, সিরাজদিখান ও শ্রীনগর উপজেলা থেকে মুন্সীগঞ্জ সদরে যাতায়াতের প্রধান সড়কটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন হাজারো যাত্রী। বিশেষ করে আদালতগামী বিচারপ্রার্থী, স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী ও অসুস্থ রোগীরা পড়েন বাড়তি বিড়ম্বনায়।

ঘটনাস্থলে গিয়ে কথা হয় কয়েকজনের সঙ্গে। সায়েম ও রিয়াদ নামে দুই কলেজ শিক্ষার্থী বলেন, 'কুণ্ডের বাজার থেকে বেতকা চৌরাস্তা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছি। এখনও কোনো গাড়ি পাচ্ছি না। আজ আমাদের পরীক্ষা। কীভাবে পরীক্ষা দিব, বুঝতে পারছি না।' ইউনুছ হাওলাদার নামে আরেক পথচারী বলেন, 'আজ আদালতে আমার মামলার হাজিরার তারিখ ছিল। গাড়ি না চলার কারণে আমি হাজিরা দিতে আদালতে যেতে পারছি না।'

এ সময় কথা হয় আন্দোলনরত কয়েকজন অটোরিকশাচালকের সঙ্গেও। তারা বলেন, 'আমাদের শুধু শুধু রাস্তায় আটকে জরিমানা করে ট্রাফিক পুলিশ। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে যাত্রী নিতে গেলে কিংবা কোনো পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রী নামাতে গেলেই এসে গাড়ির চাবি নিয়ে যায় তারা। কোনো কথা বললে আবার খারাপ ভাষায় গালাগাল করে।'

অবরোধ কর্মসূচির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয় স্থানীয় অটোচালক সমিতির সভাপতি সুমন খানের কাছে। এ সময় তিনি বলেন, 'আমরা অটোচালকরা মুন্সীগঞ্জ শহরে ট্রিপ নিয়ে গেলে সদর উপজেলার সিপাহি পাড়া, মুক্তারপুর পাম্পের মোড় ও সুপার মার্কেটের সামনে আমাদের কাছ থেকে দেড় হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করে ট্রাফিক পুলিশ। সারা দিনে আমরা কয় টাকা কামাই? একশ টাকার একটা ট্রিপ দিতে গিয়ে যদি এতো টাকা জরিমানা দিতে হয় তা হলে আমাদের পথে বসা ছাড়া উপায় নাই।'

এদিকে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে টঙ্গিবাড়ী থানা পুলিশ ও মুন্সীগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অটোচালকদের বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় অটোরিকশাচালকরা। তাদের দাবি, রাস্তায় অটোচালকদের শুধু শুধু জরিমানা এবং কোনো হয়রানি করা যাবে না।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে টঙ্গিবাড়ী থানার ওসি রাজিব বলেন, আমরা তাদের বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলে এবং তাদের অযথা কেউ হয়রানি করবে না-এমন প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধকারীরা রাস্তা ছেড়ে চলে যায়।

যুগান্তর
সোমবার ১২ জুন ২০২৩

কালিয়াকৈরে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর উপজেলার আন্ধারমানিক ও নিশ্চিতপুর এলাকায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে রোববার দুপুরে চার সহস্রাধিক শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। উপজেলার আন্ধারমানিক এলাকার মেঘনগরে সকাল থেকেই বন্ধ কারখানা এমএসএ স্পিনিং মিলস লিমিটেডের চার সহস্রাধিক শ্রমিক জড়ো হতে থাকেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে খুলে দেওয়ার দাবি তুলে বিক্ষোভ মিছিল করেন। বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তৃতা করেন শ্রমিক রাকিবুল ইসলাম, মুন্না মিয়া, আলোয়া বেগম, চেইন ভানু বেগম, আব্দুল আজিজ, আব্দুল বারেক, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তৃতায় বলেন, ৩ মে কারখানায় কাজ চলাকালীন এক শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার গুজবে শ্রমিকরা কর্মবিরতি দিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন কারখানার ভেতরে। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা হামলা চালিয়ে কারখানার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করলে কর্তৃপক্ষ কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। বন্ধ থাকা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা সমাবেশে করেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৪ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Sunday 18 June 2023

গতকাল চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে কৃষক সমিতির সমাবেশ —সংবাদ

কৃষক বাঁচাও দেশ বাঁচাও

কৃষিতে ন্যায্যতা নিশ্চিতের দাবিতে কৃষক সমাবেশ

- কৃষিতে উৎপাদন সামগ্রীর দাম কমানোসহ একাধিক দাবিতে উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার ৩৪ স্পটে কর্মসূচি পালন
- ধানের মণ ১ হাজার ৫শ' টাকা করার দাবি কৃষকদের
- বগুড়ায় কৃষক সমিতির কৃষকবন্ধন কর্মসূচি পালন
- গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ীতে কৃষক সমিতির কৃষকবন্ধন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কৃষি উৎপাদন সামগ্রীর দাম কমানোসহ একাধিক দাবিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের ২ বিভাগের ১৬ জেলার ৩৪টি স্থানে একযোগে মানববন্ধন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চগড় থেকে যমুনা সেতু ও চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে যমুনা সেতু পর্যন্ত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলা সমূহের মহাসড়কে কৃষক সমিতির উদ্যোগে 'কৃষকবন্ধন' কর্মসূচি পালন করা হয়।

গতকাল বামপন্থি কৃষক সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক সমিতি এর আয়োজন করে। মানববন্ধন ও সমাবেশে অংশ নিতে এদিন সকালে বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক কৃষক সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের কড্ডার মোড় এলাকায় এবং সলংগার ঘুরকা এলাকায় মহাসড়কে উপস্থিত হন।

তারা কৃষি উৎপাদন খরচ কমাতে উৎপাদন সার, তেল, বিদ্যুৎ ও বীজের দাম কমানো; কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান; কৃষি জমিতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা; নদী ভাঙনের শিকার কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণ; তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান; জমি নিয়ে হয়রানি বন্ধ; কৃষি জমিতে প্রকল্প বন্ধ; কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মহাসড়কের কড্ডার মোড় এলাকায় সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট হেদায়েতুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এস এম সবুর। সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির আজিজ মল্লিক, শফিকুল ইসলাম, গোপাল সাহা, সুনীল কুমার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, কৃষকরা দেশের প্রধান চালিকা শক্তি হলেও যুগের পর যুগ ধরে কৃষকরা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। কৃষকদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না। তারা বলেন, কৃষক বাঁচলে তবেই কৃষি প্রধান বাংলাদেশ বাঁচবে।

অ্যাডভোকেট এস এম সবুর কৃষকের চার দাবি উল্লেখ করে বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলের সারাদেশে কৃষি সেচে অনিয়ম, হয়রানি, দুর্নীতি বন্ধ, চাহিদা ও সময়মতো ন্যায্য দামে সেচের পানি বিতরণ নিশ্চিত কর, সারসহ সব ধরনের কৃষি উৎপাদন উপকরণের দাম কমানো, ন্যূনতম ১,৫০০ টাকা মণ দরে প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা, প্রকৃত কৃষককে কৃষি কার্ড প্রদান, শস্য বিমা ও পল্লী রেশন চালু করতে হবে। এসব দাবি আদায়ে উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার মহাসড়কের ৩৪ স্পটে এ কর্মসূচি পালন করছে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি।

বক্তারা বলেন, কৃষি ও কৃষক রক্ষা করতে না পারলে দেশ জাতি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে। কৃষক আজকে নানান বঞ্চনার শিকার, বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সংকটের সময়েও হয়রানির শিকার হচ্ছে। এসময় বক্তারা অবিলম্বে বরেন্দ্র অঞ্চলে ও পল্লী বিদ্যুতের দুর্নীতি হয়রানি বন্ধের দাবি ও ধানের মূল্য ১,৫০০ টাকা মণের দাবি জানান।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বগুড়া শহরের সাতমাথায় এই কর্মসূচি সফল করতে মানববন্ধন করে কৃষক সমিতি বগুড়া জেলা কমিটি। কর্মসূচিতে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি বগুড়া জেলা কমিটির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষক নেতা লাকি আকতার, সিপিবি জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড জিন্নাতুল ইসলাম, কৃষক সমিতি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাসান আলী শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক নাদিম মাহমুদ, কৃষক নেতা সোহানুর রহমান সোহানসহ

অঞ্চলসহ সারা দেশে কৃষি সেচে অনিয়ম-হয়রানি-দুর্নীতি বন্ধ, চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে সেচের পানি বিতরণ নিশ্চিতকরণ, কৃষি কার্ডের প্রবর্তন করে শষ্য বিমা ও পল্লী রেশন চালুর দাবি জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি হুমায়ুন কবির, সাধারণ সম্পাদক মিলন পাল, সহসভাপতি আবু হাসিব, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আবিদ হোসেন, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভাপতি ইসরাইল সেন্টু বক্তব্য রাখেন।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ীতে শতশত কৃষক-জনতার অংশগ্রহণে কৃষকবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বরেন্দ্র অঞ্চলসহ সারাদেশে কৃষি সেঁচে অনিয়ম, হয়রানি, দুর্নীতি বন্ধ, সময়মতো চাহিদা মতো ন্যায্য দামে সেঁচের পানি বিতরণ নিশ্চিত করা, সারসহ সর্ব প্রকার কৃষি উপকরণের দাম কমানো, নূন্যতম এক হাজার ৫০০ টাকা মণ দরে প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়, প্রকৃত কৃষককে কৃষি কার্ড দেয়া, শস্য বিমা ও পল্লী রেশন চালু ইত্যাদি দাবিতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করে।

বক্তারা বলেন, কৃষি উপকরণ নিয়ে চলছে দেশি-বিদেশি কোম্পানির অবাধ লুটপাট। কৃষকদের কাছ থেকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নেয়া হচ্ছে, ফলে উৎপাদন ব্যয় যে পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় ফসলের দাম পাচ্ছে না কৃষক, সরকার ধানের দাম মণপ্রতি ১ হাজার দুইশ' টাকা ধার্য্য করেছে, এতে লোকসান গুনতে হচ্ছে। আমরা উৎপাদন খরচ বিবেচনায় এ বছর ধানের দাম মণ প্রতি এক হাজার পাঁচশ টাকা করার দাবি করেন তারা।

আরও দাবি করছি- কৃষি উপকরণ সাশ্রয়ী মূল্যে দিতে হবে, খোদ কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনতে হবে, পল্লী রেশন ও শস্যবিমা চালু করতে হবে, প্রকৃত কৃষককে কৃষি কার্ড দিতে হবে।

সময়ের আলো বুধবার। ১৪ জুন ২০২৩।

বকেয়া বেতনের দাবিতে রূপগঞ্জে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

● রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দুই মাসের বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে একটি রফতানিমুখী পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কাজে যোগদান না করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে উপজেলার আউখাব এলাকার রবিনটেক্স নামে একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের মাঝে এ অসন্তোষ দেখা দেয়। পরে বৃহস্পতিবারের মধ্যে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করার আশ্বাস দেওয়া হলে দুপুর ৩টার দিকে কর্মসূচি স্থগিত করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, রবিনটেক্স লিমিটেড নামে ওই পোশাক কারখানায় প্রায় ৬-৭ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। গত দুই মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা দিই-দিচ্ছি করে শ্রমিকদের ঘুরাচ্ছে মালিক পক্ষ। এ পর্যন্ত চার দফা মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের কথা হলেও বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকাল ৮টায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানায় কাজে যোগদান না করে মালিক পক্ষের কাছে দুই মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা দাবি করেন। মালিক পক্ষ এ সময় বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দিলে তাৎক্ষণিক বেতন-ভাতা পরিশোধ না করায় কারখানার ভেতরেই বিক্ষোভ চালিয়ে যান তারা। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের দাবি, পূর্বেও বেশ কয়েকবার আশ্বাস দেওয়ার পর তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি মালিক পক্ষ। মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে আগামী দুই দিনের মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধ করে দেওয়ার আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করেন শ্রমিকরা।

কারখানার ফিনিশিং বিভাগের শ্রমিক আমেনা বেগম, হাসনা জরিনা, সামসুল হক ও আসমা বলেন, 'আমরা বেতন না পেলে খাব কী? আর ঘর ভাড়া দেব কীভাবে? বেতন-ভাতা না পেয়ে আমরা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছি। দোকানদাররা বাকিও দিতে চান না এখন।'

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কারখানার প্রশাসনিক জিএম আদনান বলেন, 'মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুতই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করে দেওয়া হবে। তাদের বোঝানো হচ্ছে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য।'

যোগাযোগ করা হলে রূপগঞ্জ থানার ওসি এএফএম সায়েদ বলেন, মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতার পুরোটা পরিশোধ করে দেওয়া হবে জানিয়েছে তারা।

যুগান্তর শনিবার ১৭ জুন ২০২৩ ৩ আষাঢ় ১৪৩০

শ্রীপুরে শ্রমিকদের ওপর পুলিশি নির্যাতন, পোশাক কারখানা ভাঙচুর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে তৈরি পোশাকের একটি কারখানায় পুলিশ দিয়ে শ্রমিকদের মারধরের প্রতিবাদে কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ সুকৌশলে বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ গভীর রাতে শিল্পপুলিশের সদস্যদের এনে কর্মরত কয়েকজন শ্রমিককে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করে। বেশ কয়েকজন শ্রমিককে আটক করেছে শিল্পপুলিশ। শুক্রবার সকালে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের ওশিন স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড নামের তৈরি পোশাক কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

কারখানার শ্রমিক সজিব বলেন, বৃহস্পতিবার রাত দুইটার দিকে আমরা কাজ করছি। এ সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য এসে আমাদের সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়। আমরা বেতন-ভাতা নিয়ে আন্দোলন করলে সমস্যা হবে বলে হুমকি দেয়। প্রতিবাদ করলে আমাদের ছয়জনকে প্রচণ্ড মারধর করে। শুক্রবার সকালে পুনরায় পুলিশের সদস্যরা কারখানায় এলে শ্রমিকরা তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। এরপর বেতন-ভাতা চাইলে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ হামলা চালায়। এরপর শ্রমিকরা কারখানায় ভাঙচুর চালায়। নারী শ্রমিক আনোয়ারা বলেন, আমাদের মে মাসের বেতন ও চলতি মাসের বেতন পরিশোধ করে কারখানা বন্ধ করে দিলেও কোনো আপত্তি নেই। বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে শ্রমিকদের মারধর করছে পুলিশ দিয়ে। যে প্রতিবাদ করছে তাকেই পুলিশ ধরে নিয়ে আটক করছে।

কারখানার শ্রমিক আয়েশা বেগম বলেন, এই কারখানার শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের নায়ক মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা আবু হানিফ। তিনি প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের মারধর করেন। বৃহস্পতিবার রাতেও পুলিশ এনে বিনা কারণে মারধর করেছে।

কর্মকর্তা আবু হানিফ বলেন, বেশিরভাগ শ্রমিকের মে মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি শ্রমিকদের বেতন রোববার দেওয়ার কথা দিয়েছি। শ্রমিকরা তা না মেনে বেতনের দাবিতে কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। কারখানায় প্রতিটি ফ্লোরে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বহুতল ভবনের গ্লাস, চেয়ার, টেবিল ভাঙচুর করেছে। কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি করেছে। শ্রমিকদের মারধরের বিষয়ে তিনি বলেন, বিষয়টি সঠিক নয়।

শিল্পপুলিশের এএসপি সার্কেল মুন্সি আসাদুল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, কয়েকজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উস্কানিদাতাদের আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

WEDNESDAY JUNE 14, 2023
JAISHTHA 31, 1430 BS
The Daily Star

'Pay up our dues'

Workers of closed RMG factory go on strike

STAFF CORRESPONDENT

Demanding Tk 14 crore in compensation from the Bangladesh Export Processing Zone Authority (Bepza), workers of Honour Way Textile and Apparels (Pvt) Ltd, a factory at Dhaka Export Processing Zone, went on a strike yesterday in front of Jatiya Press Club.

The RMG factory in DEPZ shut down fifteen years ago. However, the 1,400 workers who lost their employment are yet to receive their compensation.

Workers complained that despite being promised their due payments for the past 15 years, they have not received anything. The factory was sold out by EPZ (Export Processing Zone) since its owner, Alvin Di Lao, a Hong Kong resident, stopped showing up to work in 2008. However, the price at which the factory was sold has not been made public.

Rashed Khan Menon, president of Workers Party of Bangladesh, who joined the strike, said, "The carelessness of Bepza and DEPZ demonstrates their utter disregard for workers. The workers must receive their share of the proceeds since Bepza and DEPZ sold the property, factory building, and equipment."

Amirul Haque Amin, president of National Garments Workers Federation, said Bepza must take responsibility and pay the compensation. About 200 workers participated in the strike.

যুগান্তর শুক্রবার ১৬ জুন ২০২৩ ২ আষাঢ় ১৪৩০

জুরাইনে পার্কিংয়ের নামে চাঁদাবাজি

ঢাকা-মাওয়া সড়ক অবরোধ

পুরান ঢাকা প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া সড়কের জুরাইনে মহাসড়ক অবরোধ করেছে সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালক ও মালিকরা। সিটি টোল ও পার্কিং চার্জের নামে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে এ অবরোধ করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এ অবরোধ করে তারা। এতে সড়কে শত শত বাস-ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। জানা যায়, জুরাইন রেলগেটে সিটি টোলের নামে ৪০ টাকা ও পার্কিং চার্জের নামে ৩০ টাকা করে প্রতিদিন প্রতি সিএনজি অটোরিকশা থেকে চাঁদা তোলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ করে আসছেন সিএনজি চালক ও মালিকরা। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো প্রতিকার না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পোস্তগোলা ব্রিজের দুই পাশ অবরোধ করেন। সিএনজি অটোরিকশা চালক রাজু, হাফিজসহ একাধিক চালক অভিযোগ করে বলেন, জুরাইন ট্রাফিক পুলিশের সামনে চাঁদা আদায় করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ওয়ারী জোনের জুরাইন রেলগেটে দায়িত্বরত টিআই পবিত্র বিশ্বাস বলেন, সিএনজি অটোরিকশা চালকদের কাছ থেকে নতুন করে সিটি টোল আদায়ের প্রতিবাদে সিএনজি চালকরা ঢাকা-মাওয়া সড়কের পোস্তগোলা ব্রিজ অবরোধ করেন।

শ্যামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ নজরুল ইসলাম বলেন, সিএনজি চালক ও সিটি টোল ইজারাদারদের নিয়ে রাতে বৈঠক করে সমাধানের আশ্বাস দিলে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০২৩,

বেতন-বোনাসের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ। গতকাল গাজীপুরের কোনাবাড়ীর বাইমাইল এলাকায়। প্রথম আলো

বেতন-বোনাসের দাবিতে ২ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর

ঈদের আগে বেতন-বোনাসের দাবিতে গাজীপুরে দুটি মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তৈরি পোশাকের দুটি কারখানার শ্রমিকেরা।

প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর বাইমাইল এলাকায় বেতন-বোনাসের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এতে ওই মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে বাইমাইল এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে অবস্থিত ফাইজা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে দুপুর ১টার দিকে পুলিশ গিয়ে জানায়, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করা হবে। এ আশ্বাসে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।

কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা বজলুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, 'শ্রমিকদের ওভারটাইমের টাকা বাকি আছে। তাঁদের গতকাল রোববার টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটি পরিশোধ করা যায়নি। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে বেলা ১১টার দিকে মহাসড়কে অবস্থান নেন তাঁরা। আমরা হেড অফিসে কথা বলেছি। তাঁদের ওভারটাইমের টাকা আজকেই পরিশোধ করে দেওয়া হবে। তবে এখন তাঁরা বোনাসও চাচ্ছেন। এটির দ্রুতই সমাধান করা হবে।'

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার রেজওয়ান আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, বোনাস ও ওভারটাইমের দাবিতে শ্রমিকেরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁদের বুঝিয়ে বেলা ১টার দিকে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ফাইজা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা আজ সকালে মে মাসের বেতন ও ওভারটাইমের টাকা পরিশোধের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন। পরে তাঁরা বেলা ১১টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কে প্রায় ১০ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

পোশাকশ্রমিক নূরে আলম প্রথম আলোকে বলেন, কারখানায় ১ হাজার ৬০০ শ্রমিক কাজ করেন। গতকাল মে মাসের বকেয়া বেতন ও ওভারটাইমের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালে ওই টাকা পরিশোধ না করায় তাঁরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মীমাংসার আশ্বাস দিলে তাঁরা মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন।

এদিকে চলতি মাসের বেতন ও পবিত্র ঈদুল আজহার বোনাসের দাবিতে গাজীপুরের টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন অপর একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় তাঁরা অবরোধ করেন। পরে পুলিশ ও মালিকপক্ষের আশ্বাসে আধা ঘণ্টা পর তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। কারখানাটির নাম 'বি এইচ আই এস অ্যাপারেলস লিমিটেড'। এটি টঙ্গীর দত্তপাড়া এলাকায় অবস্থিত। এ কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

টঙ্গী শিল্প পুলিশ ও কারাখানা সূত্রে জানা যায়, পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে কয়েক দিন ধরেই চলতি মাসের (জুন) বেতন ও ঈদের বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। তাঁরা এ মাসের বেতন ও ঈদের বোনাস কবে দেওয়া হবে, তা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেভাবে কিছু জানায়নি। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। গত রোববার কাজ বন্ধ করে দিয়ে কারখানার ভেতর অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। গতকাল সকালে তাঁরা কারখানার কাজে যোগ না দিয়ে বেতন ও ঈদের বোনাসের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

টঙ্গী শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মো. মোশারফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকেরা সকাল সাড়ে আটটার দিকে মহাসড়কে জড়ো হন। পরে সেখান থেকে চলতি মাসের বেতন ও ঈদের বোনাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। পরে মালিকপক্ষের বেতনের আশ্বাসে সকাল নয়টার দিকে সড়ক ছেড়ে দেন তাঁরা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২০ জুন ২০২৩

বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নরসিংদীতে বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে ও মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নেমেছেন শ্রমিকরা। ফলে পাঁচদোনা-ঘোড়াশাল ও টঙ্গি মহাসড়কে সব ধরনের যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কেও যানযটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পর দীর্ঘ সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকরা। গতকাল সদর উপজেলার পাঁচদোনা এলাকায় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গ্রুপ পাকিজা গ্রুপের সিস্টার কনসার্ন প্রতিষ্ঠান মমটেক্স হোম ফ্যাশন ও মমটেক্স এক্সপ্রো লিমিটেডের সহস্রাধিক শ্রমিক এই আন্দোলন করেন। –নরসিংদী প্রতিনিধি

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
২৭ জুন ২০২৩, ১৩ আষাঢ় ১৪৩০

চালক হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় ভ্যানচালক হাসেম আলী হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার দরগ্রাম ইউনিয়নের গাছবাড়িতে দরগ্রাম-সাটুরিয়া সড়কে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়। মানববন্ধন থেকে বক্তারা আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবি জানান। স্থানীয় ইউপি সদস্য সামাদ হোসেনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে এলাকার গণ্যমান্যরা বক্তব্য দেন।

গত ২৩ জুন দরগ্রাম ইউনিয়নের গাছবাড়ির বাসিন্দা ভ্যানচালক মো. হাসেম আলী সন্ধ্যায় দরগ্রাম বাজারে চা পান করে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন। পরদিন ওই এলাকার পাটক্ষেত থেকে তার ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২০ জুন ২০২৩ ৬ আষাঢ় ১৪৩০

সাংবাদিক নাদিম হত্যা

গাজীপুর ও নবাবগঞ্জে মানববন্ধন বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন, নবাবগঞ্জ ও গাজীপুর প্রতিনিধি

সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিম হত্যার প্রতিবাদ এবং দোষীদের দ্রুত সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ঢাকার নবাবগঞ্জে মানববন্ধন হয়েছে। উপজেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সংলগ্ন নবাবগঞ্জ ঢাকা আঞ্চলিক সড়কে সোমবার কর্মসূচি পালন করা হয়। নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাব আয়োজিত এ মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি ইব্রাহিম খলিল, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি আজহারুল হক, সহ-সভাপতি সাহিদুল হক খান ডাবলু, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, সাংবাদিক খালিদ হোসেন সুমন, সালাউদ্দিন বাচ্চু, মো. ফারুক আহমেদ, শ্রী বিপ্লব ঘোষ, কাজী সোহেল, সাহিনুর রহমান, আসাদুজ্জামান, আব্দুর রব বাবু, আবুল হাসেম ফকির, আব্দুর সাকুর উল্লাস, শামিম আরমান, সামিম হোসেন। এ মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে অংশগ্রহন করেন, দোহার প্রেসক্লাবের সভাপতি কামরুল হাসান, ঢাকা দক্ষিন মানবাধিকার কমিশনের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন পল্লব, সাংবাদিক তানজিম হোসেন প্রমূখ।

একই দাবিতে গাজীপুরে জেইউজিসহ ৯টি সংগঠন মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সোমবার সকালে রাজবাড়ী রোড ডিসি অফিসের সামনে সাংবাদিক ইউনিয়ন গাজীপুর (জেইউজি) সভাপতি এইচএম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. হেদায়েত উল্লাহর সঞ্চালনায় এই কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন গাজীপুর জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম সভাপতি ইকবাল আহমেদ সরকার, জেইউজি নেতা এফএম কামাল হোসেন, এসএম হাবিবুর রহমান, প্রিন্সিপাল হুমায়ুন কবির, পেশাজীবী নেতা গাজীপুর মহানগর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান খান, বাংলাদেশ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের এম আক্তারুজ্জান, জসিম উদ্দিন প্রধান প্রমুখ।

যুগান্তর | সোমবার ১৯ জুন ২০২৩ ৫ আষাঢ় ১৪৩০

ফতুল্লা ও কাপাসিয়া

সাংবাদিক নাদিম হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) ও কাপাসিয়া (গাজীপুর) প্রতিনিধি

সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিম হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে ফতুল্লা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। রোববার দুপুরে ফতুল্লা প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। ফতুল্লা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ মাসুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন—সাংবাদিক এআর মিলন, আ. আলিম লিটন, শাকিল আহমেদ ডিয়েল, মাসুদ আলী, সেলিম মুন্সি, সেলিম হোসেন, মাহফুজুর রহমান পারভেজ, মনির হসেন, নজরুল ইসলাম সুজন, নুরুল ইসলাম নুরু, সোহেল আহমেদ, কবিরুল ইসলাম, রফিকুল্লাহ রিপন, সাদ্দাম হোসেন শুভ, মামুনুর রশীদ মুন্না, এমএইচ রাসেল, খোকন প্রধান, জুয়েল চৌধুরী, মঞ্জুর হাসান বকুল, জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

এদিকে কাপাসিয়া প্রেস ক্লাব এবং কাপাসিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা সদরে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাপাসিয়া প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সঞ্জীব কুমার দাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শামসুল হুদা লিটনের পরিচালনায় বক্তব্য দেন বেলায়েত হোসেন শামীম, মজিবুর রহমান মিলন, আব্দুল কাইয়ুম, শাকিল হাসান, মাহমুদুল হাসান, মজিবুর রহমান, আকরাম হোসেন রিপন, সমির বণিক, শরিফ সিকদার, আসাদুল্লাহ মাসুম, মাসুদ শেখ প্রমুখ।

বণিক বার্তা | রোববার, জুন ২৫, ২০২৩

বেতন-বোনাস দাবি

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বেতন-বোনাস দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বিকাল ৪টার দিকে উপজেলার মৌচাক নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে তারা এ বিক্ষোভ করেন। শ্রমিকদের অবরোধে মহাসড়কের উভয় দিকে অন্তত ১০ কিলোমিটার এলাকায় যানজট তৈরি হয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান করেন।

পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, ৩১ মে উপজেলার মৌচাক নিশ্চিন্তপুর এলাকার 'এমএস টেক্সটাইল কারখানার' এক শ্রমিক নিখোঁজ হন। এরপর কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির সন্ধান চান শ্রমিকরা। এ নিয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ এবং কারখানার কর্মকর্তাদের মারধর করেন। ওই ঘটনার জেরে কারখানাটি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এরপর আর চালু হয়নি। কারখানাটি বন্ধ থাকায় বেতন ও ঈদের বোনাস পাননি শ্রমিকরা। গতকাল বিকালে বেতন-বোনাস ও কারখানা চালুর দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

যুগান্তর | রোববার ২৫ জুন ২০২৩ ১১ আষাঢ় ১৪৩০

ফতুল্লায় বকেয়া বেতন, ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ফতুল্লার কুতুবআইল এলাকায় ক্যাডটেক্স কারখানার শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ করেন।

শ্রমিকরা জানান, ক্যাডটেক্স কারখানার ডাইং বিভাগে ১০৫ শ্রমিক মে ও জুন মাসের বেতন পাবে। মালিকপক্ষ দেই-দিচ্ছি বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। এতে বেতন ভাতা ও বোনাসের দাবিতে কারখানা থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে শহরের চাষাঢ়ায় অবস্থিত কলকারখানা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে শ্রমিকরা। ওই সময় মালিকপক্ষ প্রতিষ্ঠানের গেটে নোটিশ বোর্ডে লে-অফ নোটিশ টানিয়ে দেয়। এ কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেওয়া নারায়ণগঞ্জ ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টসের সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন শিকদার বলেন, আর কয়েক দিন মাত্র ঈদের বাকি, এ সময় শ্রমিকদের বকেয়া বেতন বোনাস না দিয়ে মালিক পক্ষ কারখানা থেকে পালিয়েছে। অবিলম্বে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য মালিক পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মহসিন জানান, শ্রমিকরা অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটায়নি। তারা তাদের বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। ঈদের আগে মালিকপক্ষ তাদের পাওয়া বুঝিয়ে না দিলে আন্দোলন করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে শ্রমিকরা চলে যায়।

NEW AGE | WEDNESDAY, JUNE 21, 2023,

Garment workers hold a rally in the capital on Tuesday demanding wage hike. —New Age photo

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৮
২২ জুন ২০২৩

গাজীপুর : পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা পুলিশের। গতকাল টঙ্গী পশ্চিম থানার সাতাইশ বাগানবাড়ী থেকে তোলা ছবি —ইত্তেফাক

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে বেতন-ভাতার দাবিতে প্রিন্স জ্যাকের্ড সোয়েটার লিমিটেড নামক একটি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। বুধবার সকালে টঙ্গী পশ্চিম থানার সাতাইশ বাগানবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলটি বাগানবাড়ী এলাকা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের উদ্দেশ্যে বের হলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিক সূত্রে জানা যায়, কারখানাটিতে প্রায় সাড়ে ৭ শত জন শ্রমিক কাজ করেন। গত এপ্রিল মাসে ঐ কারখানার ৫০ জন শ্রমিকের ৫০ শতাংশ বেতন বকেয়া রাখে কারখানার কর্তৃপক্ষ। গত মে মাস আবারও কারখানার সব শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বকেয়া রাখেন। গত ২০ জুন মঙ্গলবার সব শ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার কথা থাকলেও কারখানার কর্তৃপক্ষ তা করেনি। পরে শ্রমিকরা দিনভর বকেয়া বেতনের জন্য অপেক্ষা করে বিকালের দিকে বিক্ষোভ করে চলে যান। গতকাল বুধবার সকালে শ্রমিকরা প্রতিদিনের মতো কারখানায় এলে কারখানা তালাবদ্ধ দেখতে পায়। পরে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে কারখানার সামনে অবস্থান নেয় এবং পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বাগানবাড়ী এলাকা থেকে বের হয়। এ সময় পুলিশ শ্রমিকদের মহাসড়কে উঠতে বাধা দেয়। এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরে পুলিশও শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে দুই রাউন্ড সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। তবে এতে কোনো শ্রমিক আহত হননি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের টঙ্গী জোনের পরিদর্শক ওসমান গনি জানান, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো শুক্রবার। ২৩ জুন ২০২৩

বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে স্পিকার বরাবর স্মারকলিপি পেশ করতে জাতীয় সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা করে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন ● সময়ের আলো

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ জুন ২০২৩,

নারায়ণগঞ্জ

ঈদের আগে বেতন ও বোনাসের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

পবিত্র ঈদুল আজহার আগে বেতন, বোনাস, সব বকেয়া পাওনা চেয়ে এবং অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে এই সমাবেশ করেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতা-কর্মীরা।

সংগঠনের নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক এম এ শাহীনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সমন্বয়ক হাফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলার সভাপতি আবদুল হাই, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলা শাখার সদস্যসচিব ইকবাল হোসেন, শ্রমিকনেতা নুরুল ইসলাম, মো. শাজাহান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতারা বলেন, ঈদ ঘনিয়ে এসেছে, এখনো অনেক কারখানায় শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয়নি। সিদ্ধিরগঞ্জের এস এস ক্রিয়েটিভ স্টিজ গার্মেন্টসের শ্রমিকদের তিন মাসের বকেয়া বেতন সাত মাসেও পরিশোধ করা হয়নি। মুনলাক্স অ্যাপারেলস ও অ্যাপোলো ইস্পাতের শ্রমিকদের আইনগত পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে না।

প্রথম আলো • রোববার, ২৫ জুন ২০২৩,

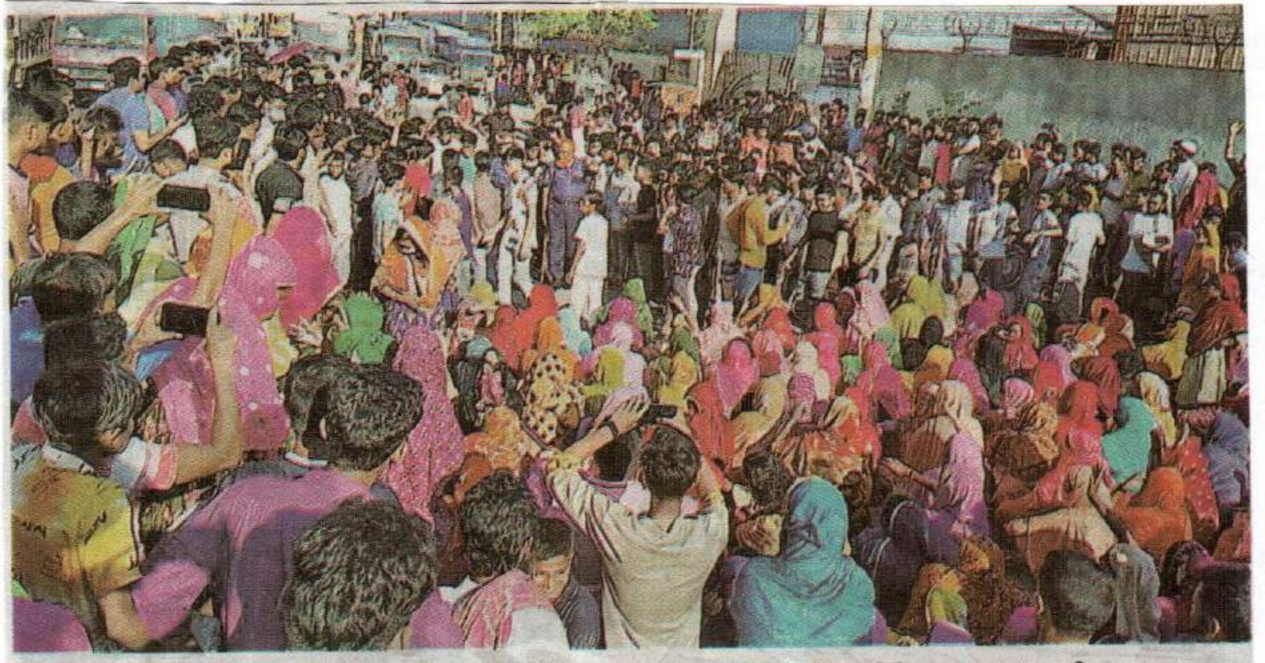

বেতন ও উৎসব ভাতার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ। গতকাল গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক নিশ্চিন্তপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

উৎসব ভাতার দাবিতে অবরোধ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর

শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বেতন ও উৎসব ভাতার দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক নিশ্চিন্তপুর এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এম এস এ স্পিনিং লিমিটেড নামের একটি সুতা তৈরি কারখানার শ্রমিকেরা।

গতকাল শনিবার বিকেল পৌনে চারটা থেকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে শ্রমিকেরা ওই বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে প্রায় তিন ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, গত ৩১ মে উপজেলার মৌচাক নিশ্চিন্তপুর এলাকার 'এম এস এ স্পিনিং লিমিটেড কারখানার' এক শ্রমিক নিখোঁজ হন। এরপর কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির সন্ধান চান শ্রমিকেরা। এ নিয়ে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন এবং কারখানার কর্মকর্তাদের মারধর করেন। ওই ঘটনার জেরে কারখানাটি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। কারখানাটি বন্ধ থাকায় বেতন ও পবিত্র ঈদুল আজহার উৎসব ভাতা পাননি শ্রমিকেরা। গতকাল বিকেলে বেতন, উৎসব ভাতা ও কারখানা চালুর দাবিতে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে শ্রমিকেরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কের উভয় দিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা, মৌচাক ফাঁড়ি ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। পুলিশের উপস্থিতিতে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহন ভাঙচুর করেন। এ সময় নাওজোড় হাইওয়ে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন তাঁরা। পরে পুলিশ তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে লাঠিপেটা করেন। এ সময় শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ২৫ থেকে ২৬টি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এতে শ্রমিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে সন্ধ্যা পৌনে সাতটা থেকে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শ্রমিক ও পুলিশের সংঘর্ষে চার পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় কয়েকটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

> “পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হলে সন্ধ্যা পৌনে সাতটা থেকে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
>
> সাইফুল আলম, এসআই, মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ি

ওই কারখানার শ্রমিক আফজাল হোসেন ও আবুল হাসান জানান, 'গত ৩১ মে কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন ও উৎসব ভাতা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়। কিছুদিন আমরা কারখানায় যোগাযোগ করলে তারা জানায় ঈদের আগেই বেতন ও উৎসব ভাতা দেওয়া হবে।' কিন্তু শনিবার সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে বেতন ও উৎসব ভাতা পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষও শ্রমিকদের কিছু জানায়নি। যার কারণে বাধ্য হয়ে তাঁরা বেতন ও উৎসব ভাতার জন্য সড়কে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কালিয়াকৈর থানাধীন মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক সাইফুল আলম বলেন, শ্রমিকদের অবরোধে বিকেল পৌনে চারটা থেকে মহাসড়কের উভয় দিকে অন্তত ১০ কিলোমিটার এলাকায় যানজট তৈরি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজিত শ্রমিকেরা পুলিশের ওপর চড়াও হন। এ সময় তাঁরা পুলিশের ওপরেও আক্রমণ করে ইটপাটকেল ছুড়েন। এতে চার পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন এবং হাইওয়ে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। পরে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হলে সন্ধ্যা পৌনে সাতটা থেকে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকদের বেতনের বিষয়ে কথা বলতে কারখানার সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বিমল চন্দ্র সাহার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৭ জুন ২০২৩
১৩ আষাঢ় ১৪৩০

গাজীপুরের ২ স্থানে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

জয়দেবপুর (গাজীপুর) ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলায় ঈদের ছুটি বাড়ানোর দাবিতে কর্মবিরতি ও আঞ্চলিক সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন অ্যাপারেলস্ ড্রেস শার্ট লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। সোমবার সকালে শিরিরচালা এলাকায় ৯টার দিকে বিক্ষোভের একপর্যায়ে তারা একই মালিকের আরেকটি কারখানার কাজ বন্ধ করে দেন। পরে শিল্পপুলিশ এসে শ্রমিকদের বুঝিয়ে কারখানার ভেতরে নিয়ে যায়।

কারখানার প্রশাসন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমরান হোসেন জানান, ঈদে কারখানা ছয় দিন বন্ধ ঘোষণা করলে শ্রমিকরা উত্তেজিত বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাদের দাবি মেনে নিলে তারা আবার কাজ শুরু করেন।

কালিয়াকৈর : উপজেলার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে ভাঙচুরের অভিযোগে সোমবার নারীসহ চার শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উপজেলার আন্ধারমানিক ও নিশ্চিন্তপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন, রবিউল ইসলাম, মেহেদী হাসান, আব্দুর রহিম ও আংগুরি বেগম। এর আগে শিল্প-২ পুলিশ ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত দেড় হাজার শ্রমিকের নামে মামলা করে। পুলিশ জানায়, শনিবার বিকালে নিশ্চিন্তপুরে শাহাবুদ্দিন (এমএসএ) স্পিনিং মিলস নামের একটি কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিক তাদের বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া, বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে উত্তেজিত শ্রমিকরা হামলা চালিয়ে পুলিশের গাড়িসহ অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করেন। এ সময় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে পুলিশসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়।

শ্রমিকরা জানান, ৩১ মে তাদের একজন শ্রমিককে কারখানা কর্তৃপক্ষ গুম করেছে এ রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ওইদিন সকালে তারা কারখানায় এসে গুম হওয়া শ্রমিককে ফেরত চেয়ে কারখানা ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। পরে তারা জানতে পারেন ওই শ্রমিক গুম বা অপহৃত হননি। কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকবর আলী খান বলেন, গ্রেফতারদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল ■ রোববার। ২৫ জুন ২০২৩।

কালিয়াকৈরের নিশ্চিন্তপুরে শনিবার বিকেলে মহাসড়কে শ্রমিকদের অবস্থান ■ সমকাল

শ্রমিক-পুলিশ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, আহত ১০

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া, বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের একটি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ তাঁদের সরাতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে মহাসড়কের নিশ্চিন্তপুর ও সফিপুর ফ্লাইওভারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা নিশ্চিন্তপুর এলাকার শাহাবুদ্দিন স্পিনিং মিলস (এমএসএ) কারখানায় কাজ করেন। রাশেদুল ইসলাম, হেলেনা আক্তার, কবীর হোসেন, শাকিল মিয়া, রেহেনা আক্তারসহ কয়েকজন জানান, আলামিন খান নামে এক শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার গুজবে গত ৩১ মে কারখানায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এক পর্যায়ে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এর জেরে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ওই কারখানা বন্ধ করে দেয়।

তাঁরা বলেন, বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে শ্রমিকরা মালিকপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কয়েকদিন পরই ঈদ। এখনও কারখানা থেকে ঈদ বোনাস ও আগের মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। এসব দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন।

জানা গেছে, শ্রমিকদের অবরোধের কারণে চার লেনের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট দেখা দেয়। শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। শ্রমিকরা অর্ধশতাধিক যানবাহনে ভাঙচুর চালান।

সংবাদ পেয়ে গাজীপুর-১ শিল্প পুলিশ ও মৌচাক ফাঁড়ির এক দল পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় শ্রমিকরা পুলিশের ওপর চড়াও হন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা দুই দিক দিয়ে শ্রমিকদের ধাওয়া দেন। এ সময় শ্রমিকরা পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলে তাঁদের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া। মহাসড়কের নিশ্চিন্তপুর, সফিপুর ও দোকানপাড় এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের ওসি নিতাই চন্দ্র সরকার জানান, 'শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন। তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়ে সাউন্ড গ্রেনেড ও লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়েছি। আমিও শ্রমিকের ইটের আঘাতে আহত হয়ে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছি।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১০ আষা
২৪ জুন ২০২৩

সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে দাকোপে মানববন্ধন-সমাবেশ

■ দাকোপ (খুলনা) সংবাদদাতা

একাত্তর টিভির সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিম হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে দাকোপে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। বৃহস্পতিবার চালনা ডাকবাংলার মোড়ে প্রেসক্লাবের সভাপতি গোবিন্দ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তৃতা করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ রায়, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অসিত কুমার সাহা, উপজেলা সিপিবির সভাপতি কিশোর রায় প্রমুখ।

বক্তারা খুলনা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মুন্সি মাহাবুব আলম সোহাগের অফিসে প্রকাশ্যে সশস্ত্র হামলা এবং একই দিন তেরখাদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাছিতুল হাবিব প্রিন্সকে রাস্তায় গতিরোধ করে তাকে রক্তাক্ত জখমের প্রতিবাদ জানান। অবিলম্বে সব হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবির পাশাপাশি সারা দেশে সাংবাদিক নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২৬ জুন ২০২৩।

টঙ্গীতে দুটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের টঙ্গীর সাতাইশ এলাকায় দুটি পোশাক প্রস্তুত কারখানায় বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা ৬টা ও ৭টায় বিক্ষোভ শুরু হয়। রাত পৌনে ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দুটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল।

শ্রমিক, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০ জুন থেকে সাতাইশ এলাকায় প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেডের প্রায় এক হাজার শ্রমিক তিন মাসের বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ২১ জুন শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে কর্তৃপক্ষ ২৫ জুন বেতন পরিশোধের তারিখ দিয়ে নোটিশ দেয়। সেই আশায় শ্রমিকরা সারা দিন গেটে অপেক্ষা করেও বেতন না পাওয়ায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিক্ষোভ শুরু করেন।

এদিকে একই এলাকায় তারাটেক্স লি. নামে আরেকটি কারখানার শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন।

সমকাল
শিল্প ও বাণিজ্য ১২
শুক্রবার। ২৩ জুন ২০২৩। ৯ আষাঢ় ১৪৩০

শ্রম পরিস্থিতির দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা জরুরি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইএলওর সংলাপে অভিমত

■ সমকাল প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনায় এখন শ্রম ইস্যুটি অন্তর্ভুক্ত। শ্রম পরিস্থিতির দুর্বলতার কারণে অনেক আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশকে পিছিয়ে থাকতে হয়। আগামীতেও আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এমনকি দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি জটিলতা তৈরি করতে পারে। এসব কারণে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং তা টেকসই করতে শ্রম পরিস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই শ্রম পরিবেশের জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বয়ে একটি ব্যাপকভিত্তিক কর্মকৌশল নিতে হবে।

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক সংলাপে এসব কথা উঠে আসে। ঢাকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে।

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান। তিনি বলেন, অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে নিয়ে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিবেশের জন্য নীতি প্রণয়ন করবে তার মন্ত্রণালয়। কর্মসংস্থান এজেন্ডা সমন্বয়ের জন্য স্বতন্ত্র একটি কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথাও জানান তিনি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকার বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে। তবে প্রতি বছর শ্রমশক্তি হিসেবে যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁরা যদি কাজের সুযোগ না পান তাহলে ধনী দেশ হওয়ার আগেই বার্ধক্যের জাতিতে পরিণত হবে বাংলাদেশ। কারণ জনমিতির যে সুবিধা এখন ভোগ করছে বাংলাদেশ, ২০৪০ সালের পর তা কমতে থাকবে।

তিনি বলেন, শ্রম সংক্রান্ত দুর্বলতা আগামীতে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এমনকি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রম আইন এবং নীতির বিভিন্ন দুর্বলতার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

ড. এম এ রাজ্জাক বলেন, সমপর্যায়ের দেশগুলোর চেয়ে রেমিট্যান্সে অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। ফিলিপাইন ২০২১ সালে মাত্র ১৮ লাখ প্রবাসী থেকে ৩৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে। একই সময়ে এক কোটি প্রবাসীর মাধ্যমে ২২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে বাংলাদেশ। বিদেশে অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোই এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার বড় কারণ।

বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পোটিয়াইনেন বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের মান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সরকারের সব প্রচেষ্টায় সহায়তা অব্যাহত রাখবে আইএলও।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. কাউসার আহম্মেদ বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন করে তিন কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সরকারের। এ লক্ষ্য অর্জন অনেক কঠিন। এ জন্য কাজ করছে সরকার।

অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শ্রম পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার কাজ করছে বলে জানান শ্রম সচিব এহসানে ইলাহী। তিনি বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পরিপালনে সক্রিয় রয়েছে শ্রম মন্ত্রণালয়। এসব প্রক্রিয়ায় সব পক্ষের সহযোগিতা চান তিনি।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শরিফা খান বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর দক্ষ শ্রমশক্তির ওপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিসংখ্যান ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন বলেন, শ্রমবাজার সম্পর্কিত একটি তথ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারম্যান ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, ভিসার ধরন সংক্রান্ত মারপ্যাঁচে পড়েও শ্রমিকরা ঠকছেন। বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত এজেন্সিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার কথা বলেন তিনি।

শ্রমিক নেতা রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, শ্রমিকদের অনেকে প্রৌঢ় বয়সে অসহায় হয়ে দেশে ফিরে আসেন। গত সাত বছরে মাত্র ছয় লাখ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মানসম্পন্ন না হওয়ার কারণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই কাজ পাননি। টেকসই শ্রম পরিস্থিতি না থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিসের (বিলস) সদস্য শাকিল আক্তার বলেন, শ্রমিকদের জন্য এখন এক নম্বর সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। সরকারের সব নীতি কৌশলে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ৩ আ
১৭ জুন ২০২৩

গতকাল আন্তর্জাতিক গৃহশ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় —ইত্তেফাক

গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির দাবি

গৃহশ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সম্প্রতি গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন, হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে। বিগত বছর অন্তত ৩৩ জন গৃহশ্রমিক হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দেশব্যাপী গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষায় প্রণীত গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ বাস্তবায়ন না হওয়ায় একের পর এক গৃহশ্রমিকের মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে আন্তর্জাতিক গৃহশ্রমিক দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বক্তারা এসব কথা বলেন। গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এই সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে গৃহশ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করো এবং গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন-১৮৯ ও ১৯০ দ্রুত অনুসমর্থন করো—এই স্লোগানকে সামনে রেখে গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন, হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো প্রভৃতি ঘটনা উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে গেছে।

বিলসের সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অন্তত ৩৩ গৃহশ্রমিক হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বক্তারা বলেন, বিচারহীনতার কারণে দোষীরা বারবার গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের সাহস পায়। যদি এসব ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে সেই ভয়ে আর কেউ গৃহশ্রমিকদের নির্যাতনের সাহস দেখাবে না।

বক্তারা আরো বলেন, আইএলও কনভেনশন-১৮৯ এবং ১৯০ অনুসমর্থন করাসহ সারা দেশে গৃহশ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ বাস্তবায়ন, শ্রম আইনে গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা, গৃহশ্রমিকদের মামলায় সরকারিভাবে আইনি সহায়তা প্রদান, গৃহশ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্যাতনে নিহত শ্রমিক পরিবার ও আহত শ্রমিকদের ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যয় নিয়োগকারী কর্তৃক বহন করা, নিহত শ্রমিক পরিবার ও আহত শ্রমিকদের স্থায়ী পুনর্বাসন এবং গৃহশ্রমিকদের নির্যাতন থেকে রক্ষা ও প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে নিবন্ধন ও পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করার দাবি জানান।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, বিলসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কর্মজীবী নারীর সহ-সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জুবায়দা পারভীন, কর্মজীবী নারীর ট্রেনিং অফিসার রাবেয়া আক্তার, জাতীয় গৃহশ্রমিক ফেডারেশনের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব ও বিলস পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আক্তার নাহার, বিলসের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার চৌধুরী বোরহান উদ্দিন, নেটওয়ার্কের অন্যতম নেতৃবৃন্দ মেনা চৌধুরী, আরিফা আক্তার, সালমা আক্তার, সায়েরা খাতুন, হাসি আক্তার প্রমুখ।

এছাড়া বিলস ও গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কভুক্ত মানবাধিকার সংগঠন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত গৃহশ্রমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফাইল ডকুমেন্ট

SL.	Headline	Newspaper	File Name
1.	বাজেট ২০২৩-২৪	বণিক বার্থা ১ জুন, ২০২৩	বাজেট
2.	আগামী অর্থবছরের বাজেট পেশ আজঃ মূল্যস্ফীতি ও রাজস্ব আহরণে চাপ সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধিতে নজর সরকারের	বণিক বার্থা ১ জুন, ২০২৩	বাজেট
3.	বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা ও সবুজ অর্থরীতিকে গুরুত্ব দিতে তাগিদ	বণিক বার্থা ১ জুন, ২০২৩	বাজেট
4.	বাজেট মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দিকনির্দেশনা চাই	কালের কণ্ঠ ১ জুন, ২০২৩	বাজেট
5.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ আজঃ রাজস্বের লক্ষ্য অর্জনই চ্যালেঞ্জ	যুগান্তর ১ জুন, ২০২৩	বাজেট
6.	TK 7.62tn budget for FY 24 unveiled	The Financial Express 2 June, 2023	বাজেট
7.	মূল্যস্ফীতি কমানোর বিষয়ে দিকনির্দেশনা নেই	যুগান্তর ৪ জুন, ২০২৩	বাজেট
8.	প্রস্তাবিত বাজেট ও বিকল্প বাজেট	যুগান্তর ৪ জুন, ২০২৩	বাজেট
9.	Environment and climate in 2023-24 budget	The Financial Express 6 June, 2023	বাজেট
10.	Budget 2023-2024: half full or half empty?	The Financial Express 6 June, 2023	বাজেট
11.	বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি কমানোর সদিচ্ছা কোথায়	প্রথম আলো ১৬ মে ২০২৩	বাজেট
12.	এই বাজেট অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে	যুগান্তর ৪ জুন, ২০২৩	বাজেট
13.	বাজেট সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে	যুগান্তর ৪ জুন, ২০২৩	বাজেট
14.	Inflation, dollar crisis among challenges as budget today	New age 1 May 2023	বাজেট
15.	SMEs to boost Blue Economy	The Financial Express 11 May, 2023	Economics
16.	Clonal seedlings a new hope for the tea industry	The Daily Star 9 May, 2023	Tea
17.	Maintain BD's market facility in post-LDC era	The Financial Express 8 May, 2023	LDC

ফাইল ডকুমেন্ট

18.	অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও রেমিট্যান্সের প্রভাব	বণিক বার্তা ১৪ জুন, ২০২৩	সামাজিক নিরাপত্তা
19.	দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টিপাতে প্রাণ ফিরেছে চা গাছে	সংবাদ ১৪ জুন ২০২৩	চা
20.	Investors in biggest climate pressure group don't like to pressure	The Financial Express 13 June, 2023	Climate Change
21.	World day against child labour In need of strong commitment	New age 12 June 2023	Child Labour
22.	Can Bangladesh reduce" failed migration' cases?	The Financial Express 17 June, 2023	Migration
23.	RMG exports to US, Germany drop	New Age 18 June 2023	RMG
24.	ন্যূনতম মজুরি পান না সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার গৃহকর্মীরা	বণিক বার্তা ১৬ জুন, ২০২৩	ন্যূনতম মজুরি
25.	সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম দারিদ্র্য হ্রাসে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালণ করছে?	বণিক বার্তা ১৭ জুন, ২০২৩	সামাজিক নিরাপত্তা
26.	পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা	প্রথম আলো ১৯ জুন ২০২৩	RMG
27.	বিদেশে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে	কালের কণ্ঠ ২১ জুন ২০২৩	Migration
28.	2023-24 Budget: Current Challenges	The Financial Express 24 June, 2023	Budget